ভূমিকা।

বর্ষৈক পরে আজি আমি স্পেনগর্ব্বভূমি মহাকবি সাব্‌ভেন্‌টিসের পদা শ্রয় গ্রহণ করিয়া, পুনরায় বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে অবতীর্ণ হইলাম। অদৃষ্টের কথা কে বলিতে পারে, হয়ত, আমার এই লেখনীর আঘাতে মহা-কবির সুরঞ্জিত চারুচিত্র এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইবে—হয়ত বঙ্গের চক্ষে তদীয় অলোকসাধারণ গুণসন্নিপাত দোষরাশিতে পরিণত হইবে—হয়ত তাঁহার সুবিমল কীর্ত্তিকুসুম মলিন ও বিশুষ্ক হইয়া, নিয়তির অস্তস্তল স্পর্শ করিবে—হয়ত মহাকবির চিরজীবিনী প্রতিভা কল্পনাসাগর মন্থন করিয়া, যে দেবদুর্লভ অপূর্ব্ব দিব্যপদার্থ সৃজন করিয়াছিল, মদীয় পাপ-লেখনীসংস্পর্শে তাহাই রূপান্তরে উদ্গত হইয়া, বঙ্গালয়ে বিরাগ ও অসন্তোষ-ভাজন হইবে। যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়, কি তারাশঙ্কর বাবু, কি আধুনিক নবন্যাস পথপ্রদর্শক বঙ্কিম বাবু, কি তদপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন আর কোনও মহাত্মা, এই গুরুকার্য্যে অগ্রসর হইতেন, যদি তাঁহারাই সাবভেন্‌-টিসের প্রচণ্ড প্রতিভাবেগ ধারণ করিবার নিমিত্ত, আজি বঙ্গসমাজে হৃদয় পাতিয়া দণ্ডায়মান হইতেন, অথবা যদি আজি তাঁহাদিগের সদৃশ কোনও মহাত্মা সেই চিত্র অনুরঞ্জন করিবার ভার গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বলিতে পারিতাম, অবিকল না হউক্‌, সে বিচিত্র চিত্রের সমগ্র ছায়াও চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু আমার ন্যায় দীন অকৃতবিদ্য নবযুবক যখন এই দেবপ্রতিষ্ঠিত মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তখন ইহাতে কত-দূর কৃতকার্য্য হইবে, তাহা পাঠকগণ বোধ হয় অগ্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই, তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, কবিকল্পনার আংশিক ছায়া প্রবর্ত্তন করিতে পারিলেও, শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। পাশুপতব্রতধারিণী বিলাসরাশি মেঘমালার সহসা গিরিশিখরে আবির্ভাব এবং নিরাশপ্রণয়োপরত যোগজীবনের শবদাহকব্রাহ্মণমণ্ডলীর সমক্ষে নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ, লম্পট বন্ধুর প্রণয় কতদূর ভয়ঙ্কর, প্রকৃতি-

মধুর নারীজীবন কিরূপ বিপজ্জালে সমাচ্ছন্ন, অসতী অবলাকুলের কুটিলতা কেমন বিশ্বসৃষ্টিসংহারিণী, অতুলৈশ্বর্য্য মানবকুলের কতদূর সুখসাধন করিয়া থাকে, কোমলপ্রাণা অঙ্গনাগণ কত শীঘ্র বিনাশবশে আনীত হয় প্রভৃতি, কল্পনা ও নীতিচিত্রের অণুমাত্রও বঙ্গহৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারিলে, চরিতার্থ হই।

পাশ্চাত্য সাহিত্য সমাজে ডনকুইক্সোট্ অতি আদরের ধন, ষোড়শ শতাব্দীর প্রখর প্রতিভার চরম নিদর্শন। ইহার সারবত্তায় মোহিত হইয়া, সমস্ত ইউরোপখণ্ড ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। বক্ষের ধন, হৃদয়ের রত্ন করিয়া, চিরদিন ইহাকে হৃদয়ে স্থান দিতেছেন। বলিতে কি, যদি স্পেনদেশ পৃথিবীর প্রতিযোগিতায় একদিন দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে এই ডনকুইক্সোট্ই তাহার বিজয়লাভের অন্যতম নিদান ভূমি। ইহার এতাদৃশী চমৎকারিতা ও মনোহারিতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, আমি বঙ্গভাষায় ইহার একখানি প্রতিকৃতি রাখিতে যত্নবান্ হই এবং কতিপয় সুযোগ্য বন্ধুর নিকট পরামর্শ গ্রহণ করি। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, ইউরোপীয় ভাব আসিয়াখণ্ডে ততদূর হৃদয়গ্রাহী হইবে না, বলিয়া আমাকে একপ্রকার নিরুৎসাহ করেন। আবার, কেহ কেহ আমার ন্যায় কবিকল্পনায় বিমুগ্ধ এবং ইহার বিজ্ঞানপূর্ণ চারুতার পক্ষপাতী হইয়া, আমাকে জীবন্ত উৎসাহ প্রদান করিতে থাকেন। ফলতঃ যিনি যাহাই বলুন, আমার মন ইহার প্রতি একরূপ আসক্ত হইয়াছিল যে, কিছুতেই আমার সে চিত্তবেগ প্রতিরুদ্ধ হইল না। ভাবিলাম, নিসর্গজাত সৌন্দর্য্য সকল স্থলেই সমান মুগ্ধকর, দেশকালপাত্রভেদে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাশি প্রতিভাত হয় না। ভারতগগনে সুবিমল শশধর উদিত হইয়া, লোক-লোচন যেমন রঞ্জন করিয়া থাকে, পারস্য বা চীনে, গিরীশ বা ইংলণ্ডে গিনি বা মিসরে, কলম্বিয়া বা ইউনাইটেড্ষ্টেট্সে ইহার শোভা সেইরূপ স্ফূরিত হয়। ঈশ্বরপরায়ণতা, পিতৃভক্তি, বাৎসল্য, ভ্রাতৃভাব, দাম্পত্য-প্রণয় প্রভৃতি ভারতহৃদয়ে যেমন সুখ বিতরণ করিয়া থাকে, অন্যান্য দেশেও ইহা দ্বারা চিত্ত সেইরূপ সরস ও পুলকপূর্ণ হয়। আবার, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের অভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ। স্ত্রীগণের অসতীত্বে, পুরুষদিগের

লম্পটতায়, মনুষ্যের অপরিণামদর্শিতায় অথবা সর্ব্বজাতিসম্মত পাপসাধারণে অন্যান্য সমাজের যাদৃশ দুঃখ সম্বর্দ্ধিত হয়, আমাদিগেরও তাহাই হইয়া থাকে। ফলতঃ প্রকৃতিগত বৃত্তিনিচয়ের যথাযথ পরিচালন দ্বারা যে সুখ-দুঃখ সমুৎপন্ন হয়, তাহার চিত্র, একদেশনিবদ্ধ নহে; উহা সকল সমাজেরই সাধারণ চিত্র। সুতরাং সে চিত্র, অসংশয়িতরূপে সকল সমাজেরই পরিগ্রাহ্য ও আদরণীয়। এই যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া ভাবিলাম, প্রকৃতির যে যে অংশ অবলম্বন করিয়া, সারভেনটিস্ পাশ্চাত্য সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেই সেই অংশ অবলম্বন করিয়া, ভারতহৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে কেনই না সমর্থ হইবেন? বিশেষতঃ আর এক সাহস, গুণি-গুণগ্রাহিতা ভারতের চিরন্তন অভ্যাস। সেই বলেই বলিতে পারি, সার্ভেন্‌টিস্ বিদেশীয় হউন্ বা বিজাতীয় হউন্, যদি অভাগার হস্তে প্রাণে না মরিয়া থাকেন, তাহা হইলে বঙ্গবাসিগণ তাঁহার গুণগ্রহণে কদাপি ভগ্নপদ ও শূন্যহৃদয় হইবেন না। কিন্তু বলিয়া রাখা আবশ্যক, পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার সমাজপদ্ধতি প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেগুলি আমাদিগের দেশে কদাপি সন্তোষকর হইবে না। তন্নিবন্ধন আমি আচার, ব্যবহার, রীতি প্রভৃতি বিজাতীয়তার পরিবর্ত্ত করিয়া, ইহাকে দেশীয় ভাবসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত, যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম, পাঠকগণ বলিতে পারেন।

এক্ষণে আর একটী বিষয় বক্তব্য আছে। সারভেন্‌টিসের ডন্‌কুইক্সোট প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্য কি এবং ইহার সহিত আমাদিগের কতদূর উপযোগিতা আছে, তাহাই প্রদর্শন করিয়া, প্রস্তাবনা শেষ করিব। পূর্ব্বকালে ইউরোপখণ্ডে নাইট্ উপাধিধারী একপ্রকার বীরসম্প্রদায় ছিল। নাইট্‌গণ দুঃখীর দুঃখ বিমোচন, অনাশ্রয়ের আশ্রয়দান, অত্যাচারীর দণ্ড-বিধান, কুমারী ও বিধবাগণের সতীত্ব সংরক্ষণ প্রভৃতি সৎকর্ম্মের উদ্দেশে সশস্ত্র হইয়া, দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন। তাঁহাদিগের দিগ্‌ভ্রমণকেই নাইট্ এর‍্যান্ট্রী কহে। * নাইটেরা দিগ্‌ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, কলে, বলে

* আমরা এই নাইট্ এর‍্যান্ট্রীকেই দিগ্বিজয় শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছি। নাইট্ এর‍্যান্ট্রী ও অস্মদ্দেশীয় দিগ্বিজয়ে বহুল প্রভেদ আছে। নাইট এর‍্যান্ট্রী বা পাশ্চাত্য দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য

বা কৌশল শত্রুনিপাত কবতঃ, পাপশাস্তি ও কর্ত্তব্য সাধন করিতে সুধীগণ যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগের জীবনচরিত সঙ্কলন করিতেন। কালক্রমে নাইটগণের জীবনচরিত কাল্পনিক ও অমূলক উপাখ্যানে পরিণত হইয়া উঠে। সার্‌ভেন্‌টিসের জীবনকালে এই সমস্ত অমূলক উপাখ্যানে কাব্যকোষ এককালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যুবকগণ আগ্রহ ও যত্নাতিশয় সহকারে কেবল সেই সকলই পাঠ করিত। যাহাতে প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করা যায়, যাহা দ্বারা মনুষ্যনামের যথার্থ গৌরব রক্ষিত হয়, সেই সমস্ত প্রসঙ্গের নামমাত্রও ছিল না। সার্‌ভেনটিস্ দেখিলেন, এই সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া, স্বদেশীয়দিগের মন কতকগুলি অমূলক চিন্তার আধার হইতেছে—কল্পনাই তাহাদিগের জীবনসাগরের এক মাত্র নিয়ন্ত্রী ও কর্ণধার হইয়া উঠিয়াছে—ক্রমে ক্রমে তাহাদের মন এমন নীচ পদবী অবলম্বন করিতেছে যে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, যে সমস্ত আপদ বিপদ সচরাচর সংঘটিত হয়, তাহা হইতে আত্মোদ্ধার করাও, তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর। এই অভাব দূরীকরণ করিবার মানসে, সার্‌ভেন্‌টিস্ শুভদিনে ডন্‌কুইক্সোট্ প্রণয়ন এবং এই মহাস্ত্রবলেই স্পেনের প্রচণ্ড গতিবেগ বিমুখ করেন। ইহা দ্বারাই তিনি স্বদেশীয়দিগকে শিখাইয়া দেন, সংসার কল্পনার ক্ষেত্র নহে—কার্য্যের ক্ষেত্র; সৎকার্য্যের অনুসন্ধানে কর্ত্তব্যের অন্বেষণে পৃথিবী ভ্রমণ করিবার আবশ্যকতা নাই, আমাদিগের কর্ত্তব্য আমাদিগের মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে, দেখিয়া শুনিয়া করিলে, ঘরে বসিয়াই, যথেষ্ট সৎকার্য্য সমাহিত হয়।

ইহাই সারভেন্‌টিসের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমাদিগের দেশে কোন কালে নাইট্ এর‍্যাট্রী বা তদ্বিষয়ক গ্রন্থ ছিল না। সুতরাং ডন্‌কুইক্সোট্ পাঠে আমাদের কি উপকার হইবে? কথা যথার্থ বটে, কিন্তু সার্‌ভেনটিস্, উদ্দেশ্য প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, বৈজ্ঞানিক অলঙ্কার সম্বলিত সমাজচিত্র অতি সুন্দর ও পরিস্ফুটরূপে অঙ্কন করিয়াছেন।

পরের উপকার, পাপ দমন ও শান্তিসংস্থাপন, কিন্তু আমরা যাহাকে দিগ্বিজয় বলিয়া জানি, তাহার উদ্দেশ্য রাজ্যবিস্তার ও ধনসম্পত্তি হস্তগত করণ। যাহা হউক পাঠকগণ দিগ্বিজয় শব্দে নাইট এর‍্যাণ্ট্রী বুঝিবেন। আমাদের দেশীয় দিগ্বিজয় নহে।

নাইট্ এর‍্যাণ্টী সম্বন্ধে আমাদের কোন উপকার হউক বা না হউক্, সমাজচিত্রের কিয়দংশ ছায়া প্রকটিত হইলেও, যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবে।

আদিপর্ব্বে সার্ ভেন্‌টিস্ অলৌকিক কল্পনার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইহাতে সর্ব্বোতোভাবে অসম্পন্ন রহিয়াছে। ইহা কেবল নায়কের প্রলাপপ্রাচুর্য্য এবং ক্ষিপ্ততার বিবরণে পরিপূর্ণ। বলিতে কি, আদিপর্ব্ব তাঁহার সমগ্র কল্পনার মুখবন্ধমাত্র। সুতরাং ইহা পাঠ করিয়া, বোধ হয়, পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে। তাঁহাদিগের নিকট বিনীত প্রার্থনা, যেন তাহাঁরা এই সামান্য অংশ মাত্র পাঠ করিয়াই, কবির কল্পনা-সীমা সংগঠন করিয়া না লয়েন। ক্ষণকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে, হয়ত দেখিতে পাইবেন, সরসীবক্ষোবিরাজিত সূক্ষ্মসূক্ষ্ম কল্পনাতরঙ্গ ক্রমে ক্রমে প্রলয়প্রসূত উত্তালসাগরোর্ম্মিরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

উপসংহারস্থলে সকৃতজ্ঞচিত্তে নিবেদন, লেখকজননী দানশীলা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী আমাকে দশ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। ইহার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে আমি চিরবাধিত রহিলাম। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত বাবু মাণিকচন্দ্র পাল এবং শ্রীযুক্ত বাবু কালীবর রক্ষিত এই বন্ধুত্রয়ের এবং সোদরপ্রতিম শ্রীমান যোগেন্দ্রনাথ রক্ষিতের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। উহাঁদিগের অকৃত্রিম সাহায্য ও উৎসাহেই দিগ্বিজয় সাধারণে প্রচারিত হইল। বলিতে গেলে, উহাঁরাই ইহার অনন্য জীবনপোষক।

খাঁটুরা
বঙ্গাব্দঃ ১২৮৯।

শ্রীবিপিনবিহারী শর্ম্মা।

অদ্ভুত দিগ্বিজয়।

পূর্ব্ব খণ্ড।

আদি পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

কান্তিবানেব চরিত্র ও সাংসাবিক জীবন।

কিছুদিন হইল, মলয দেশেব অন্তর্বর্ত্তী কোন নগবে (দুর্ভাগ্যবশতঃ আমবা তাহাব নাম বিস্মৃত হইযাছি) এক সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় বাস কবিতেন। তদ্দেশীয় ক্ষত্রিয় পরিবাব মাত্রই নিবস্ত্র হইয়া বাস করিতে পাবিতেন না, সকলেই কোন না কোন অস্ত্র শস্ত্র বাখিতেন। সেই বীতিক্রমে এই আখ্যায়িকার নাযকেরও একখানি তববাবি, একখানি ঢাল এবং দূবাদূব গমনেব নিমিত্ত একটী অশ্ব ছিল। এ সমস্ত ভিন্ন তাঁহাব একটী শিকাবী কুকুবও থাকিত; মৃগয়াকালে তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া শিকারে যাইতেন। তাঁহার যে কিছু বার্ষিক আয ছিল, তাহাব চাবিভাগের তিন ভাগ ভোজন কার্য্যে এবং অপব এক ভাগ ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করণে ব্যয় হইত। বস্ত্রের মধ্যে পর্ব্বাহে এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ব্যবহার করিবার নিমিত্ত একটী বহুমূল্যেব পোশাক, এবং নিত্য ব্যবহারযোগ্য কতকগুলি সামান্য সামান্য বস্ত্র প্রস্তুত হইত। তিনি ভিন্ন সংসার মধ্যে বিংশতি বর্ষ বয়স্কা এক ভ্রাতুষ্পুত্রী, চত্বারিংশবর্ষদেশীয়া এক পরিচারিকা এবং বাহিবের কায কর্ম্ম কবিবার নিমিত্ত একজন বালকভৃত্য ছিল। তাঁহার বয়স অন্যূন পঞ্চাশৎ

হইবে। তিনি সবলকায়, মৃগয়াপ্রিয় এবং নাতিস্থূল ছিলেন; কিন্তু মুখখানি বিলক্ষণ চড়ানিয়া। তাঁহার এই একটী বিশেষ গুণ ছিল যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিতে পারিতেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম কান্তরাম বা কান্তারাম সিংহ (এই নাম লইয়াই আখ্যায়িকা লেখকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত গ্রহণ করিয়াছেন)। কিন্তু আমরা বিশেষ অনুমান সহকারে বলিতেছি, তাঁহার নাম কান্তিরাম সিংহ ছিল। যাহা হউক, বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় এরূপ মতবাদের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, বর্ণনাকালে আমরা প্রকৃত বিষয়ের অণুমাত্র ব্যতিক্রম করিব না।

সিংহ মহাশয় বৎসরের অধিকাংশ সময় ঘরে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতেন। সেই সময়ে বীরোপাখ্যান সকল এমন স্থিরমনে পাঠ করিতেন যে, তজ্জন্য তাঁহার একান্তপ্রিয় মৃগয়াও ভাল লাগিত না এবং সাংসারিক কর্ম্মেও কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। তাঁহার পুস্তক পাঠের আসক্তি ক্রমে অধিক হইয়া উঠিল এবং বীরগণের জীবনচরিত ও দিগ্বিজয় বিষয়ক পুস্তক সমূহ কিনিবার নিমিত্ত অবশেষে স্বকীয় কৃষিযোগ্য বহুসংখ্যক ভূমিখণ্ডও বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তিনি যত পুস্তক সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে বঘুভট্ট লিখিত গ্রন্থ সকলই অতীব মনোরম ও সন্তোষপ্রদ হইয়া উঠিল। তাঁহার মতে বঘুভট্টের গদ্যগ্রন্থ এবং জটিল লিখন প্রণালী অত্যুৎকৃষ্ট; বিশেষতঃ আদিরস পূর্ণ কাব্যে, যে যে স্থলে তিনি প্রণয় বর্ণনা কিম্বা প্রেমস্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সমুদয়স্থল অতীব উপাদেয় ও হৃদয়গ্রাহী। শতশত গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং তদন্তর্গত কঠিন ভাব সমস্তের মর্ম্মোদ্ঘাটনে প্রয়াস পাইয়া, কান্তিরাম অল্পদিনের মধ্যেই পাগল হইয়া উঠিলেন। বলিতে কি, সেই সকল পুস্তকের স্থানে স্থানে এমন দুর্ব্বোধ এবং জটিল ভাবসমূহ ছিল যে, জ্ঞানিপ্রবর অমরসিংহ অথবা ইউরোপীয়

প্রধান পণ্ডিত আবিষ্টটোটল যমপুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়াও, মর্ম্মার্থ অবগত হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তাদৃশ কঠিন গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া, তাঁহার চিন্তাশীলতা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং পরিশেষে উন্মাদরোগে পরিণত হইল। একদিন কোন পুস্তকে দেখিলেন যে, মহারাজ বীরেন্দ্র সিংহ যেমন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বিপক্ষগণকেও সেইরূপে আহত করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তার এতাদৃশ রচনা চাতুর্য্য দেখিয়াই, তাঁহার মন উঠিল না, যে চিকিৎসকগণ বীরেন্দ্রের ক্ষত স্থান আরোগ্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা যত কেন কৃতবিদ্য ও দক্ষ হউন না, বীরেন্দ্রের ক্ষতচিহ্ন কোনক্রমে দূর করিতে পারেন নাই, এই ভাবিয়াই গ্রন্থের দোষ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, রচয়িতা আর কয়েকটী দিগ্বিজয়ের বিবরণ প্রকাশ করিবার অঙ্গীকার করিয়া গ্রন্থ শেষ করাতে, কান্তিরাম তাঁহাকে কথঞ্চিৎ প্রশংসা করিতেন, এবং তিনি যেরূপে লিখিয়া গ্রন্থখানি শেষ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপে লিখিতে মনস্থ করিলেন। যদি ইহা অপেক্ষা কোন গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মন ব্যাপৃত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় কান্তিরাম উহা নিঃসন্দেহই সম্পন্ন করিতেন।

ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিবেকশক্তি সম্পূর্ণরূপে কলুষিত হইয়া গেল এবং যাহা কোন পাগলের মনে কস্মিনকালেও উদিত হয় নাই, এমন এক অভাবনীয় কল্পনা চিত্তক্ষেত্র আক্রমণ করিয়া বসিল। পুস্তকে যে সমস্ত বীরের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় যোদ্ধৃবেশে ভূষিত হইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবেন, পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া দেশের ও আপনার মুখোজ্জ্বল করিবেন এবং পুস্তক বর্ণিত নায়কগণ যে সকল অলৌকিক কাণ্ড সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই রূপ কর্ম্ম সমস্ত স্বহস্তে সম্পন্ন করিবেন, এই অমূলক চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখভার

হরণ করিব এবং যে কোন বাধা বিপত্তি উপস্থিত হউক না কেন, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া বিমল কীর্ত্তি ও অক্ষয় যশোলাভ করিব। অবশেষে কান্তিরাম যেন স্বকীয় ভুজবলে অন্ততঃ মলয়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, ইহাই মনে মনে গড়িয়া লইলেন। এইরূপ প্রীতিকর কল্পনা জালে জড়িত হইয়া এবং তজ্জনিত অসামান্য সন্তোষের আস্বাদ পাইয়া, তিনি স্বকীয় কামনা কার্য্যে পরিণত করিতে দৃঢ় প্রযত্ন হইলেন।

কান্তিরামের প্রপিতামহের একটী লৌহবর্ম্ম ছিল। ব্যবহারাভাবে উহা ঘরের কোণে জড়বৎ থাকিত। এক্ষণে, সেই মরিচাধারী জীর্ণ বর্ম্মের ঘর্ষণ, তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। তিনি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া, উহার সংস্কার ও পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাদৃশ কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাহাতে একটী দোষ দেখিতে পাইলেন। উহার সহিত যে একটী শিরস্ত্রাণ ছিল, তদ্দ্বারা রাজমুকুটের কার্য্য সমাধা হইতে পারে না, উহা একটী সামান্য টুপি মাত্র। সুতরাং রাজমুকুটের নিমিত্ত তাঁহাকে উপায়ান্তর দেখিতে হইল। সেই টুপিতে কৌশল পূর্ব্বক কতকগুলি কাগজ যুড়িয়া রাজমুকুটের ন্যায় করিয়া লইলেন। পরে কেমন দৃঢ় হইয়াছে দেখিবার নিমিত্ত তরবারির আঘাত করিলেন; দুঃখের বিষয়, কাগজের মুকুট অধিকক্ষণ সে আঘাত সহিতে পারিল না, একাঘাতেই কান্তিরামের সপ্তাহের পরিশ্রম এককালে চূর্ণ করিল। মুকুটখানি যেন আর তত সহজে না ভাঙ্গিতে পারে এবং বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতেও যেন মস্তকের কোন অনিষ্ট না ঘটে, এই ভাবিয়া কতকগুলি লৌহশলাকায় মোটা মোটা কাগজ জড়াইয়া পুনরায় আর এক খানি মুকুট প্রস্তুত করিলেন এবং দ্বিতীয়বার পরীক্ষা না করিয়া, উহাই উৎকৃষ্ট রাজমুকুট জ্ঞানে মস্তকে ধারণ করিলেন।

কান্তিরাম দিগ্বিজয়ের বেশ স্থির করিয়া, অশ্বের প্রতি মনোযোগী হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা অপেক্ষা বহু দোষ থাকিলেও, কান্তিরামের চক্ষে তাঁহার ঘোটক, কাদম্বরীবল্লভ চন্দ্রাপীড়ের ইন্দ্রায়ুধ অথবা গ্রীসপতি সেকেন্দর সাহেব বুসিফেলাসের সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে না বলিয়া বোধ হইল। ঘোটকের কি নাম প্রদান করিবেন চারিদিন পর্য্যন্ত কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কারণ তিনি নিজেই বলিতেন যে, ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট অশ্বের এবং আমার ন্যায় সুবিখ্যাত বীরের একমাত্র ঘোটকের কোন নাম না রাখাও নিতান্ত অন্যায়। সুতরাং দিগ্বিজয় যাত্রার পূর্ব্বে ঘোটক যে অবস্থায় ছিল এবং দিগ্বিজয় যাত্রার পরে যাহা হইয়াছিল, উভয়ই এককালে বুঝিতে পারা যায় এমন একটী নাম অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যখন ঘোটকের প্রভু নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন পদবী অবলম্বন করিতে বসিয়াছেন, তখন ঘোটকরাজ একটী নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অবস্থানুরূপ দীর্ঘ মাত্রাযুক্ত ও আড়ম্বরশালী নাম গ্রহণ করিবে, বোধ হয় ইহাও নিতান্ত অসঙ্গত নহে। সুতরাং শত শত নাম প্রস্তুত করিয়া, শত শত হ্রস্ব করিয়া, কোনটী বা দীর্ঘ করিয়া, কখন বা কল্পনায় নব নব নাম সৃজন করিয়া রোজিনান্তী এই পাশ্চাত্য নাম প্রদান করিলেন। তাঁহার মতে এই নাম দীর্ঘমাত্রাবিশিষ্ট শ্রুতিমনোহর এবং অর্থপূর্ণ হইল।*

ঘোটকের এইরূপ মনোমত নাম প্রদান করিয়া, নিজের একটী নাম নির্দ্ধারণে কৃত সংকল্প হইলেন। এই ভাবনায় তিনি আরও অষ্টাহকাল ব্যাপৃত রহিলেন। অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া কান্তিরাম সিংহ নামেই পরিচিত হইতে

* স্পেন দেশে রোজিন্ শব্দে নীচকর্ম্ম নিরত ঘোটক এবং আন্টী শব্দে পূর্ব্ব বুঝায় তদনুসারে ঘোটকের নামের অর্থ এই যে, আন্টী—এই অবস্থার পূর্ব্বে, সে রোজিন্—নীচকর্ম্ম কারি ঘোটক ছিল এবং এক্ষণে সে পৃথিবীর যাবতীয় রোজিনের পূর্ব্ববর্ত্তী।

ইচ্ছা করিলেন। ইহা হইতেই কোন কোন আখ্যায়িকালেখক স্থির করেন যে, নিঃসন্দেহই তাহার নাম কান্তিরাম ছিল। অনন্তর তাঁহার স্মরণ হইল যে, মহারাজ রমণীমোহন শুদ্ধমাত্র নামে সন্তুষ্ট না হইয়া, স্বদেশ বিখ্যাত করিবার আশয়ে, স্বকীয় জন্মস্থান ও রাজ্য নিজ নামে সংযোগ করিয়া, মগধেশ্বর মহারাজ রমণীমোহন (৪) নাম ধারণ করেন। তদনুসারে তিনিও আর আর দিগ্বিজয়ার্থি বীরগণের ন্যায়, আপন নামে স্বদেশের নাম যোগ করিয়া 'মলয়েশ্বর মহারাজ কান্তিরাম সিংহ' নাম গ্রহণ করিলেন। গূঢ় অভিসন্ধি এই যে, পূর্ব্বোক্ত নাম গ্রহণ করিলে, তিনি বংশ ও স্বদেশ সম্পূর্ণরূপে পরিচিত করিয়া তুলিতে পারিবেন এবং মলয়েশ্বর নাম লইয়া স্বদেশেরও সমূহ গৌরব বর্দ্ধন করিবেন।

দিগ্বিজয় যোগ্য বর্ম্ম সংস্কৃত হইলে, রাজমুকুট সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হইলে, এবং তাঁহার ও ঘোটকের নাম নির্দ্ধারিত হইলে, কান্তিরাম প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী কামিনী ভিন্ন আর কোন অভাবই দেখিতে পাইলেন না। জানিতেন যে, দিগ্বিজয়ার্থি বীরের প্রণয় পরিশূন্য চিত্তভূমি, ফলপত্রশূন্য বৃক্ষ অথবা আত্মাহীন দেহতুল্য। কখন কখন ভাবিতেন যে যদি আমার পাপের ফলে অথবা সৌভাগ্য বশতঃ আমি কোন দৈত্যের সহিত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, (ইহা দিগ্বিজয়ার্থি বীরগণের সাধারণ ঘটনা) এবং প্রথম আক্রমণেই যদি তাহাকে ধরাশায়ী করিতে পারি, এই শাণিত অস্ত্রে যদি তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ফেলি,—অথবা এক কথায় বলিতে কি, যদি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আমার আয়ত্তাধীন করি? তাহা হইলে উহাকে আমার কোন্ মনমোহিনীর নিকট উপহার স্বরূপে পাঠাইয়া, মনের ক্ষোভ নিবারণ করিব? কাহার দয়ার উপর হতবল বিপক্ষের জীবন সমর্পিত হইবে? কোন হৃদয়েশ্বরীর সমক্ষে আসিয়া, ধূলি ধূসরিত দেহে বিনীতস্বরে বিপক্ষ বলিতে থাকিবে—

'দেবি! আমি নগরবক্ষণ দ্বীপের অধিপতি নাম ভীমভক্ষণ, মলয়েশ্বর মহারাজ কান্তিরাম সিংহের সহিত দৈরথ যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছি এবং তাঁহার আদেশে আপনার সন্তোষ ও ইচ্ছানুসারে নিয়োজিত হইবার নিমিত্ত অকপট প্রণয়ের উপহার স্বরূপে এই স্থানে প্রেরিত হইয়াছি।'

কান্তিরাম এই সকল কল্পিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াই যথেষ্ট সুখানুভব করিতে লাগিলেন; আবার ভাবিতে ভাবিতে যখন হৃদয়েশ্বরী-নির্ব্বাচন করিয়া উঠিলেন, তখন যে কি অপার সুখের সাগরে ভাসিতে লাগিলেন তাহা লিখিয়া কে শেষ করিবে? সমীপবর্ত্তি গ্রামে এক কৃষক কন্যা বাস করিত। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, কান্তিরাম তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু কৃষককন্যা কান্তিরামের তাদৃশ অনুরাগ বুঝিতে পারিয়াছিল, কি বুঝিয়াও তাহাতে কিছুমাত্র যত্ন প্রকাশ করিত, কদাচ এমন বোধ হয় না। সেই রমণীকেই তিনি তাঁহার হৃদয়রাজ্যের একমাত্র অধিশ্বরী বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহার কি নাম রাখিবেন, এক্ষণে এই চিন্তাতেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব নাম সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত না করিয়া, কোন রাজ্ঞী অথবা সম্ভ্রান্তলোকের দুহিতার ন্যায় কমলমালিনী নাম থাকিবে। পূর্ব্বরক্ষিত সমস্ত নামের ন্যায় ইহাও তাঁহার মতে সুশ্রাব্য অর্থপূর্ণ এবং অনন্য সাধারণ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কান্তিরাম নিজ গ্রামে যে দুঃসাহসিক কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ।

এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া, কান্তিরাম স্বকীয় মনোরথ কার্য্যে পরিণত করিতে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। তাঁহার দীর্ঘসূত্রীতা নিবন্ধন ধরাধাম কত দুর্ব্বহ ভার বহন করিতেছে এই ভাবিয়া আরও সত্বর হইলেন। যে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা বিমোচন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন—যে সমস্ত অত্যাচার নিবারণে ইচ্ছা করিয়াছিলেন—যে সকল ভ্রমাপনয়নে স্থিরমতি হইয়াছিলেন—যে সমুদয় কদাচার সংশোধনে মন প্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন—সকলই একে একে হৃদয়তন্ত্রী আঘাত করিতে লাগিল। কাহাকেও মনের কথা না বলিয়া এবং অন্যের দৃষ্টিপথবর্ত্তী না হইয়া, একদিন নিদাঘ-তপ্ত জ্যৈষ্ঠমাসে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, আপাদমস্তক বর্ম্মিত হইলেন, রোজি-নাম্নী আরোহণ করিলেন, পূর্ব্বনির্ম্মিত রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করিলেন, পৃষ্ঠদেশে চর্ম্ম বন্ধন করিলেন, হস্তে তরবারি গ্রহণ করিলেন এবং পশ্চাদ্দ্বার দিয়া প্রান্তর মধ্যে পতিত হইলেন। দিগ্বিজয়যাত্রার প্রারম্ভে কোন বাধা বিপত্তি উপস্থিত হয় নাই ভাবিয়া, জলন্ত উল্লাসে উল্লাসিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইবাই, তাঁহার মনোমধ্যে এমন এক ভয়ঙ্কর ভাবের উদয় হইল যে, তাহাতেই তাঁহাকে দিগ্বিজয় আশা বিসর্জ্জন দিতে হইল। দেশের রীতিক্রমে তখনও তিনি বীরশ্রেণিভুক্ত হইতে পারেন নাই, সুতরাং ক্ষত্রিয়গণের চিরন্তন প্রথানুসারে, কোন বীরের বিপক্ষে রঙ্গ ভূমিতে কদাচ অবতীর্ণ হইতে পারিবেন না, হওয়াও নিতান্ত অকর্ত্তব্য এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয় কন্দর উদ্বেজিত করিল। আবার, বীরোপাধি

ধারণ করিলে ঐ রীতিক্রমে শ্বেতবর্ম্ম পরিধান করিতে হয়, এবং যতদিন কোন বিপক্ষ বীরের চর্ম্ম স্বকীয় ভুজবলে আহরণ করিতে না পারিবেন, তত দিন ঢালেও কোন চিহ্ন রাখিতে পাইবেন না। এই ভাবনায় অস্থির হইয়া আর অগ্রসর হওয়া উচিত কি না, ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্ষিপ্ততা, যুক্তির উপর প্রায়ই প্রাধান্য স্থাপন করিয়া থাকে, তাহাতেই বোধ হয় স্থির করিলেন, পথিমধ্যে যাহাকে দেখিতে পাইবেন, পুস্তক লিখিত অন্যান্য বীরগণের ন্যায় তাহা দ্বারাই আপনাকে বীরশ্রেণিভুক্ত করিয়া লইবেন। শ্বেতবর্ম্ম পরিধানের উপায়ান্তর না দেখিয়া, ভাবিলেন, সুবিধা পাইলেই, লৌহবর্ম্ম ঘর্ষণ করিয়া মরিচা তুলিয়া ফেলিব, তাহা হইলে পৈত্রিক বর্ম্মখানিই শ্বেতবর্ম্মের কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিবে। এইরূপে যে যে অভাব বুঝিতে পারিলেন, কল্পনা বলে তৎসমুদয় তৎক্ষণাৎ পরিপূরণ করিলেন। অশ্ব ইচ্ছানুসারে যে দিকে যাইতে লাগিল, কান্তিরাম কোন বাধা না দিয়া শান্তমনে সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন। ফলতঃ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, অশ্বের ইচ্ছানুসারে এইরূপে দিগ্বিজয়ে নির্গত হওয়াই প্রকৃত বীরোচিত সাহসের কার্য্য।

অভিনব দিগ্বিজেতা কিছু দূর যাইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ভবিষ্যতে যে সুধীবর আমার বিখ্যাত জীবনের ইতিহাস সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনি নিঃসন্দেহই এই রূপে লিখিতে আরম্ভ করিবেন—

"——নবোদিত অরুণের আরক্তিম রশ্মিমালা গগনাঙ্গনে বিকীর্ণ হইলে, সুরঞ্জিত বিহগকুল মধুর কূজনে উষাদেবীর শুভাগমন দিগদিগন্তরে বিঘোষণ করিলে, উষাদেবী প্রিয়তমের সহবাসশয্যা পরিত্যাগ করতঃ উদয়গিরির দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া মানবের নয়নপথবর্ত্তিনী হইলে, বিখ্যাত বীর মশমেশ্বর মহারাজ কান্তিরাম সিংহ শয়নাগার পরি-

ত্যাগ পূর্ব্বক, বিখ্যাত ঘোটক বোজিনাস্তী আরোহণ করিয়া, প্রাতঃস্মরণ্য কুরুক্ষেত্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।" স্বদেশ হইতে নির্গত হইয়া বাস্তবিক কান্তিরাম সেই দিকে যাইতেছিলেন।

"——আহা! আমার যে সমস্ত কার্য্য প্রস্তর খণ্ডে বা ধাতুফলকে ক্ষোদিত হইবার উপযোগী—যাহা চিত্রপটে অঙ্কিত হইবার যোগ্য, সেই সমস্ত কার্য্য যে দিন জগৎ সমীপে ঘোষিত হইবে, সেই দিন কি সুখের দিন হইবে! হে সুধীবর! যিনি আমার জীবনচরিত লিখিবেন—আপনি যে কেহই হউন্—আমি আপনার নিকট করপুটে বিনয় বচনে নিবেদন করিতেছি, আমার জীবনের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার অনন্যসঙ্গী বোজিনাস্তীর কথা বিস্মৃত হইবেন না।"

পরে যেন বিচ্ছেদ কল্পনা করিয়া প্রেমাসক্ত চিত্তে কহিতে লাগিলেন—"———বাক্তি! কমলমালিনি! প্রেম নিগড় নিবদ্ধ হৃদয়ের এক মাত্র ঈশ্বরি! তোমার কমললাঞ্ছিত রূপরাশি, আমার নয়ন পথ হইতে অন্তরিত করিয়া, আমার প্রতি কি বিষম অত্যাচার করিয়াছ? এই নির্দ্দয় ব্যবহারে আমাকে কি বিজাতীয় যাতনা প্রদান করিতেছ? প্রাণেশ্বরি! যে চিরদাস তোমার অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া, এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, তাহাকে অন্তরে তিলার্দ্ধ স্থান দান করিও।"

পঠিত গ্রন্থ সকলের রচনা প্রণালী অনুকরণ করিয়া, কান্তিরাম এইরূপ প্রলাপ বকিতে বকিতে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। সেই সময়ে সূর্য্যদেব এমন খরতর কিরণ বিতরণ করিতেছিলেন যে, বোধ হইল ক্ষিপ্ততার পরেও কান্তিরামের মস্তিষ্কে যে অল্পমাত্র বুদ্ধি ছিল, তাহাই দ্রবীভূত করিবার নিমিত্ত তাদৃশ উগ্রতা ধারণ করিয়াছেন। যাহা হউক তাঁহার অতুল্য সাহসের পরিচয় দিতে পারেন, সমস্ত দিবস ভ্রমণ করিয়াও এমন কোন

ঘটনা সংঘটিত হইল না ; সুতরাং মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ফলতঃ ভুজযুগলের অসাধারণ বীর্য্য দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার মন একান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন, তিনি ভরণ নামক গিরিপথে যে সমস্ত দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহাই তাঁহার প্রথম কার্য্য, আবার কেহ কেহ বায়ু-ঘরট্টের কাণ্ড উল্লেখ করিয়া, উহাই বীরবরের প্রথম কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু আমরা যাহা হইতে তাঁহার জীবনচরিত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং মলয় দেশের উপাখ্যানেও যাহা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই জানিতে পারা যায় যে, কান্তিরাম সে দিন সমস্ত বেলা ভ্রমণ করিলেন, সন্ধ্যার সময় প্রিয় ঘোটকের সহিত ক্লান্ত ও আহারাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া কোন দুর্গে (কান্তিরামের ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট কোন কৃষক বা মেষরক্ষকের কুটীরে) রাত্রি যাপন ও বিশ্রাম লাভ করিবার আশয়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে, পথের অনতিদূরে এক পান্থশালা (আড্ডা) দেখিতে পাইলেন, যথাসাধ্য দ্রুতবেগে যাইয়া, সন্ধ্যার পরেই তথায় উপস্থিত হইলেন।

পান্থশালার দ্বারদেশে দুইটী যুবতী দাঁড়াইয়াছিল। উহারা কয়েক জন বাহকের সহিত আগ্রাভিমুখে যাইতেছিল। কান্তিরাম, যাহা যাহা দেখিলেন কল্পনায় সমস্তই পুস্তক লিখিত বিষয়ের সহিত এক করিয়া গড়িয়া লইতে লাগিলেন। পান্থনিবাস দেখিয়া ভাবিলেন ইহা একটী দুর্গ, ইহার উপরে চারিদিকে চারিটী চূড়া এবং পার্শ্বে রূপার ছোট ছোট চূড়া রহিয়াছে। নিম্নদেশে গভীর খাত খনন এবং তাহার উপর প্রকাণ্ড জঙ্গম সেতু নির্ম্মিত ফলতঃ দুর্গের যে যে আবশ্যক দ্রব্যাদি বর্ণিত হইয়া থাকে, কান্তিরাম সমস্তই সেই স্থানে বিদ্যমান বলিয়া বিশ্বাস করিলেন।

কান্তিরাম দুর্গের সমীপবর্ত্তী হইয়া বিয়ৎকালের নিমিত্ত দ্বারের অনতি দূরে অশ্ব রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবিলেন, কোন ভেরিবাদক অবশ্যই দুর্গ প্রাকারে উঠিয়া আমার আগমন বার্ত্তা ভেরী বাজাইয়া নগর মধ্যে ঘোষণা করিবে। কিন্তু কেহই আসিল না দেখিয়া এবং রোজিনাস্ত্রী মন্দুবায় যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত অধীর হইয়াছে বুঝিয়া, অগত্যা দ্বারদেশে যুবতীদ্বয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উহাদিগকে দেখিয়া কান্তিরামের বোধ হইল উহারা দুর্গ-কামিনী—সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সমীরণ সেবনার্থে দুর্গ বাহিরে আসিয়াছে।

ঠিক এই সময়ে কোন শূকরপালক পালের শূকর সকল সংগ্রহ করিবার মানসে, পান্থশালার নিকটবর্ত্তী এক ছিন্নমূল ধান্যের ক্ষেত্রে শৃঙ্গ বাজাইতেছিল। কান্তিরাম শৃঙ্গারবে পরম পুলকিত হইলেন। ভাবিলেন যে, ভেরিবাদক তাঁহারই আগমনবার্ত্তা নগরমধ্যে ঘোষণা করিতেছে। একদা যাহার জন্যে তাঁহার মন নিতান্ত উদ্বেগ-পরতন্ত্র হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা নিবারিত হইল, অনাকুল হৃদয়ে পান্থশালায় প্রবেশ করিলেন। যুবতীদ্বয় তাঁহাকে তেমন বিকট বেশে ভূষিত এবং হস্তে ঢাল ও তরবারি লইয়া তেমনভাবে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, ভয়ে গৃহ-মধ্যে পলাইয়া গেল। কিন্তু কান্তিরাম তাহাদিগকে ভীতা দেখিয়া, আনেত্র-প্রস্থিত কাগজের মুকুট উত্তোলন করিলেন এবং অপূর্ব্ব ভগ্নগণ্ড মুখমণ্ডল বাহির করিয়া ধীর ও গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন—

"——শান্ত হউন, শান্ত হউন, পলাইবেন না। কোন অসদ্ব্যবহারের আশঙ্কা নাই। আমি যে বীরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে কাহাকে—বিশেষতঃ আপনাদিগের ন্যায় শ্রেষ্ঠবংশীয়া কুমারীগণকে—অবমাননা করা, আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত ও ধর্ম্ম বিগর্হিত।"

এই কথা শুনিয়া যুবতী যুগল অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে

চাহিয়া রহিল। দিব্য চাঁদ মুখখানি দেখিবার নিমিত্ত বার বার চেষ্টা পাইল, কিন্তু বিশাল মুকুট উহা সম্পূর্ণরূপে আবৃত রাখিয়াছিল, দেখিতে দিল না—চেষ্টা নিষ্ফল হইল। এদিকে কুমারী বলিয়া ডাকিতে শুনিয়া যুবতীদ্বয় কোনরূপেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। ববং দেবী, কুমারী প্রভৃতি তাদৃশ রীতি বিরুদ্ধ সম্ভাষে হাস্যরোল এমন অধিক হইয়া উঠিল যে, অবশেষে কান্তিরাম অসন্তুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন—

"—দেখুন, বিনয় সৌন্দর্য্য পরিপোষক, আর অল্প কারণে অধিক হাসিয়া ফেলাও নির্ব্বুদ্ধিতা।" আমি আপনাদের মন নরম করিবার নিমিত্ত কি দুঃখ দিবার জন্য একথা বলিতেছি না। আপনাদের প্রিয়কার্য্য সাধন ভিন্ন জগতে আমার আর কোন কর্ত্তব্য নাই।"

একে মহারাজের সেই অদ্ভুত আকৃতি, তাহাতে আবার এই দুর্ব্বোধ কথাগুলি শুনিয়া, যুবতীদ্বয় আরও হাসিতে লাগিল। এবারে কাযেই কান্তি-রাম কুপিত হইয়া উঠিলেন, ভর্ৎসনার উপরে কিছু মাত্রা বাড়াইতেও উদ্যত হইলেন। সেই সময়ে পান্থশালার অধিস্বামী সহসা তথায় উপস্থিত হইল। কান্তিরামের তাদৃশ কিম্ভূত আকার এবং কতকগুলি অনাবশ্যক অস্ত্রশস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত দেখিয়া, তিনিও যুবতীদ্বয়ের সহিত হাসিতে লাগিলেন। অধিস্বামী একটী লম্বোদর পুরুষ সুতরাং দেখিতেও নিতান্ত শান্ত প্রকৃতি। এমন সশস্ত্র অপরিচিতের দ্বারা অকস্মাৎ কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, এই ভাবিয়া কান্তিরামের সহিত আর অভদ্রতা করিতে ইচ্ছা করিলেন না, মিষ্টবাক্যে কহিতে লাগিলেন—

'—মহাশয়! যদি এখানে থাকিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে শয্যা ব্যতীত আর আর যাবতীয় বস্তু পর্য্যাপ্ত পাইতে পারিবেন।'

অধিস্বামীকে দুর্গস্বামী ভ্রমে কান্তিরাম উত্তর করিলেন—' মহাবীর যাহা

কিছু থাকে, তাহাতেই আমার যথেষ্ট হইবে। অস্ত্রই আমার ভূষণ—যুদ্ধই আমার বিশ্রাম।'

'—যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই পাষাণময় ভূমিখণ্ডও ত আপনার শয্যাতল এবং অবিরত জাগরণও আপনার পক্ষে নিদ্রা বলিয়া বোধ হইতে পারে। এমন অবস্থায় আপনি এখানে অনায়াসে নামিতে পাবেন। এক রাত্রির কথা দূর হউক, আপনাকে বর্ষাকাল জাগাইয়া রাখিতে পারে এমন ঘটনা এখানে সর্ব্বদা সংঘটিত হইয়া থাকে।'

এই কয়েকটী কথা বলিয়া অধিস্বামী সসম্ভ্রমে ঘোটকের বল্‌গা ধারণ করিল। কান্তিরাম সমস্ত দিবস নিরম্বু উপবাসী। সুতরাং মরি বাঁচি করিয়া, বহু কষ্টে ঘোড়া হইতে নামিলেন। পরে, পৃথিবীস্থ যাবতীয় ঘোটকাপেক্ষা তাঁহার অশ্ব সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচয় দিয়া, অধিস্বামীকে বিশেষ যত্ন করিতে কহিলেন। ছিদ্রান্বেষি অধিস্বামী ঘোটকটী পরীক্ষা করিয়া দেখিতেও ক্ষান্ত হইল না। দুঃখের মধ্যে, প্রভু উহাকে যেরূপে বাড়াইয়াছিলেন, উহাতে তাহার অর্দ্ধেক গুণও দেখিতে পাইল না। ঘোড়াটী অশ্বশালায় (একখানি একচালায়) বাঁধিয়া, অধিস্বামী আগন্তুকের শুশ্রূষার নিমিত্ত ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে যুবতীদ্বয়ের সহিত কান্তিরামের বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। উহারা তাঁহার তাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, যুবতীসুলভ দুঃখে দুঃখিতা হইয়া, সযত্নে বীরবেশের বন্ধনাদি খুলিয়া দিতে লাগিল। প্রথমতঃ কান্তিরামের বুক ও পিঠের কবচ খসাইয়া ফেলিল। পরে মুকুটখানি ও গলাবন্ধ খুলিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু রেশমের সূতায় উহা এমন করিয়া বাঁধা ছিল যে, কোনরূপেই খোলা গেল না। কান্তিরামও উহাদিগের বন্ধন কাটিতে দিলেন না। সুতরাং মুকুট ও গলাবন্ধ তদবস্থায় রহিয়া গেল এবং নিজে একটী অদ্ভুত জন্তুর মত সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন।

এখন পর্য্যন্তও কান্তিরাম লঘুচেতা যুবতীদ্বয়কে সম্ভ্রান্ত দুর্গকামিনী বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাদিগকে তেমন সযত্নে বস্ত্রাদি খুলিয়া দিতে দেখিয়া বলিলেন—

'—মহারাজ কান্তিরাম সিংহ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, কামিনীগণের নিকট যেমন সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে আর কোন বীরপুরুষই তেমন মান প্রাপ্ত হন নাই। শত শত কুমারী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল—সহস্র সহস্র রাজকন্যা অশ্বের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। আহা রোজিনান্তি।—ভদ্রে। ইহাই আমার অশ্বের নাম, আর মলয়েশ্বর মহারাজ কান্তিরাম সিংহ আমার নাম।'

—আপনাদের নিমিত্ত যে সমস্ত অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিব, যতদিন তাহারাই আমার নাম চতুর্দ্দিকে ঘোষণা না করিবে, ততদিন আমার নাম প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমার এই বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞানাচার্য্যের প্রাচীন আখ্যায়িকার সহিত মিলাইবার জন্য অসময়ে নাম প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। যাহা হউক এমন একদিন আসিবে, যেদিন আপনাদের ইষ্ট সাধনের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিবেন, আমিও সম্মানসহকারে সেই সকল উপরোধ রক্ষা করিব। আপনাদিগের কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত আমার যে কি আন্তরিক ইচ্ছা আছে, সেই দিন এই বাহুবলেই তাহা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইবে।'

যুবতীদ্বয় এই অলঙ্কারপূর্ণ বাগাড়ম্বর বুঝিতে না পারিয়া, কোন উত্তর করিল না। পরন্তু তাঁহার কিছু খাইতে ইচ্ছা আছে কি না তাহাই বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কান্তিরাম তাহাদিগকে তাদৃশ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে দেখিয়া কহিলেন—

'—হাঁ, আমার কিছু খাইতে হইবে বটে, অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, আমি বুঝিতে পারি, খাইলে আমার যথেষ্ট উপকার হয়।'

সে দিবস পান্থশালায় কতকগুলি ছোট ছোট মৎস্য ব্যতীত রন্ধন করিবার উপযোগী অন্য কোন উপকরণ ছিল না। আবার বঙ্গদেশের ন্যায় মলয়দেশের সকলেই মৎস্য ভক্ষণ করে না। কান্তিরামও মৎস্য না খাইতে পারেন, এই ভাবিয়া যুবতীদ্বয় তাঁহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কান্তিরাম একাল পর্য্যন্ত কদাপি মৎস্য ভক্ষণ করেন নাই। কাযেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। পরিশেষ স্থির করিলেন যে, যখন রাজা হইয়া বসিয়াছি, তখন মৎস্য মাংস ত্যাগ করিলে চলিবে না। মৎস্য মাংস রাজগণের নিত্য ভক্ষ্য। তবে বলিতে পারা যায় না, কতকগুলি ছোট মাছ রাজাদের আহার্য্য নহে। কিন্তু এ ভাবনা কান্তিরামের চিত্তক্ষেত্রে কতক্ষণ স্থান পাইতে পারে? নিমেষ মধ্যে ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, যেমন আটটী পয়সা ও একটী দুয়ানি উভয়ই তুল্য, তেমনই কতকগুলি ছোট মাছ অবশ্যই একটী বড় মাছের সমান। আবার খাইতে হইলে ছোট মাছ খাওয়াই উচিত। কেননা, যখন হরিণ অপেক্ষা হরিণ শিশুর মাংস উৎকৃষ্ট—যখন বড় বড় বোকা ছাগল অপেক্ষা ছাগশিশুর মাংস অধিক উপাদেয়, তখন বড় মাছ অপেক্ষা এই ছোট মাছগুলি যে খাইতে অধিক ভাল হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া রমণীদ্বয়কে ডাকিয়া কহিলেন—

'—যাহা থাকে শীঘ্র লইয়া আইস। এক্ষণে যদি আমি আভ্যন্তরীণ বল প্রয়োগ না করি, তাহা হইলে আমার শরীর এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের ভার ও ইহাদের বহন ক্লেশ সহিতে পারিবে না।'

বাতাসে বসিয়া সুখে খাইতে পারিবেন ভাবিয়া, রমণীদ্বয় পান্থশালার দ্বারদেশে কান্তিরামের আহারের স্থান করিয়া দিল। ইত্যবসরে অধিস্বামী কতকগুলি লতা পাতা পোড়াইয়া মাছগুলি দগ্ধ করিয়া আনিল এবং

বিক্রয়ার্থ পূর্ব্ব দিন কতকগুলি লুচি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল; সমস্ত দিবস বিক্রয়ের পরে যে কয়েক খানি পড়িয়াছিল, তাহাই আনিয়া কান্তিরামকে প্রদান করিল। বলিতে কি, সেই মাছগুলি ও লুচি কয়েকখানির বর্ণ লৌহ-বর্ম্মের কৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। সে যাহাহউক কান্তিরামের ভোজন ক্রিয়া আরও হাস্যের বিষয় হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কান্তিরাম মাথার মুকুট ও গলাবন্ধ কোনরূপেই খুলিতে পারেন নাই; কাহাকে তাহার বন্ধন কাটিতেও দেন নাই। সুতরাং আহার কালে নিজে এক হাতে মুকুট ও অপর হাত দিয়া গলাবন্ধ উত্তোলন করিয়া ধরিলেন এবং পূর্ব্ব কথিত রমণীদ্বয়ের মধ্যে এক জন খাদ্য দ্রব্যাদি মুখে তুলিয়া দিতে লাগিল। কান্তিরাম বহু কষ্টে তাহাই গিলিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ভোজন ক্রিয়া একরূপে সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু মুকুট ও গলাবন্ধের নিমিত্ত জল পান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। অধিস্বামী বিষম বিভ্রাট দেখিয়া একটী নল আনিয়া দিল, পরে মহারাজ তাহার এক মুখ ঘটীতে ও অপর মুখ নিজ মুখে অর্পণ করিয়া জল টানিয়া খাইলেন। রাজমুকুট ও গলাবন্ধের বন্ধন কাটা অপেক্ষা এসমস্ত কষ্ট অনায়াসে সহ্য হইতে লাগিল।

এই সময়ে এক জন শূকর-রক্ষক পান্থশালার দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়াই চারি পাঁচ বার শৃঙ্গ বাজাইল। শুনিয়া কান্তিরাম মনে করিলেন যে, তিনি কোন বিখ্যাত দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া, ভেরী-বাদকেরা ভেরী বাজাইয়া আগমনার্থে তাঁহারই তৃপ্তি সাধন করিতেছে। পরে সেই পোড়ালুচি ও মৎস্যকে রাজভোগ, পান্থশালাস্থ বেশ্যাদ্বয়কে সম্ভ্রান্তকন্যা বা রাজদুহিতা এবং অধিস্বামীকে দুর্গস্বামী বলিয়া সম্পূর্ণ ভ্রম জন্মিল। দিগ্বিজয়ের প্রথম যাত্রার বহির্গত হইয়া, কান্তিরাম কথঞ্চিৎ সন্তুষ্টি লাভ করিলেন,

কিন্তু একাল পর্য্যন্ত বীরপদাভিষিক্ত হইতে পারেন নাই ভাবিয়া, মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত ও দুঃখিত হইলেন। অবশেষে স্থির করিলেন যে, যত দিন বীরপদাভিষিক্ত হইতে না পারিব, ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তত দিন কোন বীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না।

তৃতীয় অধ্যায়।

বীরপদাভিষিক্ত হইবার জন্য যে সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ।

উক্ত চিন্তায় আকুল হইয়া, কান্তিরাম শীঘ্র শীঘ্র ভোজন কার্য্য সমাধা ও অধিস্বামীকে নিকটে আহ্বান করিলেন। অধিস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলে, গৃহের দ্বারাদি বন্ধ করিয়া চরণ দেশে নিপতিত হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন '—বীরবর। আপনি কৃপা করিয়া, যত দিন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করিবেন, তত দিন আমি এই অবস্থায় পতিত থাকিব। কিছুতেই চরণ ছাড়িয়া উঠিব না। আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিলে, আপনার সমূহ গৌরব বর্দ্ধিত হইবে এবং মানব কুলেরও যথেষ্ট উপকার লাভ হইবে।'

অধিস্বামী কান্তিরামকে পদতলে পতিত দেখিয়া এবং তথাবিধ বাক্য সমূহ বলিতে শুনিয়া, অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কি করিবেন অথবা কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। উঠাইবার নিমিত্ত বার বার অনুরোধ করিলেন; কিন্তু অভিলাষ পূর্ণ করিব বলিয়া, অধিস্বামী যতক্ষণ না শপথ করিলেন, ততক্ষণ কান্তিরামকে কিছুতেই উঠাইতে পারিলেন না।

মনোরথ সফল না করিয়া, কান্তিরাম কিছুতেই পা ছাড়িয়া উঠিলেন না। পরিশেষে, অনেক অনুরোধের পর উঠিয়া কহিতে লাগিলেন—

'—বীরবর! আমি আপনার নিকট সামান্য প্রার্থনার আশয়ে আশ্বাসিত নহি;—যাহা আপনার নিকট চাহিয়াছি, আপনিও যাহা দিবেন বলিয়া শপথ করিয়াছেন, তাহা কি এক্ষণে নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন। কল্য প্রত্যুষে আপনাকে আমায় বীরোপাধি প্রদান করিতে হইবে। আমি আজি এই দুর্গান্তর্গত মঠে সমস্ত রাত্রি বর্ম্ম রক্ষার্থে বসিয়া থাকিব। দেবাদিদেব শৈলেশ্বরের কৃপায় সমস্ত রাত্রি বর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলে, কল্য প্রত্যুষে আমাকে যথাশাস্ত্র বীরপদে অভিষেক করিতে হইবে। তাহা হইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় এবং দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করিতে পারি। এইরূপে দীক্ষিত হইয়া গ্রন্থলিখিত বীরগণের ন্যায় চারি মহাদেশ-ভ্রমণ করিয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারী বীরব্রত পালন করিব, স্থির করিয়াছি।'

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অধিস্বামী একজন সুরসিক পুরুষ ছিল। বীরবরের কথাবার্ত্তা শুনিয়া পূর্ব্ব হইতে তাহার মনে একরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছিল। এক্ষণে সেই সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। কান্তিরামকে ডাকিয়া কহিল—

'—আপনার এই ইচ্ছা নিতান্ত যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। দেখিতে এমন বিখ্যাত বীরপুরুষের—বিশেষতঃ এমন সাহসপূর্ণ মুখমণ্ডলবিশিষ্ট ব্যক্তির—এ কার্য্য বিলক্ষণ সঙ্গত ও স্বভাবসিদ্ধ। যৌবন কালে আমিও এই সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রতের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলাম। ইহার অনুসরণে সসাগরা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছি। দেবগিরির সুদৃশ্য উপনগরী সমস্ত, সিংহলের সুবর্ণ আকর, উজ্জয়িনীর নগর-পরিধি, জয়পুরের অপূর্ব্ব উদ্যান, কান্যকুব্জের বিপণি শ্রেণী, সীতাকুণ্ডের নির্ম্মল নির্ঝর, মলবারের সুরম্য উপকূল ভূভাগ, বৃন্দা-

ধনধামের শত শত অতিথিশালা, ও বহুসংখ্যক রমণীয় স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। শত শত স্থানে এই অমিততেজ বাহুযুগলের পরিচয় প্রদান করিয়াছি, অগণ্য অত্যাচারে শত শত জনপদ উৎপীড়ন করিয়াছি, সহস্র সহস্র বিধবার প্রণয় প্রার্থনা করিয়াছি; সহস্র সহস্র যুবতীর ধর্ম্মনাশে প্রয়াস পাইয়াছি, শত শত যুবককে প্রতারণা-জালে জড়িত করিয়াছি, সংক্ষেপে বলিতে কি, শত শত কার্য্য করিয়া, ভারতের প্রায় সমস্ত বিচার-কর্ত্তার নিকট পরিচিত হইয়া রহিয়াছি। অবশেষে, এই দুর্গে ফিরিয়া আসিয়া ইহার অধীনস্থ ভূভাগের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছি। ইচ্ছা যে, যে ব্যক্তি বীরব্রতে দীক্ষিত হইয়া দিগ্বিজয়ে বিনির্গত হইবেন, তাঁহারই পরিচর্য্যা করিব। পরে, তাঁহারাও স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া, স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে, প্রত্যুপকার স্বরূপে তাঁহাদের উপার্জ্জিত বিষয়ের অংশদান করিবেন, এই বিপুল আশ্বাসে দিনপাত করিতেছি।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, অধিস্বামী পুনরায় বলিতে লাগিল—

'—সমস্ত রাত্রি আপনার বর্ম্মাদি রক্ষা করিতে পারেন, এখানে এমন কোন দেবমন্দির নাই। পূর্ব্বে যে একটী ছিল, পুনর্নির্ম্মাণের নিমিত্ত তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু জানি যে, বিশেষ আবশ্যক স্থলে, যে কোন স্থানে বর্ম্মরক্ষার্থে বসিয়া থাকা যায়। তদনুসারে আপনি দুর্গের যে কোন প্রাঙ্গণে বর্ম্ম রক্ষার্থে বসিয়া থাকিতে পারেন। যদি দেবদেব পশুপতি সুপ্রসন্ন হয়েন, তাহা হইলে কল্য প্রত্যূষে আর আর আয়োজন করা যাইবে। তাহা হইলে আপনি শাস্ত্রানুসারে এমন বীরোপাধি গ্রহণ করিতে পারিবেন যে, বোধ হয় পৃথিবী মধ্যে তেমন আর কেহই পারিবে না।'

পরে তাঁহার হস্তে কিছু অর্থ আছে কিনা, ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কান্তিরাম কহিলেন—

'—দিগ্বিজয়ার্থি বীরগণ ধন সম্পত্তি লইয়া দিগ্বিজয়ে নির্গত হইতেন কোন গ্রন্থেই এরূপ পাঠ করি নাই; সুতরাং আসিবার সময় আমি এক কপর্দ্দকও সঙ্গে লইয়া আসি নাই।'

শুনিয়া অধিস্বামী তাহাকে বুঝাইয়া কহিলেন,—এটী আপনার ভ্রম মাত্র। ইহা কোন গ্রন্থেই স্পষ্ট লেখা থাকে না। কেননা, গ্রন্থকর্ত্তারা ধৌত বস্ত্র এবং অর্থের ন্যায় নিত্য আবশ্যক দ্রব্য স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন দেখিতে পান না। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদিগের রচিত গ্রন্থের নায়কগণের নিকটেও যে সেই সমস্ত থাকিত না, ইহা কদাচ বলা যাইতে পারে না। সহজেই বুঝিয়া লইতে হইবে যে, অপ্রতিবিধেয় দুর্ঘটনা নিবারণের নিমিত্ত, তাঁহাদের সঙ্গে নিঃসন্দেহ প্রচুর অর্থ থাকিত। ইহা ব্যতীত ধৌত বস্ত্র এবং ক্ষত-শোষণ-তৈলের এক একটী ভাণ্ডও থাকিত। কারণ, দুস্তর প্রান্তরে এবং মরুভূমিতে যুদ্ধ করিতে করিতে আহত হইলে, নিকটে কোন সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা অল্পমাত্র থাকিত। তবে যদি কোন ঐন্দ্রজালিকের সহিত বন্ধুত্ব থাকিত, এবং তাহার মন্ত্র বলে তিনি স্বর্গ হইতে অমৃত-কুণ্ডের জল আনাইয়া বিন্দুমাত্র পান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্ষত স্থান আরোগ্য হইয়া, পূর্ব্ব শরীর প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু প্রাচীন কালের বীরগণ এরূপ সুবিধা পাইতেন না। তাঁহাদের সঙ্গে একজন অনুচর থাকিত; তাহার হস্তে ধনসম্পত্তি ও আবশ্যক দ্রব্যাদি রক্ষিত হইত। আবার, যখন তাঁহাদের অনুচরও না থাকিত, তখন তাঁহারা ঐ সমস্ত দ্রব্য পাত্রে করিয়া ঘোটকের পর্য্যাণে এমন ভাবে বাঁধিয়া লইতেন যে, যেন উহা সহজে সকলেই দেখিতে পায় ও বুঝিতে পারে, উহাতে কোন নিত্য আবশ্যক বস্তু রহিয়াছে। নতুবা তৎকালে দিগ্বিজয়ে অস্ত্রাদি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথা ছিল না।

এক্ষণে অধিস্বামী কান্তিরামের দীক্ষাগুরু হইয়া বসিয়াছেন। শিষ্য আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাছে নরকগামী হয়, এই ভাবিয়া উপদেশচ্ছলে বলিতে লাগিলেন—

'—তুমি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলি এবং কিছু অর্থ না লইয়া, কোন ক্রমেই দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিও না। ঐ সমস্ত সঙ্গে রাখিলে, সামান্য ঘটনাতেও উহাদের বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।'

কান্তিরাম অধিস্বামীর 'আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। অধিস্বামীও পার্শ্ববর্ত্তী প্রান্তরে বর্ম্ম রক্ষা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পরিশেষে, তিনি বর্ম্মাদি একত্র করিয়া, প্রান্তরস্থিত কূপের নিকটবর্ত্তী চৌবাচ্চার উপর রাখিয়া দিলেন। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরক্ষণেই বক্ষে কবচ বন্ধন ও হস্তে তরবারি গ্রহণ করিয়া, কুলাল চক্রের ন্যায় সেই রাশীকৃত বর্ম্মের সম্মুখে পাদচারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই দিন পান্থশালায় যে কয়েক জন পান্থ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, অধিস্বামী তাহাদের সকলকেই ডাকিয়া, কান্তিরামের ক্ষিপ্ততা, বর্ম্ম রক্ষণ ও বীরোপাধি গ্রহণের কথা বর্ণন করিল। এই অভূতপূর্ব্ব ক্ষিপ্ততার কথা শুনিয়া সকলেই যার-পর নাই বিস্মিত হইল এবং কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত বহির্গত হইয়া দূর হইতে দেখিতে লাগিল। দেখিল, কান্তিরাম কখন শান্তভাবে বর্ম্মের চারিদিকে বেড়াইতেছেন, কখন বা বর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, তরবারির উপর ভর দিয়া, বক্রভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। সেই সময়ে দুই চারি দণ্ড কাল রাত্রি হইয়াছিল; কিন্তু ভগবান্ চন্দ্রদেব, যে সূর্য্যদেবের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া, তাদৃশ রশ্মিমান্ হইয়াছিলেন, সেই সূর্য্যদেবের প্রখর করজাল-কেও পরাভব করিয়া, বিমল কিরণ বিতরণ করিতেছিলেন; সুতরাং বীর-প্রবর কান্তিরাম সিংহের প্রত্যেক কার্য্যই সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

যুবতীদ্বয়ের সহিত কতকগুলি বলদ ছিল। চালকেরা বলদদিগকে জলপান করাইবার নিমিত্ত সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিল। কূপে জল তুলিতে হইলে, চৌবাচ্চা হইতে বর্ম্ম না সরাইলে, জল তুলিতে পারা যায় না। জল লইবার জন্য চালক ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিয়া বীরবর বজ্র নির্ঘোষে বলিতে লাগিলেন,—

'—রে কাপুরুষ, বীরাধম! শস্ত্রপাণি বীরপ্রবর মহারাজ কান্তিরাম সিংহের বর্ম্মাভিমুখে কেন আসিতেছিস্? দুরাত্মন্! বিবেচনা করিয়া দেখ আজি তুই কি কুকর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছিস্? যদি এই অসমসাহসের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজ জীবন প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকিস্, তাহা হইলে মহাবীরের বর্ম্ম সংস্পর্শে যত্নবান হ।

চালক কান্তিরামের এই প্রলাপ বাক্যে কিছুমাত্র মনোযোগ করিল না। বরং বর্ম্মখানি উত্তোলন করিয়া কিয়দ্দূরে নিক্ষেপ করিল। দেখিয়া কান্তিরাম আকাশ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং প্রিয়তমা কমলমালিনীকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—

'—প্রাণেশ্বরি! যে তোমার দাসের হৃদয়ে এমন অবমাননা শেল বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার দুষ্কর্ম্মের প্রতিশোধ সময়ে আমার সহায়তা করিও। এই বিপদ সঙ্কুল প্রথম আক্রমে তোমার আশ্রয় ও কৃপাদানে পরাঙ্মুখ হইও না।'

এইরূপ ও অন্যরূপ বহুবিধ কথা বলিয়া, কান্তিরাম ঢাল খানি ভূমি তলে ফেলিয়া রাখিলেন। পরে তরবারি উত্তোলন করিয়া চালকের মস্তকে সবলে এমন এক আঘাত করিলেন যে, তাহাতেই তাহাকে ভূমিশায়ী হইতে হইল। সে অবস্থায় কান্তিরাম যদি পুনরায় আঘাত করিতেন, তাহা হইলে তাহার জীবনাশা থাকিত না। কান্তিরাম বর্ম্ম

খানি পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করিয়া বীরপদে পৃথিবী কম্পান্বিত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

প্রথম চালক তখন পর্য্যন্তও বিগত চেতন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কি হইয়াছে জানিতে না পারিয়া, অপর চালক বলদদিগকে জলপান করাইবার আশয়ে সেই কূপে পুনরায় জল লইতে আসিল। সেও কূপের নিকটবর্ত্তী হইয়া, বর্ম্মখানি চৌবাচ্চার উপর হইতে যেমন সরাইয়া রাখিবার উপক্রম করিল, অমনি কান্তিরাম কোন কথা কিম্বা কাহার সাহায্য প্রার্থনা না করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় ঢালখানি একদিকে রাখিয়া দিলেন, তরবারি উত্তোলন করিলেন, এবং কঠিন আঘাতে তাহারও মস্তক ভেদ করিয়া ফেলিলেন। পান্থশালাস্থ পান্থগণ আহতদ্বয়ের কাতরধ্বনি শুনিয়া, সত্বর তথায় উপস্থিত হইল। কান্তিরাম এককালে কতকগুলি লোককে তাঁহার অভিমুখে আসিতে দেখিয়া, পুনরায় ঢাল খানি পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিলেন এবং তরবারির উপর ভর দিয়া কহিতে লাগিলেন——

'—সংসার-ললাম প্রতিমে! অভাগার বলহীন জীবনের একমাত্র বল! নিস্তেজ অন্তরের প্রচণ্ড হুতাশন। রাজ্ঞি! কমলমালিনি! একবার তোমার মৃগলাঞ্ছিত নয়নের কটাক্ষ বিক্ষেপ কর! দেখ, আজি তোমার চিরদাসকে কি অসাধারণ বল বিক্রম প্রকাশ করিতে হইবে।'

অন্যান্য চালকগণ সঙ্গিদ্বয়ের এই বিসদৃশী অবস্থা দেখিয়া, দূর হইতে কান্তিরামের উপর পাথর ছুড়িতে লাগিল। কান্তিরাম প্রস্তরখণ্ডের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া, ঢাল আবরণ দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পলাইলে পাছে বীরোপাধি গ্রহণ করিতে না পারেন, এই ভয়ে চৌবাচ্চার নিকট হইতে পলাইতে পারিলেন না। পূর্ব্বেই অধিস্বামী সকলের

নিকট পাগল বলিয়া কান্তিরামের পরিচয় দিয়াছিলেন। সমস্ত চালককে হত্যা করিয়া ফেলিলেও, পাগল রাজদ্বারে নিগৃহীত হইবে না বলিয়া, সকলকে ডাকিয়া ক্ষান্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। চালকেরা নিবৃত্ত হইল, কিন্তু মহারাজ সমধিক উচ্চৈঃস্বরে চালকদিগকে গালি দিতে লাগিলেন এবং অধিস্বামী পাগল বলিয়া উপেক্ষা করাতে, রোষভরে কহিতে লাগিলেন—

'—কি বলিব !—যদি আমি ইতিপূর্ব্বে বীরোপাধি ধারণ করিতাম, তাহা হইলে আজি ইহার সমুচিত শাস্তি দিতে পারিতাম। বীর হইয়া আজি যখন আপনি বীরব্রতের এরূপ অবমাননা করিলেন, তখন আপনি নিঃসন্দেহ কাপুরুষ ও নীচকুলোদ্ভব।—'

পরে চালকগণকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন—

'—রে দুর্বৃত্ত পামরগণ ! আমি তোদের সকলকে তৃণতুল্যও জ্ঞান করি না। আয়—যে যত পারিস্ আমার অসন্তুষ্টি বিধান কর্। এই শাণিত অস্ত্র মুহূর্ত্তমধ্যেই তোদের দুর্ব্বুদ্ধি ও দাম্ভিকতার প্রতিফল প্রদান করিবে।'

এই কয়েকটী কথা কান্তিরাম, এমন তেজস্বিতা ও সাহসসহকারে বলিলেন যে, চালকগণ শুনিয়া ভয়ে জড়ীভূত হইল। আবার পান্থশালা স্বামীর নিবারণবাক্যও তাহাদের স্মরণ ছিল। কাযেই উহারা ক্ষান্ত হইল। কান্তিরামও সে যাত্রা প্রাণরক্ষা করিলেন। পরে মহারাজ, আহতদ্বয়কে লইয়া যাইবার নিমিত্ত চালকগণকে আদেশ করিয়া, পূর্ব্ববৎ গাম্ভীর্য্য ও শান্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বর্ম্মরক্ষার্থে নিয়োজিত হইলেন।

অপর কোন বিপত্তিসংঘটনের পূর্ব্বে, কান্তিরামকে বীরপদে অভিষেক করিয়া, অধিস্বামী এই সমস্ত উৎপাতনিবারণে একান্ত সযত্ন হইলেন। কান্তিরামের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, চালকগণের অসদ্ব্যবহার ও নিজের

নির্বোধিতা প্রমাণ করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান দুর্ঘটনায় চালকেরা যে ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্যও নিরতিশয় হর্ষপ্রকাশ করিলেন এবং কহিলেন—— .

'—এই দুর্গের মধ্যে কোন দেবমন্দির নাই। সুতরাং আর যাহা যাহা করিতে হয়, তাহা এক্ষণে আবশ্যক হইতেছে না। শাস্ত্রানুসারে বক্ষস্থলে আঘাত চিহ্ন দেখাইতে হয়। যদি তোমার সেই চিহ্ন না থাকে, তবে সেই সময়ে আবশ্যকমত করিয়া লইলে চলিবে। বর্ম্মরক্ষার্থে দুই ঘণ্টাকাল বসিয়া থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে; কিন্তু তুমি প্রায় চারিঘণ্টা কাল বসিয়া রহিয়াছ। অতএব, আর থাকিতে হইবে না। আইস, এক্ষণে তোমাকে বীরোপাধি প্রদান করি।'

অধিস্বামীর কথায় কাস্তিয়ামের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। অনন্ত উল্লাসে উন্মাদিত হইয়া কহিলেন—

'—যত শীঘ্র পারেন, একার্য্য সমাধা করুন। আমাকে যাহা যাহা বলিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাই সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি। বীরোপাধি গ্রহণ করিয়া, যদি আমি পুনরায় বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এককালে সকলেরই প্রাণ বিনাশ করিব, একটী পিপীলিকাকেও হস্তান্তর হইতে দিব না। তবে আপনার সম্মান বর্দ্ধন, কি উপরোধরক্ষার্থে কাহার কাহার জীবন রক্ষা করিলেও করিতে পারি। তাহাও আমার ইচ্ছাধীন।

অধিস্বামী আর বিলম্ব করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া, যাহাতে চালকদিগের ঘাস ও দানার হিসাব রাখিয়াছিলেন, সেই খাতাখানি আনয়ন পূর্ব্বক এক বালককে একটী আলোক আনিতে আদেশ করিলেন। পূর্ব্বকথিত রমণীদ্বয়ও অধিস্বামীর নিদেশানুসারে কাস্তিয়ামের নিকট

ধীরে ধীরে উপস্থিত হইল। অধিস্বামী যুবতীদ্বয়কে সেই প্রান্তরমধ্যে হাঁটু-গাড়িয়া বসিতে আদেশ করিলেন। পরে সেই খাতাখানি হস্তে লইয়া, পুরোহিতের ন্যায় অস্ফুটস্বরে কতকগুলি মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ইতি-মধ্যে একবার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কান্তিরামের গ্রীবাদেশে আঘাত করিলেন। পরে তরবারি নিষ্কাশন করিয়া, মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে কান্তিরামের স্কন্ধদেশে আর একটী সামান্য আঘাত করিলেন। এই সমস্ত সম্পন্ন হইলে, একজন যুবতীকে কটিদেশে তরবারি বন্ধন করিয়া দিতে কহিলেন। যুবতী সানন্দে অথচ বিশেষ বিবেচনা সহকারে কান্তিরামের কটিদেশে তরবারি বাঁধিয়া দিল। এই সমস্ত অদ্ভুতব্যাপার দেখিয়া, কেহই হাস্য সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। কান্তিরামের কার্য্য পরম্পরা দেখিয়া, সকলেই বিলক্ষণ হাসিতে লাগিল। কেবল প্রাণের ভয়ে তাদৃশ প্রকাশ্যভাবে পারিল না। তরবারি বন্ধন করিয়া যুবতী অধিস্বামীর শিক্ষানুসারে কহিতে লাগিল—

'—ঈশ্বরেচ্ছায় যেন আপনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ও বীর নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।'

যিনি কান্তিরামের প্রতি এমন অনুগ্রহ দান করিয়া, চিরদিনের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিবেন, কান্তিরাম তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইচ্ছা, দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া, নিজ বাহুবলে যে খ্যাতি সম্ভ্রম লাভ করিবেন, তাহাকেও তাহার অংশ দান করিবেন। কান্তিরাম পরিচয় গ্রহণে ইচ্ছুক দেখিয়া, যুবতী অধিস্বামীর শিক্ষানুসারে বিনীত-বচনে কহিল—

'—মহাশয়, রাগ করিবেন না, আমি বলরামপুরের গদাই মুচির কন্যা আমার নাম বিমলা। এক্ষণে রাণীগঞ্জে আসিয়া বাস করিতেছি। সে যাহা হউক, আমি যেখানেই থাকি না কেন, আজি অবধি আপনাকে

স্বামীর ন্যায় সেবাভক্তি করিব। আজি অবধি আমি আপনার সেবাদাসী হইলাম।'

শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া, কান্তিরাম কহিলেন, যদি আমার প্রতি তোমার এরূপ অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার একটী উপরোধ তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে। আজি অবধি তোমার নামের পূর্ব্বে 'মলয়েশ্বরী' এই আখ্যাটী সংযোগ করিতে হইবে।'

যুবতী স্বীকৃতা হইল। উহার সঙ্গিনী কান্তিরামের ঘোটকের খলীন বন্ধন করিয়া দিতেছিল। কটিদেশে তরবারি বন্ধনকারিণী যুবতীর সহিত মহারাজের যেরূপ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, ইহার সহিতও তাহার অণুমাত্র ন্যূনাতিরেক হইল না। নাম জিজ্ঞাসা করাতে, দ্বিতীয়া যুবতী কহিতে লাগিল—

'আমার নাম রেবতী; আমি মানকরের এক জন সম্ভ্রান্ত কৃষকের কন্যা। আমিও সঙ্গিনী বিমলার ন্যায় রাণীগঞ্জে আসিয়া বাস করিতেছি।' কান্তিরাম তাহাকেও ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং দিগ্বিজয় লব্ধ খ্যাতি প্রতিপত্তির অংশ দান করিবার আশ্বাস প্রদান করিয়া, মলয়েশ্বরী রেবতী নামে অভিহিত হইতে আদেশ করিলেন।

এই অদৃষ্টচর ও অভূতপূর্ব্ব যজ্ঞকাণ্ড সমাপ্ত হইলে, দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার নিমিত্ত কান্তিরাম একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। সত্বরে ঘোটকের পৃষ্ঠদেশে আসন বন্ধন করিয়া, অধিস্বামীর পদধূলি গ্রহণ, তাঁহাকে প্রণাম এবং তৎকৃত অনুগ্রহের নিমিত্ত বারম্বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিলেন। আপৎ শীঘ্র শীঘ্র দূর করিতে পারিলে, অধিস্বামীও চরিতার্থ হন; সুতরাং অধিক বাগাড়ম্বর না করিয়া অথবা রাত্রিতে অবস্থিতির নিমিত্ত কিছুই না চাহিয়া, কান্তিরামকে আস্তে আস্তে বিদায় করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় ।

পান্থশালা হইতে বহির্গত হইয়া, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণ ।

অন্তরের ভার লাঘব করিয়া, অতি প্রত্যুষেই কান্তিরাম পান্থশালা হইতে বহির্গত হইলেন। বীরপদাভিষিক্ত হওয়াতে হৃদয় মহোল্লাসে পূর্ণ হইয়াছিল। বলিতে কি বোধ হইল যেন, সে উল্লাস ঘোটকের পর্য্যাণ-বন্ধনিরশ্মির নিম্ন দিয়া ক্ষরিত হইতে লাগিল। কিন্তু দিগ্বিজয়ের আবশ্যক দ্রব্যাদি বিশেষতঃ ধৌতবস্ত্র ও অর্থসম্বন্ধীয় উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া, কান্তিরাম বাটীর দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন এবং একজন অনুচরের হস্তে যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রদান করিবেন মানস করিলেন। অপরাপর বীরপুরুষেরা ক্ষত্রিয় বীরগণকে সঙ্গে করিয়া লইতেন। কান্তিরাম তেমন বীরপুরুষ কোথায় পাইবেন ? ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহার বাটীর নিকটে যে একজন রজক বাস করে, সে বিলক্ষণ দরিদ্র এবং বহুকষ্টে অনেকগুলি সন্তান সন্ততি লালন পালন করিয়া থাকে, সেই এই কর্ম্মের সম্পূর্ণ উপযোগী। এই ভাবিয়া নিজগ্রামাভিমুখে অশ্বচালন করিলেন। ঘোটকরাজ প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই যেন, এরূপ হর্ষবিকসিতচিত্তে দ্রুতবেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল যে, ভূমিতলে তাহার পদস্পর্শ হইতেছে কি না বোধগম্য হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। অধিক দূর না যাইতে যাইতে নিকটবর্ত্তী দক্ষিণপার্শ্বের জঙ্গল হইতে যেন কাহার রোদনধ্বনি কান্তিরামের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। শুনিয়াই কান্তিরাম ঘোটকের রশ্মি সংযমন করিলেন এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন—

"বিধাতা আমার প্রতি কি সানুকূল! দিনান্তর অতীত না হইতে হইতেই, আমার মনোচিত কর্ত্তব্যসাধনের সুযোগ ঘটাইয়া দিলেন, অভীষ্ট ফল-

আঁক্ষেরও সম্পূর্ণ সুবিধা করিলেন। নিঃসন্দেহই ইহা কোন দুঃখিতের আর্ত্তনাদ। আমারই সাহায্য ও আশ্রয়ের বশবর্ত্তী হইয়া, এই দুর্গম বিজন অরণ্যে রোদন করিতেছে। যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া ঘোটক চালাইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশিয়া দেখিলেন, একবৃক্ষে একটী ঘোটকী এবং অপর বৃক্ষে এক বালক দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে। পার্শ্বে একজন কৃষক গামোছা পাকাইয়া বালককে অনবরত আঘাত করিতেছে। বালকের কটিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অনাবৃত। বয়স অনূন পঞ্চদশ বর্ষ হইবে। দেখিয়াই বুঝিলেন, সেই অভাগার কাতরধ্বনি তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। বালক উন্নতকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিতেছে—

"ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, আমি আর এমন কর্ম্ম করিব না। পরমেশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, আর কদাচ এমন অসঙ্গত কার্য্যে হাত দিব না। এইবার হইতে মেষপাল বিশেষ সাবধানে চরাইব।

কান্তিরাম অসঙ্গত প্রহারে কুপিত হইয়া কহিলেন—

'রে বীরাধম কত্রপিণ্ড! যে আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অক্ষম তাহার প্রতি এই কদর্য্য ব্যবহার! অশ্বপৃষ্ঠে উত্থিত হ, অস্ত্র গ্রহণ কর্। এখনই তোর এই কুৎসিত ব্যবহারের সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিব।' (যে বৃক্ষমূলে কৃষকের ঘোটকী আবদ্ধ ছিল, তাহাতেই একখানি তরবারি সংলগ্ন ছিল।)

বলিয়া আপাদমস্তকবর্ম্মিত কান্তিরাম অস্ত্র ঘুরাইতে ঘুরাইতে সম্মুখে আসিতে লাগিলেন। দেখিয়া কৃষক ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া, তারস্বরে কহিতে লাগিল—

"বীরবর! আমি যে বালককে শাস্তি দিতেছি, সে আমার ভৃত্য। এদিকে একটী মেষপাল বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পাইতেছেন, উহার

রক্ষার্থে আমি বালককে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু কর্ত্তব্যসাধনে মূঢ় এমন অমনোযোগী যে, প্রতিদিন আমার একটী একটী মেষ নষ্ট হয়। ইহার শঠতা দূরীকরণের বা ঔদাস্য সংশোধনের নিমিত্ত আমি ইহাকে শাস্তি দিতেছি। ইহার প্রাপ্য বেতন হইতে মেষের মূল্য কাটিয়া লইব, এই ভয়ে বলিতেছে, মেষ অর্থলোভে নষ্ট করে নাই। কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর দেখিতে পাইতেছেন, নির্ব্বোধ মিথ্যাকথা কহিতেছে।

প্রহারের উপর আবার প্রাপ্য বেতন কাটিয়া লইবে শুনিয়া, কান্তিরাম আরও কুপিত হইয়া কহিলেন—

'—রে বর্ব্বর কৃষকাধম! তুই আমার সমক্ষে এই কথা বলিতে এখনও সাহস পাইতেছিস? আমি ভগবান্ সূর্য্যদেবকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, এই অস্ত্রে এখনই তোর শরীর ভেদ করিয়া ফেলিব। দ্বিরুক্তি না করিয়া এই মুহূর্ত্তেই বালকের প্রাপ্য বেতন পরিষ্কার করিয়া দে। নতুবা এখনই তোর বক্ষঃবিদারণ করিয়া শমন সদন দর্শন করাইব। পামর! শুনিতে চাহি না, অগ্রে বালকের বন্ধন মোচন কর্।

শুনিয়া কৃষক মস্তক নত করিয়া রহিল। কোন উত্তর না করিয়াই বালকের বন্ধন মোচন করিয়া দিল। পরে, কান্তিরাম বালককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, সে চারি আনা মাসিক বেতনে রাখালী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আটমাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছে। সুতরাং হিসাবমত বালক দুই টাকা পাইতে পারে, ভাবিয়া কহিলেন,

'——এখনই ইহার বেতনের টাকা দুইটী ফেলিয়া দে। নতুবা তোর্ জীবন গ্রহণ করিয়া বেত্রুনের প্রতিশোধ প্রদান করিব।'

কৃষক ভীত হইয়া কহিল——'মুমূর্ষুর মরণ কালের কথার ন্যায় সরল ভাবে বলিতেছি, বালক কখনই এত অধিক পাইবে না। কারণ,

ইতিপূর্ব্বে যে আমার নিকট হইতে অর্থ লইয়া, তিনখানি পরিবার কাপড় কিনিয়াছে, এবং জিজ্ঞাসা করুন, উহার পীড়ার সময় দুইবার রক্ত-মোক্ষণ করাইয়াছিল, তাহাতেও চিকিৎসককে কিছু দিতে হইয়াছে।'

'——জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না; বুঝিয়াছি সমস্ত সত্য। কিন্তু দুই-বার রক্তমোক্ষণ ও তিনখানি কাপড় একদিকে রাখ্, আর এই অন্যায় প্রহারগুলি আর একদিকে রাখ্। দেখ্‌দেখি, পামর! পরিমাণে কি অল্প বা অধিক হয়? যে তিনখানি কাপড় কিনিয়া দিয়াছিস্, বালক যেমন তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে; তুইও তেমনি বালকের গাত্রচর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিস। পীড়িতাবস্থায় বালকের রক্তমোক্ষণ করাইয়া, চিকিৎসককে অর্থ দিয়া, যেমন ইহার উপকার করিয়াছিলি; সুস্থশরীরে প্রহারে রক্তপাত করিয়া, তেমনই ইহার অপকার করিয়াছিস্। সুতরাং তুই যে অর্থ পাইতিস্, এই দুই কারণে তাহা আর পাইবি না। এক্ষণে বালকের সমস্ত বেতন চুকাইয়া দে।'

'মহাশয়! আপনি যে বিচার করিলেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমার সঙ্গে এক্ষণে এমন অর্থ নাই যে, আমি উহাকে এখনই চুকাইয়া দিতে পারি। অনুগ্রহ করিয়া, আপনি উহাকে আমার সঙ্গে আসিতে বলুন। বাটীতে গিয়া কড়ায় গণ্ডায় গণিয়া আমি উহার বেতন মিটাইয়া দিব।"

বা। 'আমি উহার সঙ্গে বাটী যাইব? বাবা!—ঐ দানবের সঙ্গে? না মহাশয়, আমি তাহা পারিব না। একাকী পাইলেই নিষ্ঠুর আমার ছাল খুলিয়া মারিয়া ফেলিবে।"

কা। 'না, তাহা করিবে না। আমি আদেশ করিয়া রাখিলেই, উহার যথেষ্ট ভয় থাকিবে। ক্ষত্রধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া, ও আমার সাক্ষাতে বলিতেছে

বাটী গিয়াই তোমার বেতন প্রদান করিবে এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিবে।”

বা। “মহাশয়। কথাগুলি আপনি বিচার করিয়া দেখুন। আমার প্রভু কোন পুরুষেই ক্ষত্রিয় নহেন। কোনকালে বীরধর্ম্মও গ্রহণ করেন নাই। উঁহার নাম সাধুরাম ঘোষ, কন্দর্পপুরগ্রামের একজন মণ্ডল।”

কা। “সে কথা বলিও না। ঘোষ বংশের মধ্যে অবশ্যই কেহ বীর থাকিতে পারে। বিশেষতঃ যখন প্রত্যেকেই স্বকৃত কর্ম্মের সন্তান বলিয়া পরিচিত হয়, তখন সে কথা বলিবার প্রয়োজন কি? ঘোষবংশের মধ্যে অবশ্যই কেহ বীর থাকিতে পারে।”

বা। “তা সত্য। কিন্তু মহাশয়। মাথার ঘাম পায় পড়িয়াছে, এমন করিয়া খাটাইয়া লইয়া, যে পয়সা দিতে অস্বীকার করে, তাহার আবার কি বীরধর্ম্ম দেখিলেন?”

রু। “পাঁচু। আমি ত তোমার কথা অস্বীকার করিতেছি না। একবার আমার বাটীতে চল। পৃথিবীতে যত প্রকার বীরধর্ম্ম আছে, আমি সমুদায় সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি—যাইবামাত্র আমি তোমার বেতন সুদ-সমেৎ চুকাইয়া দিব।”

কা। “সাধুরাম। আমি তোমাকে শত শতবার সাধুবাদ প্রদান করি। এক্ষণে পাঁচুকে বাটীতে লইয়া গিয়া, সমস্ত বেতন মিটাইয়া দাও। তাহাহইলে আমি যথেষ্ট প্রীত হইব। দেখিও যেন ইহার অন্যথা না হয়। আমি অস্ত্রসাক্ষ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, একটী কথার ব্যতিক্রম হইলে, ফিরিয়া আসিয়া সমুচিত শাস্তিবিধান করিব। সাধুরাম। মনেও স্থান দিও না যে, তুমি আমার হাত হইতে কোনরূপে পলাইতে পারিবে। যদি গগনের পরপার্শ্ব অবলম্বন কর, অথবা সাগরগর্ভে লুক্কায়িত হও তথাপিও

রক্ষা থাকিবে না। আর বিশেষ সতর্কতার সহিত এই অঙ্গীকার পালন করিবার নিমিত্ত আজি তোমাকে এইরূপ আদেশ করিতেছি, যদি তাহাও জানিতে ইচ্ছা কর, তবে জানিও আমি অত্যাচারীর নিগ্রহদাতা, সমাজ-সংস্কারকর্ত্তা মলয়েশ্বর মহারাজ কান্তিরাম সিংহ। এক্ষণে বিদায় হইলাম। তুমি যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছ এবং যাহার নিমিত্ত আমার নিকট শপথ করিয়াছ, তাহা বিস্মৃত হইও না। যেন আমার শাস্তির কথা মনে থাকে।"

এই বলিয়া রোজিনান্তির পৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন এবং নিমিষ মধ্যে বহুদূর অতিক্রমণ করিয়া চলিয়া গেলেন। কৃষক সোৎসুক নয়নে কান্তিরামের দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহাকে বনাতিক্রম করিতে দেখিয়া পাঁচুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—

ক। "তোর অত্যাচারীর নিগ্রহদাতা যে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই আদেশমত আমি তোর টাকা মিটাইয়া দিতেছি—গ্রহণ কর্।"

বা। 'পরমেশ্বর তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখুন। সেই মহাত্মার আদেশ পালন করিলে আপনার ভাল হইত। তিনি এমন সাহসী পুরুষ ও এমন ন্যায়পর বিচারক যে, যদি আপনি আমাকে আমার প্রাপ্য বেতন মিটাইয়া না দেন, তাহাহইলে তিনি ফিরিয়া আসিবেন এবং মুখে যে ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন, নিঃসন্দেহ কার্য্যে তাহাই করিবেন।'

কৃ। 'পাঁচু আমি তোকে বড় ভালবাসি দেখাইবার জন্য তোর প্রাপ্য টাকা আরও কিছু বাড়াইয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। আমার ঋণ পরিশোধের সময় সেগুলিও ঋণের সঙ্গে শোধ করিব।'

বলিয়া পাঁচুর হাত ধরিল এবং সেই বৃক্ষে পুনরায় বন্ধন করিল। পরে এমন গুরুতর আঘাত করিতে লাগিল যে, বালক তাহাতেই মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। দেখিয়া কৃষক ব্যঙ্গচ্ছলে কহিতে লাগিল—

রু। 'ডাক্ পাঁচু ডাক, এখন তোর সেই অত্যাচারীর নিগ্রহদাতাকে ডাক্। যদিও মনের সাধ মিটাইতে পারি নাই তথাপি তুই এখনই দেখিতে পাইবি—তিনি আর সহজে এই দুঃখ বিমোচন করিতে পারিবেন না। ইহা আছে, তোর কথামত প্রাণে না মারিয়া তোর্ গায়ের চর্ম্ম তুলিয়া ফেলিব। দেখি, পামর তোকে এখন কে রক্ষা করে।'

যাহাহউক অবশেষে কৃষক বালকের বন্ধন মোচন করিয়া দিল এবং পূর্ব্বানুকল্পিত ভীষণ শাস্তিবিধান করাইবার নিমিত্ত যথেচ্ছা যাইয়া বালককে বিচারকের অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিল। বালক ঈর্ষা ও ক্রোধে আকুল হইয়াছে; মুক্ত হইয়াই ভাবিল, যেমনে হউক্ মলয়েশ্বর মহারাজ কান্তিরাম সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিব, আমূল সমস্ত কহিব এবং সাতগুণ অধিক দণ্ডবিধান করাইয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। যাহাহউক বালক অশ্রুজলে ধরাতল অভিষেক করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। প্রভু বৃক্ষমূলে বসিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মহাবীর কান্তিরাম এইরূপে উপস্থিত অত্যাচার নিবারণ করিলেন। দিগ্বিজয়ের প্রারম্ভেই শুভাদৃষ্ট ও এতাদৃশ মহিমা বৃদ্ধি হইল ভাবিয়া সাতিশয় পুলকিতও হইলেন। গ্রামাভিমুখে যাইতে যাইতে অনুচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন—

'—হে সর্ব্বভুবনাগর্ব খর্ব্বকারিণিপ্রাণেশ্বরি কমলমালিনি! পৃথিবী মধ্যে যে সমস্ত রূপনিধান রমণীরত্ন জীবিতা আছেন, তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা তুমি সমধিক ভাগ্যবতী, ইহা কি একবার বিবেচনা করিয়া থাক? কারণ, জগৎ সাক্ষ্য দিয়া বলিতে পারে যে, যে মলয়েশ্বর মহারাজ কান্তিরাম সিংহ গত কল্য বীরোপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, অবিচার যতদূর অপকার আনয়ন করিতে পারে—নিষ্ঠুরতা যে সমস্ত অপকর্ম্ম সংসাধন

করিয়া থাকে, অদ্য যিনি সেই প্রবল অত্যাচার ও দুঃখ নিবারণ করিয়াছেন, তরল-কণ্ঠ বালককে যে নিষ্ঠুর কশাঘাতে বিচেতিত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার হস্ত হইতে কশাদণ্ড গ্রহণ করিয়া অদ্য যিনি নিরপরাধী বালকের প্রাণদান করিয়াছেন, সেই বিপুল বিক্রম বিখ্যাতবীর মলয়েশ্বর মহারাজ কান্তিরাম সিংহ তোমার ইচ্ছা ও আমোদের একান্ত বশবর্ত্তী।'

বলিতে বলিতে কান্তিরাম একটী চতুষ্পথের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারিটী পথ দেখিয়া মনে হইল যে, এরূপ স্থলে দিগ্বিজয়ার্থি বীরেরা কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত সচরাচর অশ্বরশ্মি করিতেন। বীরগণের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইয়া, কান্তিরামও কিয়ৎকালের নিমিত্ত অশ্বের বেগসংযমন করিলেন এবং ক্ষণকাল প্রগাঢ় চিন্তা করিয়া, অশ্বের বল্গা ত্যাগ করিলেন। ঘোটক বাটী হইতে আসিবার সময় যে পথ বাহিয়া আসিয়াছিল, বীতরশ্মি হইয়া স্বেচ্ছানুসারে সেই পথেই ধাবিত হইল। অন্যূন এক ক্রোশ অতিক্রমণ করিলে, কান্তিরাম অদূরে কতকগুলি লোক এক সঙ্গে আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। কিয়ৎপরে প্রতীত হইল, উহারা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসি বণিকদল। মুরশিদাবাদে রেশম কিনিবার নিমিত্ত সেই পথে আসিতেছিল। সংখ্যায় বণিকেরা ছয় জন মাত্র; সকলেরই হস্তে একটী একটী ছত্র আছে। পশ্চাতে চারিজন অশ্বপৃষ্ঠে এবং তৎপশ্চাৎ দুইজন অশ্বতররক্ষক বালক পাদচারে, বণিকগণের অনুসরণ করিতেছিল। কান্তিরাম উহাদিগকে দেখিবামাত্র বিবেচনা করিলেন যে, ইহাও কোন বীরের দিগ্বিজয়-সমারোহ হইবে। প্রাচীনকালে সমার্থি বীরগণের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, প্রায়ই যুদ্ধ সংঘটিত হইত। পঠিত-গ্রন্থের অনুকরণ করিয়া, কান্তিরাম যথাশক্তি বীরব্যূহ ভেদ এবং গন্তব্য পথ নিরাপদ করিয়া লইবার আশয়ে সাহস ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখমণ্ডল ধারণ করতঃ

অশ্বপৃষ্ঠে দৃঢোপবিষ্ট হইলেন, বজ্রমুষ্টিতে অসি ধারণ করিলেন, চর্ম্মে মস্তক ও বক্ষদেশ ঢাকিয়া ফেলিলেন, এবং পথের মধ্যস্থলে অশ্ব রাখিয়া পূর্ব্ব-মীমাংসিত বীরগণের আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইলেন। বণিকগণ নিকটস্থ হইলে, কান্তিরাম স্পর্দ্ধাসহকারে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন—

'—মলয়রাজ-রাজেশ্বরী নিরুপমরূপশালিনী কমলমালিনী অপেক্ষা সমগ্র জগন্মধ্যে আর কেহই রূপবতী নাই—ইহা যদি সমগ্র জগৎ স্বীকার না করে, তাহাহইলে সমগ্র জগৎকেই আজি আমার সমক্ষে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।'

এই কয়েকটী কথা শুনিয়া, বিশেষতঃ কান্তিরামের সেই অদ্ভুত আকৃতি দেখিয়া, বণিকেরা দণ্ডায়মান হইল। একাদিক্রমে সকলেই বুঝিতে পারিল, বক্তা উন্মাদ রোগগ্রস্ত। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ বাক্যের অর্থ কি, ইহা জানিবার নিমিত্ত বণিকেরা সকলেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করিল। বণিকদলের মধ্যে একজন কথঞ্চিৎ কৌতুকপ্রিয় অথ চ মর্ম্মগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি কান্তিরামকে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন—

'—বীরবর। আপনি যে যুবতীর কথা বলিতেছেন, তিনি কে, আমরা তাহা জানি না। তাঁহাকে একবার দেখাইতে হইবে। আপনি তাঁহাকে যেমন অলৌকিক রূপবতী বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, বাস্তবিক তিনি যদি সেইরূপ হয়েন, তাহাহইলে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ও অবাধে আপনার বাক্য স্বীকার করিয়া লইব।'

'—কি? যদি তাঁহাকে দেখাইতে হইল, তাহাহইলে সত্যকথা প্রকাশের গুণ কোথায় রহিল? তাঁহাকে না দেখিয়াই এই কথা বিশ্বাস করিতে হইবে, স্বীকার করিতে হইবে, নিশ্চয় করিয়া বলিতে হইবে, শপথ করিতে হইবে এবং এইপক্ষ সমর্থন করিতে হইবে যে, তিনি অদ্বিতীয়া

রূপসী। যদি তাহা না কর, তাহাহইলে তোমরা যতই বিকটাকার ও গর্ব্বিতমনা হও না কেন, আজি তোমাদের সকলকেই আমার বিপক্ষে রণ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে অব-তীর্ণ হও কিম্বা তোমাদিগের ন্যায় নীচজনোচিত কদাচার ও নিষ্ঠুর প্রথার অনুরূপ সকলেই একসঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আমার মনুষ্যের সুবিচারের উপর নির্ভর করিয়া আমি এইখানেই অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। যাহা ইচ্ছা হয় ত্বরায় সম্পাদন কর।'

বণিক কহিল, 'মহাশয়! বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, যাহা আমরা কদাপি দেখি নাই, অথবা যাহা কুত্রাপি শুনিতে পাই নাই, তাহাই স্বীকার করিয়া আমাদিগের বিবেক বৃত্তিকে ভারগ্রস্ত করিতে পারিব না। বিশেষতঃ অঙ্গ ও কলিঙ্গ রাজমহিষীদ্বয়ের সংশয় দূর করিবার জন্য যদি আপনি অন্ততঃ একাঙ্গুলি প্রমাণ একখানি প্রতিমূর্ত্তি দেখাইতে পারেন তাহাহইলেও আমরা আপনার বাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি। যুবতীর একখানি প্রতিরূপ পাইলেই আমরা এই জটিলগ্রন্থির সূত্র অবলম্বন করিতে পারি। ইহাতে আমরাও নিরাপদ ও সন্তুষ্ট হই; আপনিও সন্তোষ এবং পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন। পরন্তু আমরা আপনার স্বপক্ষে এতদূর বলিতে পারি যে, প্রতিরূপ দেখিয়া সেই যুবতীর বক্রচক্ষুঃ, কুব্জতা বা অঙ্গান্তরের বৈলক্ষণ্য বোধ হইলেও অন্যরূপ না বলিয়া আপনার মত পোষণ করিব।'

শুনিবামাত্র কান্তিরাম অতিমাত্র ক্রোধপরবশ হইলেন এবং কহিলেন "রে পামরগণ! যুবতীর কোন অঙ্গেরই বৈলক্ষণ্য নাই। তিনি কার্পাস তন্তুমধ্যগতমৃগমদ অথবা নীলজলের নীলাকমল। তিনি বক্রচক্ষু অথবা কুব্জাও নহেন—হিমাদ্রিশৃঙ্গ ধবলগিরির ন্যায় সরল ও

মুঠায়। যে দুরাচার পামরগণ! অসামান্য রূপনিধান রমণীরত্নের উপর এরূপ ভয়ানক দোষারোপের প্রতিফল অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবি।'

বলিয়া কোষস্থ তরবারি নিষ্কাষণ করিলেন এবং ক্রোধভরে বণিকদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু অর্দ্ধগতিবেগ প্রযুক্ত না হইতে হইতেই, দুর্ভাগ্যবশতঃ রোজিনান্তী পদস্খলিত হইয়া এমন পড়িয়া গেল যে, সেই সঙ্গে সঙ্গে কাস্তিরামকেও ভূতলশায়ী হইতে হইল। দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত না হইলে, হয়ত সেই আঘাতেই দাম্ভিক বণিকের প্রাণসংশয় হইত। ভূপতিত মহারাজ কিয়ৎকালের নিমিত্ত তদবস্থায় গড়াগড়ী দিতে লাগিলেন। উঠিবার জন্য বারম্বার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু চেষ্টা নিষ্ফল হইল। চর্ম্ম, তরবারি, মুকুট ও বর্ম্মের ভারে এমনই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও দেহরত্ন ভূতল হইতে পৃথক্ করিতে পারিলেন না। যখন মহারাজ এইরূপে উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতে-লাগিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া, তদবস্থাতেই বণিকগণকে ডাকিয়া সক্রোধে কহিতে লাগিলেন—

'—রে দাসযোনিসম্ভূত পামরগণ! পলায়ন করিস্ না; ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্। ঘোটক হইতে পড়িয়াছি বটে, কিন্তু অশ্বের দোষে—আমার দোষে নহে।'

উহাদের মধ্যে একজন অশ্বতররক্ষক বিলক্ষণ উদ্ধত স্বভাব ছিল। সে নিরুপায় ভূপতিত মহাশয়কে তাদৃশ গর্ব্বিত ও অশ্লীলবাক্য প্রয়োগ করিতে দেখিয়া পঞ্জরপ্রদেশে কিছু উত্তম মধ্যম না দিয়া কথাগুলি সহ্য করিতে পারিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে ধরাশায়ী কাস্তিরামের সন্নিকটবর্ত্তী হইল, হস্ত হইতে বর্শাখানি লইয়া সবলে ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং তাহার একখণ্ড দ্বারা কাস্তিরামকে অবিরত এত আঘাত করিতে লাগিল যে,

লৌহবর্ম্মরক্ষিত হইয়াও, কান্তিরামের শরীর এককালে যন্ত্রপিষ্ট গোধূমের ন্যায় হইয়া উঠিল। বণিকেরা ভৃত্যকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিল; কিন্তু ভৃত্য ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ হইয়া উঠিয়াছে কান্তিরামের উপর সমগ্র কোপাবশেষ বর্ষণ না করিয়া কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হইল না। ক্রমে ক্রমে তরবারির অপরার্দ্ধও মহারাজের শ্রীঅঙ্গে চূর্ণীকৃত হইল। এদিকে আঘাতরাশি পৃষ্ঠদেশে অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল, ভ্রুক্ষেপ করিলেন না, তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও সরব মুখ নীরব হইল না; কেবল স্বর্গ মর্ত্ত্য এবং আপাতপ্রতীত তদীয় উপাগুংবধকারিগণকে অনবরত ভয় দেখাইতে লাগিলেন। অবশেষে ভৃত্য বহুক্ষণ পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইল। বণিকেরাও মহারাজের অলৌকিক কাণ্ড, পরস্পর আন্দোলন করিতে করিতে প্রস্থান করিল। তখন কান্তিরাম আপনাকে বিপক্ষ বিরহিত দেখিয়া পুনরায় উঠিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু সে সামর্থ কোথায়? সুস্থ ও সবল শরীরেই যখন তিনি বহু চেষ্টা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তখন এত আঘাত খাইয়া কিরূপে উত্থিত হইবেন? যাহা হউক, এই দুর্ঘটনা দিগ্বিজয়যাত্রার দুর্ভাগ্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া, কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। প্রহারে সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত এবং ধরাশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে অপারগ হইয়াও, মহারাজ নিজের পুরুষত্ব ও ঘোটকের দোষ দেখাইতে বিরত হইলেন না।

পঞ্চম অধ্যায়।

বীরবরের দুর্ভাগ্যের পরিণাম।

দগ্ধপাকস্থো জর্জ্জরিতকায়। তথাপি অচিরমধ্যেই চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদনে পারগ হইবা, কান্তিবাম স্বকীয় শান্তিপাদপের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পাঠকগণ। বলিতে হইবে না, অতীত গ্রন্থাশিষ্ট কান্তিবামের শান্তিপাদপ চিল। দুর্দ্দশার দুরপনেয় পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াও, কান্তিরাম স্বকীয় অবস্থানুরূপ পুস্তকলিখিত কোন ঘটনা স্মরণ করিতে লাগিলেন। যখন মহারাজ দারুকেশ্বর যুবরাজ অনিরুদ্ধকে পর্ব্বতোপরি আহত করিয়া প্রস্থান করেন, তখন চেদরাজ হিরণ্ময় তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত যেরূপে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, চিত্তবিভ্রম মুহূর্ত্তমধ্যে সেই ঘটনাই স্মৃতিপথে আনয়ন করিল। এই উপাখ্যান তদানীন্তন বালকবালিকাগণের পরিচিত—যুবকযুবতীরা অপরিজ্ঞাত নহেন—বৃদ্ধেরাও শ্রদ্ধা সহকারে বিশ্বাস এবং ইহার প্রশংসা করিতেন, কিন্তু ইহা যবনধর্ম্মনায়ক মহম্মদের দৈববাণী অপেক্ষা অধিকতর সত্য নহে। কান্তিবাম সেই ঘটনা স্বীয় অবস্থার অবিকল অনুরূপ বলিয়া স্থির করিলেন। সুতরাং ব্যথিতকায় অনিরুদ্ধের ন্যায় আহতদেহ ধূলায় বিলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। গ্রন্থে পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের কথোপকথন যেরূপ বর্ণিত হইয়াছিল, বনাধিষ্ঠিত আহত মহাবীর অপরিস্ফুটরূপে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

> ‘কোথায় রহিলে প্রিয়ে, হৃদয়ের ধন।
> পাশরিলে জীবেশের অন্তর বেদন?
> হয়ত জাননা প্রিয়ে। এ মম যাতনা।
> নতুবা অসতী তুমি করুণা বিহীনা।’

হা তাতঃ চেদরাজ হিরণ্ময়। অভাগার একমাত্র পিতৃব্য ও কুলতিলক।’

প্রভৃতি কবিতাগুলি উপাখ্যানের যে স্থলে বিনিবেশিত ছিল, কান্তিরাম সেই পর্যন্ত এইরূপে অবিকল আবৃত্তি করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বাক্য কয়েকটী উচ্চারণ করিবার সময়ে কান্তিরামের সমীপপ্রতিবেশী কোন কৃষক নিকটস্থ গোধূমঘরট্টে এক বোঝা শস্য রাখিয়া আসিবার সময় ঘটনাক্রমে তথায় উপস্থিত হইল। একজন মনুষ্যকে বিসারিতদেহে ধরাশয্যায় শয়ান থাকিতে দেখিয়া সত্বরে নিকটে আগমন করিল এবং তিনি কে, কি জন্যই বা তেমন করিয়া অনুতাপ করিতেছেন প্রভৃতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কান্তিরাম তাহাকে পিতৃব্য চেলরাজ স্থিরপ্রায় বিবেচনা করিয়া কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। কেবল গ্রন্থে যেমন যেমন বর্ণিত ছিল, তদনুসারে নিজের দুর্ভাগ্য ও সম্রাট পুত্রের স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ বর্ণন করিতে লাগিলেন। এই অনৈসর্গিক প্রসঙ্গ শুনিয়া, কৃষক কৌতুকাবিষ্ট হইল। পরে, খণ্ডবিখণ্ডীকৃত রাজমুকুট উত্তোলন করিয়া, কান্তিরামের মুখের ধূলিরাশি ঝাড়িয়া দিল এবং চিনিতে পারিয়া কহিল—

"কি সিঙ্গি মহাশয় যে—কিরূপে আপনার এমন অবস্থা ঘটিল?" (কান্তিরামের চিত্তবিভ্রম এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হইতে রাজচ্ছত্রধারী দিগ্বিজেতার পদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কান্তিরাম গ্রামে এই নামেই অভিহিত হইতেন।)

কিন্তু তখন পর্য্যন্তও কান্তিরাম উপাখ্যানের অংশবিশেষ উল্লেখ করিয়া, অনুরূপ প্রস্তাবের উত্তর দিতেছিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া সদয় কৃষক কান্তিরামের কোন স্থান ক্ষত হইয়াছে কি না, জানিবার নিমিত্ত বক্ষঃ ও পৃষ্ঠদেশের বর্ম্ম উত্তোলন করিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু রক্ত অথবা কোন আঘাত চিহ্ন লক্ষিত হইল না। পরিশেষে সে তাঁহাকে ভূতল হইতে তুলিবার চেষ্টা পাইল এবং সর্দ্দভই তাঁহার

পক্ষে সমধিক সহজ বান বিবেচনা করিয়া, বহুকষ্টে ি জ গর্দ্দভপৃষ্ঠে উঠাইয়া দিল। কৃষক কাস্তিরামের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র একত্র সংগ্রহ করিল, খণ্ডীভূত তরবারিখানিও পরিত্যাগ না করিয়া, বোঝা বাঁধিয়া রোজিনাস্তীর পৃষ্ঠে চাপাইয়া দিল। পরে অশ্বের বলগা ও গর্দ্দভের গলরজ্জু ধরিয়া এবং কাস্তিরামের তথাবিধ অসম্বদ্ধ প্রলাপপ্রাচুর্য্যে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইল। বীরবরের হৃদয় অল্প ব্যথায় আকুলিত হয় নাই; এত দূর নিষ্ঠুরভাবে আহত ও জর্জ্জরিতাঙ্গ হইয়াছিলেন যে, কিছুতেই গর্দ্দভপৃষ্ঠে আত্মদেহ স্থির রাখিতে পারিলেন না। যাইতে যাইতে অনুক্ষণ যে সমস্ত বিশাল নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহাতে বোধ হইল, যেন গগনতল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কৃষক কাস্তিরামের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, তাদৃশী কাতরতার কারণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল। অবস্থানুরূপ গল্প সকল নিঃসন্দেহ ভূতে আনিয়া কাস্তিরামের স্মৃতিপথে তুলিয়া দিতেছিল। কাস্তিরাম, তদ্দণ্ডেই দারুকেশ্বরের উপাখ্যান ভুলিয়া গিয়া, ধারারাজ অবন্তিরায়ের কথা মনে করিলেন। যখন গুর্জ্জরাধিপতি সুবোধন সিংহ অবন্তিরায়কে কারাবদ্ধ করিয়া রাজধানী গমন করেন, সেই সময়ের ঘটনা চিত্তক্ষেত্রে সমুত্থিত হইল। কেমন আছেন এবং কি জন্য তদৃশী যাতনানুভব করিতেছেন, যখন কৃষক এই কথা জিজ্ঞাসা করিল তখন 'গুর্জ্জরবাজাবলী' নাম গ্রন্থে অবন্তিরায় যেমন করিয়া গুর্জ্জরপতিকে মনের কথা বলিয়াছিলেন, কাস্তিরামও সেইরূপে কৃষককে বুঝাইতে লাগিলেন। উক্ত ঘটনা আত্মসম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ এরূপ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, কৃষক কাস্তিরামের সাক্ষাৎকারই দুর্ভাগ্যের নিদান ভাবিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। রাশি রাশি ভয়ঙ্কর প্রলাপ বাক্য উদ্গত হইতে দেখিয়া স্থির করিল, কাস্তিরাম নিঃসন্দেহ পাগল

হইয়াছেন। সুতরাং সত্বরে কোন উপায়াবলম্বন করিবার নিমিত্ত, বিশেষতঃ কান্তিরামের তথাবিধ প্রলাপযন্ত্র হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশয়ে, যথাসাধ্য দ্রুতবেগে গ্রামাভিমুখে ধাবমান হইল। কান্তিরাম তখনও ক্রমাগত বলিতেছিলেন—

"মহারাজ সুযোধন সিংহ! আমি যাঁহার কথা বলিয়াছিলাম, সেই লাবণ্যময়ী চারুবালাই এক্ষণে কমলমালিনী নামে অভিহিতা হইতেছেন। ধরাধামে যে সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ বীরকার্য্য পরিদৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, আমি তৎসমস্তই এই রূপসীর নিমিত্ত সম্পন্ন করিয়াছি, করিতেছি এবং করিব।"

শুনিয়া কৃষক উত্তর করিল, "দেখুন, মহাশয়। আমি অধম প্রকৃতি কৃষক। গুজ্জরপতি সুযোধন সিংহ অথবা দাক্কেশ্বর নহি, আপনার আশ্রিতপ্রতিবেশী স্বরূপদাস বেহারা। আপনিও চেদীরাজ হিরণ্ময় অথবা ধাররাজ অবন্তিরায় নহেন, আমাদের গ্রামবাসী কান্তিরাম সিংহ।"

"তোমার বলিতে হইবে না। আমি কে, তাহা জানিতে পারিয়াছি। আর ইহাও বুঝিতে পারি যে, যাঁহাদের কথা বলিয়াছি, আমি তাঁহাদিগেরও সমযোগ্য নহি। কিন্তু দ্বাদশবীরপুরুষ বা নবরত্ন সদৃশ হইব, তাহাতে কোন সংশয় নাই। তাঁহারা যে সমস্ত কার্য্য একত্রে বা স্বতন্ত্র সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্ত অপেক্ষা আমার কার্য্যকলাপ অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হইবে।"

উভয়ে এইরূপ ও অন্যরূপ কথায় বার্ত্তায় সূর্য্যাস্তের সময় গ্রামের নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু হতভাগ্য বীর কান্তিরাম গর্দ্দভাসীন হইয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলে, হঠাৎ অপদস্থ হইবেন, এই ভাবিয়া কৃষক দুই এক দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত গ্রামের বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরে

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কাস্তিরামের বিশৃঙ্খল ভবনদ্বারে উপস্থিত হইল। যখন উভয়ে দ্বারদেশে উপনীত, তখন কাস্তিরামের পরম মিত্র গ্রাম্যপুরোহিত এবং নাপিত ডাক্তার বাটীর ভিতরে বসিয়াছিলেন। কাস্তিরামের পরিচারিকা তাঁহাদিগকে ডাকিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নতস্বরে কহিতেছিল—

"ঠাকুর মহাশয়। আমাদের কর্ত্তার বিষয় কি স্থির করিলেন? এই দুইদিন পর্য্যন্ত কি তিনি, কি অশ্ব, কি চর্ম্ম, কি অসি, কি বর্ম্ম, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। কপালের কথা কিবা বলিব—আমার বেশ বোধ হইতেছে, সেই পাপ দিগ্বিজয়ের পুস্তক গুলাই কর্ত্তাকে পাগল করিয়াছে। 'জন্মিলেই মরিতে হয়' এটী যেমন নিশ্চয় করিয়া বলা যায়, তেমনই আমি ইহাও নিশ্চয় করিয়া বলিলাম। স্মরণ হইতেছে, তিনি যেন সর্ব্বদাই বলিতেন, 'আমি দিগ্বিজয়ী বীরের পদ গ্রহণ করিব এবং বীরকর্ম্মের অনুসন্ধানে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিব।' আহা! এদেশের জ্ঞানের জাহাজ খানি যাহাতে নষ্ট হইল, সেই কাল পুস্তক অধঃপাত হউক, তাহা এখনই পোড়াইয়া ফেলুন।"

কাস্তিরামের ভ্রাতষ্পুত্রীও এই প্রস্তাবে যোগ দিয়া কহিল, "দেখ বিশু কাকা (নাপিত ডাক্তারের নাম বিশ্বনাথ ছিল।) পিতৃব্য মহাশয় দুই দিন কাল দিবানিশি এই দগ্ধ পুস্তকগুলা পাঠ করিতেন। তার পর হাত হইতে পুস্তক ফেলিয়া তরবারি লইয়া দেয়ালে আঘাত করিতেন। যখন অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইত, তখন বলিতেন, 'এই মন্দিরের চূড়ার মত লম্বা লম্বা চারিজন দৈত্যকে সম্মুখসংগ্রামে নিধন করিয়াছি।' সেই সময়ে গাত্র হইতে যে ঘর্ম্মজল বাহির হইত তাহা দেখাইয়া কহিতেন, 'রণস্থলে দৈত্যেরা আমাকে যে সমস্ত অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, তাহা হইতেই

রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। ' তাহার পরে বড় এক পাত্র শীতল জল পান করিয়া সহজ অবস্থার ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। খানিক সেই ভাবে থাকিয়া আবার কহিতেন, 'এইমাত্র যে দ্রবপদার্থ পান করিলাম, উহা বহুমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য! আমার পরমবন্ধু প্রধানতম ঐন্দ্রজালিক মহারাজ ভোজপতির ক্ষমতায় আমার নিকট আনীত হইয়াছে।' " যাহা হউক এসমস্ত দোষ আমাদেরই বলিতে হইবেক। কারণ আমরা একদিনের তরেও এসমস্ত আপনাদিগের সম্বন্ধে প্রকাশ করি নাই। এতদূর ঘটিবার পূর্ব্বে, আপনাদিগকে জানাইতে পারিলে, পাপ পুস্তকগুলা পোড়াইয়া, বোধ হয় পিতৃব্য মহাশয়কে আরাম করিতেও পারিতেন। দিগ্বিজয়ের বহিগুলি যেমন অপবিত্রভাবে পূর্ণ, তেমনি উহাদিগকে পোড়াইয়া ফেলা উচিত।"

শুনিয়া পুরোহিত মহাশয় কহিলেন, " আমি এক্ষণে শপথ করিয়া বলিতেছি, গ্রন্থগুলির সবিশেষ পরিচয় না লইয়া, এবং মন্দগুলিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ না করিয়া আর দিনান্তরও গত হইতে দিব না। পাপগুলি বন্ধুবর কান্তিরামকে যেমন অকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছে, তেমন যেন আর কাহাকেও না পারে।"

কৃষক ও কান্তিরাম উভয়েই দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আমূলবৃত্তান্ত শুনিতেছিল। কৃষক প্রতিবেশী মহাশয়ের মানসিক দৌর্ব্বল্য সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয়শালী হইবামাত্র উন্নতকণ্ঠে কহিতে লাগিল—

" মহাশয়গণ! সাংঘাতিক আহত যুবরাজ অনিরুদ্ধ ও চেলরাজ হিরণ্ময়এবং যাঁহাকে গুর্জ্জরপতি সুবোধন সিংহ কারাবদ্ধ করিয়া রাজধানীতে লইয়া যাইতেছেন, সেই দ্বাররাজ অবন্তিরায় দ্বারদেশে উপস্থিত, ত্বরায় দ্বারোদ্ঘাটন করুন।"

শুনিবামাত্র সকলেই শশব্যস্তে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কান্তিরামকে দেখিতে পাইয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিবার আশয়ে ধাবিত হইলেন। কিন্তু এখনপর্য্যন্তও কান্তিরাম গর্দ্দভ হইতে অবতর্ণ হইতে পারেন নাই, বাস্তবিক হইবারও ক্ষমতা ছিল না। কান্তিরাম সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলেই ক্ষান্ত হও। আমি আমার ঘোড়ার দোষে সংঘাতিকরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে সকলে ধরাধরি করিয়া আমাকে বিছনায় লইয়া যাও। আর যদি সম্ভব বোধ কর, তাহা হইলে ধন্বন্তরী বা বৃষধ্বজকে শীঘ্র ডাকাইয়া আন। তাঁহারা আমার আঘাতস্থান উত্তমরূপে সন্দর্শন করুন এবং ত্বরায় আরাম করিবার উপায় দেখুন।"

দাসী কহিল, 'দেখুন দেখি ঠাকুর মহাশয়। আমার মন কর্ত্তার বিষয় ঠিক জানিতে পারিয়াছিল কি না? যাহা হউক এক্ষণে মা কালীর শরণ লইয়া কর্ত্তাকে উপরে লইয়া চলুন। ধন্বন্তরী অথবা বৃষধ্বজের সাহায্য লইতে হইবে না। আমরা স্বয়ংই আরামের উপায় দেখিতেছি। সেই বহিশুণা গোল্লায় যাউক,—অধঃপাত হউক—তেমন সোনার প্রতিমাকে এমন করিয়াও নিপাত করিল?"

তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কান্তিরামকে তাঁহার শয়নঘরে লইয়া গেলেন এবং কোনস্থান ক্ষত হইয়াছে কি না, বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

পরে কান্তিরাম তাহাদিগকে কহিতে লাগিল, 'ধরণীমণ্ডলে অমিতসাহস ও অদ্ভুতাকার যত দৈত্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে দশজন বিখ্যাতনামা দানবের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রোজিনান্তী হইতে পতিত হইয়া এমন সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছি"

শুনিয়া পুরোহিত মহাশয় কহিলেন, "বটে, বটে, পৃথিবীতে আজিও দানবগণ নৃত্য করিয়া বেড়ায়।—শপথ করিয়া বলিতেছি, কল্য প্রত্যুষেই সমস্ত পুস্তক অগ্নিসাৎ করিব।"

তাঁহারা কান্তিরামকে শতসহস্র বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কান্তিরাম তাহার একটীরও উত্তর প্রদান করিলেন না। কেবল এই মাত্র কহিলেন, "কিছু আহার করিতে দিয়া আমাকে একটু নির্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতে দাও। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনীয়।"

মুহূর্ত্তমধ্যেই প্রার্থনা পরিপূরিত হইল। কি অবস্থায় কান্তিরামকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, পুরোহিত মহাশয় ডাকিয়া কৃষককে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষকও আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিল। কান্তিরাম কৃষককে দেখিবামাত্র এবং বাটী আসিবার সময়ে যে, মস্ত প্রলাপবাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন, কৃষক সে সমস্ত পূর্ব্বাপর নিবেদন করিল। শুনিয়া পুরোহিত মহাশয় যাহা কল্য সম্পাদন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহার আশুসংসাধনই অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র নাপিত ডাক্তার বিশ্বনাথকে ডাকিয়া কান্তিরামের ভবনে উপনীত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কান্তিরামের গ্রন্থকোষ সমালোচনা ও গ্রন্থরাশির দণ্ডবিধান।

কান্তিরাম গভীরও সুদীর্ঘ নিদ্রায় সুষুপ্ত। যে গৃহে তাঁহার পুস্তক রাশি সঞ্চিত রহিয়াছে, পুরোহিত মহাশয় প্রভাতে আসিয়া, তাহারই কুঞ্চিকা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলে, ভ্রাতষ্পুত্রী সানন্দে দেখাইয়া দিল। সকলেই গৃহ প্রবেশ করিলেন। বাটীর পরিচারিকাও,

অনুবর্ত্তিনী হইল। শতাধিক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ স্তূপাকারে গৃহমধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন সামান্য আকারেরও বহুসংখ্যক পুস্তক গ্রন্থ-কোষে সুরক্ষিত। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই পরিচারিকা দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। একপাত্র গঙ্গাজল ও একটী তুলসীশাখা আনয়ন পূর্ব্বক সত্বরে পুরোহিত মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া কহিতে লাগিল—

"ঠাকুর মহাশয়! অগ্রে তুলসীজল ছিটাইয়া দিন। জানি কি, যদি উহার ভিতরে ভূত থাকে, তাহাহইলে আমরা উহদিগের বাসা পুড়াইতে যাইতেছি বলিয়া, উহারাও আমাদিগের ঘাড়ে চাপিয়া বসিতে পারে।"

পুরোহিত মহাশয় দাসীর সরলতা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং বিশ্বনাথকে এক একখানি পুস্তক হস্তে দিতে আদেশ করিলেন। কহিলেন, উহার ভিতর পোড়াইবার অনুপযুক্ত কোন পুস্তক থাকিলেও থাকিতে পারে। সুতরাং কি বিষয়ক গ্রন্থ একবার দেখিয়া দেওয়া আবশ্যক।"

উল্লিখিত প্রস্তাব শুনিয়া কান্তিরামের ভ্রাতস্পুত্রী কহিল, "না, তাহা হইবে না। ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে আবার দুই একখানি বাছিয়া রাখিবার কারণ কি? উহারা সকলেই সমান অপকারী। এই বাতায়ন দিয়া সমস্ত পুস্তক প্রাঙ্গণে নিক্ষেপ করুন। পরে একত্রে রাশি করিয়া অগ্নি প্রদান করা যাইবে। কিম্বা একেবারে সদর বাটীর উঠানে লইয়া গিয়া অগ্নি লাগাইলে ভাল হয়। তাহা হইলে উঁহাদের ধূমেও কাহার অপকার হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।"

পরিচারিকাও এই প্রস্তাবের পোষকতা করিল। বস্তুতঃ তাহারা উভয়েই সেই নির্দোষ জড়পিণ্ডগুলির সর্ব্বনাশে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল।

যাহা হউক, পুরোহিত মহাশয় তাহাদিগের মতপোষণ না করিয়া, অন্ততঃ সমস্ত গ্রন্থের নাম পাঠ করিয়া, যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুস্তক শূন্যপথে প্রাঙ্গণে আসিয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কেবল কয়েক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পুরোহিত মহাশয়ের কৃপায় কিয়দ্দণ্ডের নিমিত্ত প্রাণদান পাইল এবং ধূলিধূষরিতদেহে তাঁহার চরণ-প্রান্তে পতিত রহিল। এইরূপে কান্তিরামের শান্তিসরোবর বিশুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিল। কান্তিরাম বেদনায় অস্থির হইয়া, নিদ্রাদেবীর অঙ্কদেশে শান্তিসুধানুভব করিতেছেন—জানিতে পারিলেন না যে, সকলে একতান-মন হইয়া, তাঁহার কি সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

আমাদিগের সাধু বীর মহারাজ কান্তিরাম সিংহের দ্বিতীয়বার দিগ্বিজয় যাত্রা।

প্রশান্তনিকেতন—সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজিত। পুরোহিত মহাশয় ও ডাক্তার বিশ্বনাথ শান্তভাবে সমালোচনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রী ও পরিচারিকা নীরব নিশ্চেষ্টবৎ দণ্ডায়মানা। ভ্রুকুটিকুটিলমুখে কান্তিরামের জীবিতসর্ব্বস্ব পুস্তকরাশির নিধনে অগ্রমুখী হইয়াছে। অশান্তির নামমাত্রও লক্ষিত হইতেছে না। কান্তিরাম সুখময়ী ক্লেশাপহারিণী নিদ্রার উৎসঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিলেন। নীরব নিস্তব্ধ ভবনের শান্তিভঙ্গ হইল। অকস্মাৎ চীৎকারস্বরে কহিতে লাগিলেন—"এই দিকে এই দিকে, সাহসী যোদ্ধৃবর্গ! এই দিকে আসিয়া তোমাদের বিপুলবিক্রম বাহুযুগলের বল প্রদর্শন কর। সাবধান, পারিষদেরা রঙ্গলীলায় স্বকার্য্য সাধিয়া লয়।" যে স্থল হইতে এই কর্ণভেদীরব উত্থিত হইয়াছে, সকলেই

সেই দিকে ধাবিত হইল। গ্রন্থসমালোচনা কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্থগিত রহিল। কান্তিরাম যে গৃহে শয়ান ছিলেন, সকলেই তাহাতে প্রবেশ করিলেন।

দেখিলেন, কান্তিরাম নিকোষিত অসি সঞ্চালন করতঃ তাঁহার নৈসর্গিক অবলিপ্ত বীরবাক্য প্রয়োগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায়, বিহ্বলের ন্যায় গৃহমধ্যে ভ্রমণ এবং কখন পার্শ্বে কখন সম্মুখভাগে অসি সঞ্চালন করিতেছেন। দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন কালেও তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। সকলেই তীরবেগে সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং সবলে ধারণ করিয়া পুনরায় শয্যাতলে বিনিপাতিত করিলেন। কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে পর, কান্তিরাম পুরোহিত মহাশয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"ঋষিবর। (তাঁহাকে রঘুকুলগুরু বশিষ্টদেব ভাবিয়াছিলেন।) আমরা বীরপুরুষ হইয়া, 'দ্বাদশ বিক্রমাদিত্য' নাম গ্রহণ করিয়া, ক্রমান্বয়ে তিনদিনে যে লুণ্ঠনভার আহরণ করিয়াছি, অবাধে কি সমধিক অনায়াসে, বীরপারিষদেরা তাহারই বিজয়শ্লাঘা লাভ করিলে, আমরা অত্যন্ত অবমানিত হই।"

যু। "ভাল যাউক্, সে কথায় আর কাজ নাই। স্থির হও, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আমাদিগের অদৃষ্টচক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যাহা অদ্য বিনষ্ট হয়, তাহা কল্য পাওয়া যাইতে পারে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বাস্থ্যে মনোযোগ প্রদান কর। দেখিতেছি, কান্তিরাম! তুমি সাংঘাতিকরূপে অস্ত্রাহত হও নাই, কিন্তু আমার বোধ হয়, তোমার নিরতিশয় ক্লান্তি জন্মিয়াছে।"

কা। "না, মহাশয়! অস্ত্রাহত হই নাই বটে, কিন্তু অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই জারজ রোধন সিংহ শালশাখায় আমার অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করিয়া দিয়াছে।—সমুদয়ই ঈর্ষা প্রযুক্ত বলিতে হইবেক। সে আমা

কেই তাহার অতুল্য প্রতাপের একমাত্র প্রতিদ্বন্দী ভাবিয়া থাকে। কিন্তু আমি যে মুহূর্ত্তে এই শয্যা হইতে সমুত্থিত হইব, যদি সেই মুহূর্ত্তেই পামরের যাবতীয় মায়াজাল সত্ত্বেও, ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান না করি,তাহা হইলে আপনারা আমাকে আর কখন 'সম্বলেশ্বর ভীমাপতি' বলিয়া ডাকিবেন না। এই সময়ে আমাকে কিছু আহার সামগ্রী আনিয়া দিন্। তাহাই এক্ষণে আমার একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আর বলিয়া রাখি, পামরের গুরু অপরাধের প্রতিহিংসায় আমিই যেন নিয়োজিত হই।" অবিসম্বাদে সকলেই প্রার্থনায় সম্মত হইল এবং আশানুরূপ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া, তৎক্ষণাৎ কান্তিরামকে প্রদান করিল। অবশেষে, কান্তিরাম উহাদিগকে অটল কৌতুকে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় গাঢ় নিদ্রায় নিপতিত হইলেন।

পরিচারিকা সেই রাত্রিতেই গৃহমধ্যগত এবং প্রাঙ্গণপতিত সমস্ত পুস্তকে অগ্নি প্রদান করিয়া ভস্মসাৎ করিল। চিরদিন যাহাদিগকে প্রাণাধিক যত্ন ও আদর করিয়া রাখিতে হয়, যাহারা অনন্তকাল গ্রন্থকোষে সমান শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে স্থান পাইবার অধিকারী, তাদৃশ শত শত সদ্গ্রন্থও অকালে বিনাশমুখে নিপতিত হইল। কে দেখিবে? —যাঁহাদিগের হস্তে উহাদিগের জীবন সমর্পিত হইয়াছে, সেই অসমদর্শী সমালোচকগণের দোষে অথবা তাহাদিগের ভাগ্যবৈগুণ্যে অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইতেছে। 'অত্যাচারীগণের নিমিত্ত ন্যায়বান্ সদাশয় সাধু ব্যক্তিরাও দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন' এই বাক্যের সার্থকতা আজি উহাদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইল। সেই সময়ে আত্মীয়ের পীড়াশান্তির নিমিত্ত পুরোহিত ও বিশ্বনাথ আর একটী উপায় স্থির করিলেন। ভাবিলেন, যে গৃহে কান্তিরামের পুস্তকরাশি সঞ্চিত ছিল, তাহার দ্বারাদি গাঁথিয়া

ফেলিবেন, কোথায় প্রকোষ্ঠ অবস্থিত ছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও রাখিবেন না। যখন পীড়ার কারণ অপসারিত হইবে, তখন কার্য্যও অবশ্য অন্তরিত হইবে। কান্তিরাম জিজ্ঞাসা করিলে মায়াবী দৈত্য আসিয়া, সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর সহিত গৃহটী উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে, বলিয়া আরোপবাক্যে বুঝাইয়া রাখিবেন। যুক্তি ত্বরায় কার্যে পরিণত হইল। দিবসদ্বয় অতিবাহিত হইলে, কান্তিরাম শয্যাতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া, সর্ব্বাগ্রেই পুস্তকরাশির সন্দর্শনে লোলুপ হইলেন। কিন্তু কুত্রাপি ঘরের সন্ধান পাইলেন না। উর্দ্ধ ও নিম্নতলে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যে স্থলে গৃহের প্রবেশদ্বার ছিল, তথায় করস্পর্শে অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কোন বাঙ্‌-নিঃসরণ না করিয়া, চকিতনেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে, দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কি উত্তর করিতে হইবে, দাসী তাহা অগ্রেই শিক্ষিতা হইয়াছিল। অব্যাহত ও অসংশয়িত চিত্তে কহিল—

"—আঃ আমার কপাল! কোন্ ঘর—আর কি ছাই বা খুঁজিতেছেন?—সে ঘরও নাই,সে বইগুলাও নাই।—ভূতে সমুদায় উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।—"

ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিবাদ করিয়া কহিল "না, না, ভূত কেন? একজন মায়াবী দৈত্য। আপনি যে দিন বাটী হইতে চলিয়া যান, তাহার পরদিন রাত্রিতে সে একখানি মেঘে চড়িয়া আসিল এবং তাহার বাহন সর্পপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে যে কি করিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু খানিক পরে ছাদের ভিতর দিয়া উড়িতে উড়িতে বাহির হইল এবং সমস্ত বাড়ীটী ধূমে পরিপূর্ণ করিয়া চলিয়া গেল। আমাদের দুজনেরই বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, সেই দুরাচার যাইবার সময় এই কএকটী কথা ডাকিয়া বলিয়া গিয়াছে।"

"—এই বাটী এবং পুস্তকালয়ের অধিস্বামীর সহিত আমার গূঢ় শত্রুতা আছে। তজ্জন্য আমি ঈদৃশ অপকার সাধন করিলাম। যাহা করিয়াছি, তাহা পরে পরিলক্ষিত হইবে।'

সে আমাদিগকে আরও বলিয়া গিয়াছে, তাহার নাম 'ধনমন্ত'। কান্তিরাম কহিলেন "বোধ হয় 'মধুমন্ত' বলিয়া থাকিবে।"

পরিচারিকা কহিল "ধনমন্ত কি মধুমন্ত বলিয়াছে, তাহা মনে নাই। কিন্তু বেশ স্মরণ হইতেছে শেষে 'মন্ত' কথা আছে।"

কান্তিরাম কহিলেন "তবেই হইয়াছে। সে একজন জ্ঞানী মায়াবী, আমার পরমশত্রু। পামর আমার প্রতি বিলক্ষণ হিংসা করিয়া থাকে। স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধিবলে জানিতে পারিয়াছে যে, সে যে বীরকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসে, আমি উত্তরকালে তাহাকেই দ্বৈরথ যুদ্ধে পরাভব করিব। মায়াবীর সাহায্যবলে বীরপাষণ্ড আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। এই কারণেই সে আমাকে যথাসাধ্য জ্বালাতন করিতেছে। কিন্তু এখন হইতেই তাহার জানিয়া থাকা উচিত যে, সর্ব্বান্তর্যামী বিধাতা যাহা বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নিবারণ বা তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা, কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।"

ভ্রাতুষ্পুত্রী কহিল "তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু কাকা! এই সকল কলহ দ্বন্দ্বে কাজ কি? বাটীতে সুস্থির হইয়া থাকা কি ভাল নয়? মোটা ভাতের মোটা কাপড়ের কষ্ট না পাইয়াও, সোনা খাব সোনা পরিব বলিয়া, পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়ান কি ভাল দেখায়? অনেকেই অতুল ধনশালী হইব বলিয়া দেশ হইতে বাহির হয়; কিন্তু ভিখারী হইয়া শেষে দেশে ফিরিয়া আইসে। উপস্থিত ত্যাগ করিয়া অনুপস্থিতের আশায় এত চঞ্চল হইলেন কেন?

কান্তিরাম কহিলেন " বাছা। তুমি ইহার কিছুই জান না। কান্তি-রামকে ভিখারী করিবার পূর্ব্বে অকান্তিসর্ব্বস্ব কান্তিরাম পামরের সমস্ত ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিবে। সে শর্ম্মার একটী কেশস্পর্শও করিতে পারিবে না। "

উভয়ের মধ্যে কেহই কোন উত্তর প্রদান করিল না। বুঝিল, ক্রমশঃই কান্তিরামের কোপানল প্রজ্বলিত হইতেছে। একপক্ষ কান্তিরাম বাটীতে অবস্থিতি করিলেন। চিত্ত নিতান্ত শান্ত—ভাবীলীলার ইচ্ছাব নামমাত্রও নাই। পরমাত্মীয় প্রতিবেশীদ্বয়ের সহিত তাঁহার জীবনের আশ্বাসস্থল, নিরুপম আনন্দের নিদানভূমি, সুখময় গল্পপ্রসঙ্গে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ধরণীমণ্ডলে দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষের উদ্ভব এবং ক্ষত্রধর্ম্মের পুনরুত্থান যেমন আবশ্যক হইয়াছে, অন্য কোন বিষয়ই তাদৃশ নহে, ইহাই অনুক্ষণ কান্তিরামের বক্তব্য ও বিবেচ্য বিষয় হইয়া উঠিল। পুরোহিত মহাশয় কখন কখন ইহার প্রতিবাদ, কখন কখন পক্ষসমর্থন, করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তাদৃশ সতর্ক হইয়া, তিনি এই উপায়াবলম্বন না করিলে, কান্তিরামেব চিত্তশান্তি করিবাব অন্য সম্ভাবনা ছিল না।

ইতিমধ্যে কান্তিরাম একজন ভারবাহী প্রতিবেশীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। নীচবংশীয় দরিদ্রগণকে নিরীহ ভদ্র বলিলে, যদি কোন দোষ না ঘটে, তাহা হইলে ভারবাহীকেও সেই আখ্যা প্রদান করিতে পারা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বলিতে কি, ভারবাহীর এক কপর্দকমাত্রও বুদ্ধিবৃত্তি ছিল না। কান্তিরাম তাহাকে এমন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, ঈদৃশ বহুতর যুক্তি দেখাইলেন এবং তাহার নিকট এরূপ গুরুতর অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন যে, সে অবশেষে তাঁহার

সহিত বাটী হইতে বহির্গমনে মনস্থ করিল এবং পার্শ্বচর হইয়া তাঁহার সহচর্য্যায় নিযোজিত হইবে স্বীকার করিল। কান্তিরাম তাহাকে কথায় কথায় বলিলেন, 'আমার অনুবর্ত্তী হইয়া তোমার সন্তুষ্ট হওয়াই উচিত। কেননা, কখন কখন এমন ঘটনাও ঘটিয়া থাকে যে, হয়ত একবারমাত্র অসি সঞ্চালন করিয়াই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বীপ অধিকার হইয়া যায়। দৈববলে যদি তাদৃশ ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, তোমাকেই সেই দ্বীপের রাজা করিয়া দিবন' এইরূপ ও অন্যরূপ গগনস্পর্শী অঙ্গীকারে প্রলুব্ধ হইয়া গোলকচাঁদ (ইহাই প্রতিবেশীর নাম ছিল) স্ত্রীপুত্রের মায়ায় বিসর্জ্জন দিল এবং পার্শ্বচারী বীরপদে অভিষিক্ত হইল। অবশেষে কান্তিরাম কিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। কোন সামগ্রী বিক্রয় করিয়া, কোনটী বা বন্ধক রাখিয়া, অধিক কি, প্রায় সমস্ত গৃহসামগ্রীই একপ্রকার নষ্ট করিয়া, কিয়ৎ পরিমাণে ধনসম্পত্তি হস্তগত করিলেন। পরে প্রতিবেশী কোন বন্ধুর নিকট হইতে একখানি ঢাল চাহিয়া আনিলেন, পূর্ব্বনির্ম্মিত রাজমুকুট যথাসাধ্য সংস্কার করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় দিগ্বিজয়যাত্রা বেশবিন্যাস করিতে লাগিলেন। সমস্তই সুসম্পন্ন হইলে, গোলককে যাত্রার দিবস ও লগ্ন অবগত করাইলেন। বলিয়া রাখিলেন যে, 'আমি যে দ্রব্যগুলি নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া স্থির করিয়া দিব, যে কোন প্রকারে হউক, সে গুলি সঙ্গে লইতে হইবে।' বিশেষতঃ গোলক যেন একভার খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে বিস্মৃত না হয়, ইহাই সর্ব্বপ্রথমে আদেশ করিলেন। 'গোলক, ভুলিব না, বলিয়া অঙ্গীকার করিল এবং কহিল—

"—দাদাঠাকুর—মোর য়্যাট্টা ভাল গাধা আছে।—মুই সেডারে কি সঙ্গে নে যাবো?—মুই হেঁটে হেঁটে—বড় য়্যাট্টা চল্‌তি পারি নে।—"

গর্দ্দভ সঙ্গে লইবার কথা শুনিয়া,কান্তিরাম ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন। এ পর্য্যন্ত কোন বীর গর্দ্দভারূঢ় পার্শ্বচর সঙ্গে লইয়াছে কি না, তাহাই স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু একটী দৃষ্টান্তও মনে উঠিল না। যাহা হউক, অবশেষে সম্মতি প্রদান করিলেন। ভাবিলেন, প্রথম সুযোগেই পথগত কোন অসভ্য বীরকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া দিয়া, গোলকের সম্রমোচিত যানসজ্জা করিয়া দিবেন। অধিস্বামীর উপদেশানুরূপ পাত্র বসনাদি সংগ্রহ করিয়া লইলেন।

সমস্ত সম্পন্ন হইল, কান্তিরাম পরিচারিকা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর, এবং গোলক স্বকীয় স্ত্রীপুত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ না করিয়া, রাত্রিকালে অলক্ষিতভাবে গ্রাম হইতে বহির্গত হইলেন। উভয়ে দ্রুতবেগে চলিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, বিলক্ষণ নিরাপদস্থলে উত্তীর্ণ হইলেন। এমন কি, তাহাদের অনুসন্ধানে ততদূর আসাও নিতান্ত অসম্ভব। গোলক গোষ্ঠীপতির ন্যায় গর্দ্দভপৃষ্ঠে অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন—হস্তে খাদ্যদ্রব্যের ভার এবং চর্ম্মস্থালী, অন্তরে প্রভুর অঙ্গীকৃত বিজিত দ্বীপের অধিপতি হইবার প্রবল লালসা। প্রথম যাত্রাকালে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, কান্তিরাম সেই পথ আশ্রয় করতঃ যবনকবর নামক ভীষণ প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। প্রথমবারে এই প্রান্তরে যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন, এবারে তদপেক্ষা অনেকাংশে কষ্ট ন্যূন হইল। তখন প্রাতঃকাল, সূর্য্যের কিরণ তির্য্যগ্‌ভাবে পতিত হইয়া, তাঁহাদিগকে তাদৃশ সন্তাপিত করিতে পারিল না। এই সময় গোলক প্রভুকে ডাকিয়া কহিল, "—দিগ্বিজৈ মহাবীর মশায়!—তুমি মোরে যে দ্বীপির কথা বলোচো—সে দ্বীপ্‌টের কথাডা যেন ভুল না।—দ্বীপ্‌টে যত বড় হক না কেন—কেমন করে শাসিৎ কর্ত্তি হবে—মুই তা শেখে জেনে নেবো।—"

কান্তিরাম কহিলেন "দেখ, গোলক পূর্ব্বকালে প্রথা ছিল, বীরেরা যে সমস্ত দ্বীপ বা রাজ্য জয় করিতেন, তাঁহাদিগের পার্শ্বচরগণকে তাহারই একটীর অধিপতি করিয়া দিতেন। আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমার ঔদাস্যবশতঃ তাদৃশ প্রশংসনীয় প্রথা কদাচ রহিত হইবে না; বরং এবিষয়ে আমি তাঁহাদিগকে অতিক্রমণ করিবার চেষ্টা করিব। তাঁহারা কখন কখন—কেন বোধ করি অনেক সময়ে—যত দিন পার্শ্বচরেরা বৃদ্ধ না হইত, ততদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। যখন তাহারা বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইত, এবং অনেক কুদিন ও কাল-রাত্রি অতিবাহন করিত, তখন তাহাদিগকে একটী একটী বড় উপাধি দিয়া, কোন বিখ্যাত প্রদেশ বা জনপদের রাজা করিয়া দিতেন। বলিতে কি, গোলক, যদি আমি বাঁচিয়া থাকি এবং তুমি বাঁচিয়া থাক, তাহা হইলে ছয়দিন অতীত না হইতে হইতে, বোধ হয় এমন একটী সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারিব যে, তাহার অধীনস্থ বহুসংখ্যক রাজত্বের মধ্যে একখানির শাসনভার তোমারই সাধ্যানুরূপ হইবে।"

গোলক কহিল "—যদি দাদাঠাকুরির বেদবাক্যিতি—মুই য্যাট্টা রাজা হই—তা হলি মোর পদ্মমুখি—সেই রায়মণি তো য্যাটা রাণী হতি পার্ব্বে—আর ছেলে মেয়েগুনো তো রাজপুত্তুর আর রাজকন্যে হবে !!—"

কান্তিরাম কহিলেন, "—ইহাতে আর কাহার সন্দেহ আছে?—"

গোলক কহিল, "—মোর আছে দাদাঠাকুর!—মুই ঠিক বুজদি পেরিচি—যদি বিদেতা পিরথিমির ওপর—রাজ্জি বিষ্টি করে ছড়িয়ে দেন—তা হলি তার একখানাও মোর রায়মণির মাতায় ভাল ভাবে খাট্‌পে না।—

রাণীর মত তার এককড়া রকমেরও নক্ষণ নেই ;—বরং তারে হালদারনি,—কি জমিদারনি—এই রকম ন্যাট্টা খেতাব দিলি ভাল হতি পারে।"

কান্তিরাম কহিলেন, "গোলক, সেই শিবদাতা পরমেশ্বরের উপর নির্ভর কর। রায়মণির পক্ষে যাহা সঙ্গত, তিনিই তাহা বিধান করিবেন। কিন্তু সাবধান, তোমার মন যেন এমন নীচগামী না হয় যে, রাজা অপেক্ষা নীচপদে অভিষিক্ত হইয়াও, প্রীতিলাভ করে।"

গোলক কহিল,—"না, তা হবে না।—তোমার মত বড নোক মোর সহায় থাক্‌তি,—তা কখ্‌খনো হবে না। মোর পক্কি কি সঙ্গত—আর মুই কি রকম ভার বতি পার্ব্বো—তা তুমি বেশ্‌ জান্‌তি পার্ব্বা।—"

অষ্টম অধ্যায়।

বায়ুযন্ত্রের অপূর্ব্বকল্পিত মহাকাণ্ডে বীরপ্রধান মহারাজ কান্তিরাম সিংহের কৃতকার্য্যতার বিবরণ এবং তদানুসঙ্গিক অন্যান্য লিখিতব্য ঘটনা।

এইরূপ কথাবার্ত্তায়, কান্তিরাম ও গোলক উভয়ে এক প্রান্তরস্থিত ত্রিশ বা চল্লিশটী বায়ুযন্ত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ কান্তিরাম উহাদিগকে দেখিবামাত্র, গোলককে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "শুন গোলক, আমরা যেমন ইচ্ছা করিয়া থাকি, ভাগ্যদেবী আমাদিগের কার্য্যকলাপ তাহা অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ঐদিকে চাহিয়া দেখ, অন্যূন ত্রিশ জনের অধিক ভীষণমূর্ত্তি দৈত্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি উহাদের সকলকেই আক্রমণ ও সংহার

করিব মানস করিয়াছি। উহাদিগের ধনসম্পত্তি দ্বারা আমরা বিলক্ষণ সম্পন্ন হইতে পারিব। বিশেষতঃ এ যুদ্ধ নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত। ধরাতল হইতে এমন নিষ্ঠুর বংশের সমুচ্ছেদ করিতে পারিলে, পরমেশ্বরের বিশেষ প্রিয়কার্য্য সাধন করা হইবে।"

গোলক কহিল, "কোন্ দত্তিগুনো ?"

কান্তি। "ঐ লম্বা লম্বা হাত—যে সকল ঐদিকে দেখিতে পাইতেছ। উহাদের মধ্যে কাহার কাহার আবার এক যোজন লম্বা হাতও আছে।"

গো। "দাদাঠাকুর!—সাম্নে যা দেখা যাচ্ছে—তা তো দত্তি নয়,—ও যে কলের যাঁতা।—ঐ যা হাতের মত ঠাওর হচ্ছে তা যাঁতার পাল। বাতাসের জোর পেলি, ঐ পালগুনো যাঁতার পাথরখানা ঘুরিয়ে দেয়।—"

কান্তি। "স্পষ্টই বোধ হইতেছে, গোলক, তুমি দিগ্বিজয়কাণ্ডে তাদৃশ অভিজ্ঞ নও। উহারা নিশ্চয়ই দৈত্যগণ। যদি তুমি ভীত হইয়া থাক, তবে যতক্ষণ আমি এই অসম এবং প্রচণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকি, ততক্ষণ একদিকে সরিয়া দাঁড়াও এবং ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে আমার বিজয় প্রার্থনা কর।"—বলিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন। গোলক পশ্চাতে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"দাদাঠাকুর ফের—ফের—ওসব দত্তি নয়—কলের যাঁতা—" কিন্তু উহাদিগকে দৈত্য বলিয়া কান্তিরামের এমন দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, গোলকের প্রতিবাদে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইয়াও, তাহারা কি, বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেবল হুঙ্কারধ্বনি করিয়া কহিতে লাগিলেন, "—রে কাপুরুষ পামরগণ! পলায়ন করিস্ না। আজি একমাত্র বীর তোদের বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে।—"

এই সময়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বায়ু উত্থিত হইল। সেই বায়ুভরে বৃহৎ বৃহৎ

পাইল সকল ঘুরিতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া কাস্তিরাম কহিতে লাগিলেন, "শতস্কন্ধ রাবণাপেক্ষাও তোদের অনেক বাহু দেখিতে পাইতেছি বটে, কিন্তু তোরা অচিরাৎ সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবি।"

তদনন্তর উদ্দেশে রাজ্ঞী কমলমালিনীর চরণতলে স্বকীয় দেহপ্রাণ সমর্পণ করিলেন এবং উপস্থিত বিপদে সাহায্য করিবার নিমিত্ত বারম্বার প্রার্থনা করিলেন। পরিশেষে বর্শাখানি বর্ম্মমধ্যে যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক চর্ম্মে সুসংবৃত হইলেন এবং যথাসাধ্য অশ্বচালনা করিয়া, নিমিষমধ্যে প্রথম যন্ত্র আক্রমণ করিলেন। যৎকালে পটমধ্যে বর্শাখণ্ড প্রবেশ করাইয়া দিলেন, তখন বায়ুভরে পটমালা এমন প্রচণ্ডবেগে ঘুরিতে লাগিল যে, তাহাতেই বর্শা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। মহারাজও অশ্বের সহিত পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণিত পাইলের আঘাত খাইতে লাগিলেন। দেখিয়া গোলক সাধ্যানুরূপ বেগে গর্দ্দভ চালাইয়া, প্রভুর সাহায্যে ধাবিত হইল। নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, পাইলের আঘাতে প্রভু ও রোজিনান্তী এমন গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, কাহারও আর পদমাত্র চলিবার ক্ষমতা নাই।

গোলক বলিল "মুই দ্যাব্‌তাদের কাছে খালাশ।—ওগুনো কলের ধাঁতা বই—আর কিছু নয়—এডা কি মুই তোমারে আগে বলে—সাবদান করে দেলাম না?—যার মাতায় তোমার মত বুদ্ধি আছে—সেই ছাড়া আর কেউই—দাদাঠাকুর—ওগুনো দেকে ভুল্‌তি পার্ব্বে না।"

কাস্তিরাম কহিলেন, "গোলক, তাই ক্ষান্ত হ। সর্ব্বাপেক্ষা যুদ্ধসম্বন্ধীয় কার্য্যই অধিক পরিবর্ত্তনশীল। আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইতেছে এবং প্রকৃত ঘটনাও এই যে, যে যক্ষরাজ ধনমত্ত আমার পুস্তকরাশি সম্বলিত প্রকোষ্ঠ হরণ করিয়াছে, সেই নীচাত্মাই ঐ সমস্ত দৈত্যগণকে বায়ুযন্ত্রের আকারে

পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। উহাদিগকে পরাজয় করিতে না দেওয়াই, পামরের প্রধান উদ্দেশ্য। আমার প্রতি দুরাত্মার কি প্রবল হিংসা ? কিন্তু আমার এই তরবারির গুণে পাপাত্মার নিষ্ঠুর চাতুরী অল্পমাত্র কার্য্যকর হইবে।'

"—দাব্‌তারা তাই করুন্।—" বলিয়া গোলক নীরব হইল এবং কান্তিরামকে ধরিয়া বিস্লিষ্টসন্ধি ঘোটকে উঠাইয়া দিল।

তরুণ গিরিপথের দিকে যে পথ গিয়াছে, উহাঁরা কথায় কথায় সেই পথে গমন করিলেন। কান্তিরাম কহিলেন, "সে স্থান যেমন জনতা-পূর্ণ, তাহাতে সেইদিকে বীরকার্য্য অধিক সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা।" যাহাহউক, বর্ম্মখানি নষ্ট হওয়াতে মহারাজ নিতান্ত দুর্ম্মনা হইলেন এবং পার্শ্বচারী মহারথকে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন, "স্মরণ হইতেছে, যেন কোন পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, বীরসেননামা কেরলদেশীয় বিখ্যাত নরপতি যুদ্ধ করিতে করিতে ভগ্নাস্ত্র হইয়া, এক বিশাল শাল-শাখা ভাঙ্গিয়া লয়েন। সেই দিবস তিনি তদ্দ্বারাই এমন অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন এবং এরূপ অধিক সংখ্যক বিপক্ষের শিরশ্ছেদন করেন যে, তদবধি তাঁহার ও তদীয় বংশাবলীর নাম 'মগনিসূদন' হইয়াছিল। এ কথা আমি এক্ষণে এই জন্য বলিতেছি যে, প্রথমেই যে শালবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা হইতে একটী শাখা ভাঙ্গিয়া লইতে হইবেক। তদ্দ্বারা আমি এমন অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিব যে, তুমি সেই সমস্ত কার্য্য প্রকৃতপক্ষে দেখিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া এবং যাহা কস্মিন্ কালেও বিশ্বাসযোগ্য হয় না, এমন অসামান্য কার্য্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, আপনাকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিবে।"

গোলক কহিল, "বিদেতার ইচ্ছেয় সবই হতি পারে।—দাদাঠাকুর,—তুমি য্যামন য্যামন বল্‌চো,—মুইও সব সেই রকম বিশ্বেস করি। কিন্তু ঘোড়ার পিটি

এট্টু সোদা হয়ে বসো।—যোর বোদ হচ্ছে,—যেন তুমি ঘোড়ার পাজড়ায় বসে যাচ্ছো।—ঘা খেয়ে কি এমন বাঁকা হয়ে যাচ্ছো?—

কান্তিরাম কহিলেন, "সেইজন্যই বটে, তবে আমার কোন ক্লেশ প্রকাশ না করিবার কারণ এই যে, পেটের নাড়ী ভুঁড়ী বাহির হইয়া পড়িলেও, দিগ্বিজয়ার্থি বীরেরা কোন কষ্ট প্রকাশ করিতে পারেন না।"

গোলক বলিল, "যদি তা হয়—তবে আর কি কর্ব্বো—য্যাকোন যে কোন রকমে হক্,—তোমারে কষ্ট পেতি দেক্‌লিই, খুব খুশী হবো। —আর যদি কষ্ট লুকিয়ে রাখার নেম—বীরির সেতোগুণের ওপর চলিত না থাকে—তা হলি মুই তিল পরমাণ কষ্ট পেলিও, তাল পেরমাণ কর্ব্বো।"

কান্তিরাম পার্শ্বচরের সরলতা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বরং বলিয়া রাখিলেন, "পার্শ্বচরেরা কারণ থাকুক্ বা নাই থাকুক্, যে কোন সময়ে, যতদূর হউক, দুঃখ প্রকাশ করিতে পারে। কোন পুস্তকেই ইহার অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায় না।"

আহারের সময় হইয়াছে বলিয়া গোলক, কান্তিরামকে সতর্ক করিয়া দিল। প্রভু উত্তর করিলেন, "এক্ষণে আমার ক্ষুধা হয় নাই; ইচ্ছা হইলে, তুমি অনায়াসে খাইতে পার।" অনুমতি পাইয়াই, গোলক গর্দ্দভ পৃষ্ঠে আয়োজন করিয়া বসিল। তার হইতে খাদ্যদ্রব্য বাহির করিয়া খাইতে খাইতে মন্দমন্দবেগে প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। করস্থ চর্ম্মনালীও মধ্যে মধ্যে মুখে উঠিতে লাগিল। আস্বাদ মধুর, আহারে বলবতী ইচ্ছা, মুখ অবিশ্রান্ত নড়িতেছে। আহার দেখিলে, নিশাচর কুম্ভকর্ণও হিংসা পরবশ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এই প্রকারে কতক্ষণ যাইতে লাগিল।

ভোজনেই অচল ইচ্ছা, বিষয়ান্তরে প্রবৃত্তি নাই, প্রভুর অঙ্গীকারে ভ্রূক্ষেপ নাই, দিগ্বিজয়যাত্রা যতই বিপদ সঙ্কুল হউক্ না কেন, শ্রমসাধ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না—শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ার ন্যায় আমোদজনক ও মনের তৃপ্তিসাধক।

কতকগুলি বৃক্ষের আশ্রয়ে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। মহারাজ বৃক্ষ হইতে একটী গুরুশাখা ভগ্ন করিলেন। অসির ভগ্নশীর্ষ শাখাপ্রান্তে সন্নিবদ্ধ হইল। উহাই বর্শার কার্য্য সমাধা করিবে—পৃথিবীর বিজয়-ভার আজি সেই ভগ্নশাখায় সমর্পিত। কান্তিরামের চক্ষে নিদ্রার লেশমাত্র নাই। অনুক্ষণ রাজ্ঞী কমলমালিনীর ভাবনায় আকুল। পুস্তকে পড়িয়াছেন, শত শত দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষ ক্ষণকালের নিমিত্ত নেত্র-নিমীলন না করিয়া, হৃদয়েশ্বরীর মোহিনী মূর্ত্তি স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিতে করিতে, গহন প্রান্তরে বা ভীষণ মরুভূমিতে শত শত কালরাত্রি অতি-বাহন করিয়াছেন। কান্তিরাম সেই রীতির বশবর্ত্তী হইলেন। শত শত দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় তিনিও আজি মোহময়ী কল্পনায় জড়িত এবং সুখময়ী ভাবনায় অধীর হইয়া, সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় যাপন করিলেন। গোলকের রাত্রি অন্যরূপে অতিবাহিত হইল। উদর বিলক্ষণ পরিপূর্ণ ছিল, একটী নিদ্রাতেই রাত্রি শেষ হইল। যদি কান্তিরাম তাহাকে প্রত্যূষে না ডাকিতেন, তাহা হইলে বদনপ্রস্থিত অরুণকিরণে অথবা উষাভাবী বিহঙ্গকুলের ললিত কূজনেও গোলকের নিদ্রাভঙ্গ হইত না। উঠিয়াই গোলক পুনরায় স্থালীর আশ্রয় গ্রহণ করিল। দেখিল, পূর্ব্বদিনের অপেক্ষা উহা অনেক লঘু হইয়া পড়িয়াছে। অন্তর ব্যথিত হইল। বুঝিতে পারে নাই, পথিমধ্যে তাদৃশ কোন পীড়া ঘটিলে, উহাই আশু পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। কান্তিরাম তখনও দন্তে একগাছি

তৃণমাত্রও কাটিলেন না। 'প্রীতিপদ স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া, অকাতরে' কাল কাটাইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বদিন যে পথ ধরিয়া আসিতেছিলেন, সেই পথ ধরিয়া ক্রমাগত চলিয়া, উভয়ে পুনরায় দিক্ পরিবর্ত্তন করিলেন। বেলা অনূন দ্বিপ্রহর তিন ঘটিকার সময় তাঁহারা ভরণে উপনীত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই কান্তিরাম গোলককে কহিতে লাগিলেন, "ভাই গোলক! এইখানে আমরা বহুবিধ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব।' হস্ত'ক্ষেপ' কেনই বা বলিতেছি?—এখানে প্রকৃত বীরকার্য্যে মস্তক অবধি ডুবাইয়া ফেলিব। কিন্তু তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, যদি তুমি আমাকে অকূল বিপদ-সাগরে পতিত দেখ, তথাপি আমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অসিধারণ করিও না। যদি আক্রমণকারীরা নীচকুলোদ্ভব হয়, তাহা হইলে সাহায্য-দানে প্রবৃত্ত হইও, কিন্তু যদি তাহারা বীরপদাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় হয়, তবে যতদিন ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে বীরোপাধি প্রাপ্ত না হইবে, ততদিন তাহাদের বিপক্ষে অসিধারণ করিও না। ইহাই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের সার নিয়ম।"

গোলক উত্তর করিল, "—দাদাঠাকুর!—তোমার কথা মুই মাতায় করে রাখ্‌পো।—দ্যাকো—মুই বড্ডি নিঃখিরখিচে নোক—ঝগড়া কচকচি বড় ভালবাসিনে।—কিন্তু যা তা বল—মোর নিজের পরাণডা বাঁচাবার কি ঠিক্ কল্লে? খেত্রীর ধম্মো কম্মো জানি নে—মানুষির হক্—আর দ্যাবতাদ্দেরই হক্—নিজির পরাণডা বাঁচান সকল ধম্মেরই সার কতা।—"

কান্তিরাম কহিলেন, "হাঁ, তাহা স্বীকার করি বটে, কিন্তু বীরগণের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য না করিয়া, তোমার নৈসর্গিক উগ্রতা দমন করিয়া রাখিও। বীরগণের বিরুদ্ধে কদাচ অস্ত্রধারণ করিও না।"

গোলক কহিল, "যা বলবা—তাই কর্ব্বো—গুরুর কথার মত আমি তোমার কথা আগে মান্নি করি।"

যৎকালে উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সেই সময় দুইজন বৌদ্ধ উদাসীন দুইটী উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া, সেই পথে আসিতেছিল। পরিধান গেরুয়া বসন, করে ভিক্ষাপাত্র ও ত্রিশূল এবং মস্তকে লতাপত্র বিনির্ম্মিত ভিন্ন প্রকারের দুইটী একবিধ ছত্র। উহাদের পশ্চাতে একখানি শকট আসি- তেছিল। শকট সমভিব্যাহারে চারি পাঁচ জন পুরুষ অশ্বারোহণে এবং দুই জন অশ্বতররক্ষক ভৃত্য পদাচারে অনুসরণ করিতেছিল। শকট মধ্যে জনৈকা পশ্চিমাঞ্চলীয়া সম্ভ্রান্ত যুবতী আসীনা ছিলেন। যুবতীর পতি উড়িষ্যা দেশের কোন এক বিশিষ্ট সম্ভ্রমশালী রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া, স্ত্রীর আগমনোদ্দেশে, বর্দ্ধমানে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সন্ন্যাসীদ্বয় যুবতীর সমভিব্যাহারী নহে; ঘটনাক্রমে সেই পথে আসিতেছিল। কান্তিরাম তাহাদিগকে দেখিতে না দেখিতেই, পার্শ্বচরকে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন, "দেখ গোলক, হয় আজি আমি বঞ্চিত হইব, না হয় ত একাল মধ্যে যে সকল বীরকার্য্য সংঘটিত হইয়াছে, বর্ত্তমান ঘটনা তৎসমুদায় অপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ প্রতিপন্ন হইবে। অদূরে যে সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহারা নিঃসন্দেহ মায়াবী। শকটারোহণে কোন রাজকুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত গোলক, আমাকে যথাসাধ্য চেষ্টা দেখিতে হইবে।"

গো। "বাতাসে বাঁতায় চেয়ে—একাব আরও মন্দ বোদ হচ্চে।—হাতযোড় করে বল্‌ছি—ওরা দুজন সন্নিসী। আর গাড়িখানা কোন রাহাগিরি নোকের হবে।—দাদাঠাকুর, মোর পরামোশ্যো শোনো।—আবার কি সব্বোনাশ কত্তি বস্‌চো—একবার ভাল করে দ্যাকো। যেন ফিরেফিত্তি ভূতি না পায়।"

কা। "পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোলক, তুমি দিগ্বিজয়বিষয়ক কার্য্যকলাপ কিছুই জান না, বলিলে হয়। শীঘ্রই দেখিতে পাইবে, আমি যাহা যাহা বলিতেছি সমস্তই সত্য।"

বলিয়াই অগ্রসর হইলেন। যে পথে উদাসীনেরা আসিতেছিল, সেই পথের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। যে স্থান হইতে তাঁহার কথা অনায়াসে শুনিতে পারিবে বুঝিতে পারিলেন, কান্তিরাম সেই স্থান হইতে ভীমরবে কহিতে লাগিলেন,

"—রে বিকটরূপী পিশাচগণ। যে রাজদুহিতাকে শকটারোহণে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিস্, তাঁহাকে এই মুহূর্ত্তেই ছাড়িয়া দে। নতুবা তোদের জঘন্য নিষ্ঠুর বৃত্তির দণ্ডস্বরূপ যমালয়ে যাইতে প্রস্তুত হ।"

সন্ন্যাসীদ্বয় উষ্ট্র রাখিয়া দাঁড়াইল। একে কান্তিরামের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, তাহাতে আবার শ্রীমুখের কোকিলনিনাদ শ্রবণ করিয়া, পান্থগণ স্তম্ভিত হইল। একজন উদাসীন কহিতে লাগিল,

"মহাশয়! আমরা বিকটরূপী পিশাচ নহি। বিষয়বিরাগী উদাসীন মাত্র। নিজ ধর্ম্মের উপরোধে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াইতেছি। ঐ শকটে কোন্ রাজকন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা জানি না।"

"আর মিষ্ট কথায় মন ভিজাইতে হইবে না। আমি তোদের বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি—রে পাপ প্রতারকগণ!—"

বলিয়াই দ্বিতীয় উত্তরের অপেক্ষা করিলেন না, প্রথম উদাসীনের দিকে ধাবিত হইলেন। উদাসীন প্রাণ বাঁচাইবার আশয়ে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে সরিয়া পড়িল। যদিও কান্তিরামের উর্দ্ধোত্থিত বর্ষার আঘাতে উদাসীন সম্পূর্ণরূপে গতায়ু হইত না, তথাপি আহত হইয়া, নিঃসন্দেহ তাহাকে ধরাশায়ী হইতে হইত। অপর উদাসীন সঙ্গীর উপর এরূপ বিসদৃশ আচরণ করিতে দেখিয়া,

উষ্ট্রপৃষ্ঠে কশাঘাত করিল এবং বায়ুবেগে দূরপ্রান্তরে পলাইয়া গেল। কান্তিরামও ভূতলশায়ী সন্ন্যাসীকে পরিত্যাগ করিয়া, শকট সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন।

এদিকে গোলক উদাসীনকে ভূতলে পতিত দেখিয়া, সত্বরে গর্দ্দভ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উদাসীনের নিকট দৌড়িয়া গিয়া, উলঙ্গ করিয়া অঙ্গবসন খশাইতে লাগিল। গোলকের আচরণে কুপিত হইয়া, উদাসীনদিগের সহচরদ্বয় দৌড়িয়া আসিল এবং কি জন্য তাহাদের প্রভুকে উলঙ্গ করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিল।

গোলক কহিল, " মোর মুনিব মহাবীর কান্তিরাম সিঙ্গী লড়্‌ই করে—এই সব লুটপাট পেয়েচে।—সেই জন্নি এসব মোরই পাওনা।"

ভৃত্যদ্বয় এই অলৌকিক রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিল না। লুঠ বা লড়াই কি, তাহারও মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইল না। কিয়দ্দূরে শকটারোহীদিগের সহিত কান্তিরামকে কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া, গোলককে আক্রমণ করিল, প্রথমোদ্যমেই ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল, একটী একটী করিয়া শ্মশ্রুর লোমরাজি উৎপাটন করিতে লাগিল, পরিশেষে পদাঘাতে স্পন্দহীন ও হতচেতন করিয়া নিবৃত্ত হইল। এদিকে ভূপতিত উদাসীন তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া, ভীত ও মৃতবৎ ধূসরিত হইয়া, কম্পিত কলেবরে পুনরায় উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিল এবং প্রাণভয়ে উষ্ট্র চালাইয়া, অনতিবিলম্বেই সঙ্গীর নিকট উপস্থিত হইল। উদাসীনের সঙ্গী এই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর কাণ্ডের পরিণাম দেখিবার নিমিত্ত দূরে উষ্ট্র রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সঙ্গীকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া, ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা করিল না। দ্রুতবেগে উষ্ট্র চালাইয়া, প্রান্তর উত্তীর্ণ হইল। নররূপী পিশাচদ্বয় তাহাদিগের অনুসরণ করিলেও, বোধ হয়, তাহারা তদপেক্ষা বেগে ধাবিত হইতে পারিত না।

এ দিকে কান্তিরাম শকটস্থা যুবতীকে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন।

" সুন্দরি। তুমি স্বাধীন হইয়াছ, এক্ষণে যথা ইচ্ছা বিচরণ কর। মদীয় দুর্জ্জয় বাহুযুগলের বিপুল বিক্রমে বিধ্বস্ত হইয়া, তোমার অপহর্ত্তার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে। মুক্তিদাতার পরিচয় গ্রহণের নিমিত্ত তোমাকে কিছুমাত্র কষ্টস্বীকার করিতে হইবে না। জানিও, আমি মলয়েশ্বর মহারাজ কান্তিরাম সিংহ, দিগ্বিজয়ী মহাবীর এবং অতুল্যরূপবতী রাজ্ঞী কমলমালিনীর চিরদাস। সুন্দরি! মৎকৃত উপকারের প্রতিশোধে এই প্রার্থনা করি, অচিরে রাজ্ঞী কমলমালিনীর নিকট গমন করিও এবং মদ্দত্ত উপহার স্বরূপে উপস্থিত হইয়া, আমি তোমার পরাধীনতা উচ্ছেদের নিমিত্ত কীদৃশ ভীমকার্য্য সম্পাদন করিয়াছি, তাহার পরিচয় প্রদান করিও।"

শকট সমভিব্যাহারী জনৈক অশ্বারোহী কান্তিরামের সমস্ত কথা শুনিতেছিল। শকট অগ্রসর হইতে পারিবে না, বরং মধুপুরে কমলমালিনীর পিতৃভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে হইবে শুনিয়া, অশ্বারোহী কান্তিরামের সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং তরবারি গ্রহণ করিয়া, পঞ্জাবীর ইতর ভাষায় কহিতে লাগিল,

" অশ্বারোহি। চলিয়া যাও। নিশ্চয় তোমাকে ভূতে পাইয়াছে, দেখিতে পাইতেছি। আমি পঞ্জাবী, এই শাণিত অসি সাক্ষ্য করিয়া, শপথ করিতেছি, যদি তুমি শকট পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমার জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে।,,

কান্তিরাম পঞ্জাবীর কথা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন এবং প্রভূত শান্তি-সহকারে কহিতে লাগিলেন, "রে কৃপাভাজন দাসাধম? তুই ভদ্রলোক নহিস্। যদি সাধু ভদ্র হইতিস্, তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই আমি তোর নির্ব্বুদ্ধিতা ও গর্ব্বের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতাম।"

পঞ্জাবী কহিল, "কি, আমি ভদ্রলোক নহি! সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, পাপিষ্ঠ, মিথ্যাকথা বলিতেছিস্। আমি বৈদিক ক্ষত্রিয়। যদি তুই বর্শা পরিত্যাগ করিয়া, অসিগ্রহণ করিস্, তাহা হইলে দেখিতে পাইবি, আমি কত শীঘ্র তোকে সম্মুখ সমরে পরাভব করি।"

কান্তিরাম কহিলেন, "স্থলপথে পঞ্জাবী, জলপথে ভদ্রলোক। ভূতের কাছে ভদ্রলোক—; পামর, মিথ্যা কথা বলিতেছিস্। এক্ষণে তোর আর কি বলিতে আছে, বলিয়া ফেল্। যোগধন্বা যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ বলিতেছি—হাতে হাতে সমস্ত দেখিতে পাইবি।"

বলিয়াই বর্শা ফেলিয়া তরবারি গ্রহণ করিলেন, দৃঢ়মুষ্টিতে চর্ম্ম ধারণ করিলেন এবং জীবনগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিমেষমধ্যে পঞ্জাবীকে আক্রমণ করিলেন। পঞ্জাবী, তাঁহাকে তেমনভাবে অগ্রবর্ত্তী হইতে দেখিয়া সানন্দে অশ্বতর হইতে অবতরণ করিল। ভাবিল, এমন দুর্ব্বহ যানের উপর নির্ভর করিয়া, যুদ্ধস্থলে যাওয়া নিতান্ত যুক্তিবিগর্হিত। কিন্তু সে সময় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। পঞ্জাবী কেবল অসি নিষ্কাশনের অবসর মাত্র প্রাপ্ত হইল। কান্তিরামের ন্যায় সে সসজ্জ ছিল না—একখানি তীক্ষ্ণধার অসি-মাত্র সহায়। সৌভাগ্যক্রমে পঞ্জাবী শকটের একধার হইতে একটি গদি টানিয়া বাহির করিল। সেই গদী দ্বারাই চর্ম্মের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, স্থির করিল। অনন্তর বন্য বৃকদ্বয়ের ন্যায় অথবা মধ্যাহ্নসূর্যমার্ত্তণ্ডযুগলের ন্যায় উভয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

চেষ্টা করিলে, ইতিপূর্ব্বে সঙ্গীদ্বয় বিবাদভঞ্জন করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে তাহা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। পঞ্জাবী জাতিভাষায় উন্নতকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, কাহারও কথা শুনিবে না। যদি তাহার প্রভুপত্নী আসিয়াও, যুদ্ধ অসম্পন্ন রাখিতে বলেন, তাহা হইলে তাঁহার কথাও

রাখিবে না; নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলে, তাঁহার মস্তকও দ্বিধা বিভাগ করিয়া ফেলিবে। শকটাসীনা যুবতী ভয়চকিতনেত্রে উপস্থিত ঘটনা দেখিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পঞ্জাবী কান্তিরামের স্কন্ধদেশে চর্ম্মের উপরিভাগে এমন এক মর্ম্মভেদী আঘাত করিল যে, বর্ম্মিত না থাকিলে, কান্তিরামের দেহ সেই আঘাতেই দ্বিখণ্ড হইয়া যাইত। কান্তিরাম কঠিন আঘাতের গুরুত্ব অনুভব করিয়া, উর্দ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,

''হৃদয়েশ্বরি, বিশ্ব-সুষমা সরোজিনি! যে তোমার অন্তরাত্মা প্রফুল্ল করিবার নিমিত্ত ঈদৃশ জীবনসঙ্কট বিপজ্জালে আত্মদেহ বিসর্জ্জন করিয়াছে, সেই চিরদাসের প্রতি বিন্দুমাত্র কৃপাবলোকন কর।"

প্রার্থনা, অসিনিষ্কাশন, চর্ম্মে স্বকীয় দেহভার সংরক্ষণ এবং সবেগে পঞ্জাবীকে আক্রমণ প্রভৃতি কার্য্য মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমাহিত হইল। ইচ্ছা, আঘাতান্তর প্রযোগ না করিয়া, সমগ্র জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবেন। পঞ্জাবী কান্তিরামের মনোভাব জানিল। তাহারও সেইরূপ করিতে ইচ্ছা জন্মিল এবং গদা দ্বারা দেহরক্ষা করিয়া, কান্তিরামের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ বামে বা দক্ষিণে অশ্বতর চালনায় পঞ্জাবীর ক্ষমতা রহিল না। অশ্বতর পূর্ব্বেই নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।* বিশেষতঃ তাহার জীবন মধ্যে সে কদাপি এমন ভয়াবহকাণ্ড দেখে নাই। সুতরাং পদমাত্রও অগ্রসর হইল না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মহারাজ কান্তিরাম সিংহ পঞ্জাবীর জীবন গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, নিষ্কাশিত অসিহস্তে বিপক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন এবং বিপক্ষ গদা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সংচ্ছাদন পূর্ব্বক নিকোষ কৃপাণ উন্নত করিয়া, মহারাজের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী দর্শকমণ্ডলী ভয়ে আকুল—বুঝিতে পারিতেছে না, আজি সর্ব্বনাশ

সমাহিত হইবে। উভয় প্রদর্শিত রবিকরপ্রদীপ্ত অসি, আজি কাহার মস্তক দ্বিধা বিভাগ করিয়া ফেলিবে! শকটস্থা যুবতী ও তাঁহার সঙ্গিগণ আসন্ন বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত প্রতি দেবদেবীর মন্দিরে—প্রত্যেক পীঠস্থানে] পূজা দিবার মানস করিতেছেন। ফলতঃ সকলেই শশব্যস্ত, —পঞ্জাবীর জীবন রক্ষার নিমিত্ত সকলেই সমাকুল। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এতাদৃশ বিষম সময়ে গ্রন্থকর্তা যুদ্ধকার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। পরিণামে কাহার মস্তক নিপাত হইল, তাহার অণুমাত্র প্রকাশ করেন নাই। কেবল এই বলিয়া পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন যে, আমি যাহা পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি, তদ্ভিন্ন মলয়েশ্বর কান্তিরাম সিংহের জীবনচরিত অধিক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে, যে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার ইহার সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি কখনই এরূপ বিশ্বাস করিবেন না যে, এমন কৌতুক-জনক ইতিহাস এককালে বিস্মৃতিসাগরে প্রোথিত, অথবা এমন বিখ্যাত বীরের কিয়দংশমাত্র ইতিহাস সংগ্রহে সুদক্ষ কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি তৎ-কালে দেশমধ্যে ছিল না। এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই, দ্বিতীয় লেখক এতাদৃশ মনোহর ইতিহাসের শেষভাগ সংকলনে নিরাশ হন নাই। ফলতঃ বিধির কৃপায় অবশিষ্টাংশ পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। যেরূপে উহা আমাদের নয়নপথবর্ত্তী হইয়াছে, আগামী অধ্যায়ে আমরা তাহা প্রকাশ করিব।

আদিপর্ব্ব সমাপ্ত।

অদ্ভুত দিগ্বিজয়।

পূর্ব্বখণ্ড।

কিরাত পর্ব্ব।

নবম অধ্যায়।

নির্ভীক পঞ্জাবী ও সাহসী মলযরাজের ঘোরতর
বিগ্রহের পরিণাম।

বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, আমরা অদ্ভুত দিগ্বিজয়ের আদিপর্ব্বে নির্ভীক পঞ্জাবী ও মহারাজ কান্তিরাম সিংহকে শাণিত অসি হস্তে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছি। উভয়েরই করাল কৃপাণ গগণতলে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে,—উভয়েই উভয়ের প্রাণসংহারে কৃতসংকল্প। যদি সেই সময়ে সেইস্থানে ক্ষীণালোক না হইত, তাহা হইলে উভয়ের কঠিন আঘাতে উভয়েই দ্বিখণ্ড হইয়া যাইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এতাদৃশ বিষম চিত্র পাঠকগণের নয়ন পুরোভাগে সমুত্থাপন করিয়াও, আমরা অক্ষুব্ধভাবে চলিয়া আসিয়াছি। কি করিব ?—সমস্তই দৈবায়ত্ত। কোথায় শেষভাগ বর্ণিত হইয়াছে, গ্রন্থকর্ত্তা তাহার কোন উল্লেখই করেন নাই। সুতরাং আমাদিগের হীনমতি লেখনীও নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে। যিনি যাহাই বলুন, ইহাতে

আমরা যে কি বিষময়ী মর্ম্মভেদী যাতনা উপভোগ করিতেছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। শেষভাগ আর কোথাও পাইবার সম্ভাবনা নাই ভাবিলে, অল্পমাত্র দেখিয়াই যে প্রীতি ও সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম, তাহাও বিষাদে পরিণত হয়। কিন্তু আবার, মনও বুঝিতে চাহে না, বলিয়া উঠে—এমন সুসম্পন্ন যোদ্ধার অতুল বিক্রমপূর্ণ জীবনী কেহই সংগ্রহ করেন নাই, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত এবং চিরপ্রচলিত প্রথার একান্ত অনভিমত। যে সমস্ত দিগ্বিজয়ার্থী মহাবীর বীরব্রত অবলম্বন করতঃ দুঃসাহসিক বীরকার্য্যের অনুসন্ধানে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই নির্দ্দিষ্ট আখ্যায়িকা লেখক ছিল। শুদ্ধমাত্র ক্রিয়াকলাপ বর্ণন করিবার নিমিত্ত নহে, মানসোদিত নিতান্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাব নিচয়ও লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্তে, বীরগণ একজন হউক বা দুইজন হউক, আখ্যায়িকা লেখক, যেন ইচ্ছা করিয়াই, নিরূপণ করিয়া রাখিতেন। সুপণ্ডিত বয়ুভট্ট এবং তাঁহার ন্যায় শত শত নামা গ্রন্থকর্ত্তা যখন অন্যান্য বীরগণের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন এমন গুণশালী বীরের জীবনচরিত লিখিতে একজনও অগ্রসর হন নাই, ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। আমাদের নায়কের ভাগ্যে এরূপ বিসদৃশ ঘটনা সংঘটিত হইবে, ইহারই বা কারণ কি? সেই-জন্যই ভাবিলাম, এরূপ সুখদায়িনী আখ্যায়িকা কখনই অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়া নাই। নিমিষমধ্যে সর্ব্বভক্ষক—সর্ব্ববিনাশী কালের কুটিল দৃষ্টি স্মরণ করিলাম,—নিন্দাবাদ তাহার উপরই অর্পণ করিলাম,—ভাবিলাম, সেই দুরাত্মাই ইহা গোপন করিয়াছে, অথবা বিনাশ-মুখে নিক্ষেপ করিয়া, আমাদিগকে অশেষ যাতনা প্রদান করিতেছে। আবার, যিনি মনযেশ্বরের জীবনচরিত লিখিতে প্রথম প্রবৃত্ত হন, তত্রৈ

চিত আব আর কযেকখানি গ্রন্থ পাঠ কবিয়া, তাঁহাকেও নিতান্ত আধুনিক বলিয়া প্রতীত হইল। সুতবাং কান্তিবাম সিংহেব জীবনচরিতও নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি অদ্যাপিও সমগ্রভাগ বচিত না হইযা থাকে, তাহা হইলে গ্রামবাসী এবং পার্শ্বস্থ স্থান সকলেব অধিবাসীগণেব মনে তদীয় কার্য্যকলাপ অদ্যাপিও জাগরূক থাকিতে পারে, এই চিন্তাই হৃদয়ক্ষেত্রে গম্ভীরভাবে অঙ্কিত হইল। মনে কবিলাম যে প্রকাবেই হউক, মলয়দেশীয় বীরমুকুব এবং ক্ষত্রিয়কুলতিলক মহারাজ কান্তিরাম সিংহের কৌতুককব কার্য্যকলাপ অবগত হইব। এই বিপদসঙ্কুল কলিযুগে যে বীব অত্যাচাব নিবাবণ, বিধবাগণেব অশ্রুবিমোচন এবং কুমাবীগণেব জীবন বক্ষার্থে নিজ জীবন বিসর্জ্জন কবিয়াছেন, তাঁহার জীবনচবিত আমাদিগেব একান্ত প্রার্থনীয এবং দর্শনীয় বিষয়, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ স্ব স্ব পবিত্রতা বক্ষা কবিয়া, যাঁহাবা তপস্যানুবোধে পর্ব্বতে, পর্ব্বতে উপত্যকায়, উপত্যকায সর্ব্বদা গতায়াত কবিতেন, ব্রতানুষ্ঠানেই যাঁহাবা আজন্ম অতিবাহন কবিযাছেন, নিমিষেব নিমিত্তেই গৃহতলে সাংসাবিক সুখভোগে প্রয়াস না পাইয়া, যাঁহাবা সাধ্বী বিবাহিতা কুলকামিনীগণের ন্যায় নিষ্কলঙ্কভাবে চিতানলে দেহ বিসর্জ্জন করতঃ ব্রতোদ্যাপন করিবাছেন, সেই কঠোব কৌমার্য্যব্রতাবলম্বিনী ক্ষত্রিয়কুমাবীগণের জীবন ও ধর্ম্মবক্ষা সামান্য গৌববেব বিষয় নহে। এই সমস্ত কাবণে সাহসীবীর মহাবাজ মলয়েশ্বর অক্ষয়কীর্ত্তি এবং অনন্ত যশোলাভের যোগ্যপাত্র। তাঁহার জীবনচরিতও আমাদিগের একান্ত আকাঙ্খিত অমূল্য ধন।

আমি সেই অমূল্য বত্ন সংগ্রহ কবিবাব নিমিত্ত যে ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার কবিয়াছি, তজ্জন্য আমিও কান্তিরামেব অনন্ত যশঃ ও অক্ষয কীর্ত্তিব

কিয়দংশ স্বত্বাধিকারী। তবে বুঝিতেছি, সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ বলিবেন, বিধাতা ও ভাগ্যদেবী প্রসন্না না হইলে, আমার সাধ্যে এ দুরূহ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইত না এবং নিবিষ্টচেতা পাঠকগণ দুইঘণ্টামাত্র পাঠ করিয়া, যে প্রচুর আমোদ ও প্রীতিলাভ করিবেন, জন্মে তাহা কোনকালেই উপভোগ করিতে পাইতেন না। কিন্তু একথায় আমি নীরব। আমার কিছুই নাই যে, দ্বিতীয় উত্তর প্রদান করি। যাঁহা হউক, শেষভাগ যেরূপে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, নিম্নে তাহা বিবৃত হইল :—

আমি একদিন মুরশিদাবাদের বাজারে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে কোন বালক বিক্রয় করিবার আশয়ে, কতকগুলি পুরাতন কাগজ এক দোকানীর হস্তে প্রদান করিল। আমি বাল্যাবধি অধ্যয়ন প্রিয় ছিলাম। কাগজগুলি নিতান্ত অনাবশ্যক বুঝিয়াও, আমি আমার নৈসর্গিক প্রবৃত্তি বা তদানীন্তন অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া, বালকের হস্ত হইতে কয়েকখণ্ড টানিয়া লইলাম। দেখিলাম, উহা আরবী ভাষায় লিখিত। আরবী ভাষায় আমার শুদ্ধ বর্ণপরিচয়মাত্র জ্ঞান ছিল। সুতরাং উহা স্বয়ং বুঝিতে না পারিয়া, যে আমাকে পড়িয়া শুনাইতে পারে, এমন একজন মৌলবীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সেই স্থানে তেমন লোকের অভাব ছিল না। এমন কি, আরবীভাষা অপেক্ষাও কোন উৎকৃষ্ট ও প্রাচীন ভাষা অর্থ করিয়া লইবার নিমিত্ত, যদি আমি সেই স্থানে কোন পণ্ডিতের অনুসন্ধান করিতাম, তাহা হইলেও বোধ হয় নিরাশ হইতাম না। ফলতঃ আমি ভাগ্যক্রমে একজন মৌলবীর অনুসন্ধান পাইলাম। মনের ভাব অবিকল তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া, কাগজগুলি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলাম। সে গুলি হস্তে

পাইয়াই, মৌলবী উহার মধ্যভাগ খুলিয়া ফেলিলেন। কিয়দংশ পাঠ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসিবার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'পুস্তকের নিম্নভাগে একটী বিষয় টীকাকারে লিখিত আছে, তাহা দেখিয়াই হাসিতেছি।' কি লেখা আছে, জানিবার নিমিত্ত বার বার প্রার্থনা করিলাম। আমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া মৌলবী হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন,—'লেখা আছে, "মহারাজ্ঞী কমলমালিনী মৎস্য মাংস রন্ধনে কামিনী কুলের বৃহস্পতি।" কমলমালিনীর নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র আমি চকিত ও বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম, কাগজের তাড়াটী মলয়েশ্বর মহারাজ কান্তিরাম সিংহের জীবনচরিত।

এই ভাব মনোমধ্যে উদিত হইবামাত্র, আমি মৌলবীকে মুখপত্র পাঠ করিতে উপরোধ করিলাম। তিনি আমার কথানুরূপ মুখপত্রের প্রথমাংশ "আরবী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলিলেন, "আরবী ইতিহাস লেখক সিড্ হেমীট্ বেন্ এন্জেলি কৃত মলয়েশ্বর মহারাজ কান্তিরাম সিংহের জীবনচরিত।" পুস্তকের নাম শুনিয়াই, আমি যে হর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিলে, স্বার্থসিদ্ধির বিলক্ষণ অসুবিধা হইবে ভাবিয়া, তৎকালে উহা সংগোপন করাই, নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিলাম। দোকানীর হাত হইতে অপর কাগজগুলি গ্রহণ করিয়া, আমি সমস্ত তাড়াটী বালকের নিকট আট আনায় ক্রয় করিলাম। যদি বালক তাদৃশ ধূর্ত্ত হইত, অথবা আমি সেই কাগজগুলির নিমিত্ত কতদূর কৌতূহল পরবশ হইয়াছি, যদি একবার বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে সে তাহার নিমিত্ত বিলক্ষণ জিদ করিয়া বসিয়া থাকিত এবং পাঁচ ছয় টাকার অধিক মূল্যেও বিক্রয় করিতে পারিত। আমি মৌলবীকে সঙ্গে লইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা

হইতে প্রস্থান করিলাম এবং একটী কথাও সংযোগ বা বিয়োগ না করিয়া, সেই সমস্ত কাগজে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই আরবী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অবিকল অনুবাদ করিয়া দিতে উপরোধ করিলাম। পরিশ্রমের নিমিত্ত মৌলবী আমার নিকট যাহা চাহিলেন, তাহাই দিতে স্বীকৃত হইলাম। মৌলবী আধ মণ ঘৃত ও একমণ গম লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং পুস্তকখানি সত্বরে অনুবাদ করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। কিন্তু কার্য্যসৌকর্য্যার্থে এবং তাদৃশ অসম্ভব পুরস্কারের নিশ্চয়তা প্রদর্শনার্থে আমি তাঁহাকে নিজ বাটীতে আনয়ন করিলাম। মৌলবী আমার বাটীতে থাকিয়া, ছয় সাত সপ্তাহের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে সমগ্র পুস্তক অনুবাদ করিয়া দিলেন।

আমরা যেরূপে বর্ণন করিয়াছি, পঞ্জাবীর সহিত কান্তিরামের যুদ্ধ পুস্তকের প্রথম পত্রে অবিকল সেইরূপে চিত্রিত হইয়াছে। একের দেহভার চর্ম্মে সংচ্ছাদিত অপরের সর্ব্বাবয়ব শকটের গদীতে সমাবৃত। পঞ্জাবীর অশ্বতর এমন অবিকল অনুরঞ্জিত যে, দেখিলেই দিনযামিনী-শকটবাহী জঘন্য ঘোটক বলিয়া অনায়াসেই প্রতীত হয়। আলেখ্যে পঞ্জাবীর পদতলে একখানি লিপিপট আছে। তাহাতে 'সমরসিংহ' এই নাম ক্ষোদিত। নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, উহাই পঞ্জাবীর নাম ছিল। রোজিনান্তীর পদতলে ঐরূপ আর একখানি লিপিপটে 'কান্তিরাম সিংহ' লেখা আছে। চিত্রে রোজিনান্তী অতি আশ্চর্য্যরূপে অনুরঞ্জিত হইয়াছে—যেমন সুদীর্ঘ তেমনি লঘুকায,—যেমন অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট, তেমনি দুর্ব্বল,—মেরুদণ্ড যেমন উন্নত, তেমনি ধনুবাকৃতি—যেন শ্বাসগ্রস্ত রোগীরন্যায় অনবরত শ্বাস প্রশ্বাস প্রধাবিত হইতেছে। ফলতঃ চিত্র দেখিলে, পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেন, কি বিচক্ষণতা ও যাথার্থ্য সহকারে কান্তিরাম ঘোটকের

নাম বোজিনাস্তী রাখিয়াছিলেন। নিকটেই গোলকচাঁদ গাধার গলরজ্জু ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোলকের পদতলেও একখানি লিপিপট ছিল, তাহাতে রূপচাঁদ এই নাম লিখিত হইয়াছে। চিত্রে যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, বাস্তবিক গোলক যদি সেইরূপ লম্বোদর ও খর্ব্বকায় এবং তাহার হাত পা গুলি যদি সেইরূপ গর্দ্দভের বল্গার মত হয়, তাহা হইলে তাহার গোলকচাঁদ বা রূপচাঁদ নাম নিতান্ত অযৌক্তিক হয় নাই। ইতিহাসে তাহাকে এই দুই নামেই অভিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রমধ্যে আরও কতিপয় সামান্য সামান্য দর্শনীয় বিষয় ছিল, কিন্তু তাহারা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং তাহাদিগের দ্বারা প্রকৃত ঘটনার কিছুই অবগত হওয়া যাইবে না, তজ্জন্য উল্লিখিত হইল না। তবে এত দূর বলা যাইতে পারে যে, যদি সে সমস্ত চিত্র সত্য হয়, তাহা হইলে তাহারাও নিতান্ত ঘৃণার পাত্র নহে। গ্রন্থের সত্যতা সম্বন্ধে যদি কোন মতবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহাই বলিলে, যথেষ্ট হইবে, গ্রন্থকর্ত্তা আরবদেশীয় লোক ছিলেন। আরবীয়েরা মিথ্যাকথায় নিতান্ত যৎসামান্যভাবে লিপ্ত থাকে না। উহারা সত্যতা সম্বন্ধে সাধারণের এতাদৃশ শত্রু হইলেও, আমাদের গ্রন্থকর্ত্তা সে দোষে দোষী নহেন। সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়, তিনি সত্যের সীমা অতিক্রমণ না করিয়া, বরং সীমার নিতান্ত মধ্যভাগেই অবস্থান করিবেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি তাহাই করিয়াছেন। যখন তিনি এমন সুপ্রতিষ্ঠিত বীরের প্রশংসাসাগরে এককালে অবগাহন করিতে পারিতেন—করাও উচিত ছিল—তখন তিনি নীরব ও সতর্কভাবে উহার উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া আসিয়াছেন।—কি অসৎকার্য্য! কি নিকৃষ্টতম অভিপ্রায়!—ইতিহাসলেখকগণ যথার্থবাদী, বিশ্বাসী এবং কুসংস্কারবিহীন হওয়াই উচিত। কালের প্রতি-

দ্বন্দ্বী, মহৎ কার্য্যের ভাণ্ডার, অতীতের নিদর্শন, বর্ত্তমানের উদাহরণ, এবং ভবিষ্যতের মন্ত্রদাতা, ইতিহাস যাহাদিগের অবলম্বন, স্বার্থে বা ভয়ে, ঘৃণায় বা স্নেহে, সত্যপথ হইতে পলমাত্র বিচলিত হওয়াও, তাহাদিগের উচিত নহে। যাহা হউক, পাঠকগণ এই ইতিহাসে প্রত্যেক প্রাতিকর বিষয় প্রাপ্ত হইবেন। যাহা না পান, তাহা ইহার অবিশ্বাসী লেখকের দোষ— বিষয়গত দোষ নহে। স্থূলতঃ অনুবাদানুসারে কিরাতপর্ব্ব নিম্ন লিখিত রূপে আরম্ভ হইয়াছে।

নির্ভীক ও ক্রোধবিকম্পিত প্রতিযোগীদ্বয়ের তীক্ষ্ণধার অসিফলক গগনতলে বিকম্পিত হইতে লাগিল—বোধ হইল যেন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নিবিড় তমসাচ্ছন্ন পাতালপুরী রসাতলে পাঠাইবার নিমিত্ত যোদ্ধৃদ্বয় সম্মুখসমরে দণ্ডায়মান।—উভয়েরই কি বিসদৃশ সাহস!—কি বীরত্ব ব্যঞ্জক মুখ-ভঙ্গিমা!—কুপিত পঞ্জাবী সর্ব্বপ্রথমেই কান্তিরামের প্রতি অসি প্রযোগ করিল। উহা এমন অনিবার্য্যবেগে ও প্রচণ্ড ক্রোধসহকারে পতিত হইল যে, যদি ঘটনাক্রমে অসিপার্শ্ব বক্রভাবে পতিত না হইত, তাহা হইলে সেই আঘা-তেই এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরিণাম এবং আমাদিগের নায়কেরও দিগ্বি-জয়ের অবসান হইত। কিন্তু সুমহান্ ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করাইবার নিমিত্ত, ভাগ্যদেবী কান্তিরামের জীবনরক্ষা করিলেন। সেই জন্যই বোধ হয় অসিফলক বিপর্য্যস্ত হইয়া পতিত হইল। বামস্কন্ধ লক্ষ করিয়া খড়্গ চালিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কান্তিরামের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিল না। কেবল বামাঙ্গ নিকৃত্ত হইল, এবং কর্ণার্দ্ধের সহিত রাজমুকুট দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। কান্তিরামকে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া, ছিন্ন ভাগ ভূমিতল স্পর্শ করিল।

হা বিধাতঃ! এইরূপে অপদস্থ হওয়াতে, মলয়রাজের হৃদয়ে যে

কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হইল, প্রকৃতরূপে আজি তাহা কে বর্ণন করিবে? আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, কান্তিরাম ঘোটকপৃষ্ঠে দৃঢ়াসীন হইয়া, দুই হস্তে খড়্গ দৃঢ়তররূপে ধারণ করিলেন এবং নিমিষ-মধ্যে গদীর উপর দিয়া, পঞ্জাবীর অরক্ষিত মস্তকে সবলে এমন এক কঠিন আঘাত করিলেন, যে বোধ হইল কোন পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পঞ্জাবীর মস্তকে পতিত হইয়াছে। ত্রিভুবন শূন্য দেখিয়া পঞ্জাবী অশ্বতর হইতে নিপতিত হইতেছিল; কিন্তু বাহুদ্বয়ে অশ্বতরের গলদেশ বেষ্টিয়া ধরিয়া, সে যাত্রা প্রাণরক্ষা করিল। একে পর্য্যাণের পদবন্ধনী স্খলিত হইয়া, পূর্ব্বেই পঞ্জাবীর দৃঢ়তা অপেক্ষাকৃত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে আবার অশ্বতর ভীষণ আঘাতে ভীত হইয়া, অনবরত লম্ফত্যাগ করিতে লাগিল। সুতরাং দুই এক উদ্যমেই পঞ্জাবী ধরাশায়ী হইল। কান্তিরাম এতক্ষণ শান্তচিত্তে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু বিপক্ষকে অশ্বতর হইতে পতিত হইতে দেখিয়া, আর থাকিতে পারিলেন না। সত্বরে ঘোটক হইতে অবতরণ করিলেন, অলক্ষ্যবেগে দৌড়িয়া বিপক্ষের সম্মুখীন হইলেন এবং অসিশীর্ষ উভয়নেত্রের মধ্যভাগে সংস্থাপন করিয়া কহিতে লাগিলেন,

'পামর। অধীনতা স্বীকার কর। নতুবা এই মুহূর্ত্তেই দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবে।'

পঞ্জাবী বিচেতিত পড়িয়াছিল, একটীমাত্রও কথা কহিতে পারিল না। কান্তিরাম ক্রোধান্ধ হইয়া, প্রদীপ্ত অনলের ন্যায়, দণ্ডাহত বিষধরের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন—সকলেই ভয়বিস্ময়ে মৃত-প্রায়—বিজন প্রান্তরে পাষাণমূর্ত্তিবৎ নিশ্চল দণ্ডায়মান। পঞ্জাবীর একটী মাত্র উত্তরের অপেক্ষা, এখনই জীবন বিনষ্ট হইবে—মস্তক শতধা বিভক্ত হইয়া, ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিবে। শকটস্থা যুবতী আসন্ন বিপদ

নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, কাঁপিতে কাঁপিতে কান্তিরামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কাতরতবল কণ্ঠে পরাবীর জীবন ভিক্ষা করিলেন। কান্তিবাম যুবতীর কথায় কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন,

'সুন্দরি। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, আজি তোমাধ উপরোধ রক্ষা করিলাম। কিন্তু আমাব নিকটে একটী বিষযেব নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইতে হইবে, হতবল বীরকে আজি মধুপুরে যাইয়া, মদ্দত্ত উপহাব স্বরূপে অসামান্যা রূপসী মহারাজ্ঞী কমলমালিনীব নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। তিনি ইচ্ছানুসারে ইহাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, অসঙ্কোচে তাহাতেই নিযুক্ত হইতে হইবে। ইহা প্রতিশ্রুত না হইলে, বিপক্ষের জীবন রক্ষা করিব না।'

ভয়চকিতা অধীরা যুবতী, কান্তিরাম কি বলিলেন, কমলমালিনীই বা কে, এই সমস্ত কিছুই বিবেচনা না করিয়া কহিলেন—

'আপনি আমার রক্ষককে যাহা আদেশ করিবেন, সে তাহাই করিবে।'

কা। তবে আমি আপনার অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিযা, বিপক্ষের আর কোন অপকার করিলাম না।

দশম অধ্যায়।

কান্তিরাম ও অমাত্য গোলকের মনোজ্ঞ আলাপ।

গোলক উদাসীনের ভৃত্য কর্ত্তৃক বিলক্ষণ উৎপীড়িত হইয়া, পূর্ব্বেই ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইয়া [illegible] এবং যুদ্ধ সময়ে সাভিনিবেশে প্রভুর বীরত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। মনে মনে ঈশ্বরের নিকট একান্ত প্রার্থনা,

যেন প্রভু বিজয়লাভ করিয়া, কোন দ্বীপের অধিকার প্রাপ্ত হন। তাহা হইলে অঙ্গীকারানুসারে শাসনভার তাহার উপরই অর্পিত হয়। এক্ষণে যুদ্ধকার্য্যের অবসান ও প্রভু পুনরায় বোজিনান্তী আরোহণে প্রস্তত হইয়াছেন, দেখিয়া দৌড়িয়া আসিল, ঘোটকে আরোহণ না করিতে করিতে, পদতলে পতিত হইল এবং বারম্বার পদচুম্বন ও পদধূলি গ্রহণ করিয়া, গদ্গদ বচনে কহিতে লাগিল—

দাদাঠাকুর! তোমার ব্যাগ্যাতা করি। এত বড় লড়াইডের যে দ্বীপ-খানা পেলে, মোরে তার বাজা কবে দ্যাও। দ্বীপখানা য্যাতো বড় হক্ না কেন, মুই তা খুব্ শাসিৎ রাখ্‌তি পারবো। যেখানে য্যাতো ভাল ভাল বাজা দেখ্‌তি পাবা, মুই তাদের সকলের কত্তি ভাল করে বাজি কত্তি শিখিছি।

কা। 'ভাই গোলক! এই বীরকার্য্য এবং ইহার মত আর আর গুলি দ্বীপ অধিকারের নিমিত্ত নহে। এ সমস্ত চৌমাথার বীরকার্য্য। ইহাতে মাথা ভাঙ্গা, কাণ ছেঁড়া প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় না। ভাই! শান্ত হও, অচিরাৎ এমন বীরকার্য্য সংঘটিত হইবে যে, রাজা করার কথা দূর হউক, তাহা দ্বারা তুমি আরও কোন উচ্চ পদলাভ করিতে পারিবে।'

শুনিয়া গোলক নিরস্ত হইল, শত শত বার প্রভুকে ধন্যবাদ প্রদান করিল এবং পুনরায় পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রভুকে ঘোটকপৃষ্ঠে উঠাইয়া দিল। পরে স্বয়ং গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে কান্তিরামের অনু বর্ত্তী হইল। কান্তিরাম কাহারও নিকট প্রস্থানোচিত বিদায় গ্রহণ না করিয়া অথবা কাহাকেও একটী কথা না বলিয়া, দ্রুতপদে নিকটবর্ত্তী জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গোলক যথাসাধ্য গর্দ্দভ চালাইয়া প্রভুর অনুসরণ করিল। কিন্তু রোজ্ঞিনাস্তী এমন দ্রুততর ধাবিত হইল যে, গোলক প্রাণপণে গর্দ্দভ চালাইয়াও, তাহাকে ধরিতে পারিল না। অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। তখন কি করিবে, সঙ্গে করিয়া লইবার নিমিত্ত অগত্যা প্রভুকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল। কাযেই কান্তিরাম কিয়ৎ-ক্ষণ অশ্ব থামাইয়া গোলকের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই অবসরে গোলক সমীপস্থ হইয়া ব্যাকুলহৃদয়ে কহিতে লাগিল—

'বলি গা দাদাঠাকুর, তুমি তো মোরে এম্‌নি করে ফেলে ফেলে যাবা। তা হলি, মুই আর তোমার সঙ্গে যাতি পার্ব্বো না। মোরে কি এই বোনের মাঝখানে এনে বাঘ ভালুক দে খেইয়ে ফেলাবা?'

কা। গোলক। ভয় নাই। নির্ভয়ে আগমন কর। বীর নিকটে থাকিতে বীরের পার্শ্বচরের কেহ কেশস্পর্শও করিতে পারিবে না।

গো। কি জানি চেঁদে। কি যে কর্‌বা তা বুজে উঠ্‌তি পাচ্ছিনে যা হবুগে তা হবুগে এখন এট্টা কথা বল্‌চি শোন্‌বা কি? বলি, এই সময় একবার মোদের থানায় গেলি হয় না? সেই মেড়েবাদীডেরে তুমি যেমন করে কুঁপিয়ে এয়োচা, তাতে সে যদি গে থানায় খপর দেয়, তাহলি কিন্তু মোদের ছাড়ান দায় হয়ে ওটবে।

কা। 'গোলক ক্ষান্ত হও। সহস্র নরহত্যা করুক, আর যাই করুক, দিগ্বিজয়ী বীর রাজদ্বারে আনীত হইয়াছে, একথা কোথায় শুনিয়াছ? কোথাও কি দেখিতে পাও?'

গো। দাদাঠাকুর! মুই তোমার ও নরত্যা ফরত্যা কিছুই বুঝদি পাল্লাম না। আর ঐ যাদের কথা বল্‌তি নেগোছো তাদেরও মুই চিনিনে। তবে শুনিচি, যারা মাঠে পড়ে দাঙ্গা হ্যাংনাম করে, থানার

নোকেরা এসে তাদের ধরে নে যায়। তাই বল্লাম্, এখন যা ভাল বোঝো, তা কর।

কান্তিরাম কথঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ভাই! আর কায কি? স্থির হও। থানার কথা দূর হউক্, আজি দেবারি দৈত্যগণের হস্ত হইতেও, যদি তোমাকে উদ্ধার করিতে হয়, তাহাও করিব। কিন্তু গোলক, বল দেখি তোমার সমস্ত জীবনের মধ্যে আমার তুল্য যোদ্ধা কুখন দেখিয়াছ কি না? আমার অপেক্ষা আক্রমণে সাহসী, সংগ্রামে শ্রমশীল, আঘাতে সম্বর, বিনাশে সুনিপুণ কোন বীরের বিবয় কোন গ্রন্থে পাঠ করিয়াছ?

গো। দাদা ঠাকুর, মুই মূলে হাবাৎ। কোনো পুঁথি পড়া চুলোয় যাক্, মোর বয়েসে কখন পুঁথি ছুঁইওনি। তা মুই অতডা কেমন করে জান্‌বো? তা এডা খুব্ বল্‌তি পারি, তোমার মত সেউসে নোকের কাছে মোর বয়সে চেকরী খাটিনি। এখন ঠাকুর-দ্যাব্‌তারা করুন্, যেখানকার কথা আগে বল্লাম্, সেখেনে গে যেন সাওসের পচ্চেডা দিতি না হয়।

——সে কথা যাক্‌গে। হ্যাদে তোমার ঐ কাণের ঘাখানা আগুতি বেঁধে ফেলো দিখি। ওডা দে যে বড্ডি রক্ত পড়্‌তি নেগেচে। বলি, মোর কাছে যে মলম আর পটী আছে তা কি ওডায় লাগাবা?

কা। যখন বৃষধ্বজকৃত (১) প্রলেপ এককুণ্ড সঙ্গে আনিতে ভুলিয়াছি, তখন আর কিছুরই প্রয়োজন করে না। সে প্রলেপ একবিন্দু দিলে, অধিক সময় বা কোন ঔষধই লাগিত না।

গো। দাদাঠাকুর। কুণ্ডু আর ওডা কি বল্লে গা? মুই যে কিছু বুঝ্‌দি পাল্লাম না।

কা। সে এক রকম মলম। সেই মলম যার কাছে থাকে, তার মৃত্যু-ভয় থাকে না। কিম্বা কোন প্রকার ক্ষতই তার মারাত্মক হইতে পারে না।

(১) টীকাগুলির ব্যাখ্যা পরিশিষ্টে দেখ।

যে প্রকারে উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে, আমি তাহাও বলিতে পারি। যখন আমি সেই মলম প্রস্তুত করিয়া, তোমার হাতে দিব, তখন তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে। (যেমন বীরগণের সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে) যদি তুমি আমাকে কোনদিন যুদ্ধে দুইখণ্ড হইয়া পড়িতে দেখ, তাহা হইলে রক্তজমাট না বাঁধিতে বাঁধিতে, মাটিতে পড়া কাটা অংশটা ঘোড়ার পিঠে যে অংশ থাকিবে, তাহার সহিত যোগ করিয়া দিবে। পরে সেই মলম দুই ফোটা মাত্র লাগাইবে। তাহা হইলেই আমি পূর্ব্বের ন্যায় দিব্যকান্তি ও সম্পূর্ণ সুস্থ হইব। কিন্তু সাবধান করিয়া রাখিতেছি, গোলক, বিশেষ বিবেচনার সহিত তাহা সংলগ্ন করিও, যেন এক চুলও এদিক্ ওদিক না হয়।

গো। যদি মলমডারই এত গুণ হয়, তাহলি মুই আজ্ থেকে তোমার সেই দ্বীপির রাজ্য হতি চাই নে। তোমার যাতো খেজমৎ সব খাট্‌বো, মোরে ঐ মলম তয়ের কবাডা শিখিয়ে দিতি হবে। ঠাওর হচ্চে, মলমডার ভরি চু টাকায় বেচ্‌তি পার্‌বো। তা হলিই মোর বয়েসটা দিব্বি দুধভাত্ খেয়ে কেটে যাতি পার্‌বে।

—বলি দাদাঠাকুর। সেডা তয়ের কত্তিতো আবার খরচা বেশী পড়্‌বে না?

কা। না টাকায় তিন পোয়া প্রস্তুত হইতে পারে।

গো। আঃ মোর কপাল—সেডা তয়ের করা শিখিয়ে দিতি তবে আর দেরি কচ্চো কেন?

কা। গোলক স্থির হও। একেবারেই ব্যস্ত হইও না। আমি তোমাকে আরও ভাল ভাল বিষয় শিখাইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ভাবিয়াছি, তোমার আরও অধিক উপকার করিব। কিন্তু ভাই। এক্ষণে আমার

ক্ষতটী আবাম করিবার চেষ্টা দেখ। আমি যেরূপ ভাবিয়াছিলাম, উহা তাহা অপেক্ষা অধিক যাতনা প্রদান করিতেছে।

গোলক পুঁটলী হইতে অমনি মলমের থালী ও পটী বাহিব কবিল। কিন্তু কান্তিরাম হঠাৎ মস্তকভাগে হস্ত সঞ্চালন করিয়া দেখিতে পাইলেন, মুকুট ভগ্ন হইয়াছে। দেখিবামাত্র এককালে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তববাবির উপর হস্ত রাখিয়া আকাশপানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ কহিতে লাগিলেন—

'এই ছুবন্ত অসি, বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর এবং বেদচতুষ্টয় (২) সাক্ষ্য করিয়া শপথ করিতেছি, চেলপতি হিরণ্ময় ভ্রাতষ্পুত্র ভীম সিংহের নিধনে জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবাব নিমিত্ত যেমন প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, আমিও আজি সেইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। তিনি মনোরথ সফল না কবিযা ধাতুপাত্রে আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করেন নাই—চেল রাজভবনে মহারাজীর নিকটেও প্রত্যাবৃত্ত হয়েন নাই। এক্ষণে সমুদয় স্মরণ হয় না, এই জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি যেমন আরও কতকগুলি কঠোর প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন, আমিও আজি প্রতিজ্ঞা কবিলাম, এই রাজমুকুট ভঙ্গেব প্রতিশোধ প্রদান না করিয়া, তাঁহাব ন্যায় সেইরূপ কঠোব নিয়ম পালনে কদাচ পরাঙ্মুখ হইব না।

গো। উঃ দাদাঠাকুর! একেবারেই কি অমন্ শক্ত দিব্বিডে কত্তি আছে? খাপা হইও না, মুই বুঝি আর না বুঝি, এট্টা কথা বলে রাখি। বলি, মেড়োবাদীডেরে যেমন যেমন বলে দিযেচো সে যদি তেম্‌নি করে বাণী মার কাছে গে থাকে, তাহলি তো সে আর দুষী হতি পাবে না। তবে যদি ফিরে কখন দোষ করে, তাহলি পর তুমি যা ইচ্ছে কত্তি পাব। নলি এখন তুমি আর তাবে মার্‌বা কি বলে?

শুনিয়া কান্তিরাম অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া কহিলেন—গোলক যথার্থ ও

যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছ। যতদিন বিপক্ষ অন্য কোন অনিষ্ট না করিতেছে, ততদিন আমি তাহাকে আর কিছু বলিতে পারি না বটে; কিন্তু ভাই! ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা ত বিফল হইবার নহে। তবে তোমার পরামর্শানুসারে আজি হইতে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিলাম, যতদিন আমার এই সুগঠিত মুকুটের মত আর একখানি মুকুট এই বাহুবলে বিপক্ষের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া, ইহার প্রতিশোধ দিতে না পারিব, ততদিন প্রতিজ্ঞানুরূপ কঠোর ব্রত পালন করিব। ভাবিও না, গোলক, যে আমি তৃণের গাদায় আগুন লাগাইয়া কেবল ধূমোৎপাদনই করিতেছি। অগ্রেই বুঝিয়াছি, আমাকে কাহার দৃষ্টান্তানুসারে কার্য্য করিতে হইবে। নগনাথের (৩) মুকুট সম্বন্ধেও পূর্ব্বে অবিকল এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহাতে জাতবেধকে (৪) বিলক্ষণ দায়ে ঠেকিতে হইয়াছে।

গো। মোর কথা রাখ, দাদাঠাকুর ও সব দিব্বি দিলেশা ছেড়ে দ্যাও। বলি অমন ধারা কত্তি গেলি, কি শরীর খানা থাকবে? না যাদের বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, তারা এড়া করে থাকে? আর এড়াও বলি, মোরা যদি এখন দিনকতক মটুক পরা নড়ুয়ে নোক দেখিতি না পাই, তাহলি মোরা কি করবো? তুমিইতো বলতি নেগোচো, পাগ্‌লা হিরেশ্বর বুড়োর দিব্বিতি কাপড় পেতে ঘুমুতি হবে, যেখানে মানুষজনের বাস সেখানে থাক্‌তি পারা যাবে না, আরু এছাড়া কতকগুনো শক্ত শক্ত নেম্‌রক্ষে কত্তি হবে তখন কি এতোডা পেরে ওট্‌বা? বল্‌তি নেগোচো বটে দাদাঠাকুর, কিন্তু মুই দেখতি পাচ্চি, এই বাকলে য্যাতো রাস্তা আছে, তাতে কেবলিই গাড়োয়ান আর মুটেরাই চলাবুলো করে থাকে। নড়ুয়ে নোকতো এট্টাও দেখ্‌তি পাইনে। তারা তোমার মটুক পরা চুলোয় জাক্‌গে, মটুকির নামও বাপ দাদার কালে শুনতি পায় নি।

কা। 'গোলক তোমার ভুল হইতেছে। দুই ঘণ্টাকাল না যাইতে যাইতেই, এই চৌমাথার মধ্যে এত বীর পুরুষ দেখিতে পাইবে, যে বোধ হয় পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালেও তত বীরের সমাগম হইয়াছিল কিনা সন্দেহ।

গো। ; ন্যাখন দাদাঠাকুর। তুমি বল্‌তি নেগোচো, ত্যাখন মুই আর কি বল্‌বো। সে যা হক্ গে, এখন ঠাকুর দ্যাব্‌তারা মোদের ভাল করুন্। আর যে দ্বীপখানা পাসি, মুই রাজা হয়ে যাবো, সেই দ্বীপখানা শীগ্‌গির শিগ্‌গীর মিলিয়ে দেন। আঃ—মুই দ্বীপখানা পেয়ে যদি এট্টা দিনও বাঁচতি পারি, তাহলিও মনডার আপশোষ থাকে না।

কা। 'গোলক, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে বিষয়ে মন তত লিপ্ত রাখিও না। যদি একটী তেমন দ্বীপও না পাওয়া যায়, তাহা হইলে গান্ধার বা সিন্ধু রাজ্যও ত আছে। লোকের আঙটী যেমন আঙুলের উপযোগী হয়, সে দেশ দুটীও তোমার সেইরূপ উপযুক্ত হইবে। বিশেষতঃ গান্ধার ও সিন্ধুরাজ্য যেরূপ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, তাহাতে উহাদের মধ্যে একটীর উপরেই তোমার লোভ করা উচিত। যাহা হউক সমস্তই তোমার শুভ সময়ের উপর নির্ভর করিয়া রাখ।

—এখন দেখদেখি তোমার পুঁটলীর ভিতর কোন খাদ্যদ্রব্য আছে কি না? যদি থাকে, বাহির কর। খাইয়া, চল, আমরা একটী দুর্গ খুঁজিয়া লই এবং আজিকার রাত্রি সেইখানে কাটাইয়া দি। পূর্ব্বে তোমাকে যে মলমের কথা বলিয়াছি, তাহাও সেই খানে প্রস্তুত করা যাইবে। গোলক, এক্ষণে আমার কাণের যাতনা যে রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে আজি আর অধিক দূর যাইতে পারিব না। এখন যাহা থাকে বাহির কর।'

গো। 'দাদাঠাকুর। মোর কাছে তো তেমন কিছু নেই। গোটা

দুই পেঁজ আর গাল্‌খানেক কাঁচা চিড়ে আছে। তোম্‌রা যে নড়ুয়ে নোক তা তো খাবা না।

কা। 'গোলক এ সমস্ত বিষয় কি তুমি কিছুই জাননা? যে দিগ্বিজয়ার্থী বীর মাসের মধ্যে একবারও আহার করেন না, তিনিই অধিক সম্ভ্রম প্রাপ্ত হন। কিন্তু যদিও ঘটনাক্রমে তাঁহাদিগকে কিছু খাইতে হয়, তাহাও তাঁহাদিগের অনুচ্ছিষ্ট হওয়া আবশ্যক। আমি যতগুলি ইতিহাস পড়িয়াছি, যদি তুমিও ততগুলি পড়িতে, তাহা হইলে, গোলক, এসমস্ত সবিশেষ জানিতে পারিতে। আমি অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছি বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একখানিতেও দেখিতে পাই নাই, কোন অভাবনীয় ঘটনাবশতঃ অথবা সমারোহ সহকারে বীরগণের নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত না হইলে, তাঁহারা কুত্রাপি অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। খাদ্যের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া অবশিষ্ট জীবনকাল কাটাইয়া দিয়াছেন। তবে এক কথা এই, যখন তাঁহারা মানুষ ছিলেন, তখন না খাইয়া এবং আর আর অভাব দূর না করিয়া, কখনই সুখে জীবন কাটাইতে পারেন নাই। কিন্তু পাচক প্রভৃতি সঙ্গে না লইয়া বন ও মরুদেশ পর্য্যটনে তাঁহাদিগকে জীবনের অধিকভাগ কাটাইতে হইত। সুতরাং আজি তুমি আমাকে যেমন সামান্য দ্রব্য খাইতে দিতেছ, তাঁহাদিগের ভাগ্যেও ইহাই ঘটিয়া উঠিত। তাঁহারাও অবাধে তাহাই আহার করিয়াছেন। সেই জন্য বলিতেছি, আমি যাহা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতেছি, তুমি তাহা দিতে কেন কুণ্ঠিত হও? নূতন সৃষ্টি করিতে চাহিও না অথবা দিগ্বিজয়কাণ্ডের সমূলোৎপাটনও করিও না।

গো। 'দাদাঠাকুর। ঘাট্‌ হয়েছে। মোরে এতোডা বল্‌তি হবে কেন? মুই তো আগুতিই বল্যে রেখিছি, মুই নিখ্‌তি পড্‌তি জানি নে।

তা তোমাদের ও কি কত্তি আছে না ; আছে, তা মুই কি করো জান্‌বো। এখন শুনে থাক্‌লাম, যেখানে ষ্যাতো পচা পেচকো, শুখ্‌নো ফল পাবো, সব তোমার নেগেঁ কুড়িয়ে রাখ্‌বো। আর মুই তো তোমাদের মত নড়ুয়ে নোক নই, তাই যেখানে ভাল ভাল টাটকা ক্ষীর, ছানা মাকোম পাবো, তা আগে খেযে বসে থাক্‌বো—তোমার তো আব তা কিছু খাতি নেই।'

কা। 'গোলক দিগ্বিজয়ী বীবেবা শুষ্ক ফল ভিন্ন আর কিছুই খাইতেন না, আমি ত তাহা বলিতেছি না। তবে ফলমূল তাঁহাদিগের সচবাচব খাদ্য ছিল। আবার উহাদিগেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাবা এক প্রকার বন্য লতাও খাইতেন। সেই সমস্ত ফল ও বন্য লতা তাঁহারা যেমন জানিয়া রাখিতেন, আমিও সেইরূপ জানিয়া রাখিয়াছি।'

গোলক বিলক্ষণ হর্ষিত হইয়া কহিল, 'দাদাঠাকুর ঐ ডে যে কুবোচো ঐ ডে আচ্ছা করোচো। দাঁড়া খানা যেরূপ প্রকার দেখ্‌তি নেগিচি, তাতে ঠাওব হচ্ছে, সেভা হামেশা খেটিয়ে নিতি হবে।'

বলিয়া গোলক পুঁটুলীর ভিতর যাহা ছিল সমস্তই বাহির কবিল। মিলিয়া মিশিয়া উভয়েই কালোচিত আহার সমাপন করিলেন। কিন্তু রাত্রি যাপন কবিবার নিমিত্ত কোন স্থান অনুসন্ধান করিয়া লইবার ইচ্ছায় উভয়েই নিরম্বু আহার সত্বরে সমাপন কবিলেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কোন লোকালয়ে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। এক প্রান্তর মধ্যে, কতকগুলি যেব ব্যবসায়ী কিবাতগণের কুটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ভগবান্ সূর্য্যদেব ও উভয়ের গ্রাম পাইবার আশা এককালে অস্তমিত হইল। অগত্যা কান্তিরাম কিরাতগণের সহবাসে সে রাত্রি যাপন করিবাব ইচ্ছা কবিলেন। গ্রামের ভিতব প্রবেশ করিতে

পারিল না বলিয়া, যদি গোলক দুঃখ প্রকাশ করিত, তাহা হইলে গোলককে এই বলিয়া বুঝাইয়া রাখিতেন যে, তাঁহার ন্যায় বীরের ভাগ্যে এইরূপ স্থানে বাস প্রায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে এবং এইরূপ স্থান সমস্তে বাস করাই তাঁহার বীরধর্ম্মের একান্ত অনুমোদিত।

একাদশ অধ্যায়

কিরাতগণের সহবাসে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণ।

কান্তিরাম কিরাতগণের নিকটে যেমন সসম্ভ্রমে অভ্যর্থিত হইলেন, কেহই কোন স্থানে সেরূপ সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হয়েন নাই। গোলক নিজ গর্দ্দভ ও বোজিনাস্তীকে সাধ্যানুসারে সুখস্বচ্ছন্দে রাখিয়া, যে দিক্ হইতে মাংসপাকের গন্ধ আসিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল, লক্ষ্য করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল। মাংসখানি আহারের উপযুক্ত দেখিলেই, এককালে উদর মধ্যে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইত, কিন্তু ভাগ্যক্রমে কিরাতেরা উহা অগ্রেই চুল্লী হইতে নামাইয়া ভোজন স্থানে রাখিয়াছিল। সুতরাং গোলকের চেষ্টা নিষ্ফল হইল।

এদিকে কুটীরবাসি কিরাতগণ কয়েকখানি মেষচর্ম্ম বিস্তার করিয়া আমোদ প্রমোদ ও মদ্যপান করিতে বসিয়াছিল। কান্তিরামকে দেখিবামাত্র সকলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল এবং উহাদের মধ্যে এক জন সম্মুখ-পতিত একখানি ডোঙ্গা পাতিয়া, মহা সমাদরে কান্তিরামকে বসিতে কহিল। কান্তিরাম উপবিষ্ট হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর এক জন কিরাত বিনীত বচনে কান্তিরামের আহারাদি হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিল। পরে জানিতে পারিল,

সমস্ত দিন কান্তিরাম এক প্রকার অনাহারী রহিয়াছেন। কথা বার্ত্তায় ভদ্র-লোক দেখিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে আহারে যোগ দিবার কথা বলিতেও, হঠাৎ সাহস হইল না—ছল ক্রমে আহারের প্রসঙ্গই করিতে লাগিল। ইচ্ছা ছিল, কান্তিরাম স্বীকৃত হইলে, পাকের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিবে।

কান্তিরামও কিরাতগণের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু কান্তিরামের ভাবনা কত ক্ষণ মনোমধ্যে স্থান পাইতে পারে? পরক্ষণেই মনে হইল, নিরতিশয় পরিশ্রম ও অবসাদের পর, দিগ্বিজয়ী বীরগণ ও রাজন্যবর্গ চিরকাল মধুপান করিতেন। সুতরাং আমিও আজি ইহাদিগের সহিত অনায়াসে মধুপান করিতে পারি, এই ভাবিয়া কিরাতগণকে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন—

'আমাদিগের নিমিত্ত তোমাদিগের একরূপ ব্যস্ত হইতে হইবে না। আইস, আমরা সকলেই এক সঙ্গে মধুপান ও আহার করিতেছি। আমি যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে পরান্ন গ্রহণে নিষেধ নাই।

বলিয়া পানাধার মহিষ শৃঙ্গ কিরাতের হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন এবং নিমিষ মধ্যে এক পাত্র পান করিয়া ফেলিলেন। দেখিয়া কিরাতগণ আশ্চর্য্য হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু কান্তিরামের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় অনতিবিলম্বেই আহারের আয়োজন করিয়া এক সঙ্গে বসিয়া গেল। (৫)

গোলক পানাধার মহিষ শৃঙ্গ প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কান্তিরাম দেখিয়া কহিতে লাগিলেন—

'গোলক। দিগ্বিজয়কাণ্ডের ভিতর কতদূর সারবত্তা আছে, আজি দেখিয়া লও। যে ব্যক্তি ছন্দাংশেও ইহার সহিত লিপ্ত থাকে, পরলোকে সে কিরূপ সদ্গতি ও ইহকালে কেমন যশঃসুখ্যাতি প্রাপ্ত হয়, দেখ।

আজি তোমাকে একাসনে বসাইয়া, এই সদাত্মা লোকদিগের সহবাস লাভ করাইব; আমার তুল্য পদবীতে আরোহণ করাইব; একপাত্রে আহার করিব এবং এক পাত্রেই মধুপান করিব।—'গোলক আজি দেখাইব, প্রণয় যে কথা বলিয়া থাকে, দিগ্বিজয়কাণ্ডেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।——প্রণয় সকলকেই সমান করিতে চায়।'

গো। 'দাদাঠাকুব গোঁসাই তোমাব ভাল করুন্। মুই পেট্টা পুরে খাতি পেলিই হলো। রাজা রাজাডাব কাছে বসে খাওয়ার কত্তি, একা দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে মুই ভাল করে খাতি পার্ব্বো। তাই বল্‌চি দাদা-ঠাকুব, মোরে দেঁড়িযে দেঁডিয়েই খাতি বলো। পাঁচ জনা নোকের সঙ্গে এক জায়গায় বসে দুধ, ঘি, মাছ, মাংস দে খেলি পবাণডা য্যাতো না ঠাণ্ডা হয়, ঘরেব কোনে এট্টা পেঁজ আর মুটো খানেক পান্তা ভাত খেলি, তাব কত্তি জান্তি হয়। কেন তাও বলি দাদাঠাকুর। মুই নোকের কাছে বসে, মোর অব্বেস মত চাবায়ে খাতি পারিনে, ধীরি ধীরি খাতি হয়—এই দাড়ি গোঁপের চুল গুনো এসে গালে পড়ে, একযাই সরিয়ে সবিয়ে রাখ্‌তি হয়—হেঁচে কেশে খাতি গারা যায না।—মোদ্দা কথাডা, একনা একলা বসে যেমন গা মেলিয়ে বুক পুবে খাওয়া হয়, তাতে তেমনডা পাবা যায় না, —যেন কেমন এট্টা বাদো বাদো ঠেকে। তাই বল্‌তি নেগিচি, মোবে যা দেবার তা দ্যাও, মুই এট্টা ধারে গে বসে খাই। আর মুই তোমাব সঙ্গে এইচি বলে, তুমি মোব যেন্ধারা মানডা বাড়াতি নেগেচো, মোর মানডা অতো না বেড়িয়ে, যাতে মোর আখেরডায় ভাল হয়, তাই এট্টা কিছু কর্য্যে দ্যাও।

ক। 'গোলক তথাপি তোমাকে বসিতে হইবে।—যে আপনি নত হয়, পরমেশ্বর তাহাকে উন্নত করেন।—

বলিয়া হাত ধরিয়া কান্তিরাম গোলককে পার্শ্বে বসাইলেন। মেষব্যবসায়ীরা মহারাজের ও পার্শ্ববিহারী বীববরেব কোন কথাই বুঝিতে পারিল না। নীরব হইয়া খাইতে লাগিল এবং বিস্মিতনেত্রে আগন্তুক দ্বয়ের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। এদিকে আগন্তুক দ্বয় আগ্রহ ও আনন্দ সহকারে এক একটী অঞ্জলি পরিমিত গ্রাস মুখগহ্বরে প্রবেশ করাইতে লাগিল। মাংস ভক্ষণ সমাপন করিয়া, কিরাতেরা কতকগুলি পক্ক কদলী আনয়ন করিল। ইতিমধ্যে পানাধার শৃঙ্গও নিশ্চল রহিল না। উহা কখন পূর্ণ, কখন অর্দ্ধপূর্ণভাবে এত শীঘ্র শীঘ্র ব্যক্তি নিচয়ের বদন চুম্বন করিতে লাগিল যে, নিমিষ মধ্যে দুই কলসী নিঃশেষিত হইল। কান্তিরাম ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া, সম্মুখস্থ কদলী কয়েকটী হস্তে লইয়া নিম্ন লিখিত রূপে বাগ্‌জাল বিস্তার করিলেন,—

—প্রাচীনেরা যাহাকে সত্যকাল বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কি সুখময় এবং সন্তোষের আকর ছিল! যে সুবর্ণ এই দুঃখসঙ্কুল কলিযুগে এতাদৃশ উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইতেছে, তাহাই তখন বিনা শ্রমে লাভ হইত বলিয়া নহে, তদানীন্তন লোকেরা 'আমার' ও 'তোমার' এই দুইটী কথা সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ ছিলেন। সেই সুখময় সময়ে সমস্ত বস্তুই সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। স্ব স্ব জীবনোপায় নির্ব্বাহের নিমিত্ত কোনরূপ পরিশ্রমেরই আবশ্যক হইত না। সরস ও সুমিষ্ট ফলসম্পন্ন পাদপসকল যেন অকাতরে ফল দান করিবার আশয়ে, বিশাল শাখা বিস্তার করিয়া, সকলকে সাদরে আহ্বান করিত। করপ্রসারণ করিয়া লইলেই, আশাতিরিক্ত ফললাভ হইত। রজতসলিলা নির্ঝরিণীকুল এবং বেগবতী স্রোতস্বতীগণ পরিমাণপ্রাচুর্য্যে বিমল সলিল প্রদান করিত। নিত্যশ্রমী এবং সঞ্চয়শীল মধুপকুল নিজ নিজ শ্রমোৎপন্ন সুখদ পরিণাম

সকলকে প্রদান করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতের শিখরদেশে অথবা শূন্যগর্ভ বৃক্ষকোটরে মধুক্রম নির্ম্মাণ করিত। প্রকাণ্ড তালবৃক্ষ সকল উদার চিত্তের বশবর্ত্তী হইয়া, স্ব স্ব সুপ্রশস্ত পত্রাবলী প্রদান করিত। তদ্দ্বারা গৃহাচ্ছাদন করিয়া জনগণ শীত বাতাদি নৈসর্গিক উগ্রতা নিবারণ করিতেন। ফলতঃ তখন সমস্তই শান্তির, প্রেমের এবং একতার আধার ছিল। তৎকালে বঙ্কিমহলের তীক্ষ্ণ কুলিক সবলে ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিয়া সুকোমল গর্ভস্থলী বিদারণ করিতে পারিত না। জননী স্বেচ্ছায় স্বকীয় প্রশস্ত এবং উর্ব্বর উরস্থলের প্রত্যেকাংশ বিদারণ করিয়া, তদানীন্তন সন্তানগণের আহার প্রদান, জীবনরক্ষা ও আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। রূপযৌবনসম্পন্না সরলা কুমারীগণ সুচিক্কণ কেশপাশে কখন মদনমনমুগ্ধকরী কবরী বন্ধন করিয়া, কখন বা আগুল্ফ কেশগুচ্ছ বিস্তার করিয়া, শিখরে শিখরে, কন্দরে কন্দরে, মনের আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইত। যাহা ব্যবহার করিলে, সম্যকরূপে লজ্জা নিবারণ হয়, তাহা ভিন্ন অন্য কোন বসন পরিধান করিত না, অথবা অধুনা মণিমুক্তাদিখচিত যে ভূষণ নিকর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদিগের তাহার লেশমাত্রও ছিল না, লতা ও পত্র বিনির্ম্মিত হার, কাঞ্চী, কেয়ূর ও বলয়ে যে অলৌকিক অঙ্গশোভা সম্পাদন করিত, অন্তঃপুরচারিণী আধুনিক কামিনীগণ শত শত বিদেশীয় অলোকসাধারণ আবিষ্কৃিয়াজালজড়িত ভূষণদামে বিভূষিত হইয়াও, তাদৃশ অঙ্গরাগ বর্দ্ধিত করিতে পারেন না। মানবের মদনচ্ছেষ্টিত সকলও তখন সরল ও সহজভাবে সম্বৃত ছিল—স্ব স্ব প্রকৃতিগত ভাবেই তাহারা হৃদ্গত হইত—কোন প্রকার আরোপিত বাক্যে তাহাদিগের গৌরববর্দ্ধিত হইত না। প্রবঞ্চনা, চাতুরী ও দুষ্টাভিসন্ধি, সত্য ও সারল্যের সহিত সংমিশ্রিত ছিল না। ন্যায়পরতা স্বকীয় নির্দ্দিষ্ট সীমা

সংরক্ষণে ক্ষমবান্ ছিলেন। যে অনুগ্রহ বা স্বার্থ আজি কালি তাঁহাকে এতাদৃশী যন্ত্রণাপ্রদান, হীনগৌরব ও বিরক্তিসাধন করিতেছে, সেই অনুগ্রহ বা স্বার্থ তাঁহার কেশস্পর্শ অথবা বিন্দুমাত্রও বিরাগ উৎপাদন করিতে পারিত না। তৎকালে ব্যবস্থামালা স্মার্ত্তবাগীশ অথবা প্রাড়্-বিবাকৃগণের হস্তে সমর্পিত হয় নাই;—পাপকার্য্যের নামমাত্রও শুনিতে পাওয়া যাইত না, সুতরাং বিচারপতি বা ব্যবস্থাপকের আবশ্যকতা কোথায়? নারী ও সতীত্ব একসূত্রে গ্রথিত হইয়া, বিরলে ভ্রমণ করিত—অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা বা অন্যকৃত অসদভিপ্রায় হইতে বিপদের ভয়মাত্র ছিল না। কুমারীগণ যদিও কস্মিন্‌কালে কঠোর কৌমার্য্যব্রত পরিত্যাগ করিতেন, তাহাও তাঁহাদিগের মদনলালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত—অন্য কোন কারণে নহে। কিন্তু এই জঘন্য সময়ে কোন কুমারীই সুরক্ষিতা থাকেন না; যদি সিংহল দ্বীপের ন্যায় চতুর্দ্দিকপরিবেষ্টিত জল-সাগরের মধ্যে একটীমাত্র যুবতীকে একাকিনী রাখা যায়, তথাপিও নিভৃত সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া অথবা বায়ুপথে বিচরণ করিয়া, পাপ কামা-চার সেই জনপ্রাণীহীন স্থানে প্রবেশ লাভ করে—সেই নির্জ্জন দ্বীপ মধ্যেও সহায়হীন বান্ধববিহীন অবলার যৌবনতরী বিপথে ভাসাইয়া দেয়। দিন দিন যেমন সময় মন্দ হইয়া আসিতেছে এবং অত্যাচার পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তেমনই কুমারীগণের পক্ষসমর্থন, বিধবাগণের আশ্রয় দান এবং অনাথসন্তানসন্ততি ও দুঃখার্ত্তগণের দুঃখশান্তির নিমিত্ত ক্ষত্রিয় বীরগণের দিগ্বিজয় প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমিও সেই বীরশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ভ্রাতৃ সোসর কিরাতগণ। তোমরা আজি আমাকে ও আমার পার্শ্ববিহারী বীরকে যেরূপ সদয় সম্ভাষণে গ্রহণ ও চিত্তের বহুল প্রীতি সম্পাদন করি-য়াছ, আমি তজ্জন্য তোমাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

যদিও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তি দিগ্বিজয়ী বীরের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত বিধিবদ্ধ রহিয়াছেন, কিন্তু তোমরা যখন সেই বাধ্যতার বিষয় সম্যক্ অপরিজ্ঞাত থাকিয়াও, এরূপ সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা ও সমৃদ্ধি সহকারে ভোজন করাইলে, তখন আমি তোমাদিগের সাধুতা স্বীকার করিয়া, তোমাদিগকে আমার অন্তরের অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি।'

সুদীর্ঘ বক্তৃতা সমাপ্ত হইল। যে সমস্ত কদলী তাঁহার সম্মুখে রক্ষিত হইয়াছিল, তাহারাই তাঁহার মনে সত্যকালের চিত্র সমানয়ন ও নিরক্ষর কিরাতদলের সম্মুখে বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিতে প্রবোধিত করিল। কিরাতগণ কোন কথাই বলিল না—কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিল। গোলক নীরব—কদলী ভক্ষণে ও বৃক্ষাবলম্বিত সুরাকলসের প্রতি অনুক্ষণ দৃষ্টি সঞ্চালনেই ব্যস্তমনা। কান্তিরাম আহারাপেক্ষা কথোপকথনেই অধিক সময় অতিবাহন করিলেন।

পাঠকগণ! এতক্ষণ আমরা মলয়েশ্বরের মধুপান লইয়াই, বিলক্ষণ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। মনে মনে সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও, কিরাতগণের বাসভূমি, আচার ব্যবহার, প্রভৃতি কিছুই বর্ণন করিতে পারি নাই, ফলতঃ মূলে সিড হেমীট্‌রেন্ এঞ্জিলী যেরূপে কিরাতগণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, অনুবাদে আমরাও সেইরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন্।

কিরাতগণের বাসভূমির চতুর্দ্দিকেই দুস্তর প্রান্তর। দক্ষিণে পর্ব্বতমালা গগণ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন বিশ্ব বিলোপী কালমেঘ গগণ প্রান্ত আশ্রয় করিয়াছে, নিমিষ মধ্যেই সৃষ্টি রসাতলে পাঠাইয়া ধরণীর পাপভার হরণ করিবে, নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইবে। পূর্ব্বদিকে একটি গণ্ডগ্রাম বা ভদ্রপল্লী। উত্তর ও পশ্চিমাংশের তিন চারি স্থলে কিরাতগণের আবাসগৃহ। প্রান্তরের মধ্যভাগে উপবন সদৃশ ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র বনভাগ। একটী বনখণ্ডের পার্শ্বে কান্তিরামের আপাতপরিচিত কিরাতগণের বাসভূমি। কিরাতগণ সন্নিহিত গণ্ডগ্রাম খানির নিতান্ত সংস্রব শূন্য নহে। ক্রয় বিক্রয়াদি যাবতীয় দৈনিক কার্য্য তাহারা সেই স্থল হইতেই সমাধা করে। ছাগমেষাদির ব্যবসায়ই কিরাতগণের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন।

কিরাতেরা কেহই লেখা পড়া জানিত না। কান্তিরাম যাহাদিগের সহিত একত্র বসিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিলেন, তাহাদিগের মধ্যে এক জন সর্ব্বদাই দেশ বিদেশে গমনাগমন করিয়া থাকে। তাহার নাম কাঙ্গালী। কিরাতগণের মধ্যে কাঙ্গালী কিছু কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। আকার, প্রকার, আচার, ব্যবহারে ও কাঙ্গালীকে নিতান্ত কিরাত বলিয়া বোধ হয় না। কিরাতপল্লী মধ্যে কাঙ্গালীর বিলক্ষণ খ্যাতি সম্ভ্রমও ছিল। এমন কি, কাঙ্গালীই কিরাতপল্লীর গৌরবভূমি। আহার সমাপ্ত হইলে, কাঙ্গালীর সহিতই কান্তিরামের প্রথম আলাপ হইল। কাঙ্গালী বিনীতস্বরে কহিল—

"দিগ্বিজয়ী মহাবীর! যদি আজি আমাদের একজন সঙ্গী এই সময় উপস্থিত থাকিত এবং আপনার সন্তোষ ও আমাদের নিমিত্ত কিছুক্ষণ গান করিত, তাহা হইলে আপনি বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, বলিতে পারিতাম। মহাশয়! সে যেমন বুদ্ধিমান্ তেমনই সুগায়ক। আজি কালি আবার গভীর প্রণয়ে আশক্ত। তাহার বিশেষ ক্ষমতা, সে লিখিতে ও পড়িতে পারে এবং আশাতিরিক্ত বীণাবাদন করিয়া থাকে।"

কিরাত এই কথা বলিতে না বলিতেই, সুললিত বীণাঝঙ্কার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই মনোহর কান্তি দ্বাবিংশ বয়স্ক বীণাবাদক সমাগত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র সকলেই সাতিশয় প্রফুল্ল হইয়া

উঠিল। আহাবাদি হইয়াছে কি না, কাঙ্গালী জিজ্ঞাসা করিলেন। হইয়াছে, বলিয়া যুবক উত্তর প্রদান করিলে, কাঙ্গালী পুনরায় কহিতে লাগিলেন—

"জীবন। আসিয়াছ, বড় ভাল হইয়াছে। আমি তোমার কথাই এত ক্ষণ বলিতেছিলাম। দুই একটী গান গাহিয়া, আজি আমাদিগকে শুনাইতে হইবে। বিশেষতঃ সমাগত অতিথি মহাশয় দেখুন, এই দুস্তর অরণ্য ও পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যেও সঙ্গীত বিদ্যাবিশারদ দুই একজন পুরুষ বাস করিয়া থাকেন। তোমার ক্ষমতার কথা আমি আগেই ইঁহাকে পরিচয় দিয়াছি। তুমি একবার সাক্ষাতে তাহা দেখাইয়া, আমার কথার মানরক্ষা কর। তুমি যে প্রেমগাঁথাটী নিজে রচনা করিয়াছ, এবং যাহা আমাদিগের কিরাতপল্লী মধ্যে এমন আদৃত হইয়া রহিয়াছে, প্রার্থনা করিতেছি, বারেক সেইটী গাহিয়া আমাদিগকে পরিতুষ্ট কর।

যু। "যে আজ্ঞা তাহাই করিতেছি" বলিয়া যুবক উত্তর প্রদান করিল এবং কথান্তর না হইতে হইতেই সন্নিহিত বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া, বীণালয় সংযোগে মনোহর সঙ্গীত আরম্ভ করিল।

জীবন।

[১]

কার প্রেম নীরে ভাসিছে হৃদয়ে,
শুনি নাই যদি প্রেয়সি। কখন
জ্বলি লো তবুও তোমারি আশয়ে,
বনের দেবতে। হৃদয় ধন।

[২]

পরাণ খুঁজিয়ে দেখিনি কখন
কি ধন গোপনে রেখেছ সই।
আশায় ভাবিয়ে আমারি সে ধন
গরবে মাতিয়ে বিভোর হই।

[৩]

জীবন আধাব ! তোমারই করে
সঞ্চিত এ মোর ললাট লিখন,
তোমারি হৃদয় সুমেরু শিখরে,
আরোপিত মম আশাব জীবন ।

[৪]

ভাগ্যধর সেই, বলে যে ফুকারি
' তাব ভালবাসা আমিবে পাই ,
'আমি লো তাহারি সেও বে আমারি
দোঁহারি জীবন একই ঠাঁই । '

[৫]

সুধাংশু গঞ্জিত বদনে তোমার
যখন দেখি লো রোষেব নিবেশ,
তখনি আশার জীবনে আমার
শত অসি আসি করে লো প্রবেশ ।

[৬]

তখনি ভাবি লো বাল-সিমন্তিনি !
লোহায় গঠিত চারু তব কায় ।
পাষাণ প্রকৃতি পেয়েছ রঙ্গিণি !
তুহিনধবল কোমল হিয়ায় ।

[৭]

হৃদিমোহমন্ত্র তোমার ঘৃণায়
আঁকুলে যখন উজান ছুটে,
কুলিশ পাতন বচন জ্বালায়
দুরন্ত বিরহে হৃদয় ফাটে ।

[৮]

তখনই আশা সুধা প্রবাহিনী,
নাশিতে এ পাপ পরাণ জ্বালায়,
ধবিয়ে সুবেশ দেব-সোহাগিনী
আঁচল ঘুমায়ে ডাকেবে আমায।

[৯]

অয়ি আদবিণি। সুধাংশু বযান।
উন্মেষ আসিয়ে দাসের হৃদয,
তুলায় মাপিয়ে দেখ লো পবাণ।
হৃদে মুখে মম একই বয।

[১০]

দুখের কাতর তবল নিঃশ্বাসে
যাবে না প্রেয়সি। এ ভাব কখন,
মধুব হাসি বা রোষের বিকাশে
সমভাবে ববে যাবত জীবন।

[১১]

স্বাধীনতা ভুলি আপনা পশাবি
যে জন করে লো হৃদয় দান,
সাধুর অন্তর রয় বাঁধা তারি
দলিয়ে চরণে করে না পয়ান।

[১২]

সেই বলে সখি। বলিলো ফুকাবি
আমিও চরণে সঁপেছি পবাণ;
তুমিও সজনি থেকো লো আমারি
আশায় সুফল করো লো দান।

[১৩]

কিশোর সচল তোমার অন্তর
বিলাসে তুষিতে সতত মনন,
নিতি নব নব বাস মনোহর
পরি গরবিণী। তাহারি কারণ।

[১৪]

প্রণয় প্রবণ চটুল নয়ন
পাছে বা বিরূপ নেহারে আমায়,
তাতেই আমি লো হৃদয় রতন।
চিরাত বাকল ত্যজেছি ত্বরায়।

[১৫]

শুনিয়াছি যত কিরাত বদনে
সুবেশ ভূষণ প্রেমের সহায়,
ধিকি ধিকি জ্বালি প্রেম হুতাশন
প্রণয়বিকল মানসে উশায়।

[১৬]

কত দিন সখি। তুষিবারে মন
গায়ক সমাজে ধরেছি তান।
কভু বা আস্ফালি অধম জীবন
প্রতিযোগী বীরে বোধিছে পরাণ

[১৭]

বিনোদ ঊষায় উঠি ধীরি ধীরি
যাই নিতি তব ভবন পাশ।
গাহি তব গুণ ললিত লহরী
মিটাই সখিরে! মনের আশ।

[১৮]

দধিমুখ যবে নীড় তরুশিরে
বিভুগুণ গান ললিতে গায়,
কক্ষ তরু মূলে বীণার ঝঙ্কারে
বিভাষে তখন জাগাই তোমায়।

[১৯]

কমকান্তি ছটা নেহারি তোমার
আমোদে যখন হইলো বিভোর,
দিবস যামিনী সে যশ প্রচার
করিয়ে পুরে না বাসনা মোর।

[২০]

ফিরি ঘরে ঘরে পুষ্প সে গাঁথন
গাহি বিনোদিনি। উধাও গলায়,
দ্বেষের জ্বলন বিষের তাড়ন
পারে নাই কভু রোধিতে তায়।

[২১]

একদিন যবে প্রভুবালা সনে
গাহি প্রিয়তমে। তব গুণ গান,
কহিলেন তিনি ঈর্ষেব দাহনে
অপ্সরা নিন্দিত তুমি লো পরাণ।

[২২]

ক্ষণ পরে সখি। বলিলেন ফিরি
বটে সে রূপসী রমণী রতন,
কিন্তু হে যুবক! শুনেছি তাহারি
বনের বানর সাধের রমণ।

[২৩]

করিনু শপথ বলিনু তথন,
মিছা ধনি ! কেন কর লো প্রচার ?
শুনি সে বচন কোপ হুতাশন,
দ্বিগুণ হইয়ে বাড়িল তাঁর।

[২৪]

অমনি স্বগণে ডাকিযে তথন,
দিলেন আদেশ শাসিতে আমায।
জান ত সজনি বিক্রমে কেমন
পাড়িনু ধরায তাদের সবায়।

[২৫]

তুষিবারে তব সবল হৃদয়,
অরে রে প্রাণের আলালি আমার।
সাধিতে বা কাম বাসনা নিচয়,
নহে রে এ মোর সুধার আস্বাব।

[২৬]

স্বরগ পবিত অতুল প্রণয,
হৃদয়ে সরলে সহজে ধায়,
লহরে লহরে ভাসায়ে হৃদয়
নিযতি সাগরে নীরবে মিশায়।

[২৭] .

ধরমের সার বেদের লিখনে
পরিণয় হার আছে যাদুধন।
প্রণয়ে মিলিত নব নারী জনে
বাঁধয়ে সে হার যাবত জীবন।

[২৮]

হৃদিমণিহার! সোহাগ রতন!
সে হার যদি লো ধরহ গলায়,
দেখো বিধুমুখি! কিরাত তখন,
মন বাঁধা দিয়ে, লুটাবে পায়।

[২৯]

শপথ আমার, শুন বরাননে!
এ মিনতি যদি না রাখ পায়,
স্বরগ, পাতাল, মরত ভুবনে
স্মরি দেবগণে, কহি লো তোমায়—

[৩০]

'ত্যজিব না কভু—জীবনান্ত পণ—
এ ভীম দুর্গম গহন কান্তার।
চির দিন করি এ প্রেম সাধন,
পশিব অন্তিমে শমন আগার।'

যুবক সঙ্গীত সমাপন করিল। কান্তিরাম শুনিয়া মোহিত ও বিস্মিত হইয়া, তাহাকে আরও দুই একটী গাহিতে বলিলেন। কিন্তু গোলক অন্যবিধ ধাতুর লোক। সে সঙ্গীত শ্রবণাপেক্ষা নিদ্রাগমনেই অধিক ইচ্ছা পরতন্ত্র হইয়াছিল। সুতরাং প্রভুকে কহিল—

"দাদাঠাকুর! তুমি আজ রাত্তিরি কম্‌নে ঘুমোবা এখন তাই দেখ। এই ভাল মানুষের ছেলেরা সারা দিনডে খেটে খুটে এসে, কোথায় এট্টু ঘুমোবে, না গান শুনে শুনে রাত খানা কেটিয়ে দেবে ? "

কা। "গোলক। ভাই, আমি তোমার মনের কথা বুঝেছি। সুরাপান করো নিদ্রা যাওয়াটাই এখন তোমার অধিক আবশ্যক হয়েছে— গান শুনা ভাল লাগচে না। "

গো। "আঃ। দাদাঠাকুর, দেব্‌তারা এঁদের ভাল করুন। মোদের সব্বারই মালটুকু বড্ডি ভাল নেগেচে।

কা। " তা আমি অস্বীকার কচ্চি না। কিন্তু এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় শয়ন কর। নিদ্রা যাওয়া অপেক্ষা এই সমস্ত ভালমানুষের ধন প্রাণ রক্ষা করাই আমার পক্ষে অধিক সঙ্গত। যাহা হউক গোলক তুমি যদি আমার কাণের ঘা খানা আর একবার পরিষ্কার করিয়া ঔষধ লাগাইয়া দিতে, তাহা হইলে ভাল হইত। এটীতে আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দিতেছে। "

গোলক ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিল। একজন কিরাত ক্ষতস্থান দর্শন করিয়া গোলককে ক্ষান্ত হইতে কহিল এবং যাহাতে শীঘ্র আরাম হইয়া যায়, এমন এক উৎকৃষ্ট ঔষধ লাগাইয়া দিতে চাহিল। পরে কিরাত এক-প্রকার বন্যপত্র আনিয়া, দন্তে চর্ব্বণ করিয়া, অল্পমাত্র লবণ সংযোগে ক্ষত-স্থানে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিল। বলিয়া রাখিল, আর কোন ঔষধেরই প্রয়োজন

হইবে না। বাস্তবিক পাঠকগণও জানিতে পারিবেন, কিরাত যাহা বলিয়া দিল, পরিণামে তাহার কিছুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিল না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কান্তিরামের নিকট যে সকল কিরাত বসিয়াছিল, তাহাদিগকে অপর কিরাত আসিয়া যাহা বর্ণন করিল, তাহার বিবরণ।

ইহার অব্যবহিত পরেই অপর কিরাত যুবক একভার খাদ্য দ্রব্য মস্তকে করিয়া সন্নিহিত গ্রাম হইতে উপস্থিত হইল। ভার মস্তকে হইতে নামাইয়া সকলকে ডাকিয়া কহিতে লাগিল।

ভাই সকল। আজ্ গাঁএর ভেতর কি হয়েচে, তোরা কি জান্তে পেরিছিস্?

তাহাদিগের মধ্যে একজন কহিল, "আমরা কেমন করো জান্‌বো?"

যুবক পুনরায় কহিল, তবে শোন্। যোগজীবন বল্যে আমাদের এখেনে সেই এক সন্নিসী ঠাকুর ছিল জানিস্; ভাই। আজ্ ভোরে সেই তি মরে গিয়েছে। শুন্‌লাম ধনেশ ঠাকুরের মেয়ে মেঘমালার ওপর তার বড় মন হইছিল। কিন্তু ভাই মেঘমালা তাকে বে কত্তি চায় নি। তাকে না পেয়ে, নিরেশ্বাস হয়ে নাকি যোগজীবন ঠাকুর মরে গিয়েছেন। ভাই। তোরা বোদ্ করি দেখে থাক্‌বি—সেই যে মেয়েটা জুগিনী সেজে আমাদের এই বনে বনে পাল চরিয়ে বেড়ায়, সেইতিই মেঘমালা।

কি, কি। ওরে তুই তো সেই মেঘমালার কথা বল্‌চিস্। তারে আবার এখানকার কে না চেনে?

প্র, কি। ওরে হাঁরে হাঁ—সেই মেঘমালার কথাই বল্চি। যোগজীবন ঠাকুর মর্বার ‍সময় একখানা কাগচে লিখে রেখে গেচেন, যে ঐ খাড়া পাহাড়তার পাশে যে এট্টা পাকুড় গাছ আছে; সেই পাকুড় তলার ঝরণার ধারে তাঁর শব্ পোড়াতি হবে। যে গোল উঠেচে, আর গাঁয়ের নোক গুনো যোগজীবন ঠাকুবিব কথা মনে করো যেমন যেমন বল্‌তি নেগেচে, তাতে বুঝ্‌দি পাল্লাম, যোগজীবন ঠাকুর সেখেনেই সেই মেয়েটাকে সব্ পের্‌থম দেখ্‌তি পান্। তিনি সেই কাগচ খানায় আরও কি কি লিখে রেখে গেচেন। তা পুরুঠাকুর কর্‌বে না বল্যে বসে আছে। বলে, সে সব কল্লি নাকি যবান হত্তি হবে। কিন্তু ভাই। যোগজীবন ঠাকুরির সঙ্গে যে এট্টা সেঙাদ আছে—সেটাও রে ভাই। সেই সন্নিসী সেজে সেজে বেড়ায়—সে বল্‌চে, যোগজীবন মর্‌বার সময় যা যা বলে গিয়েচে, তার এক-চুলও তফাৎ হতি দেবো না। এই নিয়ে সমস্ত গাঁ খানা একবারে হুল-থূল হয়ে যাচ্চে। তার পর এখন সেঙাদির কথাই ঠিক হয়েছে। কাল্ ভোরে তারা ঐ ঝরণার ধাবে শব্ পোড়াত্তি আস্‌বে। কাল এট্টা সেখানে খুব কাণ্ড হবে। কাল্ কিন্তু সেখানে গেলি, ফিরে আসা যাবে না। তা হলিও ভাই সেখানে যাতি হবে।

কাঙ্গালী কহিল, আমরাও নিশ্চয় যাবো। পালটী কাল কে রাখ বে এখন স্থির ত্তি খেল্যে তাই দেখা উচিত।

তৃ, কি। কাঙ্গালি তুমি ভাল কথাই বল্‌চো কিন্তু ভাই। আজ সর্ক্বি খেল্‌তি হবে না। আমিই তোমাদের সকলের হয়ে ঘরে থাকবো। আমি যাচ্চিনে বল্যে ভেবো না, যে আমার আমোদ কর্ত্তে কি দেখ্‌তে শুন্‌তে ইচ্ছে নেই। সে দিন ভাই। আমার পায়ে একটা বড় কাঁটা। ফুটিছিল তাতেই পায় বড় দরদ হয়েছে, তত্তদূর হাঁটিতি পারবো না।

কাঙ্গালী। আমরা সকলেই আপনার গুণে বড় বাধ্য হলেম। আমাদের যে কি উপকার কল্লেন, তা একমুখে বলে শেষ কর্ত্তে পারিনে।

কান্তিরাম মৃতের এবং যোগিনীর বিবরণ শুনিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন। কাঙ্গালীকে উপরোধ করিলেন। কাঙ্গালী বলিতে আরম্ভ করিল।

'মৃত মহাশয় একজন ধনশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। এই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী একখানি গ্রামের অধিবাসী। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত কাশীতে শাস্ত্র শিক্ষা করেন। পাঠ সাঙ্গ হইলে, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞানী হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আইসেন। বিশেষতঃ শুনিয়াছি, তিনি বিদ্যাবলে নক্ষত্রগণের এবং চন্দ্র সূর্য্যের গতিবিধি জানিতে পারিতেন। দেখিয়াছি, কোন্ সময়ে রাহুতে গ্রাস করিলে, চন্দ্রসূর্য্যে গ্রহণ লাগিবে, তাহা তিনি অনেক দিন ঠিক্ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

কান্তিরাম হঠাৎ বাধা দিয়া কহিলেন " দেখ, কাঙ্গালী, পৃথিবীর সহিত ঐ দুইটী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পরস্পরসমসূত্রপাতকে গ্রহণ কহে—রাহুর গ্রাসে গ্রহণ হয় না।

কাঙ্গালী কান্তিরামের ভ্রম সংশোধনে মনোযোগ না দিয়া, ক্রমাগত গল্প বলিতে লাগিলেন " কোন বৎসরে জন্মা এবং কোন বৎসরে অজন্মা হইবে তিনি তাহাও গণিয়া বলিয়া দিতেন। '

কান্তিরাম কহিলেন " তোমার ' অজন্মা ' বলা উচিত। "

কাঙ্গালী কহিল, " অজন্মা আর অজম্মা দুইই এক। হাঁ তার পর বলিতেছি শ্রবণ করুন্। তাঁহার পিতা ও আত্মীয় স্বজন তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, ক্রমে ক্রমে বিলক্ষণ ধনশালী হইতে লাগিলেন। প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহারা পুত্রের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। তিনি বলি-

তেন, এই বৎসর যব বুনুন, গম বুনিবেন না; এই বৎসরে ধান্য রোপণ করুন, যব বুনিবেন না,—পর বৎসরে প্রচুর তৈল জন্মিবে, পর পর তিন বৎসর একবিন্দুও বৃষ্টি পতিত হইবে না।

কান্তিরাম কহিলেন, কাঙ্গালী! এই শাস্ত্রকে জ্যোতির্ব্বিদ্যা কহে।

কাঙ্গালী কহিল, "আমি জানি না, ইহাকে কি বলিয়া থাকে। কিন্তু বলিতে পারি, তিনি এই সমুদয় বিষয় ও আরও কত কত বিষয় জানিতেন। যাহাহউক, সংক্ষেপে বলিতেছি, তিনি কাশী হইতে আসার পরে কয়েক মাস না যাইতে যাইতে, একদিন শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতের বেশ ত্যাগ করিয়া, উদাসীন যোগীবেশ ধারণ করিলেন এবং আষাঢ়-দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র লইয়া, এইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার একজন পরম বন্ধুও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম জ্যোতিশ্চন্দ্র। জ্যোতিশ্‌ যোগজীবনের একপাঠী ছিলেন। বন্ধুর ন্যায় তিনিও যোগীবেশ ধারণ করেন। মৃত যোগীজীবন কবিতা ও নাটক রচনায় যে কেমন অসাধারণ লোক ছিলেন, আমি তাহা পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়াছি। তাঁহার এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, যে তিনি অনেকগুলি মনোহর সঙ্গীত ও একখানি উৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। গ্রামের ছেলেরা তাহা লইয়া অদ্যাপিও অভিনয় করিয়া থাকে। তাঁহার সেই গানগুলি এবং নাটক খানি এখানকার সকলের নিকট সমান আদৃত হইয়া রহিয়াছে। গ্রামস্থ লোকেরা উভয় বন্ধুকেই হঠাৎ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, এরূপ উদাসীন বেশে ভূষিত দেখিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইল। কিন্তু কি কারণে তাঁহারা এরূপ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিল না। এই সময়ে যোগজীবনের পিতার মৃত্যু হয় এবং যোগজীবন ভূসম্পত্তি পশুপাল ও নগদ টাকায় একটী প্রকাণ্ড বিষয়ের একমাত্র অধিপতি হন।

সেই অতুল বিষয়ের আর কেহই অংশভাগী ছিল না। বস্তুতঃ যোগজীবনও সেই সমস্তের একাধিপত্য পাইবার সমযোগ্য। তিনি সঙ্কোচিত সাধু, দাতা ও পুণ্যাত্মাগণের অনন্য মিত্র ছিলেন। তাঁহার মুখখানিও সর্ব্বদা লাবণ্যসাগরে ভাসমান থাকিত। কিছুদিন পরেই জানিতে পারা গেল, তিনি মেঘমালার প্রণয়ে একান্ত আসক্ত হইয়াছেন। অকস্মাৎ বেশ পরিবর্ত্তনের অন্য কোন কারণ নাই, কেবলমাত্র যোগিনী মেঘমালার সঙ্গলাভ করিতে পারিবেন ভাবিয়াই, যোগীবেশ স্বীকার করিয়াছেন। এই নিষ্কামা যুবতী কে একণে আপনাকে তাহাই বলিতেছি। ফলতঃ ইহা আপনার অবগত হওয়াও উচিত। আপনি দেবতাগণের ন্যায় চির-জীবি হইলেও বোধ হয়, আপনার জীবনমধ্যে ইহার অনুরূপ কুত্রাপি শুনিতে বা দেখিতে পাইবেন না।

কান্তিরাম কিরাতের ভ্রমপূর্ণ পদটী শুনিতে না পারিয়া কহিলেন, "দেবতারা চিরজীবি নহেন—তোমার দীর্ঘজীবি বলা উচিত।"

কথায় কথায় ভ্রম সংশোধন করিতে দেখিয়া, কাঙ্গালী বিলক্ষণ বিরক্ত হইলেন, কহিলেন—

"মহাশয়। যদি আপনি এরূপ কথায় কথায় ভুল ধরিতে যান, তাহা হইলে আমি ইহা এক বৎসরেও শেষ করিতে পারিব না।"

কান্তিরাম কহিলেন, মিত্রবর কাঙ্গালি! অপরাধ মার্জ্জনা কর। গল্পটী বলিয়া যাও—আর আমি তোমাকে বাধা দিব না।"

কাঙ্গালী পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমাদিগের এই গ্রামে যোগজীবনের পিতা অপেক্ষাও সমধিক বিভবশালী ধনেশ রায় (৮) নামক একজন ব্রাহ্মণ মহাজন ছিলেন। বিধাতা তাঁহাকে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী করিয়াও, ক্ষান্ত হন নাই। তদ্ভিন্ন তাঁহাকে এক কন্যারত্ন

প্রদান করেন। কন্যার সর্ব্বজনপূজিতা প্রসূতি সন্তান প্রসব করিয়া, সূতিকা গৃহেই লোকযাত্রা-সম্বরণ করেন। তাঁহার রূপের কথা অধিক কি বলিব, আমার বোধ হইতেছে যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি, দেহের এক পার্শ্বে ভগবান মরীচিমালী এবং অন্য পার্শ্বে পরম শোভাকর নিশানাথ প্রভা বিস্তার করিয়া, রমণীর দেহপ্রভা আলোকিত করিতেছেন। সুসম্পন্না গৃহিণী ও অনাথদরিদ্রগণের পরম মিত্র ছিলেন বলিয়াই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়া। নিম্নোক্তের নিমিত্ত বোধ হয়, তাঁহার আত্মা এখনও সশরীরে স্বর্গে বিরাজ করিতেছে। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা ভার্য্যার বিয়োগে ধনেশ শোক সন্তপ্ত হইয়া, অচিরেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। অপরিণত বয়স্কা অনাথিনী মেঘমালা জনকজননী বিহীনা হইয়া, পিতৃব্যের আশ্রয়ে লালিত ও পালিত হইতে লাগিলেন। পিতৃব্য যাজক বৃত্তি অব লম্বন করিয়া সন্নিহিত গ্রামেই বাস করেন। মেঘমালা দিন দিন এমন অলৌকিক লাবণ্য সহকারে বর্দ্ধিতা হইতেছেন যে, তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার মাতৃমূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ স্মৃতিপথে উদিত হয়। তদীয়া জননী রূপরাশির অতুল প্রতিমা ছিলেন বটে কিন্তু কন্যার লাবণ্যজাল তদপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ ও প্রভাময় বোধ হইতেছে। যখন মেঘমালা চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ সীমায় পদার্পণ করেন, তখন নির্ম্মাণ চতুর বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া, কেহই তাঁহার নিরুপম সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিতে পারেন নাই। আলোকসামান্য সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া, অনেকেই তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ বা ক্ষিপ্ত হইয়া, এই বনভূমি বিদলন বরতঃ ঊর্দ্ধশ্বাসে বেড়াইতেছেন। তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে বিলক্ষণ সতর্কতা সহকারে এবং বিশেষ সংগোপনে রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রূপযৌবনের কথা এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, শুদ্ধমাত্র

এই গ্রাম হইতেই নহে, দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া, কেহ বা দেহবত্বের আশয়ে, কেহ বা বিভবসম্পত্তির লোভে পিতৃব্যের নিকট কন্যার পাণি প্রার্থনা করিতেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে বলিতে কি, পিতৃব্য একজন ধর্ম্ম পরায়ণ সাধু ব্রাহ্মণ। পরিণয় কালপ্রাপ্ত হইবামাত্র, যদিও তিনি মেঘমালার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন, কিন্তু কন্যার অমতে উহা সমাপন করিতে কদাপি ইচ্ছা করিলেন না। মেঘমালার বিপুল বিভবের প্রতি সুতীক্ষ্ণ কুটিল দৃষ্টিপাত করিয়াও, যে বিবাহকার্য্য স্থগিত রাখিয়াছিলেন, তাহাও নহে। সত্য কথা বলিতে কি, এতৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মণের প্রসংশা ও সাধুবাদ এই ক্ষুদ্র পল্লীর শত শত স্থান হইতে অজস্র বর্ষিত হইয়া থাকে। মহাশয়! বোধ হয় আপনিও বিশেষ রূপে অবগত আছেন যে, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীসকলে সদসৎ প্রত্যেক বিষয়ই বহুল পরিমাণে আন্দোলিত হয় এবং প্রত্যেক বিষয়ই কিছু না কিছু নিন্দিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উচ্চপদস্থগণের কথার ত কথাই নাই। তজ্জন্যই নিবেদন করিতেছি, সকলের লক্ষ্যস্থল একজন যাজক ব্রাহ্মণ যখন এরূপ পল্লীগ্রামে থাকিয়া, যাজকবৃত্তি অবলম্বন করতঃ সাধারণের বিশেষ প্রসংশাপাত্র হইয়াছেন, তখন তিনি নিরতিশয় সাধু ও সদাশয়।

কান্তিরাম প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কহিলেন, " যথার্থ কথাই বলিতেছ। যাহা হউক এক্ষণে পুনরায় বলিতে আরম্ভ কর। গল্পটী অতি উৎকৃষ্ট বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ কাঙ্গালি! তুমি ইহা অতীব সৌন্দর্য্য সহকারে বর্ণন করিতেছ।

কাঙ্গালী। মহাশয়! আমার সৌন্দর্য্য কিছুই নাই, যাহাই বলুন, সমস্তই আপনার কৃপা। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন বিধাতার সৌন্দর্য্যলাভে বঞ্চিত না হই, এখন তার পরে বলিতেছি, শ্রবণ করুন্।

পিতৃব্য পাণিপ্রার্থী পাত্রগণের বিভবসম্পত্তি কুলমর্য্যাদা প্রভৃতি সমস্তেরই সবিশেষ পরিচয় প্রদান করতঃ মনোমত পাত্রে বর-মাল্য অর্পণ করিতে পরামর্শ দিয়া ভ্রাতৃষ্পুত্রীর নিকট তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু মেঘমালা শুনিয়া সখীমুখে উত্তর পাঠাইলেন, আজিও আমার বিবাহের সময় হয় নাই। এরূপ অল্প বয়সে আমি কখনই পরিণয় ভার বহন করিতে পারিব না। পিতৃব্য আপাততঃ এই প্রতিবাদেই সন্তুষ্ট হইয়া নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশে বিরত হইলেন এবং কন্যা যতদিন বয়ঃপ্রাপ্ত না হন এবং আপন অভিমত বর নির্দ্ধারণ করিতে না পারেন, ততদিন কালপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পিতৃব্য বলিতেন—বাস্তবিক বলাও উচিত—সন্তান সন্ততিগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগের বিষয়ে হস্তার্পণ করা, নিতান্ত অন্যায় ও সাধুবিগর্হিত। কিন্তু হায়! ইহা আমাদিগের মনে একদিনের নিমিত্তও উদিত হয় নাই যে, রমণীবক্ষ মেঘমালার চিত্তবিপর্য্যয় সংঘটিত হইবে—সেই নিখিল গিরিগুরুত্ব নিমেষ মধ্যেই বিচলিত হইয়া উঠিবে।—অকস্মাৎ এক দিন শুনিলাম, ব্রীড়াসঙ্কুচিতা উদ্যানলতা মেঘমালা গুরুজনের অপেক্ষা না করিয়া, পিতৃব্যের সম্মতি না লইয়া, প্রতিবেশীগণের অনুরোধে উপেক্ষা করিয়া, পাশুপতব্রতধারিণী যোগিনীর বেশ পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং এই পর্ব্বতাধিষ্ঠাত্রী মহামায়ার মন্দিরপালিত যোগিনীগণের সহিত পর্ব্বতপ্রান্তরে দেবীর পূজার্হ পশুপালচারণে দীক্ষিতা হইয়াছেন। মহাশয়! সাধারণ সমীপে সর্ব্বজনমুগ্ধকরী সেই সুবর্ণলতিকার এই প্রথম সমাগম—দর্শক মণ্ডলীর নয়নে তাঁহার সুষমাসার রূপরাশির এই প্রথম সন্নিপাত।—বলিয়া উঠিতে পারি না, কতশত অতুল বিভবশালী কুবের কুমার বা কতশত দেবোপম সম্ভ্রমশালী যুবজন সেই বরবর্ণিনীর রূপযৌবনে বিমো

ক্ষিত হইযা, যোগবত তাপসবেশ ধারণ করিয়াছিলেন এবং পাণি-পীড়নের প্রার্থনায় তাঁহার অনুসরণক্রমে এই প্রান্তবভূমি পর্য্যটন করিতেন। উপবত তাঁহাদিগেরই অন্যতম। শুনিয়াছি, তিনি মেঘমালাব উপর প্রীতি সংস্থাপন অপেক্ষা তাঁহাকে যেন বিমানবিহাবিণী দেবীমূর্ত্তি ভাবিযাই পূজা কবিতেন। কিন্তু মহাশয়! যদিও মেঘমালা এক্ষণে স্বাধীন এবং অনন্তাকাশেব মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনী, যদিও তিনি এক্ষণে সামান্যরূপে শাসনাধীন ছিলেন, অথবা কিছুবই অধীন ছিলেন না, যদিও তিনি এক্ষণে জীবন সাগবেব সচল স্বাধীন মীন, তথাপি ভাবিবেন না, তাঁহার বিচক্ষণতা ও সুকুমাব সতীসম্ভ্রমের উপর সন্দেহকণিকাব রেখামাত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। সম্ভ্রমের উপর তাঁহার দৃষ্টি বহুল তীক্ষ্ণ ও মহত্তব ছিল, যাঁহাবা তাঁহাব সহচর্য্যা এবং পাণিপ্রার্থনাব ইচ্ছা কবিয়াছিলেন, তাঁহাবা কেহই সাহঙ্কাবে বলিতে পারেন নাই, অথবা পাবিবেন ও না, যে আমিই মেঘমালাব হৃদয়লাভের বিন্দুমাত্র আশাও প্রাপ্ত হইযাছি। মেঘমালা তাপসকুমাবগণের সহিত আলাপসহবাসপবিশূন্য ছিলেন, তাহাও নহে। তাঁহাদিগের সহিত তিনি সাধু ও মিত্রভাবে আলাপ কবিতেন। ঘটনাক্রমে কোন দিন যদি কেহ স্বকীয় মনোরথ প্রকাশে সাহসী হইতেন এবং সেই মনোরথ যদি বিবাহের ন্যায় পবিত্র এবং সাধুপথাবলম্বিতও হইত, তাহাহইলে মেঘমালা তৎক্ষণাৎ বাণাসন বিচ্যুত নিশিত শরেব ন্যায় তথা হইতে প্রস্থান করিতেন। মেঘমালা গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এপ্রদেশের যাদৃশ অপকার করিতে না পাবিতেন, এরূপ উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, তদপেক্ষা অধিক অপকাব সাধন করিতেছেন। তাঁহার অলোকসামান্যরূপপ্রভালে এবং প্রকৃতিমধুর ব্যবহারে সকলেরই অন্তর দ্রবীভূত হয়। ক্ষণমাত্র তাঁহার সহিত

আলাপ করিলে, সকলেরই চিরজীবন সহচর্য্যা ও অনন্ত প্রীতি সংস্থাপনের প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু তাঁহার চিরসঙ্গিনী উপেক্ষা এবং সবল প্রত্যাখ্যান বাণী তাঁহাদিগকে পরক্ষণেই নিরাশ সাগরে নিক্ষেপ করে। সেই সময়ে তাঁহাকে কি বলিতে হইবে, কেহই অবধারণ করিয়া উঠিতে পারেন না। কেবলমাত্র নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, গর্ব্বিত এবং যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করিলে, তাঁহার অদৃষ্টচর অভূতপূর্ব্ব চরিত্র স্পষ্টাভিধানে হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই সকলই প্রয়োগ করিয়া, উন্নতকণ্ঠে ভর্ৎসনা'ও মনের আক্ষেপ নিবারণ করিয়া থাকেন। মহাশয়। যদি আপনি কিয়ৎক্ষণ এইস্থানে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইবেন, অদ্যাপিও অনুসরণ তৎপর, উপেক্ষিত পাত্রগণের কাতরাক্ষেপ বাক্যে এই মহীধরগণ এবং ঐ দূরপ্রসারিত উপত্যকাভূমি অনুক্ষণ আকুলিত এবং প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইহার অনতিদূরেই একটী তরুগহন আছে। সেইস্থানে বিংশতি বা ত্রিংশৎ প্রকাণ্ড শাল মহীরুহ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাদিগের মধ্যে যাহাতে মেঘমালার নাম ক্ষোদিত বা লিখিত হয় নাই, এমন একটী পাদপও দৃষ্টিগোচর হয় না। কতকগুলির উপর এক একখানি মুকুট অঙ্কিত রহিয়াছে, বোধ হয় যেন সৌন্দর্য্য গরিমায় মেঘমালাই মুকুট পরিধানের যোগ্যপাত্রী—তিনিই রূপরাজ্যের অদ্বিতীয় অধিশ্বরী—ইহাই স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, প্রণয়ীজন সেই সেই মুকুট ক্ষোদিত করিয়াছেন। কোনস্থানে একব্যক্তি অনবরত বিশাল কাতর নিশ্বাস বিসর্জ্জন করিতেছেন, কোন স্থানে অপরের বিলাপ ও আক্ষেপ ধ্বনিতে গগণতল বিভিন্ন হইতেছে, কোথাও পাণিপ্রার্থী বিরহীর সুললিত মধুর তানের লয় উঠিয়াছে, কোথাও নিরাশ প্রণয়ীর সকরুণ প্রেমগাঁথায় হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, কেহ কোন বিটপী

বা মহীধরের তলভাগে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহন করিবে, ভগবান্ কমলিনীনায়ক আজি তাঁহাকে যেস্থানে যে অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, কালি প্রত্যূষেও তাহাকে সেইস্থানে সেই অবস্থায় অবস্থিত দেখিতে পাইবেন; একবার নিমিষের নিমিত্তেও অভাগার অশ্রুপূর্ণ নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইবে না, দুস্তর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায়, জড়পিণ্ডের ন্যায়, স্পন্দহীন কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিবে, কেহ বা অবিশ্রান্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ কৃপানিধান বিশ্বেশ্বরের নিকট স্বকীয় করুণ আক্ষেপ নিবেদন করিয়া, নিদাঘ মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত বালুকাস্তূপে বিসারিত দেহে শয়ান থাকিবে। এই শোচনীয় মুমূর্ষাবস্থাতেও সেই ভুবনমোহিনী মেঘমালা স্বাধীন এবং অনার্ত্তবেদন হইয়া, সকলের হৃদয় হরণ করতঃ অনাকুলিত ও অব্যাহত চিত্তে ভ্রমণ করিবেন। মহাশয়! পরিণামে যে কি অভূতপূর্ব্ব অনর্থ সংঘটিত হইবে, তাহাই জানিবার নিমিত্ত আমরা সকলেই অধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছি। জানি না, কোন্ ভাগ্যধর পুরুষবর এই দুর্দ্দম্য হৃদয়ের বিজয়-সাধন এবং নিরুপম রূপসম্পত্তির সম্ভোগে অধিকারী হইবেন। যাহা যাহা বর্ণনা করিলাম, সমস্তই প্রকৃত ঘটনা। তাহাতেই বিশ্বাস হইতেছে যে, যোগজীবনের মৃত্যু সম্বন্ধে সঙ্গী যে কারণ নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাও বিশ্বাস যোগ্য। আমরা প্রার্থনা করি, আপনিও কল্য সেই দর্শনীয় শবসৎকার কার্য্য দেখিতে চলুন্। কল্যকার সমারোহ নিতান্ত সামান্য হইবে না বোধ হইতেছে। কারণ যোগজীবনের অনেক বন্ধু ও আত্মীয় স্বজন আছেন, তাঁহারা সকলেই এই সময়ে উপস্থিত হইবেন, সংশয় নাই। বিশেষতঃ নিরূপিত সৎকারস্থানও এখান হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে।

কান্তিরাম কহিলেন, "আমি কল্য নিশ্চয়ই তথায় উপস্থিত হইব।

কিন্তু কাঙ্গালী। তুমি আজি এই সুমধুর হৃদয়গ্রাহী গল্প বলিয়া, আমাকে যেরূপ পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট করিয়াছ, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলাম এবং তোমাকে শত শতবার ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কাঙ্গালী কহিল, "মহাশয়। আমি মেঘমালার প্রেমার্থীগণের অর্দ্ধেক কার্য্যও বর্ণন করিতে পারি নাই। কালি প্রত্যুষে যাইবার সময় অপরাপর গোপালগণের মুখে আরও কত অভিনব বিষয় শুনিতে পাইবেন। যাহা হউক এক্ষণে আপনি কোন একখানি গোগৃহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাত্রি যাপন করুন্। আমি যে প্রলেপ প্রদান করিয়াছি, তন্নিবন্ধন আপনার ক্ষতভাগের কোন অপকার সম্ভাবনা নাই, তথাপিও আর অধিকক্ষণ এই সুশীতল নিশার শিশিরপাতে বসিয়া থাকিবেন না।"

এতক্ষণ গোলক একদিকে নীরব হইয়া বসিয়াছিল, মনোহর গল্পের বিন্দুমাত্র রসাস্বাদও তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করাইবার ইচ্ছায় কান্তিরামকে কাঙ্গালীর গৃহে শয়ন করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ উপরোধ করিতেছিল। কান্তিরাম অগত্যা স্বীকৃত হইলেন এবং মেঘমালার উদ্ভ্রান্তচেতা প্রেমার্থিগণের ন্যায়, রাজ্ঞী কমলমালিনীর ভাবনায় আকুল হইয়া, অবশিষ্ট রজনী অতিবাহন করিলেন। গোলক রোজিনাস্তি এবং নিজ গর্দ্দভের মধ্যস্থলে নিজ শয়ন স্থান নিরূপণ করিল। নিরাশ প্রণয়ীজনের অন্তরের ন্যায় তাহার অন্তর আকুল নহে,—অস্থিচূর্ণ বিকলাঙ্গ আহতের ন্যায় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

যোগিনী মেঘমালার গল্পের উপসংহার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ঘটনা।

উষাদেবী পূর্ব্বাশার কোমল যবনিকা ভেদ করিয়া পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইলে, পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন কিরাত গাত্রোত্থান করিয়া, মলয়েশ্বর মহারাজ কান্তিরাম সিংহের নিদ্রাভঙ্গ করিল এবং তিনি পূর্ব্বস্বীকৃত সৎকার দর্শনে গমন করিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিল। উহারা সেই সময়েই গমনোদ্যোগ করিবাছিল, মহারাজ স্বীকৃত হইলে, তাঁহাকেও সেই সঙ্গে লইয়া যাইবে। শুনিবামাত্র মহারাজ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন এবং পার্শ্ববিহারী পারিষদ গোলকচাঁদকে ডাকিয়া অশ্বসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। গোলক আজ্ঞামাত্র প্রভুর আদেশ পালন করিল। পরিশেষে সকলেই তৎক্ষণাৎ নির্ণীত স্থলাভিমুখে এক সঙ্গে যাত্রা করিলেন।

সার্দ্ধক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া, কিরাতগণ এক চতুষ্পথ অতিক্রম করিতেছে, এমন সময়ে অপর ছয়জন কিরাত সেইস্থানে উপস্থিত হইল। আগন্তুকগণের দেহ পশুচর্ম্মে সম্বৃত, মস্তক বন্যপুষ্পমালায় পরিবেষ্টিত এবং হস্তে যত্নসাধ্য আরক্তিম সুদীর্ঘ বংশযষ্টি। তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপর দুইজন ভ্রমণোচিতবসনপরিহিত অশ্বারূঢ় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। তিনজন ভৃত্য পাদচারে সম্ভ্রান্তদ্বয়ের অনুসরণ করিতেছিল। দুইদল পরস্পর সম্মুখীন হইবামাত্র সময়োচিত সম্বর্দ্ধনা ও সৎকারাদি সমাপ্ত হইল। পরিশেষে যোগজীবনের অদৃষ্টপূর্ব্ব সৎকারদর্শনার্থী কথায় কথায় প্রকাশিত হইলে, সকলেই একসঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন।

আগন্তুক জনৈক অশ্বারোহী সমভিব্যাহারীকে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন,—

"সুরতসিংহ। এই সৎকার দর্শনের নিমিত্ত আমাদিগের বিলম্ব হইতেছে বলিয়া দুঃখিত হইও না। কিরাতগণ নিধনকারিণী যোগিনী এবং উপরত যোগীর যেরূপ আশ্চর্য্য বিবরণ বর্ণন করিয়াছে, তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহই অত্যাশ্চর্য্য এবং অলৌকিক ঘটনা বলিয়া বোধ হইতেছে।"

অ "আমারও তাঁহাই বোধ হয়। একদিনের কথা কি বলিতেছেন, ইহার নিমিত্ত চারিদিন অপেক্ষা করিতে হইলেও, বোধ হয় ক্লেশ বোধ হইবে না।"

এই সময়ে কান্তিরাম অশ্বারোহীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা মেঘমালা ও যোগজীবনের বিষয় কি শুনিয়াছেন?"

পথিক উত্তর করিলেন, "আমরা আজি প্রত্যূষে এই কিরাতগণের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। শোকসূচক বসন পরিধান করিতে দেখিয়া, ইহাদিগের শোকের কারণ জানিতে ইচ্ছা করিলাম। পরিশেষে উহাদিগের একজনের মুখেই মেঘমালানাম্নী যোগিনীর অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য, অদ্ভুতপূর্ব্ব স্বভাব এবং তাঁহার প্রতি অনুরাগী শত শত যুবজনের প্রণয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে যোগজীবনের মৃত্যু ঘটনাও জানিতে পারিয়াছি।"

কান্তিরাম কাঙ্গালীর নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, আগন্তুক সম্ভ্রান্তের নিকটেও তাহাই শুনিতে পাইলেন।

প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইলে, সুরতসিংহ অভিনব প্রস্তাবের অনুষ্ঠান করিলেন। এতাদৃশ কুশলশীল প্রদেশের মধ্য দিয়া সশস্ত্র গমন করিবার কারণ কি,

ইহাই কান্তিরামকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; কান্তিরাম শুনিবামাত্র কহিতে লাগিলেন —

"আমি যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে অন্যরূপে যাইবার ব্যবস্থা নাই। দুর্ব্বল পারিষদ এবং ব্যসনপর কাপুরুষগণের নিমিত্তই উৎসব, আমোদ এবং বিশ্রামাদির সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু পরিশ্রম, অশান্তি এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি কেবলমাত্র বীরধর্ম্মনিরত বীর্য্যবান্ পুরুষগণের নিমিত্তই আবিষ্কৃত। আমি শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং যদিও সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য, তথাপি সংখ্যা গণনার একজন মাত্র।"

এই কয়েকটী কথা শুনিবামাত্র তাঁহারা কান্তিরামের বুদ্ধি বৈকল্য বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু কিরূপ প্রকৃতির বায়ুরোগগ্রস্ত জানিবার নিমিত্ত স্বরতসিংহ কান্তিরামকে কহিতে লাগিলেন,—

"মহাশয়। বীরধর্ম্ম বা বীরশ্রেণী কাহাকে কহে?"

কান্তিরাম কহিলেন, "মহাশয়। আপনি কি অদ্যাপিও শ্বেতদ্বীপের পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস পাঠ করেন নাই? তাহাতেই ত সর্ব্বগুণশালী অর্থর-নামা মহীপতির সুপ্রতিষ্টিত কার্য্যকলাপ সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে? শ্বেত-দ্বীপে তাঁহার বিষয়ে একটী প্রবাদ অদ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে, এবং বোধহয় তাহা আপামরসাধারণ সকলেই অবগত আছেন। জনরব, মহারাজ অর্থর কালগ্রাসে পতিত না হইয়া, ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাবলে বায়সরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং কালে তিনিই পুনরায় রাজাসনে উপবেশন এবং রাজদণ্ড ধারণ করিবেন। তন্নিবন্ধন সেই সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত কোন শ্বেতদ্বীপ-বাসীই বায়স হনন করেন না। এই খ্যাতনামা ভূপতির রাজত্বকাল হইতেই বীরব্রতের সৃষ্টি হইয়াছে। মহারাণী বিন্ধ্যবাসিনীর (৯) সহিত সেনানায়ক বিক্কুপাক্ষের (১০) আভিসারিক প্রণয়, বর্ণনাকালে যেরূপ যেরূপ দেখিতে

পাওয়া যায়, প্রকৃত ঘটনাও তাহাই বটে। পরিচারিকা মদনিকাই তাঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তিনী এবং একমাত্র বিশ্বাসপাত্রী ছিল। তাহা হইতেই মলয়দেশে এই জনশ্রুতির সৃষ্টি হইয়াছে যে, "যৎকালে বিরূপাক্ষ পাশ্চাত্য জনপদ হইতে আগমন করেন, তৎকালে তিনি কামিনীগণের নিকট যেরূপ সমাদৃত ও সৎকৃত হয়েন, কোনকালেই কোন বীর তাদৃশ সৎকার ও সম্মান প্রাপ্ত হন নাই।" ইহার সহিত তাঁহার মনোহর আভিসারিক প্রণয় এবং কার্য্যকলাপও বর্ণিত হইয়াছে। সেইকাল হইতেই বীরব্রত লোকসমাজে লব্ধপদ এবং বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। এই ব্রতদীক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মহারাজ রমণীমোহন এবং তাঁহার পুত্র হইতে পঞ্চম উর্দ্ধ্ব পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেই, মহারাজ কাশীশ্বর এবং অশেষ কীর্ত্তিভাজন মহারাজ বৃহন্নলাই প্রধান ছিলেন। কিন্তু আজি কালি কেবলমাত্র মহাবল বিক্রমশালী ভূপাল অমরসিংহকেই এইব্রতে দীক্ষিত দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। এই মাননীয় মহাবংশগণই দিগ্বিজয়ী মহাবীর এবং যাহা বর্ণন করিলাম, তাহাকেই বীরব্রত কহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি একজন অধম প্রকৃতি মনুষ্য হইয়াও, এই ব্রতের অনুসরণে জীবন সমর্পণ করিয়াছি এবং প্রাগুক্ত মহোদয়গণ যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমিও সেই বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্যই বীরকার্য্যের অনুসন্ধানে এই গহন কানন এবং বিরল প্রদেশ সকল ভ্রমণ করিতেছি। আন্তরিক দৃঢ় সংকল্প যে, যতই বিপদ সকল হউক না কেন, দুর্ব্বল এবং নিগৃহীত ব্যক্তিগণের সাহায্যে দেহ ও বাহুবল বিনিয়োগ করিয়া, আর্ত্তের পক্ষ সমর্থন করিব।"

এই কথা শুনিয়াই, পথিকগণ কান্তিরামের চিত্তবিপর্য্যয়সম্বন্ধে বিমুক্তসন্দেহ হইল। তাঁহার এই অভাবনীয় ক্ষিপ্ততার কথা শুনিয়া, পূর্ব্বে সকলেই যেমন কৌতুকাবিষ্ট এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল, ইহাঁদিগেরও

তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। সুরত সিংহ একজন বিচক্ষণ এবং সুরসিক পুরুষ ছিলেন। আমোদ প্রমোদে পথক্লেশ শান্তি করিবার আশয়ে, তিনি কান্তিরামের প্রিয় প্রসঙ্গেরই পুনরুত্থাপন করিলেন। কহিলেন,

"মহাবীর! বলিতে কি, আমার মতে আপনি মানবদেহধারণ করিয়াও দেব দুঃসাধ্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। বোধ হয়, প্রায়োপবিষ্ট নিষঙ্গ যোগতাপসগণের অনাহারে তপশ্চর্য্যাও, ইহা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন এবং দুঃসাধ্য নহে।"

কা। "না সেরূপ তপশ্চারণ ইহার মত কঠিন বটে, কিন্তু ধরণীতলে সেরূপ কঠোর তপস্যার আবশ্যকতা আছে কি না, তাহাতেই আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। সত্য কথা বলিতে কি, একজন সৈনিক কর্ম্মচারী অধিনায়কের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেও, সে আদেশকারী অধিনায়ক অপেক্ষা কোন ক্রমে হীনশক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কঠোর যোগরত তাপসগণ শান্তিপাদ আশ্রম কুটীরে বসিয়াই, জগতের ও আপনার ঐহিক পারমার্থিক মঙ্গল কামনা করেন; কিন্তু সৈনিক পুরুষ এবং বীরব্রত যোদ্ধৃগণ স্বকীয় অস্ত্র ও বাহুবলে ধরণীর সেই বাঞ্ছিত মঙ্গল প্রকৃত পক্ষেই সম্পাদন করিয়া থাকেন। বিরল কাননভূমি ইঁহাদিগের আশ্রয় স্থল নহে, সুপ্রশস্ত সমরাঙ্গন ইঁহাদিগের শান্তি নিকেতন, নিদাঘ প্রতপ্ত প্রচণ্ড তপনের দুঃসহ কিরণপাত, সুশীতল বারি সিঞ্চন এবং হিমানীর তুহিন বর্ষণই, মৃদুল মলয় সঞ্চরণ। ইঁহারাই ঈশ্বরের অবতার রূপে ধরণীতলে বিচরণ করেন, ঈশ্বরও ইঁহাদিগের দ্বারা স্বকীয় অখিল ন্যায় সর্ব্বত্র সমানরূপে পরিচালন করিয়া থাকেন। যখন যুদ্ধ এবং তদানুষঙ্গিক কার্য্যসমস্ত ক্লেশ এবং যত্ন ব্যতিরেকে সাধিত হয় না, তথন

শান্তিপূর্ণ বিজন কাননবাসী ঈশ্বর চিন্তাপরায়ণ তাপসগণ অপেক্ষা আমাদিগকে নিঃসন্দেহই সমধিক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

—তাহা বলিয়া আমি একথা বলিতে চাহি না, কিম্বা ক্ষণমাত্রও এ চিন্তা করি না যে, তপশ্চর্য্যা আমাদিগের যাদৃশ হিতকর, বীরব্রতও সেইরূপ। তবে আমি যেরূপ ভোগ করিতেছি, তাহা হইতে এই প্রমাণ করিতে চাহি যে, তপশ্চর্য্যা বীরব্রত অপেক্ষা নিঃসন্দেহই অধিক শ্রমজনক, অধিকতর কষ্টদায়ক, বহুল ক্ষুৎপিপাসাজনক, সমধিক দুঃখসঙ্কুল, এবং ভূয়সী অপবিত্র। প্রাচীনকালে এই ব্রত দীক্ষিত বীরগণ, অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া, জীবনকাল অতিবাহন করিয়াছেন। যদিও কেহ কেহ স্বকীয় বাহুবলে রাজাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদিগের দেহের রুধিররাশি অজস্র বর্ষণ এবং অনিয়মিত পরিশ্রমে দেহপাত করিয়াই লাভ হইয়াছে। কিন্তু ইহাও বলি, যদি ঐন্দ্রজালিকগণ কিম্বা উদার সুধীবর্গ তাঁহাদিগের সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে সেই জীবিত্ত আশায় নিরাশ এবং দিগন্ত বাসনায় বিফলকাম হইতে হইত।

পথিক। "আমারও তাহাই মত। কিন্তু বীরব্রতের মধ্যে একটী বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় এবং বিগর্হিত বলিয়া বোধ হয়। যখন বীরগণ মহান্ বিপদসঙ্কুল কার্য্যে নিয়োজিত হন, যখন তাঁহারা জীবনাত্যয়শঙ্কাসম্পন্ন কার্য্যেও দেহপ্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তখন তাঁহারা স্ব স্ব ইষ্টদেবের শরণাপন্ন না হইয়া, চরমকালে আর্য্যকুলাচরিত পূজনীয় যোগধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া, স্ব স্ব হৃদয়হারিণী কামিনীর স্মরণ গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তাঁহাদিগের আচরণ স্মরণ করিলে বোধ হয়, সেই সেই কামিনীগণই তাঁহাদিগের একান্ত ভক্তিপাত্র এবং মনোমন্দিরের শ্রেষ্ঠতম ইষ্ট দেবতা।"

কা। “কোনমতে ইহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই এবং যে কোন বীর ইহার অন্যথা করিবার ইচ্ছা করিবেন, তিনিই তাঁহার কর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ এবং নিয়ম ভঙ্গাপরাধে অপরাধী হইবেন। বীরধর্ম্মের চিরন্তন প্রথা এই, বীরব্রতদীক্ষিত বীরগণ তুমুল সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার সময় ভাবিবেন, তাঁহাদিগের হৃদয়হারিণী কামিনী সম্মুখে অবস্থিতা, তাঁহারা সেই জীবনসঙ্কট সংগ্রামেও যেন সেই সেই কামিনীরই সাহায্য প্রার্থনায় ও হৃদয় লাভের নিমিত্ত একান্ত লোলুপ রহিয়াছেন, সপ্রেমদৃষ্টিতে যেন তাঁহাদিগকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। যদি কেহই তাঁহার সেই প্রেমগর্ভ বীরবাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা না করেন, তথাপিও বীরবরকে অকপট অন্তরে অস্ফুটভাবেই সেই সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে। মহাশয়। যদি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি ইতিহাসে ইহার শত শত উদাহরণ দেখাইতে পারি। কিন্তু ইহা হইতেই এরূপ স্থির করিবেন না যে, বীরগণ তাদৃশ সঙ্কটকালেও সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার নাম গ্রহণ করিতে বিস্মৃত হন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও, তাঁহারা তাঁহার নাম লইবার শত শত সুযোগ পাইয়া থাকেন।”

পথিক। “যাহা হউক, এখনও আমার একটী সংশয় রহিয়াছে। আমি অনেকবার পাঠ করিয়াছি যে, প্রতিযোগী যোদ্ধৃদ্বয়ের তাদৃশ বাগ্বিন্যাসকালে এবং উভয়ের মনোমধ্যে ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইবার সময়ে, তাঁহারা সতত্ই অশ্বের গতি পরিবর্ত্তন এবং কুলালচক্রের ন্যায় দূরবিস্তারে সময়প্রান্তর পরিভ্রমণ করিয়া, পরস্পরকে আক্রমণের চেষ্টা করিয়া থাকেন; মধ্যে মধ্যে হৃদয়েশ্বরীর চরণতলেও দেহপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে ত্রুটি করেন না। পরিশেষে বিগ্রহের পরিণাম এই হয় যে, একজন বিপক্ষের বর্শাফলকে জর্জ্জরিত ও বিদ্ধ হইয়া,

প্রাণের দায়ে অশ্বের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া বসিয়া পড়েন এবং আপন অশ্বের গলদেশ সবলে বেষ্টিয়া ধরিয়া, সে যাত্রা ভূমিপতন হইতে নিজ দেহ রক্ষা করেন। মহাশয়! এমন সঙ্কটসময়ে প্রতি যোগী-বর কিরূপ ইষ্টদেবতার নাম গ্রহণের অবসর প্রাপ্ত হইবেন, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মনোমোহিনী কামিনীর অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রার্থনা আশয়ে, বিগ্রহকালে পরস্পরের যে বাক্যগুলি উচ্চারিত হয়, যদি তাহাই ইষ্টদেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় সর্ব্বাংশেই ভাল হইত। বিশেষতঃ সমস্ত বীরেরই যে নির্ব্বাচিত হৃদয়েশ্বরী আছেন, এরূপ বোধ হয় না। বীরব্রতনিরত বীরমাত্রই অনুরাগ পরতন্ত্র নহেন।"

কা। "সে কথা বলিবেন না। সমস্ত বীরই অভিমত হৃদয়েশ্বরী নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। গগণে তারকাবিকাশ যেমন প্রকৃতিসিদ্ধ, বীরগণের হৃদয়েশ্বরী নির্ব্বাচন এবং প্রেমোন্মত্ততাও সেইরূপ নৈসর্গিক ও স্বতঃ প্রয়োজনীয়। বলিতে কি, যাহাতে বীরগণের আভিসারিক প্রণয় বর্ণিত হয় নাই, এমন কোন ইতিহাসই দৃষ্টিগোচর হয় না। যে বীর হৃদয়েশ্বরী নির্ব্বাচন না করিয়া, এই বীরব্রতদীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাকে কখনই বীরধর্ম্মনিরত বীর বলিয়া গণনা করা যায় না, তিনি ভ্রষ্টাচার বীর অথবা এই বীরধর্ম্মরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গের গুপ্তপথাগত পরিপন্থী।"

পথিক। "আপনি যাহাই বলুন, আমিও আপনাকে ইহার প্রমাণ দর্শাইতে পারি। মহারাজ রমণীমোহনের ভ্রাতা হলায়ুধ কস্মিনকালেও প্রেয়সী নির্ব্বাচন করেন নাই। তথাপিও তিনি লোক সমাজে অনাদৃত না হইয়া, বরং বীর্য্যবান্, কীর্ত্তিভাজন বীর বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছেন।"

কা। "মহাশয়! চাতকের কণ্ঠরব শুনিলেই কি নিদাঘ অনুভূত

হইবে? না পিককণ্ঠের ললিত ঝঙ্কারেই মধুমাস সমাগত বিবেচনা করিবেন? রূপ নিধান রমণীমাত্রেই ত হলায়ুধের প্রণয়পাত্রী ছিল; তদ্ভিন্ন গোপনে গোপনেও তিনি পর প্রেমে একান্ত আসক্ত ছিলেন। হলায়ুধের ইহাই নৈসর্গিক প্রবৃত্তি এবং কোন রূপেই তিনি এ প্রবৃত্তির দমন সাধন করিতে পারেন নাই। কিন্তু সংক্ষেপে' বলিতেছি, নিশ্চয়রূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে, হলায়ুধ গোপনে একজন মাত্র কামিনীকেই হৃদয়রাজ্যের অধিশ্বরী করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সংগ্রাম কালে গোপনে গোপনে তিনি তাঁহারই অনুগ্রহ এবং সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। এইরূপ করিয়াই, হলায়ুধ আপনার শ্লাঘা বোধ করিয়াছেন।"

পথিক। "প্রণয়াসক্ত হওয়া, বীরধর্ম্মদীক্ষিত বীরমাত্রেরই যদি স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্য প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে ত আমরা সাহঙ্কারে বলিতে পারি, আপনিও যখন সেই ব্রতদীক্ষিত তখন আপনারও কেহ না কেহ প্রণয়পাত্রী আছেন। প্রেমভাব গোপন করিয়া, হলায়ুধ যেমন শ্লাঘা জ্ঞান করিতেন, আপনিও যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে আজি আমি সকলের হইয়া বলিতেছি, আপনার হৃদয়হারিণীর নাম ধাম, রূপ সৌন্দর্য্য এবং গুণপরম্পরা বর্ণন করিয়া, আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। আপনার ন্যায় পরোপকারী মহাবীর যে ভাগ্যবতী বরাঙ্গনার প্রেমপ্রার্থী, জগতে তাঁহার নাম যে বিদিত হওয়া, তাঁহার অল্প সুখের বিষয় নহে।"

হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া, এই স্থানেই কান্তিরামের এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইল। ধীরস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আমি তাঁহার চিরানুগত দাস, ইহা বিশ্ব সংসারে বিঘোষণ করিলেও, আমার সেই জীবন স্রোতের বিরূপ বল—হৃদয়ের প্রিয় শত্রু সন্তুষ্ট হইবেন কি না, প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে পারি না। আপনি সাধুভাবে যে প্রশ্নের

অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহারই উত্তরচ্ছলে এইমাত্র বলিতেছি যে, তাঁহার নাম কমলমালিনী; বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী মধুপুর তাঁহার জন্মস্থান। যখন তিনি আমার রাজমহিষী ও অঙ্কলক্ষ্মী, তখন তাঁহার গুণপরম্পরা রাজকুলোচিতও বটে। তাঁহার রূপলাবণ্য অমানুষিক; কবিগণ বর্ণনাকালে স্ব স্ব নায়িকাদিগকে যে সমস্ত অসম্ভব এবং অনৈসর্গিক সৌন্দর্য্য-জালে বিভূষিত করিয়া থাকেন, তাঁহাতেও সেই সমস্ত বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অলকাগুচ্ছ ফণিনীর ন্যায় স্থূল সূক্ষ্ম, কপালদেশ রতিপতির রঙ্গভূমি, ভ্রূযুগল মকরকেতনের সুবঙ্কিম শরাসন, মনোরম নয়নদ্বয় রশ্মিমান্ সূর্য্যমণ্ডল; সুগোল গণ্ডস্থল বিকশিত কমলদল, অধরৌষ্ঠ মনোহর বিম্বফল, গ্রীবাদেশ কম্বুগর্ব্বের খর্ব্বভূমি, উবঃস্থল সুষমাময়ী প্রকৃতির আরামদায়িনী প্রস্তরবেদিকা, বাহুযুগল মৃণালগঠিত রতিদণ্ড, গৌরকান্তি চন্দ্ররশ্মি বা-চম্পকবর্ণ এবং অখিল দেহলতা নিরুপম—দেবগণেরও মোহ ও ঈর্ষাস্থল।

পথিক। "মহাশয় এক্ষণে আমরা তাঁহার বংশাদির বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারিলে পরম পরিতুষ্ট হইব।"

কা। "শুনুন্ তাহাও বলিতেছি। তিনি প্রাচীন রঘু, কোশল, বিদেহ অথবা তদ্বংশীয় আধুনিক বাপ্পা বা রাণা বংশসম্ভূতা নহেন, তিনি আর্য্য পৌরব বা কৌরব বংশে, কি বিক্রমাদিত্য বা ভোজভূপতির রক্তাংশেও জন্মগ্রহণ করেন নাই; শল্য, বাহ্লীক, দ্রুপদ, গান্ধার বা সিন্ধুবংশীয় ভূপতিগণেরও বংশভূষণ নহেন, তিনি বঙ্গদেশের অন্তর্গত মধুপুর নাম্নী নগরীর রাজকুলকমলিনী। বংশটী যদিও আধুনিক বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে স্তিলকধারী কোন সুপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশেরই আদিপুরুষ মধ্যে পরিগণিত হইবে। ধারভূপতি বিহাসসেন মহারাজ প্রবীবের সম্বন্ধে যেরূপ,

" লভুক্ এ অস্ত্র সেই, যে পারে দেখাতে,
মহারাজ প্রবীরের প্রভাব অতুল।"

এই পণ নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, যদিও এ বংশে সেইরূপ কোন পণের অনুষ্ঠান করা হয় নাই, তথাপি কেহই যেন আমার এ বাক্যের প্রতিবাদে সমুত্থিত না হন।

পথিক। "মহাশয়! আমি বিখ্যাতনামা পৃথুরায়ের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি, যদিও মধুপুরের রায়বংশের কথা অদ্যাপিও আমার কর্ণগোচর হয় নাই, তথাপি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, উহা আমার সুপ্রতিষ্ঠিত বংশের সহিত তুলনা করিতে কদাপি সাহসী হইতে পারি না।"

কা। "কি আশ্চর্য্য। আপনি মধুপুরের রায়বংশের কথা আজিও শুনেন নাই?"

সকলেই এই প্রস্তাব সাভিনিবেশে শ্রবণ করিতেছিল। শুনিয়া নিরক্ষর কিরাতগণও কান্তিরামের ভয়ানক চিত্তবিপর্য্যয় অনায়াসে উপলব্ধি করিল। কান্তিরামের আজন্মপরিচিত সেই গোলকচাঁদ ভিন্ন আর কেহই এ সমস্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল না। কিন্তু যে স্থলে মহারাজ্ঞী কমলমালিনীর কথা উল্লিখিত হইল, সেই স্থলে তাহারও কিয়ৎপরিমাণে সন্দেহ জন্মিল। কারণ গোলকচাঁদ মধুপুরের নিতান্ত সন্নিহিত প্রদেশে বাস করিয়াও, কোনকালে তথাকার কোন রাণী বা রাজবংশের কথা শুনে নাই।

এইরূপ কথায় কথায় তাঁহারা সকলেই অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে, দুইটী উন্নত-মহীধরের মধ্য দিয়া দেখিতে পাইলেন, অন্যূনবিংশতি সংখ্যক ব্যক্তি আগমন করিতেছে। সকলেই দীনবেশে ভূষিত,

সমুচ্চ হরিনাম ধ্বনিতে পর্ব্বত প্রান্তর আকুলিত করিয়া ধীরপাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে ছয়জন ব্রাহ্মণ বিষন্নবদনে শবভার বহন করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে উন্নতকণ্ঠে হরিধ্বনি করিয়া দর্শক মণ্ডলীর হৃদয়ে শান্তির তরঙ্গ সমুত্তোলন করিতেছেন। পশ্চাতে একজনের হস্তে কলসী ও অগ্নিকুণ্ড এবং আর দুই জনের মস্তকে দুই ভার চিতাকাষ্ঠ রহিয়াছে। সুচিক্কণ নবীন বাসে মৃতদেহ আবৃত। তুলসীমালা এবং নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পরাজি শবাসনে বিস্তীর্ণ। দেখিবামাত্র একজন কিরাত বলিয়া উঠিল ;

"ওরে ভাই! ঐ দেখ্! সেই শব নিয়ে আস্‌চে। সন্নিসী ঠাকুর ঐ পাহাড় ডার নীচুতেই তাঁর শব দাহ কর্‌বার কথা বলে গেচেন।"

বাহকেরা মৃতদেহ স্কন্ধ হইতে নামাইয়া, ভূপৃষ্ঠে রাখিবামাত্র, সকলেই কণ্ঠশ্বাসে সেইদিকে ধাবিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বাহক ব্রাহ্মণ চতুষ্টয় চিতা সাজাইতে আরম্ভ করিলেন। কান্তিরাম ও তাঁহার সঙ্গীগণ আগত ব্যক্তিবর্গকে কালোচিত সম্বর্দ্ধনাদি করিয়া; শবের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শবদোলায় মৃতদেহ শয়ান রহিয়াছে; চতুষ্পার্শ্বে পুষ্পমালা ও তুলসীশাখা বিস্তীর্ণ এবং গঙ্গামৃত্তিকায় সর্ব্বদেহ হরিনামাঙ্কিত। দেহ যোগীবেশে ভূষিত, দেখিলেই বোধ হয় ত্রিংশৎ বর্ষের সুনবীন যুবাপুরুষ। যোগীসম্বল আষাঢ়দণ্ড, নরকপাল প্রভৃতি এবং প্রাণাধিক প্রিয়তম কতকগুলি পুস্তক ও কাগজ খণ্ড শয্যাপার্শ্বে অযত্নে বিন্যস্ত। যদিও প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, তথাপি প্রকৃতির মুক্তহস্ততা উপরতের মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণভাবেই লক্ষিত হইতেছে। কি দর্শক মণ্ডলী, কি সৎকারার্থী ব্যক্তিগণ সকলেই নীরব; প্রস্তর মূর্ত্তি বা চিত্র পুত্তলিকাবৎ নিশ্চল দণ্ডায়মান। অকস্মাৎ সেই পর্ব্বত প্রান্তরের

সুশান্তি ভেদ করিয়া, এক জনের শোক পীড়িত কণ্ঠরব উত্থিত হইল। কহিল,

"জ্যোতিশচন্দ্র। যখন তুমি যোগজীবনের একটী কথাও উল্লঙ্ঘন করিতে চাহিতেছ না, তখন ভাল করিয়া দেখ, এই স্থানই ত তাঁহার অভীপ্সিত সৎকার স্থান?"

জ্যোতিশ। "হাঁ মহাশয়! এই স্থানেই প্রিয়বয়স্য তাঁহার চিরন্তন দুঃখ আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্থানেই তিনি সেই নরকুল বিনাশিনী পাপীয়সী রাক্ষসীর সন্দর্শন পাইয়াছিলেন, এই স্থানেই তিনি তাঁহার সাধু প্রেমেচ্ছা সর্ব্ব প্রথমে তাহার নিকট বিজ্ঞাপন করেন; এই স্থানেই মেঘমালা প্রত্যাখান করিয়া, এমন ভীষণ অবজ্ঞাশেলে বয়স্যের হৃদয় বিদ্ধ করেন যে, তাহাতেই তাঁহার শোকপূর্ণ জীবন নাট্যের শেষাঙ্ক অভিনীত হয়। পরিশেষে বয়স্য তাঁহার অনন্ত দুঃখের স্মৃতিস্থাপনার্থে এই স্থানে চির-বিস্মৃতির কুক্ষিতলে সঞ্চিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যান।

তদনন্তর জ্যোতিশ, কান্তিরাম সিংহ ও সমাগত দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,

"মহাশয়গণ! আপনারা যে দেহের উপর আজি সজল নয়নে করুণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর তাহাই অমূল্য অসংখ্য গুণরত্নের ভাণ্ডারস্বরূপ আত্মার আধার করিয়া রাখিয়াছিলেন। অসাধারণ প্রতিভা, প্রকৃতিমধুর নিরুপম ব্যবহার এবং অসীম দয়ার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থল, ইহা আমার প্রিয়বয়স্য যোগজীবনের মৃতদেহ। তিনি বন্ধুত্বে অমর অটল সুমেরু স্বরূপ; বদান্য কিন্তু আড়ম্বর শূন্য; গম্ভীর অথচ নিরহঙ্কার; প্রফুল্লচিত্ত কিন্তু নীচপ্রবৃত্তি কাহাকে বলে জানিতেন না। মহাশয়গণ! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ

হয়, পৃথিবীতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন, গণনায় ইনিই তাহার প্রথম ছিলেন এবং যাহা কিছু দুঃখময়, বিষাদময়, দুর্ভাগ্যের দুরপনের পদাঙ্কে অঙ্কিত আছে, তাহার গণনায়ও বয়স্য অদ্বিতীয় হইলেন। নানাবিধ বিদ্যালোচনায় এবং কঠোর শাস্ত্র চিন্তায় বাল্যকাল যাপন করিয়া, ঘোর কৃষ্ণবারিসঙ্কুলযৌবনসাগরে পতিত হইলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না; বিপুল প্রণয় স্রোতে তাঁহার সমস্ত জ্ঞানরাশি এককালে স্তম্ভিত হইল। সে স্রোত রুদ্ধ হইবারও নহে, ক্রমে ক্রমে উদ্বেল হইয়া, হৃদয় ভাসাইয়া অপাত্রে পতিত হইল। যাহাকে প্রাণের মত ভালবাসিতে লাগিলেন, সেই হতভাগিনী তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল; যাহাকে তিনি কায়মনঃপ্রাণ দিয়া পূজা করিলেন, কঠিন চরণে সেই তাঁহার প্রণয়পেলব হৃদয় মুহুর্মুহুঃ দলন করিল। সংক্ষেপে বলিতে কি, বোধ হয় যেন তিনি বন্য পিশাচীতে প্রীতি সংস্থাপন করিয়াছিলেন; কর্কশ লৌহ বা প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির প্রেম প্রার্থনা করিয়াছেন; তরল পবনতরঙ্গের অনুসরণে ধাবিত হইয়াছেন; দুস্তর মরুস্থলীতে উচ্চ কণ্ঠে রোদন করিয়াছেন। দুরাচার কৃতঘ্নতাই তাঁহার মরুময় জীবনপথের একমাত্র দৃষ্টিস্থল আশ্রয় পাদপ হইয়াছিল। নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও, যাহার মনস্তুষ্টি সাধনে তৎপর হইলেন, যাহার মঙ্গল কামনায় ঐহিক পারমার্থিক সকল সুখেই জলাঞ্জলি দিলেন, বয়স্যের বিমুগ্ধ জীবন মৃগ সেই পাপীয়সীরই নিশিত বাক্যবাণের শরব্য হইল— সেই বিষদিগ্ধ শরেই বয়স্যের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করিল। অতুল ঐশ্বর্য্য, দাস দাসী, স্বজন বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া, রমণীয় হর্ম্ম্যতল, মনোহর পুষ্পোদ্যান, সুরঞ্জিত বিলাস ভবন, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম লতানিকুঞ্জ এবং নানাবিধ সুমধুর বাদ্যযন্ত্রাদিপূর্ণ সঙ্গীতশালা সমস্তই অগ্নিময় শোকশৈলে পরিণত করিয়া, নীরবে

পৃথিবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় কাহাকে কিছুই বলিতে হইল না। কেবল মরিবার পূর্ব দিন দেখিলাম, বয়স্য আমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া, অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছেন। হৃদয় বিদীর্ণ হইল। উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলাম, কহিলাম,

"সখে! কি করিলে?—এমন বয়সে এমন করিয়া কোথায় যাও?—বৃদ্ধা জননীর উপায় কি হইবে?—পিতার জলগণ্ডূষের আশা অবধি লোপ হইল?"

আমার কাতরতা, কি জীবিত তৃষ্ণার অলঙ্ঘ্যতা, কি প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবিতা, কি স্বজন বিহীন অপরিচিত সেই সেই প্রদেশ, জানি না, কে বয়স্যেরও হৃদয় আকুল করিল। আমার বাক্য শেষ না হইতে হইতেই, কণ্ঠে ধরিয়া গদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন,

"জ্যোতিশ্ ভাই! স্বকৃত কর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিলাম। এক্ষণে জন্মের মত চলিলাম বিদায় দাও।—তোমার ঋণ এজন্মে শোধ করিতে পারিলাম না, জন্মান্তরেও পারিব না, অপরাধ মার্জ্জনা করিও।—ভাই, মাতা বৃদ্ধা, রহিলেন দেখিও, তাঁহার শেষ কার্য্য তুমিই—"

বলিয়া নীরব হইলেন। একদিকে মৃত্যুর অসহ্য যন্ত্রণা, অন্য দিকে মায়াময় সংসারের স্মৃতি। উভয়ই এককালে আসিয়া হৃদয় আক্রমণ করিয়াছিল, কাজেই আর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। কিয়ৎক্ষণ সেই ভাবে গত হইলে, চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্য সম্পাদন করিলেন এবং শয্যার নিম্নভাগ দেখাইয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন—

"জ্যোতিশ! যাইবার সময় আর একটী প্রার্থনা, তাহা পূরণ করিও—শেষ নিবেদন।—এই স্থানে কতকগুলি কাগজ রহিল। একখানি আমার ঔর্দ্ধদেহিক সম্পন্ন করিবার নিয়ম, অপরগুলি মেঘমালার স্বভাবের পরি-

চয়। প্রথম খানিতে যেমন যেমন বলিয়াছি, সেই সেই রূপে আমার সৎকার করিও, অপরগুলি তাহার নিষ্ঠুরতার কীর্ত্তিস্তম্ভ—জগতে সাবধানে রাখিয়া দিও।”

ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, “না ভাই কায্ নাই—সবগুলিই আমার মৃতদেহের সহিত চিতানলে দগ্ধ করিও।”

“সেই অসহায় প্রদেশে অপরিচিত স্থানে উদাসীনের ন্যায়, স্বজন পরিচ্যুত পথিকের ন্যায়, মুষ্টিভিক্ষা লোলুপ দীনকণ্ঠ পথের ভিখারীর ন্যায় বয়স্য জন্মের মত বিদায় লইলেন। এক দিন থাকিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, পর দিন আর একবারের নিমিত্তও তাঁহাকে একটী কথা বলিতে শুনি নাই। মহাশয়গণ! কি বলিব, বয়স্য কৃতঘ্নতার ক্রীতদাস হইয়াই এই ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নতুবা মানবের ইতিবৃত্তে যাহার জীবন অক্ষয় অবিনশ্বর করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইলেন, সেইই রাক্ষস স্বরূপিণী হইয়া, কেন তাঁহাকে অর্দ্ধ জীবনে কালকবলে নিক্ষেপ করিবে? যদি বয়স্য তাঁহার মৃতদেহের সহিত এই কাগজগুলি চিতাসাৎ করিতে আদেশ না করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আজি ইহাতেই আপনারা তাহার প্রকৃত প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন।”

সুরত সিংহ কহিলেন, “মহাশয়! সে আদেশ পালন করিলে, আপনি মৃতকবি অপেক্ষাও অধিকতর নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। যিনি সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবিগর্হিত আদেশ প্রদান করেন, তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করা কখন ন্যায্য এবং বিজ্ঞজনোচিত বোধ হয় না। (১৫) সেই জন্য বলিতেছি, মহাশয়! আপনি যোগজীবনের মৃত দেহ অগ্নিসাৎ করুন, কিন্তু তাঁহার কবিতাগুলি চিরদিনের মত বিস্মৃতিসাগরে নিক্ষেপ করিবেন

না। তিনি বিষাদ বিমথিত হইয়া যাহা আদেশ করিয়া গিয়াছেন, আপনি বিবেক বিহীনের ন্যায় তাহাই কেন পালন করিবেন? বরং এই কবিতা গুলি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করুন। যাহাতে মেঘমালার নিষ্ঠুরতা চিরকাল লোকের মনে জাগরূক থাকে, যাহাতে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব স্বভাব ভবিষ্য সন্তানগণের আদর্শ স্থল হয়, যাহাতে সেই সেই সন্তানগণ দুর্ম্মতিগ্রস্ত হইয়া, এইরূপ শঙ্কট শৈলের শিখর দেশ হইতে পুনরায় অধঃপতনের চেষ্টা না পায়, তাহারই কোন উপায় বিধান করুন। আমি এবং এই পার্শ্ববর্ত্তী দর্শক মণ্ডলী সকলেই আপনার প্রণয়প্রার্থী নিরাশ বয়স্যের শোক কাঁহিনী শ্রবণ করিয়াছি। আপনার অকপট বন্ধুত্ব, যোগজীবনের মৃত্যু ঘটনা এবং মৃত্যু শয্যায় তিনি কি কি আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বাপর অবগত আছি। তাহা হইতেই মেঘমালার নিষ্ঠুরতা, যোগজীবনের প্রণয় প্রগাঢ়তা এবং আপনার অকপট মিত্রভাব কত দূর মহত্তর এবং এই চিত্তবিকারিণী পাপবৃত্তির নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিলে, পরিণামে কি বিষময় হ্রদে, দুঃখময় সাগরে, বিষাদময় নরক পঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয়, তাহাও সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছি। আমরা বিগত রাত্রিতেই যোগজীবনের মৃত্যু ও এই স্থানে তাঁহার শবদাহের সম্বাদ প্রাপ্ত হই। সেই অবধি শোককৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়া, গন্তব্য পথের অনুসরণে ক্ষান্ত হইয়াছি, ভাবিয়াছি, লোকমুখে যে সম্বাদ পাইয়া, আমাদের চিত্ত এরূপ দ্রবীভূত হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব। মহাশয়! আমাদিগের এই সহৃদয়তা এবং সাহায্যদানের ইচ্ছায় যদি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, করযোড়ে নিবেদন করিতেছি—অন্ততঃ আমার প্রার্থনাও বলিতেছি—আপনি তাহারই পুরস্কার স্বরূপে এই কাগজগুলি চিতানলে নিক্ষেপ না করিয়া, আমাকে গ্রহণ করিতে আদেশ প্রদান করুন।"

বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা করিলেন না, কর প্রসারণ করিয়াই নিকটবর্ত্তী কয়েক খণ্ড কাগজ মৃতের শয্যা হইতে টানিয়া লইলেন। দেখিয়া জ্যোতিশ বলিয়া উঠিলেন—

"মহাশয়! যাহা লইয়াছেন, ভদ্রতার অনুরোধে তাহাই রাখিতে সম্মতি প্রদান করিলাম। অবশিষ্টগুলি চিতানলে নিক্ষেপ করিতে বিরত হইব, এ আশা করিলে, প্রতারিত হইবেন।"

কাগজগুলিতে কি লেখা আছে, জানিবার নিমিত্ত সুরতসিংহ নিতান্ত কৌতুহল পরবশ হইয়াছিলেন। হস্তে লইয়াই সত্বরে খুলিয়া ফেলিলেন, অনুচ্চ স্বরে পাঠ করিয়া দেখিলেন, প্রবন্ধের উপবিভাগে "নিরাশার গান" লিখিত হইয়াছে।

শুনিয়া জ্যোতিশ্চন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"বয়স্য এইখানি অন্তিম সময়ে লিখিয়াছিলেন। মহাশয়। এখনও চিতা প্রস্তুত হইতে অনেক বিলম্ব আছে। অনুগ্রহ করিয়া উর্দ্ধস্বরে পাঠ করুন, সমবেত দর্শকমণ্ডলী দেখুন, বয়স্য কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া সুরতসিংহ উত্তর প্রদান করিলেন। লিখিত বিষয়টী শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সকলেই এরূপ ইচ্ছাপরতন্ত্র হইয়াছিলেন যে, দেখিতে দেখিতে সকলেই সুরতসিংহের চতুঃপার্শ্বে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইলেন। সুরত উন্নতকণ্ঠে পড়িতে লাগিলেন—

———

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মৃত যোগীর নিরাশার গান ও অন্যান্য অভাবনীয় ঘটনা।

যোগজীবনের সংগীত।

(১)

উর রে নিরয়, ব্যথিত হৃদয়ে, বলিব আজি রে
নিদয় কথায়,
সুদূর বিদেশে ঘোর রে বিঘোরে জীবন ত্যজি রে
পাপিনী ঘৃণায়।

(২)

বিখণ্ড হৃদয়, মিশায়ে স্বরেতে, বহ রে সমীর।
জগত অন্তরে
বলো রে তাহার নিঠুর করম, আমার চরম
দুখের কথা রে।

(৩)

হায় রে এমন, হেরি না বচন, যাহাতে পাপিনী
স্বভাবে দেখাব,
যে বিষ যাতনা, দহিছে অন্তর, জগতে তায় রে
কিসে বা জানাব ?

(৪)

দুরন্ত সিংহের গহনে নিনাদ, ভীষণ বৃকের
নিশীথ তর্জ্জন,
কলাপী কুরব, ফণিনী তাড়ন, বিরহী পেচক,
নিশীথ ভাষণ,

(৫)

সাগর ক্ষোভিত, পবন স্বনন, চাতক কাতর,
কণ্ঠের সুতান,
মিশায়ে ভীষণ, নরক নিনাদে, উঠুক্ আজি রে,
উন্মাদি পরাণ।

(৬)

কিন্তু রে আমার, এ দুখ কাহিনী, যেন সে যমুনা,
পুলিনে না যায়,
কানুর বাঁশরী, ফুঁকারি যেথানে, ব্রজের বালার
পরাণ ছুটায়।

(৭)

পীরিতে মজিয়ে, পীযূষে ভাসিয়ে, কালার প্রেমের
মোহন স্বপন,
হেরিয়ে যেথানে, গোপবালাদল, শ্যামবটমূলে
কাটায় জীবন।

(৮)

সুখের তরঙ্গ, পলকে পলকে, হৃদয় যেথানে
উথলি উঠায়,
বিষাদ কালিমা, উঠিতে উঠিতে, সুখের লহরী
অমনি ডুবায়;

(৯)

অথবা যেথানে, জাহ্নবী তটিনী, অধম তারিতে
সাগরে মিশান,

তথাও যেন না, এ মোর কাহিনী, প্রাণের জ্বালায়
বহে রে উজান।

(১০)

এ নগে ও নগে, শিখরে পাদপে, ঘুরুক্ এ মোর
মরম বেদন,
বিরল কন্দরে, নীরব গহনে, ফিরুক্ আমার,
দুখের গাঁথন।

(১১)

সাগর কূলেতে, ভ্রমেও যেখানে, মানব চরণ
পশে না কখন,
তিলেক তরেও, উদে না যেখানে, প্রখর ভানুর,
উজ্বল কিরণ;

(১২)

আহার আশয়ে, ভীষণ শ্বাপদ, যথায় সদাই,
ঘুরিয়ে বেড়ায়
জীবন সম্বল, এ মোর গাঁথন, গাহি রে তথায়
প্রাণের জ্বালায়।

(১৩)

জগত পরাণ, সুধীর সমীর, ঘোষুক্ এ তান,
জগত মাঝার,
আঁকিয়ে সাগরে, লিখিয়ে পাথরে, দেখাক্ মানবে
স্বভাব তাহার।

(১)

সত্য মিথ্যা হুক্, সন্দেহ কণার
মূহুর্ত্তেক তরে হৃদিঅধিবাস
নারীর হেলন বিষ কটুতর
অধীর জনেরে করয়ে বিনাশ ;

(২)

নিঠুর ঈর্ষার কঠিন প্রহারে
বিখণ্ডে মিশায় মানব হৃদয় ;
বিরহের বেগ না পাবি সহিতে
পরাণে উন্মাদি প্রণয়ী ধায ,

(৩)

অচল অটল হিমাচল প্রায়,
দৃঢ়মূল আশা নাবে নিবারিতে,
নারীর বিষম হেলনের ভয়
চিরদিন তরে বসি একাকারে ,

(৪)

হায় কি আশ্চর্য্য ! প্রাক্তন আমার
চির ঈর্ষাকুল, সতত ঘৃণিত,
বিরহ সজোরে হানিছে প্রহার,
হেলনের ভয় সদা জাগরিত।

(৫)

তবু ত পরাণ নাহি যেতে চায়,
এ পাপ পিঞ্জরে সতত মনন,

গিরি শিরোমণি দুখের মাঝাবে
তিল আশা তবু পাই না কখন।

(৬)

পাবোনাও কভু এ মহী মণ্ডলে
চির নিরাশায় মরিতে হবে,
বসিয়ে বসিয়ে বিষাদ গণিয়ে
বিরহ খিষায়ে জীবন যাবে।

(৭)

আশা ভয় যবে হৃদে সমুদয়
ভয়ের কারণে আশা বা লুকায়,
মুদিয়ে তখন নয়ন যুগল
জুড়াই ঈর্ষার বিষম জালায়।

(৮)

শেল সম শত যাতনা ভীষণ
পরাণে তখন ছুটায় উজান,
দেখায় অচিরে যমের সোসর
বিকট বিরূপ ভীষণ বয়ান।

(৯)

দেখিয়ে ঘৃণায় সুবর্ণে লিখিত,
হৃদয় সন্দেহ চির দীপ্তিমান্,
পর্ব্বত প্রমাণ সত্য সমুজ্জল,
মুহূর্ত্তেক মধ্যে মিথ্যার নিদান,

(১০)

তথাপি ভীষণ অবিশ্বাস পদে
কে দেয় ঢালিয়ে দেহ প্রাণ মন,
জানি না, কে আছে, এ ধরা মাঝারে
বিশ্বাসে দুর্ব্বল, অভাগা এমন !

(১১)

অরে রে পিশাচি ! ঈর্ষা মূর্ত্তিমতি !
কোমল প্রেমের অরাতি নিপুণ।
দে তুলি করেতে করাল কৃপাণ
জগতে জানাই তোর যে গুণ।

(১২)

রে পাপ ঘৃণে ! কাল ভুজঙ্গিনি।
কেন রে দংশিয়ে করিস্ ক্ষয় ?
দে গলে পরিয়ে বিষলতা পাশ,
জীবন ত্যজিয়ে জুড়াই হৃদয়।

(১৩)

দোষিব না ভাগ্য তোরে রে আবার,
এ মৃত্যু নহে ত দুঃখের মূল ;
অগাধ প্রণয়ে ভাসে যেই জন
মরিয়ে, সে সুখ লভয়ে অতুল।

(১৪)

যে হৃদি দুর্ব্বার উন্মত্ত বারণ
আলাননিবদ্ধ প্রণয় পাশে

ত্যজি মর্ত্ত্য দেহ মরত জীবন
ভুঞ্জে স্বাধীনতা সুখের নিবেশে।

(১৫)

এখনো কল্পনে! আঁক লো অন্তরে
এ ভীম হৃদয় অরাতি যে জন,
আঁক সেইভাবে—মানস সুষমা
বদন সুষমা হেরেছি যেমন।

(১৬)

এখনও তার ঘৃণাব নিদান
অভাগার এই বিদগ্ধ হৃদয়,
লভুক্ যাতনা সহাস আননে
যতই যাতনা ধরায় রয়।

(১৭)

প্রণয়ী জনার পবাণ বেদনা
কবে দৃঢমূল প্রেমের শাসন,
বিরহ বিকার যতই নেহারে
ততই বাড়য়ে প্রণয় বাঁধন—

(১৮)

মজেছি এ ভীম দুরন্ত প্রলোভে
কালের বাগুরা পরেছি পায়,
চলেছি সে দেশে, যে দেশে আমায়
তাহারই ঘৃণা বাধিতে চায়।

(১৯)

ক্ষতি নাহি তাহে যাইব এখনি
জীবনান্তে মম এই মৃতকায়,
অর্পিনু যতনে পবন চরণে
পবনের সনে মিশাবে হায় ।

(২০)

যাহার ভীষণ নিদয় প্রকৃতি
আগে নিরাশায় ডুবায়ে আমায়,
পাঠায় এখন কালের কবলে
ডাকি উর্দ্ধস্বরে কহি গো তাহায় ।

(২১)

যবে অভাগার এ দুখ ভরা
অকাল মরণ পশিবে কাণে,
মুদ না তখন নয়ন বিশাল
ব্যথিয়ে শোকের কুটিল বাণে ।

(২২)

বিন্দুমাত্র অশ্রু বারেক তরেও
তুল না তখন নয়ন মাঝায়,
জগতে জানাতে, আমার মরণ
জিনিল চরমে তোমার ঘৃণায়—

(২৩)

হাসি হাসি মুখে ভেসো সুখনীরে
সুখের স্বপন দেখো লো তখন,

সমাধি সময়ে নিকটে থাকিয়ে,
মনের মানস করিও পূরণ।

(২৪)

বাহিরায় মুখে সাধে কি এ কথা
অয়ি! চারুশীলে! শশাঙ্ক বিমল!
জানি চিরদিন, আমার মরণ
তোমারি মহিমা গরব স্থল।

(২৫)

নিরয় নিবাসী অভাজনগণ!
ডাকি দীন কণ্ঠ তুলিয়ে উধাও,
যে যত যাতনা ভুঞ্জিছ নরকে,
করি একস্থানে এ হৃদে মিশাও;

(২৬)

আসি, দীনস্বরে অন্তিম সময়ে
হৃদি তাপ সব কর রে কীর্ত্তন,
বিহনে তোদের চাহি না কাহারে
করিবারে মম সমাধি সাধন।

(২৭)

রূপের বিভায় মন বাঁধা দিয়ে,
যে করে অকালে পরত্রে পয়ান
এ ঘোর মোহের সাগরে তাহার
এই সমাধিই উচিত বিধান।

(২৮)

অরে রে এ মোর দুখের লহরি !
নিরাশ প্রসূত হৃদয় ধন !
আয় বাপ্ আয় ! কাজ নাই আর,
চির দিন করি দুখের রোদন ।

(২৯)

যা হতে তুই রে এলি এ ধরায়
কঠোর বিধাতা তাহারে যখন,
দিলেন এমন সুখের বাসর
তবে কেন আর করিস্ রোদন ?

যোগজীবনের সঙ্গীত যাহার কর্ণগোচর হইল, সেই তাঁহাকে শতমুখে সাধুবাদ প্রদান করিল। কিন্তু পাঠক কহিলেন,

" আমি মেঘমালার যে সদাশয়তা ও চিত্তকাঠিন্যের কথা শ্রবণ করিয়াছি, তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বোধ হইতেছে না। দেখুন, যোগজীবন ইহাতে ঈর্ষা, সন্দেহ এবং বিরহের উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু উহা মেঘমালার সুখ্যাতি ও সম্ভ্রমের সম্পূর্ণ বিপরীতবাদ।"

জ্যোতিশ্চন্দ্র যোগজীবনের গূঢ় ভাবসকলও সম্যক্‌রূপে বিদিত ছিলেন, সুতরাং কহিলেন,

"মহাশয় ! এ বিষয় আমি আপনাকে সবিশেষ বলিতেছি শ্রবণ করুন্। যৎকালে বয়স্য এই সঙ্গীত রচনা করেন, তৎকালে তিনি মেঘমালার সহবাস হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। বয়স্য মেঘমালার নিকট হইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক দূরবর্ত্তী থাকিয়া দেখিয়াছিলেন, বিরহও তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ কি না। কিন্তু বিরহবিধুর প্রণয়ীজন ছায়ামাত্র দেখিয়াই, যেমন

চমকিত হইয়া উঠে, সেই সময়ে কয়দাও সেইরূপ নিষ্কারণ ঈর্ষা ও সন্দেহে আকুল হইয়াছিলেন; সেই জন্যই তিনি এরূপ কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ মেঘমালার সদাশয়তা সম্বন্ধে যে সুখ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা অকলঙ্কিত সত্য। বলিতে কি, মহাশয়। মেঘমালা নির্দ্দয়া, কিয়ৎ পরিমাণে গর্ব্বিতা এবং ঘৃণার পূর্ণাধার ভিন্ন, মূর্ত্তিমতী হিংসাও তাহাকে অন্য কোন দোষে দোষী করিতে পারে না।"

"যথার্থই বলিয়াছেন" বলিয়া সমরসিংহ উত্তর করিলেন এবং অপর একখণ্ড কাগজ লইয়া যেমন পড়িবার উদ্যোগ করিবেন, অমনি অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব দিব্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। যে পর্ব্বতের তলভাগে যোগজীবনের সৎকার স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, তাহার শিখর দেশে যোগিনী মেঘমালা দণ্ডায়মান হইয়াছেন, রূপ বিভায় দিগ্বলয় আলোকিত হইতেছে, দেখিলেই বোধ হয়, মেঘমালার অতুল কীর্ত্তিও সে রূপরাশির সীমান্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। যাহারা আজি পর্য্যন্তও মেঘমালাকে দেখিতে পায় নাই, তাহারা নীরব ও বিস্মিত হইয়া, এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা সে অবস্থায় সেস্থলে হঠাৎ দেখিয়া, চমকিত হইল। কিন্তু জ্যোতিশ তাঁহাকে দেখিবামাত্র এককালে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন, কহিলেন—

রে পাপীয়সি। এই বিরল গিরি কাননের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী কাল ভুজঙ্গিনি। এখনও কি তোর্ মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই? তোর্ নিষ্ঠুরতা যাহাকে অর্দ্ধ জীবনে বিনাশমুখে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহারই নিষ্পন্দ মৃতদেহ হইতে এখনও উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইতেছে কি না, তাহাই কি দেখিতে আসিয়াছিস্?—না, তোর্ জঘন্য প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর পরিণাম নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত মহোল্লাসে মত্ত হইয়া, হৃদয় পাতিয়া দণ্ডায়মান

হইলি ? প্রজ্বলিত হুতাশনে রোমনগরী দগ্ধীভূত হইলে, নির্দ্দয় নীরো ভূধর শিখরে আরোহণ করিয়া, যেরূপে রোম বিদগ্ধ অনল শিখা সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তুইও কি আজি সেইরূপে স্বকীয় নিষ্ঠুরতার পরিণাম সন্দর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছিস্ ?—না, আর্য্য শোণিত পিপাসু যবন জেতা তৈমুর, ভস্মীভূত দিল্লীনগরীর জীবন্ত শোণিত শোষণ করাইয়া, যেরূপে স্বকীয় মনোভীষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, তুইও আজি তাহাই করিতে আসিয়াছিস্ ?—পাপীরসি ! বল্, ত্বরায় বল্, কেন আবার এসময় আসিয়া উপস্থিত হইলি ?—এখনও তোর্ কোন্ মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই ? বয়স্য সমগ্র জীবন মধ্যে এক দিনের নিমিত্তও তোর আজ্ঞা অবহেলন করেন নাই, আমিও আজি সকলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, যদিও তিনি ধরাধাম ত্যাগ করিয়া, অনন্তধামের পথিক্ হইয়াছেন, তথাপি আমি বা তাঁহার স্বজন বান্ধব যে কেহই হউক্, তোর্ আদেশ পালনে কদাচ পরাঙ্মুখ হইব না।”

দেখিতে দেখিতেই পর্বতাধিষ্ঠিত সেই নিশ্চল স্থির মূর্ত্তি সঞ্চালিত হইল—রমণীকণ্ঠে গাম্ভীর্য্যের লয় উঠিল—ধীর স্বরে উত্তর করিল—

“জ্যোতিশ আমি সে কোন অভিপ্রায়ে আসি নাই। কেবলমাত্র আমার পক্ষ সমর্থন এবং যাঁহারা যোগজীবনের মৃত্যু বা নিজ নিজ মর্ম্মবেদনার নিমিত্ত আমার উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কত দূর বিবেক বিহীন, তাহাই দেখাইবার নিমিত্ত আসিয়াছি। সেই জন্যই আজি সমবেত দর্শকমণ্ডলীর নিকট করযোড়ে নিবেদন করিতেছি, সকলেই সাভিনিবেশে আমার কয়েকটী বাক্য শ্রবণ করুন্। জ্ঞানবান্ সুচতুর লোকদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত আমি অধিক সময় নষ্ট বা অধিক বাক্য ব্যয় করিব না।

——তোমরাই ত বলিয়া থাক, জ্যোতিশ, বিধাতা আমাকে সুন্দরী করিয়াছেন এবং আমার সেই সৌন্দর্য্য এত মুগ্ধকর যে, দেখিবামাত্রই আমার উপর প্রীতি সংস্থাপন করিতে তোমাদিগের স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে। তোমরা ভাবিয়া থাক, এই প্রীতি সংস্থাপনের নিমিত্ত আমিও তৎপরিবর্ত্তে তোমাদিগের উপর প্রীতি সংস্থাপন করিব। বিধাতা আমাকে যে বুদ্ধি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই দেখিতে পাই, এ পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, তাহাই প্রীতিকর, কিন্তু ইহা একবারের নিমিত্তও বুঝিতে পারি না যে, যে ব্যক্তি সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত লোকের অনুরাগভাজন হয়, সে ব্যক্তি সেই প্রাপ্ত প্রণয়ের উপরোধে, অনুরক্তের উপরও প্রীতি সংস্থাপন করিবে। জ্যোতিশ, ইহা ত সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে, প্রণয়ী কুৎসিত ও অসৌষ্ঠব; সুতরাং অপ্রীতিকর। সেরূপ স্থলে, আমি কুৎসিত হই, আর যাহাই হই, আমি তোমার সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত যখন তোমার উপর প্রীতি সংস্থাপন করিয়াছি, তখন তুমিও আমার উপর প্রণয় সংস্থাপন করিবে, একথা কি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নহে? কিন্তু যদি উভয়ের সৌন্দর্য্য সমান বলিয়া গণনা কর, তাহা হইলেও দেখিতে পাইবে, পরস্পরের প্রবৃত্তি কখনই সমান হয় না। সমস্ত সৌন্দর্য্যই প্রীতি উদ্দীপন করিতে পারে না—কোন কোনটী হৃদয় মোহিত না করিয়া, কেবল মাত্র নয়নদ্বয়কেই চরিতার্থ করে। যদি সমস্ত সৌন্দর্য্যই অনুরাগ পরতন্ত্র এবং হৃদয় মোহিত করিতে পারিত, তাহা হইলে মনুষ্যের মন নিয়ত বিরক্তি ও বিশৃঙ্খলার অবস্থায় অবস্থিত হইত—কোথায় সুস্থির হইবে, বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিত না। কারণ, জগতে বহু সংখ্যক সুন্দর সুন্দর পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা মনোমধ্যে যে সকল ভাব উদ্দীপন করিত, তাহা হইলে তখন সে ভাবগুলিও

অসংখ্য হইত। আবার শুনিয়াছি, প্রকৃত প্রণয় কখনই অংশে অংশে বিভক্ত হইবার নহে, উহা ইচ্ছানুগ ও স্বভাবজ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তোমরা আমার উপর প্রীতি সংস্থাপন করিয়াছ, শুদ্ধমাত্র এই কথার উপর নির্ভর করিয়া, কেন বলক্রমে আমার হৃদয় বশ করিতে আইস? ভাল, বল দেখি, যদি বিধাতা আমাকে এ সৌন্দর্য্য প্রদান না করিয়া, কদর্য্য ও কুৎসিত করিতেন, তাহা হইলে তোমরা আমার উপর প্রীতি সংস্থাপন করিতেছ না বলিয়া, আমি কি কোন অনুযোগ করিতে পারিতাম? আর ইহাও একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, আমি আজি যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছি, তাহা আমার স্বকৃত নির্ব্বাচন নহে; বিধাতার রিক্তহস্তের দান—আমার অবাঞ্ছিত সম্পত্তি। একটী কাল সর্পে দংশন করে, কালের অমোঘ সন্ধান বিষভার ঢালিয়া দেয়, সেই বিষ বেগেই রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হয়; তাই বলিয়া কি সেই সর্পকে দোষী করিতে হইবে? প্রকৃতিই ত সর্পকে বিষ ঢালিতে শিখাইয়াছেন, সে বিষ ত তাঁহারই সাধের দান। আমার এ সৌন্দর্য্যও সেইরূপ,—ইহাও ত প্রকৃতি স্বেচ্ছায় আমাকে দান করিয়াছেন। তবে তোমরা ইহার নিমিত্ত আমাকে কেন দোষী করিতে চাহিতেছ?

আবার বলি, জানিও জ্যোতিশ, সতীজনের রূপসৌন্দর্য্য প্রজ্বলিত অগ্নি অথবা দূরবর্ত্তী শাণিত অসিধার। যাহারা নিতান্ত সমীপবর্ত্তী না হয়, তাহাদিগকে ইহা দগ্ধ অথবা আঘাত করিতে চাহে না। সম্ভ্রম ও ধর্ম্ম মানব জীবনের একমাত্র অলঙ্কার। দেহভার যতই সৌন্দর্য্যজালে বিভূষিত হউক না কেন, সম্ভ্রম ও ধর্ম্মশূন্য জীবন পাইয়া, কখনই সুন্দর বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। তবে বল দেখি, যে সতীত্বে বিভূষিত হইলে, দেহ মন সমধিক সুন্দর দেখায়,

যাহা নারীজীবনের প্রধানতম ধর্ম্ম, এক জন ইন্দ্রিয়সেবীর জঘন্য ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত সেই নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যবিচ্যুত হইতে কেন চেষ্টা পাইব? স্বাধীন ভাবে এ ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, স্বাধীন ভাবেই এ জীবন যাপন করিব। এই সকল সমীপপ্রান্তরের বিরলতাই আমার তৃপ্তির একমাত্র নিদান, এই পর্ব্বতের উপরিস্থিত তরুলতাই আমার সঙ্গিনী দল এবং ঐ ক্ষীণতোয়া তটিনী কুলের বিমল সলিলই আমার চির সাধের মুকুর ফলক,—এই পাদপ সকলে এবং ঐ তটিনী কুলেই আমার এ সৌন্দর্য্যরাশি ও জীবিতচিন্তা বিসর্জ্জিত হইবে। জ্যোতিশ আমি দূরস্থিত প্রজ্বলিত হুতাশন অথবা তীক্ষ্ণধার অসি ফলক। যাঁহারা আমার রূপ দেখিয়া প্রতারিত হইয়াছেন, আমার বাক্যে তাঁহারা কখনই প্রতারিত হয়েন নাই। আমার আশ্বাসে অনুরাগ বর্দ্ধিত হয় বটে; কিন্তু আমি যেমন কাহাকেও এ পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র আশা প্রদান করি নাই, সেইরূপ যোগজীবনও আমার নিকট কোনরূপে আশ্বস্ত হয়েন নাই। আমার নিষ্ঠুরতা তাঁহাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত না করিয়া, তাঁহার দুরন্ত হৃদয়বেগই তাঁহাকে কালকবলে নিক্ষেপ করিয়াছে।

যদি কেহ বলেন, তাঁহার ইচ্ছা একান্ত পবিত্র ও সাধুসঙ্গত ছিল, সুতরাং আমার সর্ব্বথা পালনীয়; কিন্তু তাহারই প্রতিবাদে এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি, আজি যে স্থানে তাঁহার চিতা প্রস্তুত হইতেছে, সেই স্থানে যখন তিনি আমার নিকট তাঁহার অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলাম, নিয়ত বিরলবাসই আমার এ জীবনের সার সংকল্প, পৃথিবীই আমার এ বিরলবাসের ফল উপভোগ করিবেন, এই পৃথিবীতেই আমার এ সৌন্দর্য্যের সমাধি হইবে—অন্যে উপভোগ করিতে পাইবেন না। তিনি শুনিলেন না—অপ্রতিহত হৃদয় বেগে

উন্মত্ত হইলেন—দৃঢ়মনে আশার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন—প্রচণ্ড ঝটিকায় ভগ্ন কাষ্ঠের ন্যায় জীবতরি ভাসাইয়া দিলেন। আমার এরূপ স্পষ্ট কথা না শুনিয়াও, যখন তিনি স্বকীয় অভীষ্ট সাধনে দৃঢ়ব্রত হইয়াছিলেন, তখন যে তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি সাগরে তিনি এককালে অধঃপ্রোথিত হইবেন, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়? যদি আমি তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও আশা দিয়া রাখিতাম, তাহা হইলে আজি বিশ্বাসঘাতিনী হইতাম—যদি একদিনও অঙ্গীকার করিতাম, তাহা হইলেও আমি ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছি, বলিতে পারিতাম। তিনি আমার মনোভাব জানিতে অসমর্থ হয়েন নাই, তথাপি নিজাভীষ্ট সাধনেই দৃঢ় সংকল্প হইয়া বসিয়াছিলেন—এক দিনের জন্যও ঘৃণা করি নাই, তথাপি তিনি নৈরাশ্য-সাগরে হৃদয় মন ভাসাইয়া দিলেন। এখন বিবেচনা কর দেখি, জ্যোতিশ, তাঁহার মর্ম্মবেদনার নিমিত্ত আমাকে দোষভাগিনী করা উচিত কি না। যাহাকে প্রতারিত করিয়াছি, সেই অনুযোগ করুক্—যাহাকে আশা দিয়া রাখিয়াছি, সেইই নৈরাশ্য-সাগরে ভাসিয়া যাউক্—যাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছি, সেইই গর্ব্বিত হউক্—যাহার মান বাড়াইয়াছি, সেইই আজি হৃদয় সংগম হইতে ধাবিত হউক; কিন্তু একদিনের নিমিত্তও যাহাদিগের নিকট অঙ্গীকারে বদ্ধ হই নাই—যাহাদিগকে বিন্দুমাত্রও প্রতারণা করি নাই—সাহস দি নাই—আসিতেও বলি নাই—তাহারা কেন আমাকে নিষ্ঠুর এবং নরঘাতিনী বলিয়া গালি দেয়? অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, লোকের সহিত প্রণয় সংঘটন করিব, বিধাতা আমাকে ইহা শিখান নাই, ইচ্ছায় প্রেম সংস্থাপন করিব—সাধারণে আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। যাঁহারা আমার পাণি পীড়নের আশায় আজিও আশ্বাসিত রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই স্পষ্ট প্রতিবাদে

শিক্ষা লাভ করুন্। অতঃপর ইহাও বুঝিয়া থাকুন্, যদি কেহ আমার নিমিত্ত মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তিনি আমার ঈর্ষায় বা ঘৃণায় সন্তাড়িত হইয়া মরেন না। যে কাহার উপর প্রণয় সংস্থাপন করিতে চাহে না, সে কাহাকে ঈর্ষাকুল করে না—তাহার ঐকান্তিক সরলতাও ঘৃণা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আজি যিনি আমাকে অসভ্যা এবং বন্য পিশাচী বলিয়া গালি দিতেছেন, তিনি আমাকে বিষমুখী নরককীট ভাবিয়া ত্যাগ করুন্—যিনি আমাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া জানেন, আমার পরিচর্য্যায় তাঁহার প্রয়োজন নাই—যিনি আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছেন, আমার অনুসরণে তিনি ক্ষান্ত হউন—এই অসভ্যা, এই বন্য পিশাচী, এই অকৃতজ্ঞ, এই নিষ্ঠুরপ্রকৃতি, এই বিষমুখী নরককীট, কস্মিন্‌কালেও তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিতে যাইবে না—তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতে চাহে না—তাঁহাদিগের অনুসরণেও তৎপর নহে। যদি যোগজীবনের অধীরতা ও উদ্ভ্রান্ত চিত্তবৃত্তিই যোগজীবনকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করে, তাহা হইলে আমার সতীত্বে এবং চিত্তকাঠিন্যে দোষারোপ কেন করিবে? যখন আমি এই বন্যতরুলতাপূর্ণ গহন কাননে আমার পবিত্রতা অকলঙ্কিত রাখিতে পারিয়াছি, তখন যোগজীবন মানবগণের সন্নিধানে লইয়া গিয়া, ইহাকে কেন নষ্ট করিতে চাহিলেন? আপনারা ত সকলেই জানেন, আমি আমারই নৈসর্গিক সম্পত্তি উপভোগ করিয়া থাকি—পার্থিব অন্য কোন পদার্থেই লোভ করি না। আমার মর্ত্ত্য জীবন স্বাধীন এবং অন্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে চাহে না। এ জীবনে কাহারও উপর প্রণয় সংস্থাপন করি নাই—কাহাকে ঘৃণাও করি না; একজনকে প্রতারণা করিতেছি না—অপরের নিমিত্ত মায়াজাল বিস্তার করিয়াও বসিয়া নাই; তোষামোদে কাহারও মনস্তুষ্টি

সাধনে প্রবৃত্ত নহি—রসালাপে অপরের হৃদয় তাসাইতেও যাই নাই; ঐ মন্দিরাশ্রিত যোগিনীগণের সহিত সদালাপ ও আমার পশুপাল চারণই আমার এ জীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রীতি। আমার বাসনানিচয় এই গিরি-কাননেই নিহিত রহিয়াছে, যদি কখন বিচ্ছিন্ন হয়, তাহাও আত্মার আদিম নিবাসে আরোহণ করিবার নিমিত্ত, বিধাতার সৌন্দর্য্য চিন্তনে ধাবিত হইবে।"

মেঘমালা নীরব হইলেন, উত্তরের অপেক্ষা করিলেন না, সমাগত দর্শক মণ্ডলীকে রূপ সৌন্দর্য্যে ও জ্ঞান বিভায় সমানরূপে বিস্মিত করিয়া, সন্নিহিত দুরারোহ পর্ব্বতপ্রদেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বিশাল নয়ন যাহাদিগের হৃদয় ব্যথিত করিয়াছিল, স্পষ্ট প্রতিবাদে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া, তাহারা সকলেই তাঁহার অনুসরণে লোলুপ হইল কান্তিরাম বিপন্নকুমারীগণের দুঃখ শান্তি করিবার এই এক প্রশস্ত সুযোগ বিবেচনা করিয়া, দৃঢ়মুষ্টিতে তরবারি ধারণ করিলেন এবং বজ্র নির্ঘোষ গম্ভীরনাদে কহিতে লাগিলেন—

"যে অবস্থায় অবস্থিত বা যে পদবীতে আরূঢ় হউন্ না কেন, কেহই যেন আজি রূপনিদানভূতা রমণীরত্ন মেঘমালার অনুসরণে ধাবিত হইয়া, আমার জ্বলন্ত ক্রোধানলে নিজ প্রাণ আহুতি প্রদান না করেন। যোগজীবনের সুত্থায় নিমিত্ত মেঘমালা কতদূর লোভভাগিনী এবং তাঁহার পাণিপীড়নলোলুপ প্রণয়ীগণের উৎসাহ বর্দ্ধনে, তিনি কত দূর বীতস্পৃহ, আজি পরিষ্কার ও প্রীতিপ্রদ বাক্যে তাহাই আমাদিগকে বুঝাইয়া গিয়াছেন সেই জন্য বলিতেছি, তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত না হইয়া অথবা কোন; রূপেই তাঁহার সরল জীবনে যাতনা প্রদান না করিয়া, পৃথিবীস্থ যাব-তী জ্ঞানী ও সাধুজন তাঁহার পূজা ও সৎকার করুন! এ পৃথিবীতে যদি

কোন ধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী নারীরত্ন জীবিতা থাকেন, তাহা হইলে মেঘমালাই সেই নারীরত্নের চূড়ান্ত আদর্শস্থল।

কান্তিরামের তাড়নায় ভীত হইয়াই হউক অথবা শেষ কার্য্য পর্যন্ত সমাপ্তি পর্য্যন্ত অবস্থানের নিমিত্ত জ্যোতিশ্চন্দ্রের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়াই হউক, যতক্ষণ শবদাহ এবং লিখিত প্রবন্ধগুলি চিতানলে ভস্মীভূত না হইল, ততক্ষণ কেহই গমন করিলেন না; প্রত্যুত, অজস্র অশ্রু জল বিসর্জ্জন করিয়া, যোগজীবনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। দাহকার্য্য সমাপ্ত হইলে, এক খণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বত প্রস্তরে স্মৃতিলিপি প্রস্তুত হইল। জ্যোতিশ কহিলেন, বয়স্য নিম্নলিখিত বাক্য কয়েকটী ক্ষোদিত করাইতে বলিয়া গিয়াছেন,—

"কঠিন পরাণ যোষিত ঘৃণায়,
ছাড়ি মর্ত্ত্যবাস, পুড়িল হেথায়
অভাগার জীব কুসুম-কোমল;
তরল যৌবনে মত্ত যুবজন।
মেঘমালা প্রেম কঠোর পীড়ন
জনমি এ জন দেখাল কেবল।"

তদনন্তর সৎকারার্থিগণ প্রস্রবণ হইতে নিয়মিত সংখ্যক জল ভার আনিয়া, চিতানল নির্ব্বাণ করিলেন, এবং জ্যোতিশ্চন্দ্রকে কালোচিত প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলেন। সমরসিংহ ও তাঁহার সঙ্গীও তাহাই করিলেন; কান্তিরামও, কিরাতগণ ও পথিকদ্বয়ের নিকট বিদায় লইলেন। পথিকদ্বয় কান্তিরামকে তাঁহাদিগের সহিত রাজমহল পর্য্যন্ত গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, রাজমহল, দিগ্বিজয়ী বীরের পক্ষে বিশেষ অনুকূল স্থল; ইহার প্রত্যেক

স্থানেই বীরগণের সাংঘাতিক দুর্ঘটনা প্রায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে। অন্য কোন স্থানে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কান্তিরাম পথিক দ্বয়ের ভদ্রতার এবং অভীপ্সিত সম্বাদ প্রদানের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া কহিলেন,

"মহাশয়। যতদিন আমি এই পর্ব্বত সকলের চিরকীর্ত্তিত দস্যু ও ঘাতুকগণের সমূলোচ্ছেদ করিতে না পারিব, ততদিন কুত্রাপি গমন করিতে পারিব না। আমার প্রবৃত্তি বা অবলম্বিত বীরব্রতও সেরূপ করিতে বলে না।"

পথিক দ্বয় তাঁহার সদুদ্দেশ্য দেখিয়া নির্ব্বাক্যাতিশয় প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন। মেঘমালা ও যোগজীবনের অদৃষ্টচর অভূতপূর্ব্ব উপাখ্যান এবং কান্তিরামের চিত্তবিহ্বলতাই তাঁহাদিগের কথোপকথনের একমাত্র বিষয় হইল। এদিকে, বীরবর, যোগিনী মেঘমালার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন; ইচ্ছা করিলেন, মেঘমালার মনোভীষ্ট সাধনের প্রস্তাব করিবেন। কিন্তু ঘটনাবলী ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল, কাযেই ঘটিয়া উঠিল না। পাঠকগণ, এই প্রকৃত ইতিহাসের বিস্তারবর্ণনে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

কিরাতপর্ব্ব সমাপ্ত।

গিরি পর্ব।

—•••—

পঞ্চ দশ অধ্যায়।

নিষ্ঠুর ভীলগণের সাক্ষাতে কান্তিরামের যে শোচনীয় বীরকার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ—

সিড্ হেমীট্ বেন এনজিলীর বর্ণনানুসারে দেখিতে পাওয়া যায়, কান্তিরাম সংকার দর্শনাগত ব্যক্তিবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, যে পর্ব্বত প্রদেশে মেঘমালাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্যূন প্রহরার্দ্ধ কাল নিষ্ফলে সেই সেই পর্ব্বত প্রদেশ অম্বেষণ করিয়া, নয়নমনমুগ্ধকরী স্বচ্ছসলিলা এক তটিনীর শ্যামল তৃণপূর্ণ পুলিনে উপস্থিত হইলেন। খররশ্মি মধ্যাহ্নের দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত তাঁহাদিগের সেই স্থানে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিতে ইচ্ছা হইল। সুতরাং কান্তিরাম ও গোলকচাঁদ নিজ নিজ যান হইতে অবতরণ করিলেন, গর্দ্দভ এবং রোজিনা স্বীয় বন্ধন খুলিয়া দিয়া যথা ইচ্ছা তৃণ ভক্ষণে ছাড়িয়া দিলেন এবং খাদ্যের ভার উন্মোচন করিয়া, আপনারাও কালোচিত আহারের আয়োজন করিয়া লইলেন। উভয়ে একাসনেই আহারে উপবেশন করিলেন, সন্দেহের লেশমাত্র মনোমধ্যে স্থান পাইল না, প্রভু ও ভৃত্য জাতিত্ব সম্বন্ধের ন্যায় যেন আহারে নিযুক্ত হইলেন। গোলক, রোজিনাস্বীর পদদ্বয় বন্ধন না করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিল, পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল, তাহার স্বভাব এরূপ বিশুদ্ধ যে, তৎপ্রদেশীয় যাবতীয় ঘোটকী একস্থানে সমাগত হইলেও, রোজিনাস্বীর মনে কোনরূপ অসদভিপ্রায়ের উত্তেজনা করিতে পারিবে না। কিন্তু

অনুসরণ তৎপর ভাগ্য বা দুর্দ্দৈব বলেই হউক কালের গতি ভিন্ন রূপে ব্যবস্থিত হইল। সেই স্থানে ভীলগণের কতকগুলি ঘোটকী তৃণ ভক্ষণ করিতেছিল। ভীলদিগের চিরপ্রথা, তাহারা যেখানে প্রচুরপরিমাণে তৃণ জল দেখিতে পায়, সেই স্থানেই পশুপাল চরাইয়া মধ্যাহ্নকাল অতিবাহন করে। কাস্তিরায় যেস্থানে আসিয়া বিশ্রামের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে ভীলেরাও সেইস্থানে তাহাদিগের পশুপাল চারণের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া অবস্থান করিতেছিল। রোজিনাম্নী ঘোটকীদিগকে চরিতে দেখিয়াই স্ত্রী জাতীর সজাত এবং তাহাদিগের প্রতি আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইতে ইচ্ছা পরতন্ত্র হইল, প্রকাশ্য প্রান্তরে পাইয়া স্বকীয় নৈসর্গিক মৃদুপদক্ষেপ দূর বিস্তারে পরিণত করিল এবং প্রভুর আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া স্বকীয় ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে ধাবিত হইল। ঘোটকীগণের অন্য কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি ছিল না; সুতরাং সুতীক্ষ্ণ দংশনরাশি ও পদাঘাত বর্ষণ করিয়াই রোজিনাম্নীকে সাদরে গ্রহণ করিল। এমন কি, তাহাতে রোজি-নাম্নী মুহূর্ত্ত মধ্যেই পৃষ্ঠস্থ পর্য্যাণ এবং অন্যান্য বেশ ভূষায় জলাঞ্জলি দিল। অবশেষে এই অনধিকার প্রবেশের নিমিত্ত ভীলেরাও আসিয়া করস্থ যষ্টি প্রহারে রোজিনাম্নীর সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ করিল এবং নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া, প্রান্তরের এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিল।

কঠিন লগুড় প্রহারে রোজিনাম্নীকে এক কালে চূর্ণ করিতে দেখিয়া, বীরবর এবং পার্শ্বচর সত্বরে দৌড়িয়া আসিলেন, প্রথমেই কান্তিরায় গোলককে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভাই গোলক, যাহা দেখিতেছি, তাহাতে ইহাদিগকে দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া বোধ হয় না; ইহারা ইতর জাতীয় নরাধম। তোমাকে একথা বলিবার কারণ এই, রোজিনাম্নীর প্রতি আমাদিগের সমক্ষেই যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে,

তাহার প্রতিহিংসা কার্যে তুমিও আমাকে রীতিমত সাহায্য করিও।”

গোলক কহিল, “উঃ তার আর মোরা কিবা কর্বো? তারা হলো বিশ জনা আর মোরা হলাম দুজনা—তাও পুরো নয়—খণ্ডি গেলি এট্টা আর আধ খানা।”

“আমি একাকীই এক সহস্র” বলিয়া কান্তিরাম উত্তর করিলেন, এবং দ্বিতীয় বাক্য প্রয়োগের অপেক্ষা না করিয়া, অসি ধারণ করতঃ ভীলগণের উপর পতিত হইলেন। গোলকও দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। প্রথম উদ্যমেই কান্তিরাম জনৈক ভীলের স্কন্ধদেশে বিষম আঘাত প্রদান করিলেন। দুইজন মাত্র মনুষ্য কর্তৃক এরূপ আক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া, ভীলেরাও স্ব স্ব লগুড় ধারণ করিল, এবং উভয়ের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া, বিলক্ষণ ক্ষিপ্রতা ও প্রচণ্ড ঘৃণা সহকারে লগুড় চালাইতে লাগিল, সত্য কথা বলিতে কি, দ্বিতীয় আঘাতেই গোলক ধরাশায়ী হইল। কান্তিরামের ভাগ্যেও ঘটনান্তর সংঘটিত হইল না,—তাঁহার সেই জীবন্ত সাহস ও অমানুষিক রণনৈপুণ্য কিছুই করিতে পারিল না, দুর্দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনিও ভূপতিত রোজিনাবীর পাদদেশে শয়ন করিলেন। ফলতঃ গোলক ও কান্তিরামের মূর্চ্ছা এবং রোজীনান্তীর সেই সময়ে সেই অবস্থায় ভূপতন দেখিয়া, ক্রোধোন্মত্ত অসভ্য কৃষকের হস্তস্থ বংশদণ্ড কি ভীষণ নিষ্ঠুর কার্য্য সাধন করিতে পারে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইল। ভীলেরা তাহাদিগের দণ্ড কাষ্ঠের মহিমা অনুভব করিয়া সত্বরে ঘোটকী পৃষ্ঠে আপন দ্রব্যাদি চাপাইয়া দিল এবং দিগ্বিজয়ী বীরদ্বয়কে সেইরূপ শোচনীয় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গন্তব্য প্রদেশে গমন করিল।

সর্ব্বপ্রথমে গোলক সংজ্ঞালাভ করিল। চেতনা পাইয়া দেখিল,

কান্তিরাম সন্নিধানেই পতিত রহিয়াছেন। অমনি শোক পীড়িত মৃদুস্বরে কহিল, দাদাঠাকুর! ও—দাদাঠাকুর! —দাদাঠাকুর গাঃ—

কান্তিরাম রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "কেন ভাই গোলক, কি বল্‌চো?"

গো। "বল্‌চি কি, যদি ভাল বোঝ, আর পাবার হয়, তাহলি সেই যে কি বদ্দিডের নাম করেলে—সেই বদ্দির কোটা দুই মলম কেন দেও না? হাড়ভাঙ্গা তাতে যেমন ভাল হয়, ঠাওর হচ্চে, গার ঘাগুনোও তাতে তেমনি সার্ত্তি পার্ব্বে।"

কা। "দুর্ভাগ্যের কথা কি আর বল্‌বো—তা যে আমাদের সঙ্গে নাই। আজ বীরধর্ম্ম সাক্ষ্য করে শপথ কচ্চি, যদি দৈব প্রতিকূল না হন, তা হলে দু দিনের মধ্যেই আমি তা সংগ্রহ কর্ব্বো।"

"পার্শ্বচর কহিল, হ্যাগা দাঠাকুর, মোরা আবার কদ্দিন বাদে চল্‌তি ফির্ত্তি পার্ব্বো গা?"

বিরুতাঙ্গ মহারাজ কান্তিরাম সিংহ একটী বিশাল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন, সময় নিরূপণ করে বল্‌তি পার্চ্চি না। যা হক, গোলক, আজকার দোষ আমারই বল্‌তে হবে। কারণ, যে আমার ন্যায় ব্রতধারী বীর নয়, তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাই আমার নির্ব্বুদ্ধিতা। এই বীরব্রতের নিয়ম ভঙ্গ করাতেই, বোধ হয়, রণ-কালী আমার উপর কুপিতা হয়ে এরূপ শাস্তি বিধান করে-চেন। ভাই গোলক, সেই জন্য আমি এখন থেকে তোমার নিকট একটা কথা বলে রাখি, তুমি আগেই তা ভাল করে জেনে থাকো, সেটী আমা-দের উত্তরেরই বিশেষ উপকারে আস্‌বে। যখন আমারা এইরূপ ইতর লোকের কাছে উৎপীড়িত হব, তখন আমাকে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্ত্তে না দেখে, যেন তুমিও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

কর্ম্মে বিরত থেকো না। আমি কখনই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্ব্বো না। তুমিই তোমার দুরন্ত অসি চালনা করো এবং আশানুরূপ শাস্তি বিধান করো। যদি কোন ব্রতধারী বীর সে সময়ে তাদের সাহায্যে আগমন করে, তা হলে তখন তোমাকে কিরূপে রক্ষা কর্ত্তে হবে, এবং বিপক্ষকেই বা কিরূপে শাস্তি দিতে হবে, দেখিয়ে দেবো। এদুর্জ্জয় ভুজবলের সহস্র সহস্র প্রমাণ তুমিই তো, গোলক, আগেই দেখিয়াছ ?"—পঞ্জাবীর উপর জয়লাভ করিয়াই বীরবুকের এত আস্পর্দ্ধা।

গোলক প্রভুর উপদেশবাক্যে মনোনিবেশ না করিয়া যথোপযুক্ত উত্তর প্রদানেই অধিক ইচ্ছাপরবতন্ত্র হইল, কহিল,

"দাঠাকুর! মোরে ত দেখেচো, মুই চিরডি কালই বড় শান্ত, শিষ্ট্‌, নিঃঝিরকিচে নোক। নাত্তিই মার আর ঝাঁটাই মার, মুই খুব্‌ সয়ে থাক্‌তি পারি।—না থাক্‌লিই বা চল্‌বে কেন?—মোরা হলাম সংসারী নোক, ছুটো কাচ্চা বাচ্চা মাগ ছেলে নে ঘর কত্তি হবে, তাই কল্‌চি, দা ঠাকুর ও চাষাই বল, আর তোমাগার নড্‌বে নোকই বল, মুই যে ঢাল খাঁড়া নিয়ে কথায় কথায় কাট্‌তি উট্‌বো, তা পার্ব্বো না। তোমার ঝ্যাঞ্জাতা কচ্চি, মোরে ঐ কথাডা বলো না। দই ধম্মের আজ থে ক কডার মাঙ্গা-ছেড়ে যে দিব্বি কল্লাম, খুজাই বল, আর গরিবই বল, ভাল মানুষই হক্‌, আর মন্দ মানুষই হক্‌, বড় নোকই হক্‌, কি ছোট মানুষই থাকুক্‌, যে মোর মন্দ করেছে, কি কর্‌বার মেগে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে, কি বেড়াবে, তারে কিছু বল্‌বো না, আর যে মোর মন্দ করেচে, তারেও কিছু বল্‌তি পার্ব্বো না।"

কা। "কি বল্‌বো, গোলক, আজ্‌ যদি আমার নিঃশেস ছাড়বের শক্তি থাক্‌তো, আর এই পাঁজরার আঘাতে এত কষ্ট না হতো, তা হলে

তোমার ভুল শোধরাতে আর একদণ্ডও বিলম্ব কর্ব্বেন না। আরে মহাপাতক। তুই তো বল্লে বুঝবি না—ভাল বল্ দেখি আমাদের যে গ্রহ আজ এত বিরুদ্ধ, তাই যদি কাল অনুকূল হয়ে ফিরে দাঁড়ায়, আশার সুবাতাস যদি আমাদের সুখের তরিতে ভর দেয়—তোকে যে দ্বীপের রাজা করে দেবো বলেচি, সেই বাতাসের বলে কালই যদি সেই দ্বীপে পৌঁছে উঠ্‌তে পারি, তা হলে তোর উপায় হবে কি? আমি যদি সেই দ্বীপটী পেয়েই তোকে রাজা করো দি, তা হলে দেখ্‌ছি, তুই ব্রতধারী বীর না হয়েই হউক, কি হবার ইচ্ছে না থাকাতেই হক্, কি তোর অনিষ্টকারীকে সমুচিত শাস্তি দেবার ইচ্ছে বা সাহস না থেকেই হউক, কি রাজ্য রক্ষা না কর্ত্তে পেয়েই হক্, সব মাটি করে দিবি। এমন তেমন কথা নয়, গোলক, এটী খুব্ বুঝে থেকো যে, যে দেশ বা যে রাজ্য নূতন নূতন জয় করা যায়, সে দেশের বা সে রাজ্যের লোকেদের মনের ভাব কখনই প্রথমে তেমন শান্ত হয় না, নূতন রাজার লাভালাভের প্রতিও প্রজাদের তত দৃষ্টি থাকে না। প্রথমে তারা বিদ্রোহী হবার বিশেষ চেষ্টা পায় এবং দুই একবার আপন আপন ভাগ্য পরীক্ষা করেও দেখে থাকে। নূতন রাজাদের এই ভয়েই সর্ব্বক্ষণ সশঙ্ক থাক্‌তে হয়। কাজেই কেমন করো রাজ কায চালাতে হয়, কেমন করো রাজ্য রক্ষা কর্ত্তে হয়, কেমন করোই বা শত্রু পক্ষকে দমনে রাখতে হয়, এ সমস্ত নূতন রাজাদের আগে জান্তে হয়।”

গোলক। “যেরূপ গেরকার কাণ্ডটা আজ দা ঠাকুর, ঘটেচে, তাতে মোর ইচ্ছে হচ্চে মুই যেন সেই রকমে বল বুদ্ধিই পাই।” কিন্তু এ জাতির লোকের কথায় বিশেষ করবা কি না বল্‌তি পারিবে, মুই দিব্বি কর্‌্যে বল্‌চি, মোর হাড় গোড় ভেঙ্গে একেবারে ছাতু হয়ে গেচে, এখন নূতন্ কথা বলার

কল্কি মোর গায়ে মলম পটী লাগিয়ে বাঁচানোর চেষ্টাতা আগে দেখো ; দা ঠাকুর, বলি উটতি পার্ব্বা কি ? একবার ঝেড়ে ঝুড়ে কেন ওটো না ? ধরাধরি কর্য়ে তোমার ঐ ঘোড়াডারে উটিয়ে দেও।—দিত্তিও নাই—ঐ কালাবরণডাই তো এতো ডা টাণ্ডাইর গোড়া। আগুতি বড়্ডি ঠাণ্ডর হয়েলো, ঘোড়াডা মোরই মতন শান্ত শিষ্টু—ছনিয়ার ওর যুড়ি মেল্‌বে না। কিন্তু ঠাকুর দেবতাদের কথা কি মিছে হবার যো আছে ? যার কথা-ভিই বল্যে থাকে,— ভাল কর্ব্যে মানুষ চিন্তে বহুৎ দেরি লাগে, আর মান্‌ষির কখন কি ঘটে তা শিগ্‌গির ঠিক কর্ব্যে উট্‌তি পাবাযায় না।'— তা এডা আঁনারা ঠিক কথাই বল্যে গিয়েচেন, নলি দা ঠাকুর, তুমি সেই বুনোডারে যে চাবকানডা চাবকালে, তেনধারা চাবুকির ঘা খাতি দেখেচো ; বল-দিখি-কে ঠাওর পেয়েলো, যে একেবারে কেল্লার ফৌজির মত বুনোগুনো এসে তোমার ঘাড়ে তেম্‌নি কর্য়ে নাদনা পিটে যাবে ? "

কা। "সে পিটুক্‌ গোলক, কিন্তু এটা যে দেখবে, সেই বল্‌বে, এ রকম নাদনের ঘা বছরের মধ্যে তোমাদের ঘাড়ে দুই একবার পড়ে থাকে, আর আমাদের মতন লোক, যারা ভাল খেয়ে, ভাল পরে, শাটীন মখমল ব্যবহার করে্য বেড়ায়, এ রকম হলে, তাদের বিলক্ষণই কষ্ট পেতে হয়। যা হক্, এগুলি বীরব্রতধারীর অঙ্গের আভরণ, এটি যদি আগে অনুমান না কত্তেম—কেন, অনুমানই বা বলচি কেন ?—যদি আগে নিশ্চয় না জান্‌তেম, তা হলে আজিকার এ উৎপীড়নে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ কত্তে হতো।"

গো। "বোঝ্‌লাম, এগুনো তবে তোমাগার ধম্মের পূণ্যি ফল ?" বলিয়াই গোলক একবার বিকট হাস্য করিল, পরে পুনরায় বলিতে লাগিল—"বলি গোঁসাই দা ঠাকুর, তোমাগার এন্‌ধারা পূণ্যির ফল কি হামেশা ঘটে থাকে, না

ঘট্‌বার এক্টা দিন টিন ঠিক করা আছে? এন্‌ধারা পুণ্যির ফল ফিরে ফির্ত্তি ভোগ কত্তি হলিই সব ঠিক হবে দেখ্‌চি—ঠাকুর দেব্‌তাদের এটু বিশেষ কের্পা না থাক্‌লি আর তিনবারের বার ভুগ্‌দি হবে না।"

কা।—"দেখ ভাই গোলক, ব্রতনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের জীবন এইরূপ সহস্র বিপদ ও সহস্র দুঃখ যন্ত্রণারই অধীন; কিন্তু এ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বার সময়েও সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়বীর রাজা বা সম্রাটগণের সমতুল্য বল্যেই গণ্য হয়ে থাকেন। আমি অনেক অনেক বীরগণের জীবনচরিত সম্পূর্ণরূপেই বিদিত আছি, সকলেই প্রায় এইরূপ মান সম্ভ্রম লাভ করে গিয়েছেন।"

উঃ—কি বল্‌বো?—আমার গায়ের ব্যাথায় অত্যন্ত কষ্ট হচ্চে, নইলে যাঁরা এরূপ মান সম্ভ্রম পেয়ে গিয়েছেন, তাঁদের কতকগুলির কথা আজ তোমাকে বল্যে শুনাতেম। তাঁরা এই মান সম্ভ্রম পাবার আগে এবং পরে বিলক্ষণ দুর্দ্দশা ও দুঃখেই পড়েছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল্‌চি, গোলক, মহারাজ রমণীমোহনও তাঁর দুর্জ্জয় বিপক্ষ ঐন্দ্রজালিক হবিনাভ্যের করকবলিত হয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে এরূপ জনশ্রুতিও আছে যে, হবিনাভ্য মহারাজকে বন্দী করে লয়ে গিয়ে, একটা স্তম্ভে দৃঢ়রূপে বন্ধন করে, এবং ঘোড়ার লাগাম দিয়ে দুইশত বারেরও অধিক আঘাত করে।" আর একজন সুদক্ষ গ্রন্থকর্ত্তা উল্লেখ করে্য গিয়েছেন, যে, মহারাজ কলাদিত্য নরপতিরও এক চাপা সিঁড়ির দরজায় পা বদ্ধ হয়ে যায়, পরে সেই দরজাটা ক্রমে নাম্‌তে নাম্‌তে একটা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে্য— তখন মহারাজের বোধ হয়, মাটীর নীচে একটা ভয়ানক অন্ধকার অন্ধ জেলখানায় পতিত হয়েছেন, হাত পা সমস্তই দৃঢ়রূপ বদ্ধ রয়েছে, আর সেখানকার লোকেরা বরফের জল আর বালিতে এক রকম ভয়ানক জিনিষ প্রস্তুত করে্য গুহ্যদ্বারে অনবরত পিচকিরী দিচ্চে; এরূপ কি, সেরূপ

তাঁর কিছুক্ষণ কল্যে, তাতেই তাঁর প্রাণ বিয়োগ হতো। একজন জানি তান্ত্রিক তাঁর বন্ধু ছিল; ভাগ্যক্রমে সেই জান্তে পেরে সে যাত্রা তাঁর প্রাণ রক্ষা করে দেয়। যখন এমন হৃদক শত শত ক্ষত্রিয়বীর আমাদের অপেক্ষাও সহস্র পরিমাণে কষ্ট ও অপমান সহ্য করেছেন, তখন আমরা এই একটু সামান্য মাত্র অপমানই বা কেন না সইব? আর গোলক, তোমায় এসময়ে আর একটী কথা জানিয়ে রাখি, মুগুরই বল, ঝাঁটাই বল, আর জুতাই বল, যে সমস্ত জিনিস কদাচিত যুদ্ধার্থে লোকের হস্তে এস্যে পড়ে, তাহার প্রহারে অপমান জ্ঞান কর্ত্তে নাই। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে, একজন চর্ম্মকার, চর্ম্ম পিটাতে পিটাতে যদি হস্তস্থ মুগুর দ্বারা নিকটস্থ কোন ব্যক্তির অঙ্গে আঘাত করে, তাহলে সেই মুদ্গর কাষ্ঠ নির্ম্মিত হউক না কেন, তাকে মুগুরাঘাত বা দণ্ডাঘাত বলা যেতে পারে না। একথা বল্চি শুদ্ধ গোলক গত যুদ্ধে আমাদের অস্থি পাঁজর চূর্ণ হয়েছে বটে, কিন্তু আমরা অপমানিত হয়েছি এরূপ বুঝিও না। কারণ, তাঁদের যে সমস্ত অস্ত্র নয়ে এসেছিল এবং যাহা দ্বারা আমাদিগকে আক্রমণ করেছিল, সে গুলো আর কিছুই নহে, কেবল পাঁচুনি মাত্র। আমার বিলক্ষণ স্মরণ হচ্চে, কারই হাতে ঢাল, তরবার, বা ছুরি ছিল না।

গোলক। বাপ্‌রে বাপ্!—শালারা যে ঠ্যাংগা ঠ্যাংঘাতি আরম্ভ কর্লে মুই কি তা দেখ্‌তি ফুরসোৎ পেয়েলাম? মোর খাঁড়া খানায় হাত দিতি নার্দিচি, শালারা এসে মোর কাঁদে যো বেকো হেতেল মসাতি নাগ্‌ল্যো, চখি কানে আর দেখ্‌তি পেলে না, গায় কড়া মতি জোর রাখ্‌লে না, এখন যে ঠ্যাঙ্গার ওরে আচি, আরিচোটে সেই ঠ্যাঙ্গাটাই একেবারে চিৎ কর্যে ফেল্‌লে। না [illegible] বল [illegible] ঠাকুর, এখন মা. সামলান, মোর মেতো মরকুম,

তাদের মুগুরির ঘায় যোদের ইজ্জোত হানি হলো কি না, তা দেখার যোর ভেজ্জো দরকার নেই।—" উঃ কথাড়া চিরকাল মনে থাক্‌বে—দাগ-গুলোও কোন কালে মিলোবে না, কথাডাও বয়স ভোর ভুল্‌তি পার্কো না।"——

কান্তিরাম। " সে কি গোলক, ' সময়ে ভুল্‌তে হবে না পৃথিবীতে ত এমন কথাই নাই আর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় না পৃথিবীতে এমন কোন দুঃখও দেখা যায় না। "

গোলক। " বলি সময়ে যা সেরে যায় আর মরনের সঙ্গে যার যাতনা দূর হয়, তার কত্তি কুগেরো বল দেখি দা ঠাকুর আর কি হতি পারে? যদি এডা বোঝতাম থানেক দুখানা শুখ মলমের পটী লাগালিই যাগুনো ভাল হতি পাবে, তা হলি এডারে মন্দ বল্‌তি পাত্তাম না। কিন্তু এ যেরূপ প্রেরকার দেখ্‌তি নেগিচি, তাতে মালুম হয়, দেশ শুদ্ধ ডাক্তারখানার মলম পটী লাগালিও এ ঘাগুনো সার্কে না।

কা। " থাক্, আর কথায় কায নাই। এখন যো যা করো উঠ্‌বের চেষ্টা দেখ! বলি, গোলক, আমার রোজিনাভী কোথায়?—দেখদেখি, সে কি কচ্চে? বোধ হয়, আমাদের অপেক্ষা তারও কষ্ট কম হয় নাই। "

গো। " তা বড় আশ্চর্জ্জি নয়। সেডাও তো নড়্‌বে লোকের যোড়া! কিন্তু দা ঠাকুর মুই বড় তাজ্জব হইছি!—যোরা এতজা ভোগ ভোগলাম, হ্যাদে যোর যাধাডা কেমন শলে শলে ফেসিয়ে এয়েচে। তার গায় এট্টা আঁচড়ও লাগি নি। "

কা। বটে? তা হতে পারে।—ভাগ্যদেবী দুরদৃষ্টের সময়েও সুখের ছায়া দেখিয়ে থাকেন, দুই একটী উপায়ও করে দেন। এটী বল্‌বের কারণ শুদ্ধ, গোলক তোমার গাধাটিই এখন আমার রৌজিনাভীর কায

সম্পন্ন কর্ব্বে, একটী যে কোন দুর্গে লয়ে যাবে, সেই খান থেকে আমি আমার গায়ের খাওনি আরাম করো নেবো। ভেবো না, গোলক, এমন করো গাধার পিঠে চড়াতে আমাদের অপমান আছে। মনে হচ্চে, কিসে পড়েছি বুদ্ধ তাত বিলাসগুরু শত তোরণ শোভিত পুরমধ্যে প্রকাশ কালে সহযে একটী গাধার পিঠে চেপেই গিয়েছিলেন।

গো। "তা হতি পারে। তুমি যাখন বল্চো ত্যাখন কি মিছে হবার যো আছে? তা নয়—তবে কি না, চেপে যাওয়া আর সুরকির বস্তার মত গাধার পিটি কাৎ হয়ো পড়ে যাওয়ায়, বহুত তফাৎ আছে।"

কা। "যুদ্ধস্থলের আঘাতে বীরের মান বৃদ্ধিই হয়—কম না। সেই জন্য বল্চি গোলক, তাতে তোমার কোন চিন্তা নাই। এখন যেরূপে পার আমাকে তুল্যে, তোমার গাধার পিঠে বসিয়ে দেও, যেন রাত্রি না হতে হতে আমরা এস্থান ত্যাগ কর্ত্তি পারি।"

গো। "কেন, দা ঠাকুর, তুমিইতো বলে থাকো, নড়্কে নোকরা বছ বের মধ্যি প্রায় দশমাস জলা জঙ্গলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটান, আর তাতিই তানারা পুরুষত্ব গ্যান করো থাকেন?"

কা। "সেটা যবন তাঁরা অন্য কোন সুবিধা না পান কিম্বা কাহা রও প্রণয়ে আসক্ত থাকেন। হাঁ দেখা গিয়েছে, অনেক দিগ্বিজয়ী বীর ধর্ম্মপত্নীগণের অজ্ঞাতে, যাত বৃষ্টি শীত তাপ না মেনেই, হয় ত; পর্ব্বতের উপরেই দুই বৎসর রাত্রি দিন কাটিয়ে দিয়েছেন। মহারাজ রমণী মোহনই তার এক চূড়ান্ত উদাহরণ। আমি তাঁর জীবন চরিত সবিশেষ জানি না, শুনেছি, আট বৎসরের নিমিত্তই হক, কি আট মাসের নিমিত্তই হক, তিনি পর্ব্বতে পর্ব্বতে রাগ করো বেড়াতেন। রাজমহিষী সুরজকামিনী নাকি তাঁর কি ... বিরক্তি উৎপাদন করে ছিলেন, তাতেই তিনি সেখানে

"—রক্ষা করুন, এই মুহূর্ত্তেই আমি আপনার সন্তোষসাধন করিতেছি। পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, আমি যাজকব্রাহ্মণ। ফলতঃ আমি অদ্যাপিও সমাবর্ত্তনকাল অতিক্রমণ করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান পরিত্যাগ করি নাই। সমগ্র পুরাণসংহিতাদি অধ্যয়ন করিয়া, এক্ষণে ভগবান বিরূপশর্ম্মার নিকট বেদাধ্যয়নে দীক্ষিত হইয়াছি। আমার নাম হরিহর ভট্টাচার্য্য, মুরশিদাবাদের নিকটস্থ গোপালপুর আমার আবাসস্থল। আমরা এই শবাশ্রয় লইয়া, মনোহরপুর হইতে আগমন করিতেছিলাম। আমার সহিত আর একাদশজন সাংযাত্রিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা আপনার ভীষণ আক্রমণবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রান্তর উত্তরণ করিয়া, পলায়ন করিয়াছেন। আমাদের সতীর্থ জনৈক ব্রাহ্মণকুমারের মৃতদেহ পুণ্যসলিলা সুরধুনীতটে সৎকার করিবার নিমিত্ত, আমরা সকলে গমন করিতেছিলাম।"

"—আপনার সতীর্থ ব্রাহ্মণকুমারের মৃত্যু হইল কিরূপে?—কে তাঁহার প্রাণবধ করিয়াছে?—"

"—স্বয়ং বিধাতা, সংক্রামক জ্বররোগে তাঁহার প্রাণহরণ করিয়াছেন।"

"—তাহা হইলে, বিধাতাই আমাকে ব্রাহ্মণের মৃত্যুজনিত বৈরনির্যাতনক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। পার্থিব কোন প্রাণী ইহাঁর মৃত্যুর কারণ হইলে, এখনই আমাকে তাহার সমুচিত প্রতিহিংসাগ্রহণ করিতে হইত। যখন ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে ইনি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, তখন সহিষ্ণুতা ও অব্যক্ত ক্ষণিক আকুঞ্চন ভিন্ন আমাদিগের নিকট হইতে ইহাঁর প্রত্যাশা করিবার আর কিছুই নাই। যদি আজি আমার প্রতিও সেই শিবদাতা পরম পিতার এই আদেশ পরিচালন করিবার ইচ্ছা জন্মে, তাহা হইলে আমিও আমার স্বজন বান্ধববর্গের নিকট হইতে, এতদ্ভিন্ন আর কিছুই প্রত্যাশা করি না। যাহাহউক, এক্ষণে ভগবানের বোধগম্য হওয়া উচিত যে, আমি মলয়দেশীয় মহাবীর—নাম মহারাজ কাণ্ডিরাম সিংহ। অখিলব্রহ্মাণ্ডের দুঃখাবমোচন ও অযথাত্যাচারে শান্তিসংস্থাপন করিয়া, পৃথিবী পর্য্যটন করাই আমার একান্ত কর্ত্তব্য ও অনুষ্ঠিত মহাব্রত।"

"—আপনি অত্যাচারে কিরূপ শান্তিসংস্থাপন করিতেছেন, বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আপনি আমাকে শান্তিবিচ্যুত করিয়া, বরং

জগতেতেই সংস্থাপন করিয়াছেন। আমার একখানি পা এককালে কাড়িয়া দিয়াছেন, উহা বোধ হয়, আমার সমস্ত জীবনমধ্যেও আর প্রকৃতিস্থ হইবে না। আমার সম্বন্ধ যে দুঃখবিমোচন করিয়াছেন, তাহাও এইমাত্র যে, এই দুঃখের বিরামভাব কস্মিনকালেও ঘটিবার নহে। সুতরাং যাঁহারা বীরধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া, জগতের দুঃখবিমোচনে ও শান্তিসংস্থাপনে স্বকীয় দেহপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, সেই ধর্ম্মশীল দেশহিতৈষী বীর সিংহগণের দেবদুর্লভ সাক্ষাৎকারলাভ আমার ভাগ্যে অপরিমেয় দুর্ভাগ্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল।

কা। সমস্ত কার্য্যই একভাবে সংঘটিত হয় না। আপনারা এই ঘোরান্ধকার রজনীতে বসনবৈচিত্র্যে ভূষিত হইয়া, আলোক এবং সংকারোচিত শুষ্ককাষ্ঠাদি সঙ্গে লইয়া, যেরূপ অপরিস্ফুট কণ্ঠরব করিতে করিতে আগমন করিতেছিলেন, তাহাতে আপনাদিগকে কোন দুর্দ্দর্শন অথবা ভিন্নলোকস্থ প্রাণী বলিয়াই সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছিল। তজ্জন্যই আমি আপনাদিগকে আক্রমণ করিয়া, আমার কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বস্তুতঃ আপনারা যদি আমার কল্পনানুমত নরকস্থ প্রেতাত্মা হইতেন, তাহা হইলেও আমি ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতাম না।—”

! কা। যখন আমার ভাগ্য এইরূপেই ব্যবস্থিত হইয়াছে, তখন ইহাতে আমার আর কোন বক্তব্য নাই। তবে এক্ষণে করযোড়ে বিনীতবচনে নিবেদন করিতেছি যে, হে মহাত্মন্। দিগ্বিজয়ী মহাবীর। আমার এই প্রাণসংহারিকর মহানিষ্টের মূলীভূত কারণ। এক্ষণে অশ্বতরের কুক্ষিতল হইতে বহির্গমনে, আমাকে সাহায্য প্রদান করুন। পাদবন্ধনী ও পর্য্যাণ এই উভয়ের মধ্যভাগে আমার জানুদেশ দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।”

কা। “স্পষ্ট করিয়া না বলিলে, সূর্য্যোদয় পর্য্যন্তই ত আমি এইরূপ কথোপকথনে প্রবৃত্ত থাকিতাম। আপনার এই অসহ্য দুঃখের কথা আমাকে পূর্ব্বে জানাইতে কেন বিলম্ব করিয়াছেন?”

“তখন কাস্তিরাম সাহায্য করিবার নিমিত্ত গোলককে আদেশ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সময়ে গৌলক সাংযাত্রিকগণের সমভিব্যাহারী

এক উষ্ট্রের পৃষ্ঠস্থ সম্ভার আহরণে ব্যস্তমনা ছিল, শ্রুতিগোচর হইলেও প্রভুর কথায় কর্ণপাত করিল না। গোলক স্বকীয় গাত্রবসন উন্মোচন করিয়া, একটী প্রকাণ্ড থলি প্রস্তুত করিয়াছিল এবং তিল, তণ্ডুল, যব প্রভৃতি যাবতীয় সৎকারার্হ দ্রব্যনিচয়ে, উহা যতদূর ধরিল, পূর্ণ করিয়া, স্বকীয় গর্দ্দভপৃষ্ঠে উঠাইয়া লইল। সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে, গোলক প্রভুর অনুজ্ঞায় মনোনিবেশ করিল এবং অশ্বতরের অযথাত্যাচার হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, ব্রাহ্মণের সাহায্যে প্রস্তুত হইল। ব্রাহ্মণ অশ্বতরপৃষ্ঠে আরূঢ় ও মশাল প্রাপ্ত হইলে, কান্তিরাম ব্রাহ্মণকে তদীয় সঙ্গিগণের পথের অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন এবং যে অত্যাচারসাধনে তিনি কদাপি বিরত হইতে পারিতেন না, সঙ্গিগণের প্রতিভূস্বরূপে সেই ব্রাহ্মণের নিকটেই স্বকীয় অচিরকৃতাপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর গোলকও সেইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিল, "—দেখ গোসাঞি।— তোমার দলের নোকেরা আজ যানার কাছে—এনধারা নাকাল হয়ে গেচেন—যদি তানায়া কোন দিন তানার পচ্চে জ্বাস্তি চান্—তাহলি বল্‌বেন—তিনি তি মালেশ্বর মরাজ কান্তিরাম সিংজী—আর এক রকমে তানারে 'আগুণ্ থেগো মহাবীরও' বলা যাতি পাবে।—"

ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে, কান্তিরাম গোলককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "—কেন গোলক, অন্য সময় অপেক্ষা, এসময়ে আমাকে এই উপাধি প্রদান করিতে ইচ্ছাপরবশ হইলে?—"

গো। "কেন, তা শোন, দাদাঠাকুর।—বামুনঠাকুর, যে মশালডা নিয়ে গেল—ঐ মশালডার আলোতে তোমার রূপখানা মুই বরাবর নজর করে দেখে এয়েলাম—তখন তোমার রূপখানা যেন বড়ই অনকষ্টে রকম দেক্‌তি পেয়েলাম—বোদকরি নড়ুই কর্ত্তি কর্ত্তি কষ্ট পেয়েই হক্—কি তোমার দাঁতগুনো পড়ে যাবাতি হক্—সেডা হয়ে থাক্‌পে।—

কা। না, গোলক। উহার একটীও নহে। যে সুধীবর আমার জীবনচরিত লিখিবার ভারগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার বিবেচনায়, পুরাতন দিগ্বিজয়ী বীরগণের ন্যায় আমারও একটী বিশেষ উপাধি গ্রহণ করা নিতান্ত সঙ্গত বোধ হইয়াছে। পুরাতন বীরগণের কাহারও নাম অনন্ত কৃপাণ,

কাহারও নাম ত্রিপুরপতি, কাহারও নাম কুমারীবান্ধব, কাহারও নাম দিক্কুঞ্জেন্দ্র, কাহারও নাম খগাসন, কাহারও নাম বা যমরূপী ছিল। উহাঁরা ঐ সকল উপাধি ও রাজচিহ্নে, জগতের সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছেন। সেই জন্যই বলিতেছি, এই মুহূর্ত্তে যে সুধীশ্রেষ্ঠের নামোল্লেখ করিলাম, তিনিই তোমার মনে 'অনলাশন' এই উপাধি উত্থাপন করাইয়া, তোমার মুখে উহা রূপান্তরে বাহির করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমি আজি হইতে এই উপাধিতে সর্ব্বত্র পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি এবং যাহাতে এই নামের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য প্রতিজ্ঞা করিলাম, যখন সুবিধা পাইব, তখনই আমার চর্ম্মে একটা অতীব শোকশীর্ণ ভীষণ প্রতিরূপ আঁকাইয়া লইব।

গো। না, দাদা ঠাকুর।—এই ছবি তয়ের কর্ব্বার জন্নি তোমার মিছে সময় নষ্ট আর কড়ি খরচ কর্ব্বার দরকার নেই?—তোমার আপন মুখিই এডা পষ্ট দেখতি পাওয়া যাচ্চে।—কোন ছবি ছাবা না বেথে—এতিই পষ্ট বলে যেবে—ইনিতি সেই 'আগুণখেগো মহাবীর'।—ঠাট্টাই করি—আর যাই করি দাদাঠাকুর।—সত্যি কথা বলতি কি—খিদেতে আর তোমার দাঁতগুনো ঝরে পড়ে—ত্যাখন তোমারে বড্ডিই কদাকার দেখিয়েলো।—'

কান্তিরাম গোলকের রহস্যে উপহাস্য করিলেন। কিন্তু এককালে সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। বরং মনস্থ করিলেন, স্বনামে উক্ত উপাধি সংযোগ করিবেন এবং চর্ম্মেও তদনুরূপ একটী প্রতিমূর্ত্তি আঁকাইয়া লইবেন। পরে গোলককে কহিলেন '—গোলক! আমার বোধ হয়, আমি দেবপূজ্য ব্রাহ্মণের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া, মহাপাপে পাপী হইয়াছি! কিন্ত ইহা আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে যে, আমার হস্তদ্বয় ব্রাহ্মণের গাত্রস্পর্শ না করিয়া, এই বর্শাই ব্রাহ্মণের গাত্রস্পর্শ করিয়াছে। বিশেষতঃ যৎকালে আমি এই অভিনব বীরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তৎকালে আমার এরূপ জ্ঞান ছিল না যে, আমি পরমারাধ্য ব্রাহ্মণ ও দেবসেবার্হ দ্রব্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতেছি। যখন হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মে শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত হইয়াছি এবং সেই অপাপবিদ্ধ হিন্দুশোণিত আজীবন সর্ব্বাঙ্গে বহন করিতেছি, তখন সনাতন আর্য্যধর্ম্মানুমোদিত বেদনিষ্পাদ্য ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়পরম্পরা আমার ঐকান্তিকী ভক্তিশ্রদ্ধার

বিষয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে সেই সময়ে ভাবিয়াছিলাম,° ভিন্নলোকস্থ পিশাচ বা কোন ছায়াময় পদার্থের সহিত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। ঘটনাটী সম্পূর্ণরূপে ভিন্নবিধ হইলেও, আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, মহাতপা অত্রি মুনির আশ্রমে মহারাজ শতাশ্ব, সেই ব্রাহ্মণ রাজদূতের অবমাননা করিলে, তাঁহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, আমারও তাহাই হইবে। কিন্তু মহাভাগ চিরন্তপ সেই দিবস মহারাজ শতাশ্বকে মাননীয় ও অসমসাহসিক বীরপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।”

কথিত আছে, ব্রহ্মচারী প্রস্থান করিলে, মহারাজ কান্তিরাম সিংহ শবাশ্রয়স্থ মৃতদেহ শুদ্ধমাত্র অস্থিসার কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। কিন্তু গোলক তাহাতে সম্মত হইল না। সে কহিল '—দাদাঠাকুর।—মুই তোমার বতগুনো বীরকম্ম দেকিচি—তার মদ্দি এই টে অপ্প সপ্প ঝঞ্ঝাটে মিটে গেচে—আর যদিও সেই মানুষগুনো হারমেনে পালিয়ে গেচে—কিন্তু এডা তারা ফের্ ভেবে দেখ্‌বে যে—এট্টা নোকের হাতিই তাবা এই ঠ্যাংয়ান ডা খেয়েচে—এতে তাবা বড্ডি লজ্জা পেয়ে খেপে উট্‌পে—আর মোদের খোঁজে আস্‌পে।—কিন্তু ত্যাকোন মোদের পিট সামলাতি অনেকখানি ফেবে পড়্‌তি হবে।—দাদাঠাকুর।—গাদাডা ঠিক্ করে সেজিয়ে নিচি—পহাডডাও খুব ঠ্যাকো বোদ হচ্চে—খিদেডাও খুব চিন্‌চিনিয়ে ধরেচে।—এখন আস্তে আস্তে এগোনো বই—আর কিছু ভাল দেক্‌চি নে। কথায় বলে,——

"মরার সঙ্গ মরা হতি,
জেস্তর সঙ্গ হুদি ভাতি।"

বলিয়া গোলক প্রভুর পুরোভাগ দিয়া গর্দ্দভ চালাইয়া লইয়া, প্রভুকে অনুসরণ করিতে কহিল। গোলক যথার্থ কথা বলিতেছে ভাবিয়া, প্রভু পুনরুক্তি না করিয়া, পার্শ্বচরের অনুগামী হইলেন। দুই গণ্ডশৈলের অন্তর্গত এক গিরিপথ অবলম্বন করিয়া, কিয়দ্দূর না যাইতে যাইতে, উভয়ে এক প্রশস্ত বিজন উপত্যকা দেখিতে পাইলেন। উভয়েই সেই স্থানে স্ব স্ব যান হইতে অবতরণ করিলেন। গোলক, স্বকীয় গর্দ্দভের পৃষ্ঠ হইতে সমস্ত পদার্থ নামাইয়া ফেলিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি,

সামগ্রিকগণ মৃতদেহ সংকারোপযোগী তণ্ডুল ও কতকগুলি উপকরণ সঙ্গে আনিয়াছিল। যুদ্ধকালে গোলক সেই গুলি অতীব আয়াসসহকারে সংগ্রহ করিয়াছিল। এক্ষণে অবসর পাইয়া, সেইগুলি সেই নবীনতৃণপূর্ণ প্রান্তর ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করিল এবং প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নিক ও সায়াহ্নিক ভোজনক্রিয় এককালে সমাপন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুপক্ক রম্ভাবলী মধ্যে মধ্যে রসনেন্দ্রিয়ের পরম পরিতোষ সাধন করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের যে ভিন্নমূর্ত্তি বদনব্যাদন করিয়া বসিয়াছিল, আপাতসংঘটিত দুর্ঘনাজাল অপেক্ষা গোলক তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বলিয়া স্থির করিল। উঁহাদিগের মনঃপূত আহারে বিন্দুমাত্রও পেয়দ্রব্য ছিল না। পূর্ব্ব হইতেই উঁহারা পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়াছিল তাহাতে আবার নীরস খাদ্যসামগ্রী বিপুলরূপে গলাধঃকরণ হওয়াতে, মুখশোষে প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইল। যাহা হউক, পরিশেষে গোলক সেই প্রান্তরখানি শ্যামল পরম রমণীয় নবীনতৃণে সংচ্ছাদিত নিরীক্ষণ করিয়া, যাহা যাহা বলিতে আরম্ভ করিল, তাহা পর অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

বিংশ অধ্যায়।

সুপ্রতিষ্ঠিত মহারাজ কান্তিরাম সিংহের অনুপম বীর কার্য্য—পৃথিবীস্থ যাবতীয় বীরাগ্রগণ্য শূরসিংহ কর্ত্তৃক সংসাধিত বীরকার্য্য অপেক্ষা সমধিক বিপদ সঙ্কুল।

গো। ঠেকোতে এট্টা নদীখাল কি এট্টা ঝরণা নেই এডা হতি পারে না—কিছু না কিছু অবিশ্যিই আছে।—নলি এসব পাচপালা এতো ঠাটক্কারমক থাকবে কেন?—তাতিই বল্‌চি—দাদাঠাকুর!—যদি মোরা আর এট্টু এগিয়ে যাই—তা হলি মোদের এই হাতিশুঁড়োভো নিবারণ কর্‌বার মা হবকিছু পাবাই যাবে এখন।—বাবারে!—এমন যে খিদে—তাকলি জলের তেষ্টায় আরও কি বুক খালি করে!!—

মহারাজ কান্তিরাম সিংহ গোলকের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া স্থির করিলেন এবং স্বয়ং যোদ্ধিজাতীয় বর্জ্জা ধারণ করিয়া ও গোলককেও

মুক্তাবলোম্বন মস্তার-পীর পর্ব্বত পৃষ্ঠে স্থাপন করত, জর্জিতের গন্তব্য বলিয়া, গন্তব্য পথের অনুসন্ধান করিতে করিতে, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই সময়ে রজনী এরূপ ঘোরান্ধকারে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল যে, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু উভয়ে দুইশতপদ গমন না করিতে করিতে, গভীর জলকল্লোলধ্বনি শুনিতে পাইলেন। বোধ হইল যেন, উত্তুঙ্গপর্ব্বতশেখর হইতে কেহ বৃহৎ বৃহৎ কলসে মুসলধারে অনবরত জলনিক্ষেপ করিতেছে। প্রীতিকর জলধ্বনিতে শুষ্ককণ্ঠ পান্থদ্বয় উৎফুল্ল ও বিমোহিত হইলেন। কোন দিক্ হইতে শব্দ সমাগত হইতেছে, শুনিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন; কিন্তু অকস্মাৎ অপর এক ভীষণশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। শুনিবামাত্র বারিনিঃসরণশব্দজনিত অপার আনন্দ এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। বিশেষতঃ গোলকের ত কথাই নাই। গোলকের অন্তর স্বভাবতঃই দুর্ব্বল ও মুহুর্বিলম্বী। পাঠক মহাশয়! এ শব্দ কি, তাহা এক্ষণে আপনাকে বলিয়া রাখি। ইহা সপর্য্যায় ও সমবলাশ্রিত আঘাত-ধ্বনির সহিত সম্মিলিত লৌহশৃঙ্খলের ভয়ঙ্কর ঘর্ঘরনিনাদ। উহাই আবার জলপাতের প্রচণ্ড শব্দের সহিত সম্মিশ্রিত হইয়া, এমন ভীষণনিনাদ উৎপাদন করিয়াছিল, যে অন্ততঃ মহারাজ কান্তিরাম সিংহের না হউক, শুনিলে অপর সকলেরই অন্তর নিঃসন্দেহই ভয়ে আকুল ও অভিভূত হইয়া উঠে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাত্রি ঘোরান্ধকারে আবৃত হইয়াছে এবং ভাগ্যবশাৎ বীরদ্বয় সুদীর্ঘ পাদপসঙ্কুল বনখণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই নিবিড় বনান্তর্গত বৃক্ষ সকলের পত্রাবলী পবনাবেগে ঈষৎ সঞ্চালিত ও সংঘর্ষিত হইয়া, আবার এরূপ এক অভিনব শব্দোৎপাদন করিয়াছিল যে, সে শব্দ সমধিক সমুচ্চ না হইলেও, পথিকের প্রাণাপহারিণী মহাভীতির অনন্য কারণ। সুতরাং সেই বিজনতা, সেই ঘোরান্ধকার, সেই বারিনিঃসরণ শব্দসংযোগে শৃঙ্খলের ঘর্ঘরধ্বনি, এবং সেই সেই প্রদেশ, সকলই যেন একতান হইয়া, বিভীষিকা ও কৌতূহল উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ যখন উভয়েই দেখিলেন, যে কিছুতেই সেই আঘাতধ্বনি অন্তর্হিত, বায়ুবেগ সংযত ও উষার অভ্যুদয় হইল না, তখন পূর্ব্বসন্দেহ দৃঢ়তরূপেই বদ্ধমূল হইয়া আসিল। ইহার সহিত আবার সেই

সেই প্রদেশের সমস্তই অপরিচিত। কিন্তু অমিতবিক্রম মহারাজ কান্তিরাম সিংহ, স্বকীয় অপরিমেয় সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, একলম্ফে ঘোটকপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, পৃষ্ঠদেশে চর্ম্মবন্ধন করিলেন এবং মস্তকোপরি স্বকীয় অরিনিসূদন বর্শা বিঘূর্ণন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন '—ভাই গোলক। জানও, এই লৌহকর্কশ কলিকালে সত্যকাল পুনরানয়ন করিব বলিয়া, লোকত্রয়াধিপতি দেবাদিদেব মহাদেবের নির্দেশক্রমে, আমি এই ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কালের অদৃষ্টচর অজ্ঞাতপূর্ব্ব গুপ্তকোষে, যে মহাবীরের নিমিত্ত,' বহুবিধ অনৈসর্গিক বিপদ্, অমানুষিক বীরকার্য্য, এবং দুঃসাহসিক ঘটনাজাল সঞ্চিত রহিয়াছে, আমিই সেই আদ্যাশক্তিসম্ভূত যোধপ্রবর মহাবীর। যে ব্যক্তি পাপভারপীড়িত ধরণীধামে দ্বাদশ বীরাদিত্য ও নববস্ত্রের প্রথা পুনর্জ্জীবিত করিবার নিমিত্ত বিধিব্যবস্থিত, যে মহাত্মা, সুবল, সুধন্বা, গজপ্রেক্ষণ, বলবাসব, সূর্য্যসঙ্কাশ, বলমর্দ্দণ এবং অপরাপর প্রচীনকালীন খ্যাতনামা বীরগণের স্মৃতিবিলোপে সমর্থ, যিনি বহুবিধ সুমহান্ কার্য্যকলাপসংসাধনে ও অপরিমিত ভুজবিক্রমপ্রদর্শনে পূর্ব্বতন বীরগণের সমুজ্জ্বল ও হেমাক্ষরলিখিত ক্রিয়াজাল, ভস্মাচ্ছাদিত ও কলঙ্কিত করিয়া ফেলিবেন, পুনরায় বলিতেছি—আমিই সেই মূলশক্তির অবতার কলিকল্মষহারী নিত্যসিদ্ধ মহাবথ। হে সুবিশ্বস্ত ও রাজভক্ত পার্শ্বচর। এই রজনীর ঘোরান্ধকার, ইহার অভূতপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা, এই সমস্ত বৃক্ষপত্রের বিশৃঙ্খল শব্দ, যে জলরাশির অনুসন্ধানে আমরা এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি, এবং অন্যে দেখিলে, যাহাকে শশাঙ্কমণ্ডলস্থ পর্ব্বতমালা হইতে নিঃসৃত বিবেচনা করে, সেই জলরাশির ভীষণ নিনাদ, এবং সেই কর্ণবিদারক অবিরল আঘাতধ্বনি, এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ কর, এই সমস্তের একত্র সন্নিবেশে, এমন কি, উহাদিগের মধ্যে এক একটীর পৃথগবস্থানে, সুরপতি ইন্দ্র অথবা অম্বিকানন্দন কার্ত্তিকেয়েরও অন্তর, যখন ভয়, বিস্ময় ও কৌতূহল সমন্বিত হয়, তখন বল দেখি, যে ব্যক্তি এরূপ বীরকার্য্য সমূহে এককালে অনভ্যস্ত, এই সকলের একত্র সমাবেশ দেখিয়া, তাহার অন্তর কিরূপ বিসদৃশ ভাবে আকুল হইয়া উঠে? বর্ণিতপূর্ব্ব অবান্তর ভীষণতা সত্ত্বেও, গোলক আমার অন্তর স্বতঃ উৎসাহিত ও সুপ্তোত্থিত হইয়া উঠিতেছে এবং এই বীরকার্য্য

ভীষণ বীরকণ্ঠে প্রভুত্ব-বহিতে আমাকে শাসন প্রদান করিয়াছেন,' তিনিই আমার অন্নাদির ও কুশল সংরক্ষণ করিবেন এবং তোমার এই মহাদুঃখে শান্তিসলিল অভিসিঞ্চনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। এক্ষণে রোজিনাস্তীর পৃষ্ঠে উত্তমরূপে পর্য্যাণবন্ধন এবং এইস্থানে অবস্থিতিই তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। আমি জীবিত থাকি অথবা নিধন প্রাপ্ত হই, এইস্থানে সত্বরেই প্রত্যাবৃত্ত হইব।"

গোলক প্রভুর শেষ সংকল্প শুনিয়া এবং তদীয় পরামর্শে, প্রার্থনায় ও অশ্রুপাতে কিছুই হইল না দেখিয়া, কোন এক কৌশল অবলম্বন করতঃ অন্ততঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত প্রভুকে নিরস্ত রাখিবার মানস করিল। সুতরাং পর্য্যাণবন্ধনব্যপদেশে, রোজিনাস্তীর সম্মুখের পাদদ্বয়, গর্দ্দভের মুখরজ্জু দিয়া, দৃঢ়ভাবে অথচ অলক্ষিতরূপে বন্ধন করিয়া রাখিল। এদিকে, মহারাজ হর্ষচিত্ত হইয়া, অশ্বারোহণে গমনপর হইলেন কিন্তু অশ্ববর লম্ফত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। গোলক, অমোঘ ঔষধির ফল হাতে হাতে প্রাপ্ত হইয়া, কহিতে লাগিল "—ঐ দেখ, দাদাঠাকুর!—দেবতারা মোর কান্না কাটি নিতি সদয় হয়ে—রোজিনাস্তীর পা বদ্ধ করে দেছেন।—আকোন যদি তুমি জোর করে—ওরে চালাও—তা হলি তুমি দেবোর কোপে পড়ে যাবা—আর ঐ যে বলে

"কাঁটা খোঁচায় মেরে লাথি
কাঁদি হবে দিবা রাতি।"—তাই তোমার হবে।—

রোজিনাস্তীর অবস্থা দেখিয়া, মহারাজ কাক্তিকাম সিংহ অতীব ভগ্নোৎসাহ হইলেন এবং যতই অশ্বকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, সে ততই লম্ফঝম্ফ করিয়া আসিতে লাগিল। সুতরাং সেই সময়ে নিরস্ত হওয়াই, মহারাজ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন এবং উষার অভ্যুদয় অথবা রোজিনাস্তীর পুনঃ প্রকৃতিস্থ হওন পর্য্যন্ত, অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। গোলকচন্দ্র চাতুরী যে ইহার মূলীভূত কারণ, মনোমধ্যে একবারের নিমিত্তও এই সন্দেহ উত্থাপন করিলেন না। অবশেষে গোলককে ডাকিয়া কহিলেন, "—আচ্ছা গোলক! যখন রোজিনাস্তী চলিতে পারিতেছে না, তখন আমি

অরুণোদয় পর্য্যন্ত অগত্যা বিরত হইলাম। কিন্তু আজি আমার সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইতে হইবে।—”

গো। “কাঁদবার দরকার নেই, দাদাঠাকুর!—যেমন দিব্বিতে বীরিরা করে থাকেন—তেম্নি যদি তুমি এই কাঁচা ঘাসগুনোর ওপর নেবে—এট্টু ঘুমোবার চেষ্টা না কর—তাহলি ভোর পজ্জন্ত মুই তোমারে গপ্পি শুনিয়ে খুসী কর্বো।—কিন্তু নাব্‌লি—তোমার পরিলির তজ্জিতে বাতি পারে— আর এই বীরকম্মডা কর্বার বেলাও—খুব্‌ ঠাণ্ডা হয়ে বাতি পারো।—

কা। কাহাকে নামিবার বা নিদ্রা যাইবার কথা বলিতেছ, গোলক! যে হতভাগ্য বীরপাষণ্ড বিপৎকালে সুখে নিদ্রা যায়, আমি কি সেই কাপুরুষগণের মধ্যে অন্যতম? নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, এক্ষণে তুমিই নিদ্রা যাও, অথবা যাহা ইচ্ছা হয়, সম্পাদন কর। আমার অনুষ্ঠিত বীরব্রতে যাহা কর্ত্তব্য, আমি তদনুরূপ কার্য্য করিব।”

গো। “দাত দই, দাদাঠাকুর।—খাপা হইও না।—মুই তোমারে রুষ্ট্‌ কর্বো বলে—একথা বলি নি।—” বলিয়া গোলক, কান্তিরামের নিকটবর্ত্তী হইয়া, সম্মুখভাগে এক হস্ত এবং পশ্চাদ্ভাগে অপর হস্ত প্রদান পূর্ব্বক কান্তিরামের বামজানু আলিঙ্গন করিয়া, পাষাণমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, একাঙ্গুলিমাত্র ইতস্ততঃ হইতে সাহসী হইল না। অনতিবিলম্বে কান্তিরামের যে অসি ঘোরনিনাদসহকারে বিধূনিত হইয়া, অরাতিকুলের সংহারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, বোধ হইল যেন, সেই অসি এখনও নয়ন সমীপে বিঘূর্ণিত হইতেছে—এখনও যেন তাহার ভয়ঙ্কর ধ্বনি একদিক্রমে কর্ণকুহর প্রতিহত করিতেছে। অঙ্গীকারানুসারে, কান্তিরাম স্বকীয় চিত্তবিনোদনার্থে গোলককে কোন এক প্রীতিকর গল্প বলিতে আদেশ করিলেন। খণ্ডজনিত মহাভীতিতে যদি কোন বিপত্তি না ঘটে, তাহা হইলে গোলক গল্প শুনাইবে প্রতিশ্রুত হইল এবং কহিল ‘——এত বড় ভয়ডাতে হাত পা প্যাটের ভিতর সেঁদিয়েচে—তবুতো মুই এট্টা গপ্পি বলবো!—কিন্তু সেডাও যে গপ্পি—যেম্নি হতি হয়!—যদি মুই সব্‌খান বলে উট্‌তি পারি—আর পাপড়ি ভাঙ্গা হয়ে না পড়ে—তা হলি এডার মত

খাস গপ্পি আর ভুজ্জারতে দেক্তি পাবা না। —দাদাঠাকুর! এটু মন দেলিয়ে শোন—মুই তবে বলতি থাকি।"

—যে তা হয়েচে—সে তা হয়েছে,—যখন মোদের ভাল হবে—তকোন যেন সকল নোকেরই ভাল হয়,—আর যে মন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়—তারই যেন মন্দ হয়।—দাদাঠাকুর!—তোমারে মিনতি করে বল্‌চি—তুমি এতা বেশ্‌ জেনো যে,—বুড়োরা যে সব গপ্পি রচে গেচেন—তা সকলের গোড়ায় তানাদের মন মাপিক যা তা বলে যাননি; মুনি ঋষিদের এট্টা কথা ধরে—তানারা রচে যাতেন।—যেমন এট্টা এট্টা ঠাকুর বল্‌তেন '—মন্দ টুঁড়ে বেড়ায় যে—ঘটুক মন্দ তারই কাযে।' তোমার আজ কালকের মতলব খানার সাত্তে—আঙুলির আংটীর মতন—এতার খুব নাগ হয়েচে। তাব খানাডা—দাদাঠাকুর!—'এখন ঠাণ্ডা হয়ে থাকাই ভাল,—মোল্লোর জন্নি ঘুরে ফিরে বেড়ান ভাল নয়।—সেই জন্নি বল্‌চি—মোদের আলাদাপথ দে ঘুরে যাওয়া ভাল!—এমন কোনো ত কড়ার মান্দা নেই যে,—যে পথে এতো ভয় ভাবানা দ্যাকা যাচ্চে—মোদের সেই পথদিই যাতি হবে?"

কান্তিরাম কহিলেন '—গল্প বলিয়া যাও গোলক! আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি সে পথের ভাল মন্দ আমিই দেখিয়া লইব।"

গোলক কহিল, "—তবে শোন দাদাঠাকুর!—গোপালপুর বলে সেই দক্ষিণি এক খানা গাঁ আছে।—সেই গাঁ খানায়—একজনা ভেড়ার রাখাল থেক্‌তো,—তাব খাস ভেড়ার রাখাল না—ছাগলের রাখাল;—সেই ভেড়ার—না সেই ছাগলের রাখাল—যারে নোকে "মত্‌রো মত্‌রো" বলে ডেকতো;—সেই মথরোর—তারা বলে এট্টা মেয়ে নোকের সাত্তে আসনাই ছেলো।—সেই মেয়ে নোকটা—যার নাম তারা;—সে এট্টা আঁটালো ভেড়ীদারের মেয়ে;—সেই আঁটালো ভেড়ীদার——

কান্তিরাম কহিলেন '—এইরূপ প্রত্যেক কথাই পুনঃ পুনঃ বলা যদি তোমার গল্প বলার রীতি হয়, গোলক! তাহা হইলে তুমি দুই দিন ধরিয়া বলিয়াও, ইহা শেষ করিতে পারিবে না। বোধ শোধ আছে, এমন ধারা লোকের মত সংক্ষেপে বলিয়া যাও, না হয় চুপ করিয়া থাক।

গোলক কহিল, '—মোর গাঁ ঘরের নোকেদের মতন বল্‌বো—

আলাদা রকম করে বলতি পারবো না।—নতুন ধারা কত্তি মোরে বলবেন না।”—

কান্তিরাম কহিলেন “—তোমার যেমন ইচ্ছা হয়, তবে সেইরূপেই বল; তোমার গল্প শুনাই আজ আমার কপালের লিখন! ভাল, বলিয়া যাও।”

গোলক পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল‘—আগুত্তি যেমন বলে এইচি—সেইরূপ করে তো—তারার সাতে সেই ভেড়ার রাখালডার আসনাই হলো।—বলিতি কি,—দাদাঠাকুর!—তারাডা যে ছিলো—তেম্নি আমুদে।—কিন্তু যেন এট্টা তাল গাচের মত নম্বা—আর ছিপছিপে,—দেকলি হাতের জল খাতি ইচ্ছে করে না।—আবার ঠোঁট খানার ওপর—গোঁপের মতন—ছোট ছোট চুল হয়েলো বলো—খানিকটে মদ্দাটে রকমও দ্যাকাতো।—মোর বোদ হচ্চে—মুই যেন আকোনো তারে দেখ্তি নেগিচি!—

কান্তিরাম কহিলেন “গোলক তুমি কি তাহাকে চিনিতে?”

গোলক। না দাদাঠাকুর।—মুই তারে চিনি নে।—কিন্তু মুই যার কাছে এই গপ্পিডে শুনেলাম—তিনিতিই বলেলেন যে—এডা এত সত্তি আর নিঃসন্দো যে—তুমি ষ্যাকোন এ গপ্পিডে আর কারুরি শুনোবা—ত্যাকোন তুমি এমন দিব্বি করেও বলতি পার্বা যে—তুমি এসব সচক্ষি দেকোচো।

হ্যাঁ—তা পরতো কালের হিরক্কিতিতি—সেই যে কুগ্গেরো—যেডা নিম্নি বিয় জন্যিও চক্রির পলক ফেলে না—আর সবারই কষ্ট দে দে বেড়ায়—সেই কুগ্গেরোতে এন ধারা করে যে—ছুঁড়িডের ওপর ছোঁড়াডার যে ভালবাসাডা হয়েলো—সেই ডে চটে গেলো;—গিয়ে এট্টা বিদিকিচ্ছি খ্যারা জন্মালো;—কুলোকের গালা ঘুসোয় শোনা যায়—ছুঁড়িডে মন উচোক্কা কয়ে—ছোঁড়াডারে আর ত্যাতো ছেদ্দা করো না;—তাতিই হুজোনার মাথা খালে।—তার পর থেকে মৎরো,—ছুঁড়িডেরে আর হুচক্কি পেড়ে দেকতি পারে না—একে খ্যারে নজোর ছাড়া হয়ে—ভিন্‌গাঁয়ে গে বাস কর্ব্বে ঠিক কল্লে।—আকোন মৎরৌ—তারারে আর ত্যামন ভাল বাসে না—তারা এই ত্তে বুঝ্দি পেরে—ত্যাকোন যে মৎরোরে খুব ভাল বেসতি নেগ্‌লো—

কান্তিরাম কহিলেন, “—ইহা স্ত্রী জাতির প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ যে, যে

স্ত্রীলোককে আমরা ভালবাসিব, সেই আমাদিগকে ঘৃণা করিবে; আর যাহাকে আমরা ঘৃণা করিব, সেই আমাদিগকে ভালবাসিবে। ভাল, বলিয়া যাও, গোলক!

গোলক পুনবার আরম্ভ করিল'——তা পরে এই ডে ঘট্‌লো যে—সেই ভেড়ার রাখাল ডা—নিজির মতলব খানা কাযে থেটিয়ে বস্‌লো—আর ছাগল টাগোলগুনো জড়ো করে নিয়ে--সেই গোপালপুরির মাট প্যারিয়ে—রামজী বক্সীর জমীদারীতি পেলিয়ে গেল।—এ'ত ছুঁড়িডে কল্লে কি—চিরকিতি করো—এট্টা বষ্টমীর সাজ্ সাজ্‌লে—পা তাকাতি ঝুলিয়ে এট্টা জামা পল্লে—পায় মুকি চিত্তির বিচিত্তির কল্লে—গলায় ছড়া তুত্তিন মালা পল্লে—হাতে এক ছড়া নেলে—এট্টা ঝুলি বগলে,কল্লে—মাতায় কাপড়ের এট্টা কেট্টা বাঁদলে—বেঁদে—এট্টু তফাৎ তফাৎ মৎরোর পাছ পাছ ছুটতি নেগলো।—হ্যাঁ—বলতি ভুলিচি।—সেই যে ঝুলিডে নেলে—তাতে শোনা যায়—এক থানা ভাঙা চিরুণ—এক থানা ভাঙা আরসি—এট্টা কোটোয় কোরে খানিক সিঁদুর—আর এট্টা খুপি করে গায় মুকি মাক্‌বার থ্যানিক তেলও নিয়েলো।—সে যাই নে যাক্—তা মুই আকোন তারজন্নি সত্তি কত্তি যাচ্চি নে—তবে মুই য্যামন শুনিচি—তেন্নি বল্‌চি যে—যে তকে মৎরো পাল সঙ্গে করে নে—গাঁড়োল বল্যে গোপুালপুরির মাঠের নদীডে পার হতি যাবে—অন্নি নদীডেয় তেন্নি ডাক ডেকে—বাণ এলো।—উঃ।—সে বাণের তেজডাই বা কি।—সেই চোটে একেবারে নদীডের কিনেরায় কিনেরায় জল হয়ে গেল।—আকোন মৎরো পার হবার নেগে—যে কিনেরাডায় গিয়ে দাঁড়ালো—সে কিনেরায় এক-খানা চলতি ডিঙ্গি—কি এক থানা থ্যার নৌকো—কিছুই ছেলো না। তকোন মৎরো কি করে।—মাতায় ঘা মেরে একেবারে বসে পড়লো।—ইদিকে ন্যাকলে—তারা তার পেচু পেচু ছুটতি নেগেচে।—আর কিছু কত্তি না পারুক্—কেঁদে ককিয়ে যে বড্‌ডি দেক্‌দারিডে কর্ব্বে—এই ভেবে মৎরো চোট্‌পায় পার হয়ে যাবার জন্নি—ইদিক্ উদিক্ তাকাতি নেগ্‌লো।—আক্কোন ভাগ্যির কথা—একজনা জেলে--সেই থাল্‌ দে—একথ না জেনে ডিঙি বয়ে নে যাচ্চিলো।—সেই ডিঙিথানা আবার এন্নি ছোটো--যে তাতে এট্টা ছাগোল আর এট্টা মানুষির বেশী ধত্তি পারে না।—

হলিও—মংরো কেঁদে কঁকিয়ে সেই জেলেডারিই ধরে বল্লো।—জেলেডা—কি কর্ব্বে—কিছুতি ছাড়াতি না পেরে—রাজি হলো।—কিন্তু মংরোর সঙ্গে এই কথা ঠিক কল্লে, যে—ধাপে ধাপে এট্টা ছাগোল—আর সে নিজে—এম্নি করে—তিন শো ছাগোল—পার কর্ব্বে।—এই ঠিক করে—জেলেডা ডিঙিখানায় এট্টা ছাগোল তুলে দিতি বল্লে।—মংরো এট্টা ছাগোল তুলে দেলে—জেলেডা ছাগলডারে ওপারে রেখে—ফিরে এলো।—আবার আর এট্টা নেলে—সেডাবেও রেখে এলো। আবার আর এট্টা নেলে—সেডারেও রেখে এলো। আকোন দাদাঠাকুর!—তোমার ব্যাপাতা করি—জেলেড ওপারে যতগুনো ছাগোল নে রেকে আস্‌চে—তার হিসেবডা রেখে দিও।—বলে রাখি—যদি এট্টা ছাগোল গুণ্‌তি ভুল হয়—তা হলি কিন্তু মোর এ খাপগপ্পি ফুরিয়ে যাবে—এর আর এট্টা কথাও বল্‌তি পার্ব্বো না।—তবে মুই বল্‌তি থাকি—তুমি ধত্তি থাকো।—যে জায়গাডায় জেলে ছাগোল নেমিয়ে রাক্‌চে—সে জায়গাডা পাঁকে একবারে বুড়ে গেচে—আর তোয় পেচোল।—তাতি করে জেলেডায় আস্‌তি যাতি—এতো দেরি হতি নেগেচে।—যাহক মেনে—জেলেডা আর এট্টা ছাগোল নিতি ফিরে এলো। তার পর আর এট্টা—তার পর আর এট্টা—তার পর আর এট্টা——

কান্তিরাম কহিলেন; "—ভাব, সমস্ত ছাগলই পার হইল; আর এই রূপে যাওয়া আসার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে একবৎসর ধরিয়া এইরূপে ছাগল পার করিলেও, গল্পটী শেষ হইবে না।

গো। 'আচ্ছা, কতগুনো পার হয়েচে—বল দিকি? দাদাঠাকুর!—'

কা। "কি পাপ! আমি তাহা কিরূপে জানিলাম।—"

গো। হ্যাদে—দ্যাকো——মুই যে তোমারে এর এট্টা হিসেব রাকৃতি [বল্লাম!——তা—বুজি—রাকোনি?—দই ধম্মের!—তবে একেনিই মোর গপ্পি বলা সাঙ্গ হলো—আর মুই বল্‌তি পার্ব্বো না।—

কা। "সে কি গোলক? তোমার গল্পের কি এতই কঠিন নিয়ম যে, যত ছাগল পার হইল, তাহাদের মধ্যে একটীর হিসাব রাখিতে ভুল হইলে, তোমার গল্প বলা বন্ধ হইবে?"

গো। তা—না—ত—কি?—যে তক্কে মুই বল্লাম—কত ছাগোল পার হলো দাদাঠাকুর?—আর তুমি তার জবাব দিলে—মুই তা কেমন করে জান্‌বো?—সেই তক্কেই মুই সব গপ্পিডে মনে পাশ্‌রে গেলাম্।—কিন্তু দাদাঠাকুর। বল্লি না পত্তয় যাবা—গপ্পিডের শেষটা যে মজাডে।

কা। "তবে কি যথার্থই গল্প শেষ হইল?"

গো। "মোর একজনা মা ছেলেন—একথাডা—যেমন সত্যি,—গপ্পি সারা হয়েচে—একথাডাও তেম্নি সত্যি।"—

কা। 'যথার্থ কথা বলিতে কি, গোলক। তুমি, যে গল্প ইতিহাস বা উপন্যাস বলিলে, তাহা সচরাচর দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না এবং তোমার গল্প বলিবার এবং শেষ করিবার যে রীতি, তাহার সাদৃশ্যও কস্মিন্‌কালে ছিল না, হইবেও না। ফলতঃ তোমার সদ্বুদ্ধিতে যে ইহার অপেক্ষা ভাল হইবে, ইহাই আমার প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু অনবরত যে ভীম শব্দ উত্থিত হইতেছে, তাহাতে তোমার ন্যায় লোকের বুদ্ধিবিপর্য্যয় সংঘটিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।'

গো। "তা হতি পারে।—কিন্তু মুই বেশ জানি—মোর আর গপ্পি বল্‌বার যো নেই।—যে তকে ছাগোল পার হবার হিসেব দিতি পাল্লে না—সেই তকেই মোর গ্পপি বলা সায় হলো।—

কা। তয় হউক, ঈশ্বর জানেন। এক্ষণে গোলক। দেখ দেখি আমার রোজিনাস্তী উঠিল কি না?

গোলক রোজিনাস্তীর পৃষ্ঠদেশে এক আঘাত করিল। কিন্তু রোজিনাস্তী পুনরায় লাফাইয়া উঠিল এবং পাষাণ মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। কি অমোঘ বন্ধন! এই অবস্থায় উভয়েই নিশাবসান করিলেন। গোলক উষাদেবীর অভ্যুদয় দেখিয়া সতর্কে রোজীনাস্তীর বন্ধনমোচন করিয়া দিল। রোজনাস্তী স্বভাবতঃই সমধিক তেজশালী নহে; সুতরাং বন্ধনমুক্ত হইয়া, যেন পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় বোধ হইল। দুই একটী তৃণ দন্তে চর্ব্বণ করিতে লাগিল। উহার ঔদ্ধত্য ও দম্ভের উল্লেখ করিয়া, গোলক প্রভুর নিকট বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কহিল, রোজনাস্তীর ঐরূপ হইবার কারণ কিছুই জানি না। কান্তিরাম রোজিনাস্তীকে পুনর্জ্জীবিত হইতে দেখিয়া, সেই সময়কেই

ন্থলগ ও বর্ত্তমান ভয়াবহ বীরকার্য্যের উপযুক্ত অবসর স্থির করিলেন। উষার আগমনে দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত ও সমস্ত পার্থিব পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইলে, কান্তিরাম দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা কতিপয় সুদীর্ঘ বটবৃক্ষের পাদমূলে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু সেই দূরনিঃসৃত আঘাতধ্বনির কোন কারণ এপর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ফলতঃ কান্তিরাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সত্বরে ঘোটকারোহণ করিলেন। গোলকের নিকট পূর্ব্ববৎ বিদায় গ্রহণ করিয়া, তাহাকে সেই স্থানে অন্ততঃ তিনদিবস মাত্র অপেক্ষা করিবার আদেশ করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় কহিয়া রাখিলেন, যদি উক্ত তিনদিবসের মধ্যে প্রত্যাগত না হই, তাহা হইলে স্থির জানিও, বিধাতা এই বিপদসঙ্কুল বীরকার্য্যে আমার জীবিতপ্রয়োজন পর্য্যবসান করিয়াছেন। পূর্ব্বে রাজ্ঞী কমলমালিনীর নিকট যে সম্বাদপ্রেরণ ও দৌত্য কার্য্যের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণেও তাহার পুনরুল্লেখ করিলেন। পরে, গোলকের দাসত্বের পুরস্কারের কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, তুমি ইহার নিমিত্ত চিন্তিত হইও না। বাটী হইতে আগমনকালে আমার বিষয়ের যে ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে তোমার বেতনের কথা লিখিত আছে। তুমি যতদিন আমার নিকট কর্ম্ম করিয়াছ, বাটী প্রতিগমন করিলেই, তদনুরূপ বেতন বুঝিয়া পাইবে। কিন্তু যদি ভূতভাবন ভগবান শঙ্করের ইচ্ছায় পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারি, তাহাহইলে স্থির জানিও, কোন একটী দ্বীপের অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতিপালনে পূর্ব্ববৎ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ রহিলাম। গোলক উদার প্রভুর হৃদয় বিদারক বিদায়বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুনরায় কাঁদিতে লাগিল এবং স্থির করিল, প্রভুর শেষ মুহূর্ত্ত এবং অভিনব বীরকার্য্যের পরিসমাপ্তি না দেখিয়া, প্রভুর অনুসরণে বিরত হইবে না। গোলকের কাতরাশ্রুবিন্দু এবং এই উদার প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, ইহার লেখক স্থির করিয়াছেন, গোলক নিশ্চয়ই একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মভীরু হিন্দুসন্তান। গোলকের শোককাতরতায় প্রভুর অন্তর অপেক্ষাকৃত দ্রবীভূত হইল। কিন্তু যাহাতে চিত্তদৌর্ব্বল্য প্রকাশ হইতে পারে, ততদূর পরিদৃষ্ট হইল না। পরন্তু মহারাজ কান্তিরাম সিংহ স্বকীয় মনোভাব যথাসাধ্য সঙ্গোপন করিয়া, যে স্থান হইতে আঘাতধ্বনি সম্মিলিত

জলপতন শব্দ উত্থিত হইতেছিল, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া অগ্রসরণ করিলেন। গোলক কি দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য সকল সময়ের চিরসহচর প্রিয়-গর্দ্দভকে সঙ্গে লইয়া, পদব্রজে প্রভুর অনুবর্ত্তী হইল। কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত উত্তরেই সেই ঘনান্ধপূর্ণ ছায়াময়ী বনভূমি অতিক্রমণ করিয়া, হরিতৃণ সবৃত ক্ষুদ্র প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইলেন। প্রান্তর খণ্ডের চতুর্দ্দিকই উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালায় সমাকীর্ণ, নিম্নভাগে এক প্রচণ্ডসলিলা ক্ষুদ্রতটিনী তীরবেগে প্রবাহিত। শৈলমালার পাদদেশে দুর্ভাগ্যের জলন্ত মূর্ত্তিস্বরূপ কতিপয় জীর্ণ পর্ণ কুটীর; দেখিলেই মনুষ্যের বাসোচিত আবাসভূমি অপেক্ষা, জনমানবশূন্য ধ্বংশাবশেষ বলিয়া সহজে প্রতীতি জন্মে। পাঠক মহাশয়! বলিয়া রাখা আবশ্যক, উভয়ে এই সময়ে বুঝিতে পারিলেন, কর্ণ বিদারক সেই ভীষণ নিনাদ সেই স্থান হইতেই সমুত্থিত হইতেছিল। হৃদয়ভেদী ভীষণশব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র রোজিনাক্টী চমকিত হইল। কিন্তু মহারাজ তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া এবং মহারাজ্ঞী কমলমালিনীর চরণযুগলে আত্ম-সমর্পণ ও এই ভীষণ বীরকার্য্যে সাহায্য করিবার প্রার্থনা করিয়া ধীরপদে কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, সেই ত্রিকালেশ্বর পরম দেবতাও যেন তাঁহাকে বিস্মৃতি না হয়েন, এই মর্ম্মে মহারাজ কান্তিরাম সিংহ একটী অনতিদীর্ঘ প্রার্থনা করিতেও বিরত হইলেন না। গোলক বিভীষিকার প্রকৃত কারণ জানিবার নিমিত্ত গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া, মহারাজ কান্তিরাম সিংহের পার্শ্বাবলম্বন করিল। এইরূপে প্রায় দুইশত হস্ত অগ্রবর্ত্তী হইলে, দিক্-পরিবর্ত্তন করিয়া, যে বিভীষিকার নিমিত্ত উভয়েই সমস্ত রাত্রি দোলায়িতচিত্ত হইয়াছিলেন, অশংসয়িত-রূপে তাহারই কারণ নির্দ্ধারিত হইল। পাঠক মহাশয়! অসন্তুষ্ট হইবেন না—একটী পেষণী যন্ত্রের ছয়টী মুদ্গরের একাদিক্রম আঘাতে সেই ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইতেছিল। দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র মহারাজ কান্তিরাম সিংহ নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। গোলক দেখিল, প্রভু লজ্জায় অধোবদন হইয়া, বক্ষঃস্থলে মুখ লুকায়িত করিয়া রহিয়াছেন। কান্তিরামও গোলকের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, হাস্য রাখিতে গোলকের গণ্ডস্থল বিলক্ষণ স্ফীত ও বিস্ফারিত হইয়াছে, মুহূর্ত্তমধ্যেই

বিকটরবে বহির্গত হইবার সম্পূর্ণ নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে। অগাধ বিস্ময়-সাগরে নিমজ্জিত হইলেও, গোলকের সেই অপূর্ব্ব বদনমণ্ডল দেখিয়া মহারাজ কান্তিরাম সিংহ কোন রূপেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। প্রশ্রয় পাইয়া, গোলক এরূপ বিকটরবে হাসিতে লাগিল যে, পরিশেষে উভয় পঞ্জরে উভয় হস্ত প্রদান করিয়াও, সে বেগ ধারণ করিতে সক্ষম হইল না। বোধ হইল যেন, সেই বিকট হাস্যবেগে গোলক এককালে বিস্ফোটিত হইবে। গোলক চারিবার হাস্যবেগ সম্বরণ করিবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু চারিবারই সেই বেগ সমান বলে প্রত্যাগত হইল। ইহাতে, বিশেষতঃ যখন মহারাজ কান্তিরাম সিংহ শুনিলেন যে, "ভাই গোলক! জানিও, আমি এই লৌহকর্কশ কলিযুগে পুনরায় সত্যকাল সমানয়ন করিব বলিয়া, লোক-জন্মাধিপতি দেবাদিদেব মহাদেবের নিদেশক্রমে, এই ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কালের অদৃষ্টচর, অভূতপূর্ব্ব গুপ্তকোষে যে মহাবীরের নিমিত্ত বহুবিধ অনৈসর্গিক বিপদ, অমানুষিক বীরকার্য্য ও দুঃসাহসিক ঘটনাজাল সঞ্চিত রহিয়াছে, মূলশক্তির অবতার আমিই সেই নিত্যসিদ্ধ মহাবীর" প্রভৃতি মহারাজের মুখ নির্গলিত বাক্যগুলি গোলক বিদ্রূপচ্ছলে উচ্চারণ করিতেছে, তখন তাহাকে এককালে প্রেতমুখে অর্পণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বস্তুতঃ এই ভয়াবহ বীরকার্য্যের প্রতিবিত্রাস অগণ্য নিনাদ শুনিয়া, মহারাজ কান্তিরাম সিংহ যে যে বীরবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সমস্তেরই অধিকাংশ, গোলক পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেছিল। সেই সমস্ত কথা লক্ষ্য করিয়াই,গোলক উপহাস করিতেছে, ইহা মহারাজ অবধারণ করিয়া, এতদূর কুপিত হইলেন যে, সেই কোপভরে স্বকীয় বর্শা উত্তোলন করিয়া, গোলকের স্কন্ধদেশে দুই আঘাত করিলেন। যদি আঘাতদ্বয় স্কন্ধদেশে না পড়িয়া, গোলকের মস্তকে পতিত হইত, তাহা হইলে বীরবর কান্তিরাম সিংহ গোলকের উত্তরাধিকারীবর্গের নিকট দায়স্বীকার না করিবে, সেই অবসরেই পার্শ্ববিহারীর বেতনের দায় হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিতেন। গোলক স্বকীয় রসিকতার প্রচুর প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়া, পাছে মাত্রা বৃদ্ধি হয়, এই ভয়ে সবিনয় ও কাতরবচনে কহিল,—সলাম্‌ —সলাম—দাদাঠাকুর!—ক্ষেমে ক্ষেমে—সলাম!—আর না—ঠাণ্ডা হও।

দাদাঠাকুর!—তোমারে ঠাট্টা করিচি—মুই ডান হাতে করে শুধেইচি।
—দাদাঠাকুর!—মলাম!—

তখন মহারাজ কান্তিরাম সিংহ প্রহারে বিরত হইয়া, ক্রোধারক্তলোচনে ঘৃণাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—নিজের প্রাণে আমোদ লাগিয়াছে বলিয়া, তুই অনায়াসে বিদ্রূপ করিতে পারিলি, কিন্তু আমি তাহা পারি না। রসিক চূড়ামণি! এখন, কি ভাবিতেছ? একবার এদিকে আইস। ভাল বল দেখি, ইহা যদি যন্ত্রনির্গত ভীষণধ্বনি না হইয়া, কোন শঙ্কটাকুল বীরকার্য্য হইত, তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া, বীরকুলোচিত অমিত সাহসের পরিচয় দিতে পারিতাম কি না? পামর! যেমন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিস্, তদনুরূপ কার্য্য করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। যন্ত্রসেবায় তোর জীবন বিধিব্যবস্থিত, কাজেই তুই অনায়াসে যন্ত্রের শব্দ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিস্! কিন্তু যে বীরপুঙ্গব শুদ্ধমাত্র বীরকার্য্যে অনুরক্ত, বীরধর্ম্মে দীক্ষিত, সমযোগ্য বীরের প্রতিযোগিতায় আজন্মপ্রবৃত্ত, তাহার পক্ষে কোন্‌টী অনাশ্রিত শত্রুবিধ্বস্ত বীরের আর্ত্তনাদ; কোন্‌টী অনাথিনী, চিরদুঃখিনী পতিবিরহিণীর কণ্ঠস্বর, কোন্‌টী বিজনপথাশ্রয়ী ক্ষামকণ্ঠ পথিকের ভীষণ দস্যুহস্তপতনজনিত মহান্ কাতররব; কোন্‌টী জঘন্য কলিকলুষ মানবের মদনদুশ্চেষ্টিত ঘোর অত্যাচারপীড়িত সতীসাধ্বী কুলকমলিনীর শোণিত-বিক্ষোভিত বিলাপনিনাদ; কোন্‌টীই বা সহায়হীন বান্ধববিহীন পথপার্শ্বে রোরুদ্যমান অনাথবালকবালিকার দুঃখতরঙ্গের দীর্ঘোচ্ছ্বাস, এই সমস্ত বোধগম্য হওয়া, কতদূর অসম্ভব ও দুঃসাধ্য? ভাল, বর্ব্বর! বল্ দেখি, যদি এই পেষণী যন্ত্রের ছয়টি মুদ্গর এখনই ছয় উগ্রমূর্ত্তি প্রচণ্ড দৈত্যরূপে পরিণত হয় এবং একাদিক্রমে অথবা এক সহযোগে আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, আমার অপার হর্ষবর্দ্ধন করে, তাহা হইলে তাহাদিগের মস্তকনিপাত না করিলে, তুইই আমাকে এই মুহূর্ত্তে কি না বলিয়া উপহাস করিবি?—

গো। ঢের হয়েচে—দাদাঠাকুর। মুই যে এট্টা আমোদপাগ্‌লা নোক্—তা মুই নিজিই সাকরে নিচ্চি।—কিন্তু তোমার ব্যাখ্যাতা করে—পায় ধরে বল্‌চি—দাদাঠাকুর!—তুমি আকোন মিটিয়ে গুটিয়ে নেবা কি না?—গোঁসার ইচ্ছেয় তুমি এই বীর কম্মডাতে ব্যামন নিঝিমি এড়িয়ে

এইরোচো—আকোন্ থে বা তোমার ঘটপে—সবগুনোত্তিই যেন এনধারা এড়াতি পায়।—কিন্তু মোরে আর মেয়ো না।—দাদাঠাকুর।—কেন ভেবিই দ্যাকো্না—কাল্ রত্তিরি মোরা ক্যান্ধারা ভয়ডা পেয়েলাম।—মোরা না—মোর নিজির কথাই মুই নিজি বলচি।—মুই খুব জানি,—তুমি ভয় পাবার নোক নও—ভয়ডা তোমার কাছে চিরদিনই অচেনা থেক্‌লো।—

কা' আমি অস্বীকার করিতেছি না, যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা নিতান্তই হাস্যজনক বটে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ তাহারই উল্লেখ করা নিতান্ত অন্যায়। সকল ব্যক্তিই সকল বস্তু দেখিয়া বা বুঝিয়া লইবার জ্ঞান উচিত মত পায় না।"

গো। কিন্তু দাদাঠাকুরির বর্ষাচালনের গ্যানডা খুপ্ উচিত মতই হয়েচে।—তুমি যে তকে মোরে তেগে বর্ষাখান্ চালালে,—অম্নি বর্ষাখানা মোর কাঁদড়ায়—নেগে গেলো।—ধন্নি বলি সেই ঠাকুর দ্যাব্তাদের!—আর ধন্নি বলি মোর্ চোট্‌পার পিচ্‌লে পড়া!!—সে যাই হক্ গে—সে কথা—যাত্তি দ্যাও—তা আর আকোন্ তোলবার দরকার নেই—কিন্তু এডা শুনিচি—

ভাল বাসে যে যারে য্যাতো—

কাঁদায় পরাণে তারে ত্যাতো— এডাও্‌বাক্।

আর এট্টা শুনিচি—তোমাদের ভদ্দোর নোকেরা, চাকর বাকরেরে য্যাকোন এট্টা কড়া কথা বলে—ত্যাকুনি একযোড় ছেঁড়া জুতো কি এট্টা যা হয়—বক্‌সিস্ করে ফেলে।—মোরে যে কি দ্যায়—সেডা জানিনে।—এ রকম বক্‌সিস—বোদ্ করি—তোমাদের দিগ্‌গজ বীরিদের না থাকৃতি পারে।—কিন্তু এডা আবশ্যি আচে যে—তানারা চাকর বাকরেদের নাটিপেটা করে—এট্টা দীপির কি এট্টা অজাত্তি দেশের রাজা করে দিতি পারেন।"

কা। আমাদের হাতের পাখা," সেইরূপেই ঘুরিয়া আসুক। গোলক। তোমার মুখের কথা, যেন আমার হাতের ফল হয়। যাহা করিয়াছি, তাহার নিমিত্ত দোষগ্রহণ করিও না। সঞ্জাতপ্রথম মনের আবেগ পরম্পরা মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নহে। এখন অবধি আমার সহিত অধিক

বাক্যালাপে ক্ষান্ত থাকিও। তোমার নিকট এক কথা বলিয়া রাখি, আমি এ কালমধ্যে দিগ্বিজয়বিষয়ক যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, সেই সমস্তের মধ্যে কোন খানিতেই দেখিতে পাই নাই যে, তুমি তোমার প্রভুর সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া থাক, আর কেহ প্রভুর সহিত এরূপ করিত। বাস্তবিক, ইহাতে তোমাকে ও আমাকে গুরুতর পাপে সংলিপ্ত হইতে হইয়াছে। তোমার এইমাত্র দোষ যে, তুমি আমাকে অল্প পরিমাণে সম্মান করিয়া থাক এবং আমারও দোষ এই যে, আমিও তোমার নিকট অধিক সম্মানিত হইবার চেষ্টা করি না। 'সুদৃঢ় দ্বীপের উপসামন্ত সাধন, মহারাজ রমণী মোহনের পার্শ্বচর ছিলেন। পাঠ করিয়াছি, তিনি প্রভুর সহিত কথা কহিবার সময় তুর্কীয় রীতিক্রমে, উষ্ণীষ মস্তক হইতে নামাইয়া হস্তে লইতেন এবং মস্তক ও সর্ব্বশরীর অবনত করিতেন। মহারাজ দারুকেশ্বরের পার্শ্বচর প্রাণতোষণের কথাই বা কি বলিব? প্রাণতোষণ এরূপ মৌন ছিলেন যে, তাঁহার সেই পরম কৌতুকাবহ তুষ্ণীম্ভাব স্বর্ণাক্ষরে দেখাইবার নিমিত্ত, মহারাজ দারুকেশ্বরের সেই প্রকাণ্ড এবং অসত্যসংস্পর্শশূন্য ইতিহাসের মধ্যে একবার মাত্র প্রভুর সহিত আলাপ করিবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমার এই কথাগুলি দ্বারাই সহজে অনুমান করিও যে, প্রভু ও ভৃত্যে, রাজায় ও প্রজায়, এবং বীরে ও পার্শ্বচরে কিয়ৎপরিমাণে প্রভেদ থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। সুতরাং আজি হইতে তুমি আমাদিগকে বিলক্ষণ সম্মান করিও, যে কোন রূপেই হউক্, আমার বিন্দুমাত্র ক্রোধ উদ্দীপন করিলে, তোমার পৃষ্ঠের উপর দিয়াই সেই ক্রোধ উপশমিত হইবে। তোমার যে সাহায্য ও উপকারের নিমিত্ত প্রতিশ্রুত আছি, সময়ে তাহা সাধন করিব। যদি না করি, তাহা হইলে অন্ততঃ এই সমস্ত সময়ের বেতনলাভে বঞ্চিত হইবে না।"

গো। "ভালই বল্লে—দাদাঠাকুর।—কিন্তু এট্টা কথা বড় জান্তি ইচ্ছে হচ্চে।—যদি সে সময় তা না আসে—আর যদি মোর মেইনের হিসিবে তোমারে নাব্তি হয়—তা হলি এত তা কাল খেটিয়ে নিয়ে—তুমি কতো ট্যাকা মেইনে দেবা?—তোমারা কি তা মাস ধরণে দে থাকো?—না মজুদ্দের মত রোজ হিসেবে দাও?—"

কা। পূর্ব্বে "তাহার যে একটা বন্দোবস্ত থাকে, আমার এমন বোধ হয় না। উহা বীরগণের শিষ্টতার উপরেই নির্ভর করে। বাটীতে আমার বিশ্বয়ের যে স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপত্র রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে যদিও তোমার বেতনের একটী নিয়ম স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে তাহাও ঘটনাক্রমে লিখিত; কেননা, এই দুঃখপূর্ণ সময়ে বীরধর্ম্ম কিরূপে সুফলপ্রসূ হইবে, তাহা আমি এখনপর্য্যন্তও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ এই সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত আমার আত্মাকে পরলোকে যন্ত্রণাভোগ করাইব, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। তুমিই দেখ, গোলক! বীরধর্ম্মের অনুসরণ অপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক ও ভয়ানক অনুষ্ঠান আর দেখিতে পাওয়া যায় কি না।

গো। "গাঁটকসা কলের মুগুরির ঘায়—তোমার মতন সেউসে বীরির মনডাও—যকোন এতো অশান্ত ও উতোলা করে ফ্যালে—ত্যাকোন সেডা তো সত্যি কথাই দাদাঠাকুর।—তুমি কিন্তু দাদাঠাকুর।—এই সোমায়ডা থে বেশ্ জেনে থেকো যে—তোমার কাম কজ্জি নিয়ে—গোলক আর কথ্খোনো ঠট্টা বট্কেরা কর্ব্বে না—এই যে ঠোঁট দুখানা যোড়লে তা আর জনমভরি খোল্বে না।—বরাবর তোমারে মোর বাতাথো নাড়ী ছেঁড়া মুনিবির মোতন মান্নি কর্ব্বে।——"

কা। "তাহা হইলে, গোলক, ধরাধামে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিবে। পিতা মাতার নিম্নে প্রভুই আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়।"

একবিংশ অধ্যায়।

বৃহন্নলার রাজমুকুট সম্বন্ধীয় লোমহর্ষণ বীরকার্য্য ও রাজমুকুট প্রাপ্তি।
তদানুষঙ্গিক অন্যান্য ঘটনা।

এই সময়ে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। যে কুটীর মধ্যে যন্ত্র পরিচালিত হইতেছিল, গোলক সেই কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু মহারাজ কাঞ্চিরাম সিংহ, গোলকের অচির সংঘটিত উপহাসে এরূপ বিষম ঘৃণাপরবশ হইয়াছিলেন যে, তিনি কোনরূপেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন

না। দক্ষিণদিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া, পূর্ব্বদিবসাবলম্বিত পথের ন্যায়, একটী প্রশস্ত পথ প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই পথ অবলম্বন করিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অচিরেই দৃষ্টিগোচর হইল, সেই পথে জনৈক ব্যক্তি অশ্বারোহণে আগমন করিতেছে। অশ্বারোহীর মস্তকে কি একটী পদার্থ স্বর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। দেখিবামাত্র মহারাজ কান্তিরাম সিংহ মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া, গোলকের দিকে মুখাবর্ত্তন করিলেন এবং কহিলেন '—গোলক আমার স্থিরসিদ্ধান্ত, জগতীতলে কোন প্রবাদই সত্যবিশ্লিষ্ট নহে; কারণ যাবতীয় প্রবাদবাক্য, সমগ্র শাস্ত্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি বহুজ্ঞান হইতেই উপচিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে প্রবাদে কথিত আছে যে, 'যখন একটী দ্বাররুদ্ধ হয়, তখন অপর দ্বার উন্মুক্ত হইয়া থাকে' তাহা আরও সত্যপূর্ণ। একথা আমি এই জন্য বলিতেছি যে, গত রাত্রিতে যদিও ভাগ্যদেবী পেষণীযন্ত্র প্রদর্শনে বঞ্চিত করিয়া, আমাদিগের অন্বেষিত বীরকার্য্যের বিরুদ্ধে দ্বাররোধ করিয়াছিলেন, আজি আবার তেমনই শ্রেষ্ঠতম ও স্থিরনিশ্চয় বীরকার্য্যের সুযোগ ঘটাইয়া, অন্য দ্বার মোচন করিয়া দিয়াছেন। ইহাতেও যদি বঞ্চিত হই, তাহা হইলে সে দোষ আমারই বলিতে হইবে, বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমার অকাণ্ডগ্রাহিতা অথবা রজনীর ঘোরান্ধকার ইহার কারণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না। যদি আমি পুনরায় ভ্রমে পতিত না হই, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, সম্মুখে যে ব্যক্তি আসিতেছে, সে মহারাজ বৃহন্নলার রাজমুকুট পরিধান করিয়া আসিতেছে। বোধ হয়, তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, আমি পূর্ব্বেও তোমার নিকট এই রাজমুকুটের নিমিত্ত শপথ করিয়াছিলাম। গোলক কহিল '—দাদাঠাকুর! —যা বল্‌চো—বিশেষ যা কর্ব্বা—তা খুব সাবধান হয়ে করো।—মোদের গ্যান বুদ্ধি শুনো পেশাবার জন্নি, আর এট্টা গাঁটকিনা কলের দরকার নেই।—

'—ভূতাবেশ হউক পামর। রাজমুকুটের কথায় কলের কথা কি জন্য আনিতেছিস্?—'

'তা—মুই জানিনে—কিন্তু ধম্মোতো বলতি কি—যদি মুই আজ সাক্ষিমত বলতি পাত্তাম—তা হলি মুই দেখাতাম্—তোমার কথায়, কতখানি ভুল দাঁড়াচ্ছে।—'

'——রে কুচক্রী বিশ্বাসঘাতক। আমার কথায় কিরূপে ভুল দেখিতে পাইলি?—বল্ দেখি, পামর। এই যে সম্মুখাগত বীরপুরুষ ধূসরবর্ণের ঘোটক আরোহণ ও মস্তকে সুবর্ণ মুকুট পরিধান করিয়া আগমন করিতেছেন, তাঁহাকে কি তুই দেখিতে পাইতেছিস্ না?—

'——দেক্‌তি পাবো না কেন?—মুই যা দেক্‌তি পাচ্চি আর বুজ্‌দি পাচ্চি—তাতে তো কেবল এট্টা মানুষ—মোর মোতন এট্টা পাঁশুটে রংএর গাধার চেপে আস্‌তি নেগেচে—আর মাতায় এট্টা কি দেছে—সেইটে—ঝক্‌মক্ করে জল্‌তি নেগেচে।—এই বই তো আর কিছু দেক্‌তি পাচ্চি নে।—

'——কেন, উহাই ত মহারাজ বৃহন্নলার রাজমুকুট? মূঢ়। ইচ্ছা হয়, এখান হইতে প্রস্থান কর এবং আমার অনুসরণে ক্ষান্ত হ। আমি একাকীই রণক্ষেত্রে এই বীরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। আমি বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিব না। দেখ্, পামর। কেমন অক্লেশে এই বীরকার্য্য পরিসমাপন ও এই রাজমুকুট গ্রহণ করি।—"

'——মুই তবে এখান থে সরে দাঁড়াই!—কিন্তু আবার বলি—ঠাকুর করেন্—এডাও যেন সেই গাঁটপেশা কলের বীরকম্ম না হয়!—'

'——গোলক। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পেষণীযন্ত্র সকলের কথা, তুমি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ অথবা উহাদিগের বিষয়, একবারও চিন্তা করিও না। যদি পুনরায় তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে আর একটী কথাও বলিব না—প্রতিজ্ঞা করিলাম, এককালে তোমার আত্মা তোমার দেহের সহিত পেষণ করিয়া ফেলিব।—'

গোলক নিরুত্তর হইল। পাছে প্রভু সেইবারেই প্রতিজ্ঞাপালন করেন, এই ভয়ে ভীত হইল। গোলকের বোধ হইল, প্রভুর সেই কঠিন প্রতিজ্ঞাবাক্য, এককালে সজ্ঞমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, তাহার চিত্তভূমি বিদ্রাবিত করিতেছে। ফলতঃ কান্তিরামের দৃষ্টিপথবর্ত্তী রাজমুকুট, ঘোটক এবং বীরপুরুষ সম্বন্ধীয় প্রকৃত ঘটনা এইমাত্র। পরস্পর সন্নিহিত দুইখানি পল্লীগ্রাম আছে। তাহাদের মধ্যে একখানি এরূপ ক্ষুদ্র যে, তাহাতে কোন দোকান অথবা ক্ষৌরকারের অধিবাস ছিল না। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী

গ্রামখানিতে উভয়েরই অভাব ছিল না। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গ্রামখানির জনৈক ক্ষৌরকার ক্ষুদ্র গ্রামখানির ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপন করিত। একদিন ক্ষুদ্রগ্রামখানির জনৈক অধিবাসীর রক্তস্রাব এবং অপর একজনের ক্ষৌর কর্ম্মের প্রয়োজন হইয়াছিল। তজ্জন্য সেই দিবস সেই ব্যক্তি একখানি বৃহৎপিত্তলপাত্র সঙ্গে লইয়া, সন্নিহিত ক্ষুদ্রগ্রামে আগমন করিতেছিল। ক্ষৌরকার যৎকালে পথিমধ্যে আসিতেছিল, ঘটনাক্রমে সেই সময়ে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। পাছে, নূতন শিরস্ত্রাণ ভিজিয়া যায়, এইভয়ে ক্ষৌরকার পাত্রখানির দ্বারা স্বকীয় মস্তক ঢাকিয়া আসিতেছিল। পতিত বৃষ্টিজলে ধাতুপাত্র ধৌত হইয়া, অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইয়াছিল এবং প্রায় সার্দ্ধক্রোশ দূর হইতে সমুজ্জ্বলভাবে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। গোলকের কথিতপূর্ব্ব অনুমানানুরূপ ক্ষৌরকার একটী ধূম্রবর্ণের গর্দ্দভের উপর সমাসীন ছিল। কান্তিরাম যখন যাহা দর্শন করিতেন, তখনই তাহা তদীয় চিবাভ্যস্ত অপ্রমেয় কল্পনার চিত্ররূপে অঙ্কিত হইত। সুতরাং কান্তিরাম এই ক্ষৌরকারকে জনৈক দিগ্বিজয়ী মহাবীর, তদ্বাহন গর্দ্দভকে ধূম্রাভ অশ্ব এবং ধাতুপাত্রকে রাজমুকুট বলিয়া স্থির করিলেন। কল্পনা-প্রদর্শিত দুর্ভাগ্যবীর সন্নিহিত হইলে, মহারাজ মন্তব্যসমালোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, রোজিনান্তীর সাধ্যোচিত দ্রুততাসহকারে অগ্রসর হইলেন এবং বিপক্ষের দেহ খণ্ডবিখণ্ড করিবার আশয়ে স্বকীয় ভীমবর্ষা উত্তোলন করিলেন। পরে,নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া, অশ্বের বেগ সংযমন না করিয়াই, বজ্রনির্ঘোষে কহিতে লাগিলেন, '——র পামণ্ড পামরাধম! হয়, আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হ, নতুবা আমার ন্যায্যাংশ প্রদান করিয়া স্বকীয় জীবন উদ্ধার কর?—" ক্ষৌরকার সেই প্রেতমূর্ত্তি অগ্রবর্ত্তী হইতে নিরীক্ষণ করিয়া, গর্দ্দভপৃষ্ঠ হইতে সংস্রস্ত হওয়া ভিন্ন, ভীমবর্ষাপাত হইতে আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারিল না। পাদমূলে ধরাপৃষ্ঠস্পর্শ করিবামাত্র, ক্ষৌরকার শশকের ন্যায় সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক, লম্ফত্যাগ করিয়া, প্রান্তর মধ্যে এমন দ্রুতবেগে ধাবিত হইল যে, বায়ুও সে বেগে অনুসরণ করিতে অসমর্থ। ধাতুপাত্রখানি ক্ষৌরকার সেইস্থানে ফেলিয়া গেল দেখিয়া, মহারাজ কান্তিরাম সিংহ সন্তুষ্ট হইলেন, বুঝিলেন, বীরের

অনুকরণে কার্য্য করিয়া, বিধর্ম্মী বিলক্ষণ বিজ্ঞতার কার্য্য করিয়াছে। যখন বীবরেরা ব্যাধগণের শরসন্ধানের পথবর্ত্তী হইয়া, প্রকৃষ্টরূপে তাড়িত হয়, তখন স্ব স্ব পাশবজ্ঞানে অনুকরণের কারণ উপলব্ধি করিয়া, মৃগয়া-তৎপর ব্যাধের কৃতলক্ষ্য পদার্থ দন্তে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া যায়। যাহা হউক, এক্ষণে মহারাজ কান্তিরাম সিংহ গোলককে রাজমুকুট আনয়নের আদেশ প্রদান করিলেন। গোলক হস্তে রাজমুকুট উত্তোলন করিয়া কহিল—

'—দই ধম্মের দাদাঠাকুর ?—এখানা এক আলাদা রকমের জিনিষ।—' তদনন্তর, গোলক উহা প্রভুর হস্তে প্রদান করিল। প্রভু কালবিলম্ব না করিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উহার মুখবন্ধন অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহুচেষ্টাতেও নিষ্ফল হইয়া, কহিলেন, "——যে বিধর্ম্মীর নিমিত্ত এই মুকুট প্রস্তুত হইয়াছিল, নিঃসন্দেহই তাহার মস্তক প্রকাণ্ড ছিল। দুঃখের বিষয়, আমার সমস্ত মস্তক অবৃত হইয়াও, এখনও ইহার অর্দ্ধভাগ শূন্য রহিল।"

যখন গোলক শুনিল, ধাতুপাত্রই রাজমুকুট নামে অভিহিত হইতেছে, তখন আর কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার প্রভুর বিগতঘটনার ক্রোধস্মরণ করিয়া অতিকষ্টে নিরস্ত হইল। কিন্তু কান্তিরাম কহিলেন, '—গোলক ? কি দেখিয়া এরূপ হাসিতেছ ?—' গোলক তৎক্ষণাৎ প্রকৃত মনোভাব সঙ্গোপন করিয়া কহিল '—হাস্‌চি দাদাঠাকুর। এই জন্নি যে—এই মটুকখানা যে বীরনোকটা মাতায় দিতে৷ —তানার মাতাডা কি ডাগর ছিলো ?—বল্‌তি কি দাদাঠাকুর—এখানা ঠিক যেন নাপিদের ক্ষান্ত খোলা বগ্‌নো।—

'—ইহার কারণ যাহা বুঝিয়াছি, তাহা কি জানিতে ইচ্ছা কর, গোলক। বলি, তবে শুন। এই যে সুপ্রতিষ্ঠিত ধাতুপাত্র—এই যে মন্ত্র-পূত রাজমকুট—দেখিতে পাইতেছ, ইহা কোন অদ্ভুত ঘটনাবলে এক জন অজ্ঞলোকের হস্তগত হইয়া থাকিবে। সেইই ইহার প্রকৃত গৌরব বুঝিতে না পারিয়া এবং ইহাকে বিশুদ্ধ সুবর্ণনির্ম্মিত দেখিয়া, অর্থ-লোভে একার্দ্ধ গলাইয়া লইয়াছে এবং অপরার্দ্ধ এইরূপ করিয়া, বাস্তবিক-ক্ষৌরকারগণের ক্ষান্তখোলা বগুনার মত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যখন

ইহা আমার ন্যায় প্রকৃত মর্ম্মগ্রাহী লোকের হস্তে পড়িয়াছে, তখন ইহার এরূপ বিকৃতভাব কোন কার্য্যকরই হইবে না। কেননা, আমি যাইতে যাইতে কর্ম্মকারের আবাসস্থলসম্পন্ন যে গ্রাম প্রথমে প্রাপ্ত হইব, সেই স্থান হইতেই ইহার এরূপ সংস্কার করিয়া লইব যে, সমগ্র শিল্পাদি কার্য্যকলাপের অধিদেবতা বিশ্বকর্ম্মা, সুরাসুরসংগ্রামকালে দেবগণের নিমিত্ত যে সমস্ত অব্যর্থ ও অপরিহার্য্য অস্ত্র, শস্ত্র ও শিরস্ত্রাণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্তও ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা ইহার সমতুল্য হইবে না। যাহাহউক, এক্ষণে আমি ইহাই মস্তকে ধারণ করিব। কারণ, একবারে না থাকা অপেক্ষা কিছু থাকাও ভাল। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা প্রস্তরখণ্ডের আঘাত হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে।'

গো। " তা হবে বটে—কিন্তু ঘোড়াদলের নড়ুয়ির সময়—য্যাকোন তোমার চাবালি উড়িয়ে দিয়েলো—আর যে মলামড়া মোর প্যাটের নাড় গুলো অব্দি তুলে ফেলেলো—সেই মলমড়ার ভাঁড় খানা গকোন ভেঙ্গে গিয়েলো —ত্যাকোন য্যামন ঘোড়াদলের নড়ুয়ে নোকেবা ফিঙের পাথর ছুঁড়ে ম্যারেলো—যদি আবার তেম্নি করে না মারে—তা হলি এতে মাথা বাঁচাতি পার্ব্বা—নলি নয়।—"

কা।, গোলক! সেই অবলেহের অপচয়ে আমার কিছুই হয় নাই। আমি উহা প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া এক কালে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছি।"

গো। তা, মোরও আছে, দাদাঠাকুর।—কিন্তু মোর বয়েসের যদ্দি যদি মুই তা ফিরে তয়ের করি—কি কর্ব্বার চেষ্টা করি—তাহলি তক্খুনই যেন আগে পাথর হয়ে পড়ি।—তা আর মোর বয়েসভরি তয়ের কর্ব্বার দরকার হবে না।—মুই খুব সগ্‌গ্যানে বল্‌চি, দাদাঠাকুর! মোর মনে মনে একান্ত ইচ্ছে—পরের গায় যেন এক ঘা না মাত্তি হয়!—পরেও যেন মোরে এক ঘা না মারে।—তবে সেই কম্বলে আছড়ানোর কথা বল্‌বা?—তাও বলি—আকোন যদি মোরে কেউ কম্বলে করে আছড়ায়—তা হলি মুই আর এট্টা কথাও বলি নে।—সে রকম কাণ্ড কম্মো না ঘট্‌তি দেওয়া মোদ্দের সাদ্ধিমত নয়। ঘট্‌লিও আর কিছু না করে—কেবলই দাঁতমুখ শিঁটকোনো

—কি নিশ্বেসটা টেনে ধরা—কি কববে আর কপালে বন্ধুর নে যাতি চায়—এক কথায় তফুর যাওয়াই ভাল।"—

কা। "গোলক। তোমার প্রতি একটী সামান্য অপকার করিলে, যখন তুমি জন্মাবচ্ছিন্নে ভুলিতে পার না, তখন তুমি কখনই শাস্ত্র সম্মত হিন্দুসন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে পার না। অপরাধীর দোষ মন হইতে দূর করা, উদার এবং উন্নতমনা হিন্দুগণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। তোমার কোন্ পা, বা পাঁজড়াখানি, কি মস্তকটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যে তাহাতে তুমি কিছুতেই এই কথা ভুলিতে পারিতেছ না? প্রকৃত পক্ষে বলিতে কি, সেই কম্বলের কাণ্ড কেবল পরিহাস ও বিদ্রূপ মাত্র। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে আমি অনেক পূর্ব্বেই তথায় গমন করিতাম এবং ভগবান্ রামচন্দ্র সূর্য্যকুললক্ষ্মী সীতাদেবীর উদ্ধারসাধনকালে অথবা গিরীশগণ রূপবতী হেলেনার হরণাপরাধের প্রতিহিংসাসাধনকালে, অরাতিকুলের যেরূপ অনিষ্টসাধন করিয়াছিলেন, আমিও তাহা অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট সাধন করিতাম।—আহা! বরবর্ণিনী ভামিনীদ্বয় যদি আজিও জীবিতা থাকিতেন, কি মহারাজ্ঞী কমলমালিনী সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কি প্রাগুক্তা রমণীদ্বয় অসামান্যা রূপশালিনী বলিয়া এরূপ জগদ্বিখ্যাত হইতে পারিতেন?"—বলিয়া মহারাজ কান্তিরাম সিংহ একটী বিশাল প্রশ্বাস গ্রহণ করিলেন এবং ঊর্দ্ধমুখ হইয়া, গগনতলে তাহাই দীর্ঘনিশ্বাসরূপে ত্যাগ করিলেন।

তদনন্তর গোলক কহিল "—ভাল, সেডার শোদ তোলা নাকি ত্যাতো সোম্ভব নয়—তারিই গতিকি সেডারে ঠাট্টা বিদ্রূপ বলে উড়িয়ে দিক্তি হচ্চে।—কিন্তু সেডা যে আবার কেমন ঠাট্টাবিদ্রূপ—কি প্রাণ কাঁদান ডাকাতি—তা মুইই জানি।—আর এডাও খুব্ বুঝ্দি পাচ্চি, যে—যেন্নি এ কাঁদ্খানার দাগডা জনমভরি যাবে না—তেন্নি একথাডাও কোনোকালে ভুল্তি পার্ব্বো না।—যাহক্, আকোন এসব কথা ছেড়ে দিয়ে—বলদিকি দাদাঠাকুর!—এই যে ছেয়েরঙের ঘোড়াডা—যেডারে ঠিক য্যান—পেঁওটে রংওের পাদা বলে, বোদ হচ্চে—আর যেডারে ঐ নড়্য়ে বীরনোকটা—এই কতোখোন একেনে ফেলে গেল—সেডার উপোর যোরা কি কর্ব্বো?—সে

মোকটা—যে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গ্যালো—তাতে বোদ করি—সে আর গাদাডার কাছে কথখনো ফের্কে না।—বলতি কি, দাদাঠাকুর।—মালডা যে—মালের মোতন—মাল—

কা। "পরাজিতের সম্পত্তি অপহরণ করা, আমার রীতি নহে অথবা দিগ্বিজয় প্রথাতেও এরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না যে, বিজেতার মাননষ্ট না হইলে, পরাজিতের ঘোটক হরণ করে এবং পরাজিতকে পাদচারে যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে দেয়। তজ্জন্য, গোলক। তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ঘোটককে, কি গর্দ্দভকে অথবা তুমি ইহাকে যাহা বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহাকেই অচিরাৎ ত্যাগ কর। আমরা এই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে, ইহার অধিস্বামী নিশ্চয়ই ইহাকে লইতে আসিবে।"

গো। "ওডারে মোদ্দের নেওয়া ভাল—কি মোন্দো—তা গোসাঙিই বলতি পারেন।—কিন্তু না নিয়ে—যদি মোদ্দের গাদাডার সঙ্গে বদল করি—তা হলি তো হতি পারে ?—কিন্তু—সেডাও ত্যাতো—ভালো নাগ্‌চে না।—এট্টা গাদার বদলে যদি এট্টা গাদাই নিতি হলো—তবে সত্তি কথা বলতি কি দাদাঠাকুর।—তোমাদের শাস্তোরের বিদেন শুনো—বড্ডি কড়া কড়াই ঠাক্‌চে।—কিন্তু মুই এডা জান্তি চাই, যে—যদি মোর ইচ্ছে হয়—তা হলি মুই মোর আর আর আসবাব পত্তোর বদলে—এ গাদাডা নিতি পারি কি না ?—

কা। "আমি এক্ষণে এই কথায় কোন স্পষ্ট উত্তর দিতে পারি না। যতক্ষণ ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব না পাইতেছি, ততক্ষণ কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যদি তোমার বিশেষ অভাব হয়, তাহা হইলে তুমি এইরূপে বিনিময় করিতে পার।"

গো। ইচ্ছের কথা আর কি বলবো, দাদাঠাকুর। বদি মোর শরীলখানা বদল দিয়েও,—গাদাডারে নিতি হয়—তা হলিও মুই পেছুইনে।—"

মহারাজ কান্তিরাম সিংহ কর্ত্তৃক গোলক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া, বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন করিল। পরিশেষে, বলদের পৃষ্ঠস্থ আহার্য্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া, উভয়ে প্রাতরাশক্রিয়া সমাপন করিলেন। পরে, পেষণী

যন্ত্রে সময়ে সময়ে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত যে জলকলস রক্ষিত ছিল, তাহার জলপান করিয়া পিপাসা শান্তি করিলেন। পেষণীযন্ত্রের বীরকার্য্যে নিরাশতাপ্রযুক্ত, উহাদিগের উপর মহারাজ কান্তিরাম সিংহের ঘৃণা এতাদৃশ প্রবল ও বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, জলপান কালে তিনি ভ্রমেও উহাদিগের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন না। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকারেই বিগতক্লম হইয়া, উহঁারা স্ব স্ব যানারোহণ করিলেন এবং বীরধর্ম্মানুগত, প্রথানুসারে কোনও দিক্ লক্ষ্য না করিয়া, ঘোটকরাজ যে পথ অবলম্বন করিলেন, বাঙ্‌নিষ্পত্তি বিরহিত হইয়া মহারাজ সেই পথেই অগ্রসর হইলেন। রোজিনান্টো প্রভুর ও গোলকের গৰ্দ্দভের একমাত্র পথদর্শক। সুতরাং প্রভু যেমন অব্যাজে ঘোটকের মতের অনুবর্ত্তী হইলেন, গোলকের গর্দ্দভও সেইরূপ রোজিনান্টোর উদারসহযোগ এবং ঐকান্তিক অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া, সেই পথে যাইতে লাগিল। ফলতঃ সকলেই শীঘ্র একটী প্রশস্ত রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মত নির্ব্বাচন না করিয়া, দৈবসংঘটিত বীরকার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া, সেইপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এইরূপে উভয়ে সেই রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে গোলক প্রভুকে ডাকিয়া কহিল, '—বলি দাদাঠাকুর!—মোরে কি ছুটো' এট্টা কথা কইতি দেবা?—তুমি যে দিন থে মোরে চুপ মেরে থাকৃতি বলোচো—মুই সেই দিন থে চুপ করে আছি।—কিন্তু মোর প্যাটের ভেতোর হাজার হাজার কথা পচতি নেগেচে।—তার মদ্দি আবার এট্টা আদটা ক্যামন করে উঠে—মোর জিবির আগায় এসে দাঁড়াচ্চে,—সেডা না বলে—আর কিছু'তেই থাকৃতি পাচ্চে নে।—"

কা। "তবে বল, কিন্তু বাড়াইয়া বলিও না, সংক্ষেপে বলিয়া যাও। যে কোন কথা হউক, বাড়াইয়া বলিলে, ভাল লাগে না।"

গো। "তবে বলি—শোন।—দেখ, দাদাঠাকুর! দিন কতক থেকে মুই এই এট্টা ভাব্‌তি নেগিচি, যে—মোরা তো এই এদ্দিন পজ্জন্ত, পথে পথে, বনে বনে, বেড়িয়ে—না খেয়ে না শুয়ে কিবুলি—তোমার সেই কি নড়ই খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্চি।—কিন্তু বেড়িয়ে—কই তো মোদ্দের ত্যামন

নাভ হলো না।—তা না হক্ গে— এগুনো পাঁচজনার সেক্কেতে হত্তি নেগেচে—যদি এডা জান্তাম—তাহলিও বোঝতাম্—ভাল, না হয়, দাদা-ঠাকুরির নামডা জেঁকে যাচ্ছে।—কৈ—তাও তো না —এট্টা নোকও এগুনো জান্তি—কি শুন্তি পাচ্চে না।—এ যে বোনে হচ্চে—সেই বোনেরই গাচ-পালার সঙ্গে মিশিয়ে থাকৃচে।—সেই জন্নি,—মুই ভাব্‌চি—মোদ্দের আর এট্টা কাজ্ কত্তি পাল্লি—খুব্ ভাল হতো।—ব্যাগাতা করি—বাপা হইও না—দাদাঠাকুর —মুই বল্‌চেলাম কি—এর কত্তি—এট্টা কোন বাদসার কাছে—কি খুব দাঙ্গা হাঙ্গাম নড়্‌ই হুজ্জ্ত বেদিয়ে আছে—এমন এট্টা রাজার কাছে গে চাকুরী শিকের কল্লি হয় না?— সেখেন থে তুমি তোমার এই সাওস—তেজ—বল—আব এই বাজ্‌সই বুদ্ধি— অনাসে দেখাত্তি পার্ব্বো।—রাজাও তোমার এই গুনো দেকৃতি পেলি— খুব্ কসে বক্‌সিস কর্ব্বে।—চাই কি—সেকেনে একজন নোক ধবে— তোমার এই সব ব্যাওরা গুনো—বেশ্ করে নিকিয়ে রাকৃতিও পার্ব্বা।— মোর আর তা নিকোবার দবকার নেই,—মুই তো আব তোমাদ্দের সেতো নোকের কত্তি বেশী কিছু কত্তি পার্ব্বো না?—তবে মুই খুব সাওস করে বল্‌তি পারি—সেতো নোকের কাণ্ড বাণ্ডগুনো নেখান—যদি তোমাদ্দের বীত্ হয়—তা্‌হলি মোর ব্যাওরা খানা নেকাতিও ছেড়ো না।—"

কা। "গোলক তুমি মিথ্যা বল নাই। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে প্রাগীক্ষণ ভাবে বীরকর্ম্মের অন্বেষণে ভ্রমণ করা বীরব্রতে একান্ত আবশ্যক। এই সময়ে, দীক্ষণীয় বীর, স্বকীয় অলৌকিক কার্য্যপরম্পরা দ্বারা লোক-সমাজে এরূপ যশোলাভ করিবেন যে, তিনি কোন রাজসভায় আসিবামাত্র, তদীয় পূর্ব্বানুষ্ঠিত কার্য্যবলেই তথায় অনায়াসে পরিচিত হইতে পারিবেন। এমন কি, পুরমধ্যে প্রবেশ না করিতে করিতেই, পৌরবালদল, চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উন্নতকণ্ঠে কহিবে, ইনি সূর্য্যশঙ্ক মহাবীর, ইনি নাগপুচ্ছ মহা-রথ; অথবা যিনি যে চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া, দুষ্কর বীরকার্য্য সাধন করিবেন, সেই চিহ্নেরই উল্লেখ করিবে।—অথবা বলিবে যে মহাবীর, একমাত্র দ্বৈরথযুদ্ধে জিতগ্রয়নামা মহাবলপরাক্রান্ত বহুরূপী রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়াছেন, যিনি নবশতবর্ষব্যাপী মায়াজালবদ্ধ পারশ্য সাম্রাজ্যের অধিপতি মাম-

লুককে মায়াপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছেন; ইনিই সেই লঙ্কনামা মহারথ। এবম্বিধ বহুসংখ্যক গুণাগান, পরম্পরাক্রমে বহির্গত হইয়া, মহাবীরের যশোলক্ষ্মী সমধিক উজ্জ্বল শ্রীধারণ করিবে। এদিকে, আবালবৃদ্ধ-বনিতা যাবতীয় পৌরবাসীর মুখোদ্গত যশোগানে নগরী কোলাহলময়ী হইলে, মহারাজ সসম্ভ্রমে আসিয়া, রাজপুরীর কক্ষবাতায়নে দণ্ডায়মান হইবেন এবং বীরবরকে দেখিবামাত্র, তদীয় বর্ম্ম অথবা চর্ম্মস্থ চিহ্ন দেখিয়া, চিনিতে পারিয়া, অবশ্যই বলিয়া উঠিবেন, 'হে সভাস্থ বীরবৃন্দ। তোমরা সত্বরে রাজতোরণ পার হইয়া, বীরকুলতিলক, ক্ষত্রক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠকুসুম আগন্তুক বীরপুঙ্গবকে সাদরে ও সসম্মানে রাজসভায় সমানয়ন কর।' আদেশমাত্রই সকলে শশব্যস্তে গমন করিয়া, বীরবরকে সম্বর্দ্ধনাসহকারে লইয়া আসিবে এবং ইত্যবসরে রাজাও স্বয়ং অর্দ্ধসোপানপথে অবরোহণ করিয়া নমস্কার আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি দ্বারা সৎকার করিয়া, বীরবরকে মহা-সমাদরে গ্রহণ করিবেন। তদনন্তর রাজা তদীয় করধারণ পূর্ব্বক মহিষীর বাসভবনে লইয়া যাইবেন। যাইবামাত্র মহাবীর অনূঢ়ারাজকন্যা পবিত্রা মহিষীকে দেখিতে পাইবেন। রাজকুমারী সুকুমার রূপলাবণ্য ও সুসম্পন্ন নবযৌবনে এরূপ গৌরবিণী যে, দেখিবামাত্র তাঁহাকে আশার আশ্বাসধন, চারুতার শেষ নিদর্শন বলিয়া সহজেই অনুমিত হইবে। বোধ হইবে, সেই সুকুমার রূপরাশি, সেই প্রস্ফুটিত নবযৌবন, সেই সুষমার মানমেখলা, পরিজ্ঞাত ভূমণ্ডলের কোন অংশেই পরিলক্ষিত হইবার নহে। তদনন্তর রাজতনয়া বীরের প্রতি এবং বীরবর রাজতনয়ার প্রতি কটাক্ষবিক্ষেপ করিবেন। চারি চক্ষুর সম্পাতে বোধ হইবে, পরস্পর পরস্পরকে পার্থিব প্রাণী না ভাবিয়া, স্বর্গীয় প্রেমমূর্ত্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। বুঝিতে পারিতেছেন না, কিরূপে দুচ্ছেদ্য প্রেমপাশে বিজড়িত হইয়া, মর্ত্ত্যজীবন সুখময় করিবেন। তৎকালে উভয়ের হৃদয় অহর্নিশ বিতাড়িত হইবে; কিরূপে উভয়ে আলাপ করিবেন, কিরূপে উভয়ের অন্তর্নিহিত প্রেমনির্যাতন প্রকাশ করিয়া উভয়ের হৃদয়ভার লাঘব করিবেন, এই চিন্তাতেই উভয়ে আকুল হইবেন। তদনন্তর বীরবর এক সুশোভিত ও সুসজ্জীভূত সৌধ-শিখরে মহাসমাদরে সমানীত হইবেন, অনুচরবর্গ তথায় যত্নপূর্ব্বক লইয়া

গিয়া, বর্ম্মাদি উন্মোচন করতঃ কৌশিকবসনে রাজবেশ সমাধান করিবে। রজনী সমাগত হইলে, মহাবীর, রাজ্ঞী ও রাজকুমারীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া, রাজার সহিত একত্র আহার করিবেন এবং অপাঙ্গভঙ্গীতে কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া, গোপনে রাজকুমারীর প্রতি প্রেমভাব প্রকাশ করিতে থাকিবেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাজকুমারীও সামান্যা বুদ্ধিমতী নহেন; সেই সময়ে তিনিও তুল্যসতর্কতাসহকারে তদনুরূপ প্রণয়বিকাশ প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিবেন না। ভোজনক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে, দুইজন বৃহৎকায় দৈত্যের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া, জনৈকা যুবতী কোন এক বামনের অনুসরণক্রমে রাজতোরণ পার হইয়া, রাজসভাস্থ অঙ্গনমধ্যে অনপেক্ষিতভাবে আসিয়া প্রবেশলাভ করিবেন। এক মহাতপা মুনিজনের শাসনবাক্যে তাহারা প্রাণোদিত যে, যে দিগ্বিজয়ী মহাবীর বর্ত্তমান বীরকার্য্যে কৃতার্থতালাভ করিবেন, ধরাধামে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া পরিগণিত হইবেন। রাজা তৎক্ষণাৎ স্বকীয় সৈন্য সামন্ত আমাত্যবর্গকে ডাকিয়া নিজ নিজ দক্ষতা প্রদর্শনের আদেশ প্রদান করিবেন। কিন্তু আগন্তুক মহাবীর ব্যতীত কেহই সেই ক্ষেত্রে বিজয়লাভ করিতে পারিবেন না। দেখিয়া, রাজতনয়া অপার হর্ষসাগরে মিমগ্না হইবেন। ভাবিবেন, একপ মহান দেবর্দুলভ পদার্থে চিন্তারাশি ন্যস্ত কবিয়া সৌভাগ্যের কি সুখময় ফললাভ করিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে সেই রাজা বা সম্রাট্ বা যাহাই হউন্, সমকক্ষ এবং তুল্যবিক্রম অপর এক রাজন্যের সহিত ঘোর সমরানলে পতিত হইয়া, রাজ্য সম্পত্তি, প্রজাবর্গ প্রভৃতি সমস্তই একে একে বিনাশমুখে নিক্ষেপ করিতে থাকিবেন। মহাবীর দুই এক দিবসমাত্র বাজ সভায় অবস্থিতি করিয়াই, বিপক্ষবিনাশার্থ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত রাজাজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন। আবেদন গ্রাহ্য হইবে। বীরবর রাজানুগ্রহে কৃতার্থ হইয়া, অতীব বিনীতভাবে রাজার পদধূলি গ্রহণ করিবেন। কন্যাপুরীর সন্নিহিত উদ্যানের প্রাচীরমূলে এক নিভৃতস্থলে বীরবর দণ্ডায়মান্ হইবেন। নিম্ন প্রকোষ্ঠের বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, এক বিশ্বস্ত প্রিয়সখীকে মধ্যবর্ত্তিনী রাখিয়া, রাজকুমারী বহুবার সেই স্থলে প্রিয়তমের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। বীরবর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবেন। সরলা রাজকুমারীর

হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইবে, তৎক্ষণাৎ সখী অঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইবেন। সহচরী শীতল জলানয়নের নিমিত্ত ধাবিতা হইবেন। অকস্মাৎ ঊষার আলোক দৃষ্টিগোচর হইবে। সহচরীর হৃদয়তন্ত্রী শতগুণে কাঁপিয়া উঠিবে। সহচরী গুপ্তপ্রেম প্রকাশে কোনরূপেই সম্মতা নহেন; প্রিয়সখীর সম্ভ্রম অপলাপ চক্ষের শূল। অবশেষে রাজকুমারী সংজ্ঞালাভ করিবেন। আলিঙ্গন আশয়ে বাতায়নপথে সেই তুহিনধবল কোমল করপ্রসারণ করিবেন। বীরবর ধারাবিগলিত নয়নজলে প্রিয়তমার করকমল ধৌত করিয়া, সহস্রবার চুম্বন করিবেন। বাসনা অসীম, নিবৃত্তিও কোনরূপে হইবে না। কিয়ৎক্ষণ পরে অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইলে, উভয়ের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের উপায় স্থিরীকৃত হইবে। রাজতনয়া দীনকণ্ঠে নিবেদন করিবেন, যতশীঘ্র পারেন, প্রত্যাগত হইবেন। বীরবর শপথাবলম্বনে স্বীকৃত হইবেন। পুনরায় রাজকুমারীর করকমল চুম্বন করিয়া, বীরবর বিচ্ছিন্ন হইবেন। সেই বিচ্ছেদ এরূপ ভয়ঙ্কর ও হৃদয়হারক যে, তৎকালে বীরবরকে দেখিয়া বোধ হইবে, প্রাণহীন অপার্থিব মূর্ত্তি প্রাচীরমূলে আলম্বিত রহিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরবর তথা হইতে শয়নকক্ষে আগমন করিবেন, শয্যাতলে বিনিবেশিত হইবেন, নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত বহুবার চেষ্টা পাইবেন; কিন্তু বিরহদুঃখে হৃদয় এরূপ ভারাক্রান্ত হইবে যে, নিদ্রার নামমাত্রও আসিবে না। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করতঃ উত্থিত হইয়া, মহারাজ মহিষী ও রাজকুমারীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সত্বরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন। রাজা ও মহিষীর সাক্ষাৎ পাইবেন এবং কালোচিত বিদায় গ্রহণ করিবেন; কিন্তু শুনিবেন, রাজকুমারী অসুস্থা আছেন, সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই। বুঝিবেন, তাঁহার প্রস্থানের সম্বাদ শুনিয়া, রাজকুমারী বিরহতাপে ব্যথিতা ও মর্ম্মপীড়িতা হইয়াছেন। হৃদয় অন্তর্দাহে বিদগ্ধ হইবে, রাজকুমারীর নিমিত্তও তিনি তদীয় প্রেম-প্রবণতার প্রত্যক্ষনিদর্শন প্রদর্শন করিতে থাকিবেন। মধ্যবর্ত্তিনী সহচরী স্বচক্ষে দেখিয়া যাইবে, আমূল সমস্ত রাজতনয়ার কর্ণগোচর করিবে। রাজকুমারী অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল অভিষেক করিতে করিতে শ্রবণ করিবেন, কহিবেন '—সখি! আর কি বলিব! তাঁহার নিবাস কোথায়, নাম কি,

রাজবংশে কি কোন্‌বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিছুই ত জানি না। ইহাই আমার একমাত্র দুঃখের কারণ।—'

সহচরী কহিবে, '—সখি! তাঁহার যেরূপ সাধুতা, ভদ্রতা ও বলবিক্রম দেখিয়াছি, তাহাতে নিঃসন্দেহই বোধ হইতেছে, তিনি রাজকুলে অথবা কোন শ্রেষ্ঠবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

সখিবাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজকুমারী অপেক্ষাকৃত শান্ত হইবেন। কিন্তু পাছে, রাজা অথবা মহিষীর মনে কোন সংশয় উপস্থিত হয়, এই ভয়ে, নিজমনকেও প্রবোধ দিবার চেষ্টা পাইবেন। 'দুই দিবস পরে রাজতনয়া কন্যাপুরীর বাহিরে আসিবেন। এদিকে বীরবর যুদ্ধযাত্রা করিবেন। প্রতিযুদ্ধেই রাজার বিপক্ষ দলন করিবেন, শত শত নগরী গ্রহণ করিবেন, বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিবেন, পরে রাজসভায় প্রত্যাগত হইবেন এবং নিরূপিত নিভৃতস্থলে আগমন করিয়া, বিরহবিধুরা রাজকুমারীর চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিবেন। পরস্পর সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, স্থির হইবে, বিগতজয়লাভের পুরস্কারস্থলে বীরবর রাজার নিকট তদীয় তনয়ার পাণিপীড়নের প্রার্থনা করিবেন। রাজা বীরের পরিচয় না জানিয়া, কন্যাদানে অস্বীকার করিবেন। ফলতঃ রাজকুমারীকে হরণ করিয়া হউক, অথবা উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়াই হউক, বীরবর সেই রাজকুমারীকেই পত্নীভাবে গ্রহণ করিবেন। অবশেষে রাজদম্পতী অবগত হইবেন, বীরবর বীর্য্যশালী রাজতনয়—জানি না, কোন্ দেশের অথবা ভূচিত্রে সে দেশ দেখিতে পাওয়া যায় কি না।—তখন রাজা কন্যাজামাতা লইয়া, পরম সুখে সুখী হইবেন। কিছুদিন পরে রাজকুমারীর পিতৃবিয়োগ হইবে। রাজকুমারী রাজসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী; সুতরাং এক কথায় বলিতে কি, বীরবরই সেই রাজ্যের একমাত্র অখণ্ডনীয় অধীশ্বর হইবেন। এই সময়ে বীরবরের পার্শ্বচরের এবং সিংহাসনাধিরোহণের অনন্যসহায় ব্যক্তিগণের পুরস্কারের সময় উপস্থিত হইবে। রাজতনয়ার প্রধানা সহচরীগণের মধ্যে একজনের সহিত পার্শ্বচরের পরিণয়ব্যাপার সম্পাদিত হইবে। নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, যে যুবতী রাজকুমারীর প্রেমপর্য্যায়ের মধ্যবর্ত্তিনী থাকিবেন

এবং যিনি সেই রাজ্যের অধীনস্থ জনৈক ভূপতিকন্যা, সেই যুবতীই পার্শ্বচরের বনিতা হইবেন।”

গো। দাদাঠাকুর।—এই ডে মুই চাই।—এখরডা যে বল্লে—এডা বড় সাপাই ঘর।—আর এডাও বলি—দাদাঠাকুরির নাম পশারের তো আর বাকী নেই।—এর আগুতি তুমি তো ‘আগুণখেগো মহারাজ’ নাম পেয়েচো। তবে আর মোদ্দের গোল কি?—

কা। না গোলক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি যেরূপ বর্ণনা করিলাম, বীরব্রতদীক্ষিত মহাবীরেরা সেইরূপ উপায়পরম্পরায় এবং ক্রমানুসারে ধরাধামে উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন এবং করিতেছেন, অবশেষে দিগ্বিজয়ী মহাবীর এবং সম্রাটপদবী পর্য্যন্ত লাভ করেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের এইমাত্র দেখা উচিত যে, উত্তরাধিকারিণী একমাত্র দুহিতা অবিবাহিতা আছেন, এমন কোন্ হিন্দু বা যবন ভূপতি, তদীয় প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময়ও আমাদিগের অনেক রহিয়াছে। কারণ, আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন রাজসভায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, অন্যত্র আমাদিগের বিশেষ সম্ভ্রমলাভ করা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, আমাদিগের আর একটী বিষম চিন্তার বিষয় এই যে, কোন এক প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত এবং তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী দুহিতা অবিবাহিত, যদিও এরূপ কোন রাজা বা সম্রাট দৃষ্টিগোচর হয় এবং যদি আমি দিগ্বিজয়যাত্রার বহির্গত হইয়া অলৌকিক কীর্ত্তিসম্ভ্রম লাভ করিয়াছি, তথাপি আমি কোন রাজবংশধরের অথবা কোন সম্রাটের দ্বিতীয় পৈতৃকস্ত্রীয় অথবা মাতৃস্ত্রীয়, এরূপ কোন পরিচয় দেখিতে পাইতেছি না।’ শৌর্য্যে বীর্য্যে আমি যতই কেন সম্ভ্রমশালী হই না, যতদিন পর্য্যন্ত এই পরিচয় দিতে না পারিব, ততদিন কোন রাজা বা সম্রাট আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন না। শুদ্ধমাত্র এই কারণেই, গোলক। আমি ভীত হইতেছি—এই জন্যই শুদ্ধ আমার এই ভীমবাহু যাহা এতদিনে অনায়াসে লাভ করিতে পারিত, তাহাহইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যদিও আমি প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি,

যথেষ্ট রাজবৃত্তি ভোগ করিতেছি, এবং যে ইতিহাস লেখক আমার জীবনী সংগ্রহ করিবেন, তিনি আমাকে সিংহাসনাধিষ্ঠিত রাজা হইতে পঞ্চম বা ষষ্ঠ উত্তর পুরুষের মধ্যে পাইতে পারিবেন সত্য, তথাপি আমি প্রাগুক্ত কারণেই দিগ্বিজয়ে প্রভৃত সম্ভ্রম লাভ না করিয়া ও অদ্বিতীয় যশস্বী না হইয়া, আমার স্থিরলক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। গোলক! জানিয়া রাখিও, পৃথিবীতে দুই প্রকারে বংশমর্য্যাদা সংস্থিত হয়। কোন কোন কুল, রাজা, সম্রাট, রাজর্ষি, দেবর্ষি অথবা ব্রহ্মর্ষিকে গোষ্ঠীপতি ধরিয়া, ক্রমশঃ হীনপদস্থ হইতে হইতে পিরামিডের অগ্রভাগের ন্যায় নিতান্ত সূক্ষ্ম ও নীচপদবী লাভ করিয়া থাকে, আর কোন কোন কুল নিতান্ত নীচপদবী হইতে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া প্রবল গোষ্ঠীপতির স্থান লাভ করে। উভয়ের প্রভেদ এইমাত্র যে, কতকগুলি পূর্ব্বে যাহা ছিল, বর্ত্তমানে তাহা নাই, আর কতকগুলি পূর্ব্বে যাহা ছিল না, বর্ত্তমানে তাহাই হইয়াছে। আমি যে পূর্ব্বোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত নহি এবং বিশেষ পরীক্ষা করিলেও, যে শ্রেষ্ঠ এবং সমধিক গৌরবান্বিত বংশে জন্ম গ্রহণ করি নাই, ইহা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? ইহাতেই সেই রাজা অথবা আমার ভাবি শ্বশুর মহাশয়কে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। যদি না হয়েন, তাহা হইলে রাজকুমারী, আমার উপর এরূপ প্রেমাসক্ত হইয়া আসিবেন যে, আমাকে জাতিতে ধীবরপুত্র জানিলেও, রাজকুমারী পিতার অসম্মতিতে স্বয়ং আসিয়া, আমার কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ এবং পতিত্বে বরণ করিবেন। কাল-ক্রমে, যদি তিনিও তাহা না করেন, তাহা হইলে সেই সময়েই সেই রাজকন্যাকে বলদর্পে হরণ করিব, যথেচ্ছা লইয়া যাইব এবং যতদিন মৃত্যু আসিয়া তাঁহার পিতৃকোপের অপলাপ না করিবে, ততদিন যথেচ্ছ স্থানে রাখিয়া দিব।—

গো। কতকগুনো দুষ্টু লোকে যে বলে থাকে—

'যদি পার নিতি যুঝে
তবে নেবে না যেচে যুচে—'এখানডায় সেডায় নাগ হলো!—

আবার আর এট্টা কথা বলে,

'হাজার কথায় নাইকো সুখ
ডিঙিয়ে বেড়া ভরাও বুক।

একথাডাও বলচি এই জন্নি যে—তোমার শ্বশুর সেই রাজা—যদি স্বইচ্ছেয় তোমার সাতে তানার মেয়ের বে না দেন—তা হলি বলচো যে—আর কিছু না করে—গুপোঘায় সেই রাজকন্যেডারে চুরি করে নে গে বে কর্ব্বা। তোমার য্যানো তাতে কোন ক্ষেতি হবে না।—মোর তো তা হলি খুব সব্বোনাশ।—যকোন রাজার সঙ্গে তোমার মিল জুল হতি থাকবে—আর যকোনসেই রাজ্জিখানাও তুমি নিঃখির কিচি দখল কর্ব্বা—তকোন সেতো মিস্তের বক্‌সিসডের জন্নি—দেক্তি—পাচ্চি—নোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতি হবে।—হ্যাঁ—তবে বুঝি—সেই ঘটক ছুঁড়ীডে—যিনিতি সেতোর মাগ্ হবে—তিনিতি যদি রাজার মেয়ের সঙ্গে পেলিয়ে আসে—আর রাজ-কন্যে তানার সঙ্গে সেতোর বে দেয়—তা হলি আর কোন কথা থাকে না।

কা। গোলক। সে সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইও।

গো। যকোন দাদাঠাকুর।—নিজমুকি এডা কবুল খাচ্চো—তকোন মোর আর কোনা সন্ধ নেই। আকোন ঠাকুর দ্যাবতাদের কাছে এই চাই—তানারা য্যান এগুনো শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর খেটিয়ে দ্যান।—

কা। অবশ্যই দিবেন, জান না, গোলক! যাহারা আপনাদিগকে দুর্ভাগ্যবান্ মনে করে, পরমেশ্বর তাহাদিগকে দুর্ভাগ্যই করিয়া থাকেন।

গো। দাদাঠাকুর আর এট্টা কথা সুধুই।—বলি—মুই তো হলাম ধোপার ছেলে—তা এতে কি মুই রাজা হতি পার্ব্বো না?—

কা। কেন পারিবে না? উহাতেই তোমার যথেষ্ট হইবে। তুমি ত একজন হিন্দু বটে। যদি তাহা না হইতে, তাহা হইলেও কি কোন বাধা থাকিত? কখনই না। যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব, তখন তোমার বংশমর্য্যাদা থাকুক বা নাই থাকুক্, আমি তোমাকে অনায়াসে আমার অধীন রাজা করিয়া দিব এবং তুমিও রাজা হইয়া, একজন সম্ভ্রমশালী ভদ্রলোক হইবে। লোকের মনে যে ভাবই থাকুক, প্রকাশ্যে ডাকিবার সময় কেহই তোমাকে মহারাজ প্রভৃতি উচ্চ সম্বোধনের কথা ভিন্ন অন্য কথায় ডাকিতে পারিবে না।

গোলক আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া কহিল '—দাদাঠাকুর।—তুমি কি ভাবো—মোর পদ পসার হলি—মুই ত্যামান সাজ্ গোচ্ করে বেড়াতি

পার্ব্বোনা ?—তা ভেবো না দাদাঠাকুর।—মুই তা খুব্ পার্ব্বো।—তবে এট্টা কথা বলি শোন।—একবার তো,—অনেক দিনির কথা হলো—মোর রায়মণি—বল্যে—হ্যাঁ গা, তুমি কি কিবুলই বসে বসে খাবা ?—কাকুরি ধরে করে কি এট্টা চাকুরি কর্ব্বা না ?—সেই কথাডা শুনে—মোর মনডা বড্ডিই বিগ্ড়ে গ্যালো।—ভাব্‌লাম—যেঁউ তেঁউ করে—এট্টা চাক্‌রি জুটিয়ে নেবো।—ঘরে বসে আর মাগির নাতি খাতি পারা যায় না।—আকোন গোঁসাব ইচ্ছেয়—দেক্তি না দেক্তি এট্টা নোকের সঙ্গে আলাপ হলো।—সেইই করে কম্মে—মোরে এট্টা কুটীর প্যায়দা গিরি কাম করে দেলে।—আকোন প্যায়দাদ্দের পাজামা কুর্ত্তি এঁটে কাম কত্তি হয় কি না।—তাই মোরেও তাই কত্তি হলো।—উঃ। দাদাঠাকুর।—তোমারে কলি না বিশ্বেস যাবা—সেই প্যায়দার সাজডা সেজে—মোরে যে মানালো—সে কথা তোমারে আর কি বলবো ?—য্যান ময়ুর ছাড়া কাত্তিক হলাম্।— তাতিই বলচি—এট্টা প্যায়দার পোশাক পরে—মোরে য্যাকোন ত্যামোন মেনিয়েচে—ত্যাকোন মণি মুক্ত জহরৎ বসান রাজপোশাক পল্লি—না জানি কি ওমরা গোচই দেখাবে!—মুই খুব্ জোর করে বল্‌তি পারি—ত্যাকোন দু তিন কোশের মদ্দি—ছেলে—মেয়ে—বুড়ো—আর কেউ ঘরে থাক্‌তি পার্ব্বে না।—পালে পালে ভেঙে—মোরে দেক্‌তি আস্‌বে।

কা। বাস্তবিক নিতান্ত মন্দ দেখাইবে না—ভালই দেখাইবে। কিন্তু তখন তোমাকে আর একটী কায করিতে হইবে। তখন শীঘ্র শীঘ্র তোমাকে কামাইতে হইবে। তোমার যে গোঁপ দাড়ি, বিশেষতঃ তাহাতে আবার যেরূপ জটা বাঁধা, তাহাতে এক দিন অন্তর না কামাইলে, একবার অন্তর হইতে দেখিয়াও, তোমাকে একটী মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না।”

গো। “তার ভাবনা কি, দাদাঠাকুর!—ত্যাকোন এট্টা পরামাণিকিরি মেইনে করে—একবারে বাড়ীতি রেখে দেবো।—একানে ওকানে যাবার দরকার হলি—জমীদারের সঙ্গে য্যামোন আমলারা ঘোড়ায় চেপে পিছনে পিছনে যায়—তারেও সেইরকম নে যাবো।—”

কা। '—ভাল, গোলক! তুমি কিরূপে জানিলে, যে, জমীদারগণের সঙ্গে আমলারা ঘোড়ায় চড়িয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া থাকে?—"

গো। '—তা বলি শোন দাদাঠাকুর।—একদিন মুই এট্টা কাযে কাছাবী গিয়েলাম।—সেকেনে দ্যাখলাম—দিব্বি সাজ্‌গোচ করা একজনা ভদ্দোর নোক—এট্টা ঘোড়ায় চেপে একবার এদিক্, একবার ও দিক্ কবে বেড়াচ্চে।—তানারি পিছনে আর একজনা নোক সেই রকম ঘোড়ায় চেপে বেড়াচ্চে।—আগেব নোকটা যেদিক পানে ঘোড়া ফেরাচ্চে—শেষের নোকটা ন্যাজেব মতন সেই দিকি ঘোড়ায় করে ফিরে যাচ্চে।—দেকে—মুই কিচ্চ না বুজ্‌দি পেরে—মোর পাশেব এট্টা নোকেরে সুধোলাম—বলি, হ্যাঁগা—এই শেষের নোকটা এনার কেডা?—আর উনি এনার ঠিক পিছনে পিছনে যাচ্চেন—এক চুল এদিক্ ওদিক্ কি পাশাপাশি হচ্চেন না—এডারই বা কারণ কি?—শুনে সে নোকটা মোরে সম্‌জে দেলে—বল্লে ওরে মিন্সে।—এডা বুজ্‌দি পালি নে?—ঐ যে আগের নোকটা—উনি হলো—এট্টা বড় জমীদার—আব ঐবে পিছনের নোকটা—উনি হলো ওর আমলা।—ওনাদ্দেব এই এট্টা কায়দা—আছে যে—জমীদাবের পাশ কেটিয়ে—আমলা কথনো আগে যাতি পার্ব্বে না।—তাবি পাকে উনিতি ওর পিছনে পিছনে ন্যাজের মতন ঘুর্ত্তি নেগেচেন। সেই অবদ্দি দাদাঠাকুর! জেনে রয়চি—আমলারা জমিদাবের পিছনে পিছনে থাকে—আগে যাতি পারে না।—"

কা। যথার্থ বুঝিয়াছ গোলক!—তুমিও সেই রীতিক্রমে অনায়াসে তোমার সঙ্গে একজন ক্ষৌরকার লইয়া যাইতে পারিবে। বিশেষতঃ জানিও, সমস্ত প্রথাই এক সময়ে সমাজে প্রচলিত হয় না, ভূস্বামী অথবা রাজাদিগের সহিত ক্ষৌরকার সঙ্গে যাওয়ার প্রথা তোমা হইতেই প্রথমে প্রচলিত হইবে।

গো। বেশ বলোচো, দাদাঠাকুর।—ওকাযডার ভার তবে মোরেই দিও। আর আকোন যাতে তুমি শীগগিব শীগ্‌গির রাজা হয়ে—মোরে এট্টা ছোটো খাটো—রাজা কি একজনা বড জমীদার কত্তি পার—তারই চেষ্টা—পাও।—"

"ভাল, তাহাই হইবে।" বলিয়া মহারাজ কান্তিরাম সিংহ উত্তর প্রদান করিলেন এবং মস্তকোত্তোলন করিয়া যাহা দেখিতে পাইলেন, পর অধ্যায়ে তাহা বর্ণন করিব।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।—

আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও, অনভিমত স্থানবিশেষে প্রেরিত কতিপয় ভাগ্যহীন পুরুষকে মহারাজ কান্তিরাম সিংহ যেরূপে স্বাধীন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ।

আরব ইতিহাসলেখক সিড্ হেমীট্ বেন এঞ্জিলী এই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ উন্নতভাবব্যঞ্জক, সত্যসম্পন্ন, আনন্দজনক এবং সুসংগঠিত ইতিহাসে বর্ণন করিয়াছেন, বীরেন্দ্র মহারাজ কান্তিরাম সিংহ ও পার্শ্বচর গোলকচন্দ্রের পূর্ব্বাধ্যায় বর্ণিত বিশ্রম্ভালাপ এইরূপে শেষ হইলে, মহারাজ কান্তিরাম সিংহ নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সেই পথে প্রায় দ্বাদশজন পুরুষ পদব্রজে আগমন করিতেছে। স্রজোগ্রথিত রুদ্রাক্ষের ন্যায় সকলেরই গলদেশ কঠিন লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ; হস্তদ্বয় লৌহশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। উহাদিগের সহিত দুইজন রক্ষক অশ্বারোহণে এবং দুইজন পাদচারে আগমন করিতেছে। অশ্বারোহী রক্ষকদ্বয়ের হস্তে দুইটী যমভীষণ বন্দুক এবং পাদচারীদ্বয়ের হস্তে বর্ষা ও তীক্ষ্ণধার অসি। গোলক উহাদিগকে দেখিবামাত্র কহিল, '—ওমা'—এ যে দাড়ী কয়িদীর দল দেখ্‌ছি।—রাজা জোর করে এদের জাহাজে নে গে দাঁড় টানাবে।

কা। কি, জোর?—তবে রাজা অন্যের উপর বলপ্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাও সম্ভব?—"

গো। মুই তা বলচি নে।—ওদের নিজির দোষের জন্নি,—রাজদরবারে বিচের হয়ে—জাহাজে দাঁড় টানার হুকুম হয়েচে।—সেথেনে নে গে ওদের খেটিয়ে নেওয়া হবে!—

কা। তবেই ত সত্য, যখন ইহারা স্বেচ্ছায় যাইতেছে না, তখন বলপূর্ব্বকই ত ইহাদিগকে লইয়া যাওয়া হইতেছে?—

গো। "হ্যাঁ—তা হচ্চ বটে।—"

কা। "তবে এই স্থানেই আমার ব্রতের নিয়মরক্ষা করিতে হইবে। প্রচণ্ডতার অবমর্দন এবং দুঃখার্তগণের সাহায্য ও আশ্রয়দান বীরব্রতে একান্ত পালনীয়।

গো। "রাজা যকোন সাক্কেৎ ধম্মের অবতাব,—তকোন কথ্‌খনো অবিচের করেন নি।—এদ্দের দোষের জন্নিই—এরা শাস্তি পেয়েচে।—"

এই সময়ে বন্দীগণ নিকটবর্ত্তী হইল। তথন মহারাজ কান্তিরাম সিংহ উহাদিগকে সেইভাবে লইয়া যাইবার কারণ, প্রহরীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। একজন অশ্বারোহী উত্তর করিল, '—রাজবিচারে উহারা অর্ণব-পোতে থাকিবার দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং আমরা উহাদিগকে সেই স্থানেই লইয়া যাইতেছি।—প্রহরী এইমাত্র বলিয়া বিরত হইল। ইহা অপেক্ষা অধিক বলিবার বা জানিবার আর কিছুই ছিল না, তথাপি মহারাজ কান্তিরাম সিংহ কহিলেন '—ভাল আমার আর একটী বক্তব্য আছে। আমি প্রত্যেকের দুর্ভাগ্যের কারণ একাদিক্রমে শুনিতে পাইলে পরম পরিতৃপ্ত হইব।—' ইহার সহিত তিনি এমন ভদ্রব্যবহার দেখাইয়া, আরও কতিপয় বিষয় জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, অন্য প্রহরী কহিল '—আমাদের নিকট ইহাদের প্রত্যেকের দণ্ডাজ্ঞার অনুমতিপত্র আছে বটে, কিন্তু এক্ষণে সেই সমস্ত দেখাইবার সময় নাই। আপনি নিকটে আসিয়া উহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করুন। বোধ হয়, উহারা নিজমুখেই সমস্ত প্রকাশ করিতে পারে। বোধ হয় কেন?—অবশ্যই করিবে। কেননা, আপন আপন দুষ্কর্ম্মের বিবরণ বলিয়া বা তাহাই কার্য্যে দেখাইয়া উহারা অত্যন্ত আমোদানুভব করে।"

মহারাজ কান্তিরাম সিংহ—অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া,—না পাইলেও, যাহা স্ববলে গ্রহণ করিতেন,—বন্দীগণের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং এক-জনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন '—তুমি কি দোষে এই দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছ?—'

বন্দী কহিল "—প্রেম করিয়া—"

——কি, শুদ্ধ সেই জন্য? অনুরাগ পরতন্ত্র হইলে যদি মনুষ্য দণ্ড

পাইত, তাহা হইলে আমি ত বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই তোমাদের অন্তর্নিবিষ্ট হইতাম।—”

“—আপনি যাহা ভাবিতেছেন, ইহা সে প্রেম নহে। আমি এক বাক্সরা পেঁজা তুলার প্রেমে পড়িয়াছিলাম। আমি সেই তুলার বাক্সরাখানি এরূপ সযত্নে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, যদি রাজধর্ম্ম আমাকে ইহা হইতে পৃথক করিয়া না দিত, তাহা হইলে একাল পর্য্যন্তও আমি স্ব ইচ্ছায় উহাকে বুক হইতে নামাইতাম না। পরে এই অবস্থায় পড়িয়াছি। পীড়নের অবসর অল্পই ঘটিয়াছিল। ইহাঁরা আমাকে টিকটিকিতে ঝুলাইয়া প্রথমে একশত ঘা কোড়া মারিয়া আমার কাঁদ পিঠ সোজা করিয়াছেন। পরে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া তিনবৎসরের জন্য দেবগঙ্গধরের নিকট পাঠাইতেছেন।”

“—দেবগঙ্গাধর কি ? ”

“জাহাজের নাম। ইহাতেই আমাদের থাকিবার অনুমতি হইয়াছে।” বলিয়া বন্দী উত্তর করিল।—বন্দী চতুর্বিংশতিবয়স্ক রাঢীয় যুবক।

কান্তিরাম দ্বিতীয় বন্দীকেও সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সে এরূপ ভগ্নোৎসাহ ও বিষণ্ণ হইয়াছিল যে, তাঁহার প্রশ্নের বিন্দুমাত্রও উত্তর প্রদান করিল না। উহার পরিবর্ত্তে প্রথম বন্দী উত্তর করিতে লাগিল এবং কহিল—এ ভদ্রলোকটী কোকিলের অভ্যাস শিক্ষা করিয়াই, এ দুর্গতি লাভ করিয়াছে। ইহার অর্থ, ইনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক।”

“—সে কেমন! মনুষ্যগণ সঙ্গীতজ্ঞ ও গায়ক হইলে কি বন্দীত্ব প্রাপ্ত হয় ?—”

“—হাঁ, মহাশয়। দুঃখের সময়ে গান করা অপেক্ষা দুষ্কর্ম্ম এজগতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।”

“—তা কেন? সচরাচর ত শুনিতে পাওয়া যায়?—

দুখেতে যে জন করয়ে গান
শান্তির কোলেতে লভয়ে স্থান।—”

“—ইহা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত!—এখানে যে একবার গায়, সে চিরকাল কাঁদিয়া মরে!—”

"—তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না।—"

একজন প্রহরী কহিল "—মহাশয়। ইহাদিগের গান করার অর্থ, দোষ অস্বীকার করাতে উহাদিগকে যে দুরূহ শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, সেই শাস্তিবিধান সময়ে ইহারা ক্রন্দনের ন্যায় এক প্রকার কাতর রব তুলিয়াছিল, সেই রবই ইহাদিগের গান। এক্ষণে পামরেরা তাহারই উল্লেখ করিয়া আপনাকে বলিতেছে। ইহাকে বিলক্ষণ কষ্টযন্ত্রণা প্রদান করিয়াই দোষ স্বীকার করাইতে হইয়াছে। মেষপাল চুরি, ইহার অপরাধ। নিজমুখে দোষ স্বীকার করাতে, দুই শত ঘা কোড়া ও ছয় বৎসরের জন্য কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। দোষ নিজমুখে স্বীকার করার জন্য এই দুরাচার পামরগণ, ইহাকে ভর্ৎসনা, নিন্দা ও যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিয়াছে। সেই জন্যই এ এরূপ বিষণ্ণ ও ম্লান হইয়া রহিয়াছে। উহারা বলিতেছে, 'হাঁ' বলিতেও যতক্ষণ; 'না' বলিতেও ততক্ষণ, তবে দুষ্ট আপন মুখে আপন দোষ স্বীকার করিয়া, এ কষ্টভোগ কেন করিল? বিশেষতঃ উহারা বিবেচনা করে, একটী মনুষ্যের জীবনমৃত্যু সাক্ষীর প্রমাণসাপেক্ষ না হইয়া, যদি তাহার নিজের মুখেই নির্ভর করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা ত সৌভাগ্যেরই কথা। বাস্তবিক, আমিও স্বীকার করি, তাহারা যথার্থ বলিয়াছে।"

"—হাঁ, আমারও তাহাই মত।" বলিয়া মহারাজ কান্তিরাম সিংহ তৃতীয় বন্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন। সে অপেক্ষাকৃত সমধিক সপ্রতিভভাবে এবং অযত্ন সহকারে উত্তর করিল '—দশটী মোহরের অভাবে, পাঁচবৎসরের নিমিত্ত শ্রীঘরের শরণ লইয়াছি।—"

"—এই বিপদ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত আমি তোমাকে বিংশতি মুদ্রা প্রদান করিব।—"

"—ইহা এক্ষণে সাগর উপকূলে অর্থ পাওয়ার ন্যায় নিষ্ফল। ক্ষুধার জ্বালায় মরণাপন্ন হইলেও সেই খানে সেই অর্থের দ্বারা কিছু কিনিতে পারা যায় না। বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আপনার প্রস্তাবিত বিংশতি মুদ্রা যদি আমি সময়ে প্রাপ্ত হইতাম, তাহা হইলে তাহাতে

আমার উকীলের বুদ্ধি এরূপ তীক্ষ্ণ এবং রাজপুরুষদিগের লেখনী এমন নিস্তেজ করিতে পারিতাম যে, তাহা হইলে আজিকার দিনে আমি স্বচ্ছন্দে মুরশিদাবাদের কৃষ্ণকমল রাজাবে বসিয়া থাকিতাম। সুদৃঢ় বন্ধনগ্রস্ত বলাকর্ষিত কুক্কুরের ন্যায় এই পথের উপর থাকিতাম না। কিন্তু সেই সর্ব্বান্তর্যামীর অনন্ত লীলা—সহিষ্ণুতা এবং—এক্ষণে ইহাই আমার যথেষ্ট।"

মহারাজ কান্তিরাম সিংহ চতুর্থ বন্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন। আকার প্রকার দেখিলে, চতুর্থ বন্দীকে একজন সম্মানার্হ ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। উহার শ্বেতশ্মশ্রু আবক্ষঃ বিস্তৃত। কারাগারের কারণ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র বন্দী অবিরল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল এবং নিরুত্তর হইয়া রহিল। পঞ্চম বন্দী মহারাজের কথায় কর্ণপাত করিল এবং চতুর্থের পরিবর্ত্তে কহিল '—মহাশয় এই ভদ্রলোক প্রথমতঃ অপরাধী বেশে সজ্জিত ও গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া, মহাডম্বরে নগরমধ্যে সর্ব্বত্র নীত হইয়াছিলেন। পরে, চারিবৎসরের নিমিত্ত কারাবাস দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া, আমাদিগের সহযোগী হইয়াছেন।

গোলক কহিল '—মোর বোদ্ হয়,—নোক নজ্জায় ফেল্‌বার জন্নি—সেডা—কবে থাক্‌পে।—"

বন্দী কহিল "—হাঁ, তাহাই বটে, ইনি কাণের—শুদ্ধ কাণ কেন?—সমস্ত অঙ্গেরই দালালি করিয়া এ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন। বস্তুতঃ আমার কথার অর্থ এই যে, ইনি মন ভুলান, ইন্দ্রজাল এবং বশীকরণের ব্যবসা করিয়া শ্রীঘরে যাইতেছেন।—"

কান্তিরাম কহিলেন '—বশীকরণের অনুষ্ঠানই যদি ইহার অপরাধ হয়, তাহা হইলে আমার মতে ইহাকে অর্ণবপোতের দাঁড় না টানাইয়া, অর্ণবযানের অধ্যক্ষ করা উচিত। বশীকরণ ব্যবসা নিতান্ত সামান্য নহে। ইহা বিলক্ষণ বিচক্ষণতা সাপেক্ষ কঠিন ব্যবসায় এবং সুশৃঙ্খলাসম্বদ্ধ সাধারণতন্ত্র রাজপ্রণালীর নিত্য প্রয়োজনীয়। শ্রেষ্ঠবংশীয় ভিন্ন অপরের এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। অন্যান্য বিভাগে যেমন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক তত্ত্বাবধায়ক এবং কার্য্যনির্ব্বাহক লোক নিযুক্ত রহিয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ কতিপয় সংখ্যক রাজপুরুষ নিয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

এক্ষণে ইহা কতিপয় মূঢ় ও অজ্ঞলোকের হস্তে থাকাতে, ইহা দ্বারা যে সমস্ত অনিষ্টাপাত সংঘটিত হইতেছে; প্রাগুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে, সেই সমস্ত অনিষ্ট নিবারণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যাহাদিগের বয়সের বিন্দুমাত্র পরিপক্কতা নাই, অথবা বহুদর্শিতার লেশমাত্রও জন্মে নাই, এইরূপ কতিপয় লোলমাংস অতিজীর্ণ বৃদ্ধা, অত্যল্প-বয়স্ক বালক অথবা কাপুরুষ চাটুকারগণের দ্বারাই এক্ষণে এই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। অতীব শঙ্কটাবস্থায় যখন প্রগাঢ় প্রেম সম্ভাষণের আবশ্যক হয়, তখন ইহাদিগের ব্যবধান কোন কার্য্যকরই হয় না। প্রত্যুত, উক্তবিধ ব্যক্তিগণ তৎকালে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়ে যে, সেই সময়ে কোন্ হস্ত দক্ষিণ, কোন্ হস্ত বাম, ইহা নির্ব্বাচন করিবার উঁহাদিগের বিন্দুমাত্রও ক্ষমতা থাকে না। শাসনপ্রণালীর পরমহিতকর এই পদনির্ব্বাচন, কি নিমিত্ত নিত্য আবশ্যক, তাহা আমি এই সময়ে বলিতাম এবং তৎপক্ষে যথোপযুক্ত কারণ নির্দ্দেশও করিতাম। কিন্তু এক্ষণে ইহার উপযুক্ত অবসর লক্ষিত হইতেছে না। যাঁহারা এতৎসম্বন্ধে প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন, অবকাশমতে ইহা একদিন তাঁহাদিগের নিকটেই বিজ্ঞাপন করিব। বর্ত্তমানে কেবল এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, বশীকরণ বিদ্যার নিমিত্ত এতাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন এই সমস্ত পলিতকেশ সম্মানার্হ মুখাবয়ব-সম্পন্ন বৃদ্ধকে দেখিয়া, আমার যে সহৃদয়তা জন্মিয়াছিল, ইন্দ্রজালিক স্বভাবসম্পন্ন হওয়াতে তাহা এককালে অন্তরিত হইয়াছে। কতকগুলি মূঢ় অজ্ঞলোকেরা যাহাই বলুক, আমি বিশেষরূপে অবগত আছি যে, মনুষ্যের ইচ্ছাকে সায়ত্ত এবং বশীভূত করিতে পারে, এরূপ মন্ত্রাদি-সম্পন্ন তন্ত্রবল ধরাধামে দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীন এবং কোন তৃণগুল্ম অথবা মণিমন্ত্রৌষধাদির শক্তি, সেই ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হয় না। যদিও কোন কোন কুট্টনীজন এবং লম্পটাচারী কাপুরুষগণ প্রেমোদ্দীপন করিবার প্রয়াসে, বিষ বা অন্যবিধ ঔষধি প্রয়োগ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাও শুদ্ধমাত্র মনুষ্যগণকে উন্মাদিত করিবার নিমিত্তই প্রযুক্ত হয়। মনুষ্যের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করা একান্ত অসম্ভব।

বৃদ্ধ কহিল "—যথার্থ বটে; বস্তুতঃ বশীকরণক্ষম বলিয়া আমি যেরূপ নির্দ্দোষী, ইন্দ্রজালিক হইয়াও তদ্রূপ নিরপরাধী। কারণ, ইন্দ্রজালে আমি কিছুই ক্ষতি দেখিতে পাইতেছি না। আমার ইচ্ছা, পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোক আমোদপরতন্ত্র হইবে এবং নিরাপদ ও শান্তিতে চিরবিরাজমান থাকিবে। কিন্তু হায়। এই সমস্ত সদভিপ্রায় অবলম্বন করিয়াও, আমি কারাবাস হইতে রক্ষা পাইলাম না। বার্দ্ধক্যের জড়তা ও এই নৈরাশ্যের মর্ম্মভেদী বিষম যাতনায় চিরকালের মত মনের শান্তি নষ্ট করিলাম।" এই সময়ে বন্দী পূর্ব্বের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। দেখিয়া গোলকের হৃদয় এরূপ করুণরসে আপ্লাবিত হইল যে, গোলক তৎক্ষণাৎ স্বকীয় অঙ্গরক্ষ হইতে একটী মুদ্রা লইয়া বৃদ্ধের হস্তে প্রদান করিল।

মহারাজ কান্তিরাম সিংহ অগ্রবর্ত্তী হইয়া, অপর বন্দীকে তাহার অপরাধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সেই ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তের অপেক্ষা সমধিক হর্ষবিকশিত হইয়া উত্তর করিল,'—দুইটী আত্মীয়া ভগিনী ও দুইটী-অপর যুবতীর সহিত আমি কিছু স্বাধীনভাবে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিছুদিনের মধ্যে আমি উহাদিগের সহিত কৌতুকবিভ্রম এমন অধিকরূপে চালাইলাম যে, পরিশেষে আমাদিগের সম্পর্ক নিতান্ত জটিল হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। বস্তুতঃ আমাদিগের সেই অনৈসর্গিক ঘনিষ্টতার ফল যে কি দুর্ঘট সম্পর্কে পরিণত হইবে, তাহা কোন তত্ত্বদর্শীই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। পরিশেষে আমার বিপক্ষেই দোষ সপ্রমাণ হইল। আমার অর্থ, কি দুই একজন বন্ধুবান্ধব ছিল না, কাযেই আমার কণ্ঠদেশ অপার বিপদসাগরে পতিত হইল। আমি ছয়বৎসরের নিমিত্ত রাজকীয় অর্ণবপোতে বন্দীত্ব প্রাপ্ত হইলাম। স্বীকার করি, আমার অপরাধের দণ্ড। আমি তরুণযুবক; জীবন অবশ্যই দেহভার বহন করিবে—কালই প্রত্যেক বিষয় সমানয়ন করিয়া থাকে।—যদি ভগবান্ এই হতজীবন দুর্ভাগ্যগণের উদ্ধারের কোন উপায় করিতে পারেন, তাহা হইলে ত্রিকালেশ্বর মহাদেব স্বর্গরাজ্যে আপনাকে ইহার পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং আমারাও সেই বিপত্তিভঞ্জনের নিকট চিরদিন এই প্রার্থনা করিব যে, তিনি যেন ভবদীয় জীবন ও

স্বাস্থ্য, ভগবানের এই সাক্ষাৎকারলব্ধ মহোপকারের অনুরূপ সুদীর্ঘ ও গৌরববান্ করেন।"—এই বন্দী শাস্ত্রাধ্যায়ী—একজন রক্ষক বলিয়াছিল, বন্দী বিলক্ষণ বাক্‌পটু ও সুন্দর অধ্যয়নশীল।

ইহাদের সকলের পশ্চাতে আর একজন বন্দী আগমন করিতেছিল। উহার বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বৎসর হইবে। বদনমণ্ডল স্বভাবতঃ সুপ্রসন্ন কিন্তু চক্ষুর্দ্বয় সকলের উপরেই পতিত। অপর সকলের অপেক্ষা সেই ব্যক্তি সমধিক ভিন্নভাবে শৃঙ্খলিত। উহার পাদদেশে এক শৃঙ্খল, উহা এরূপ সুদীর্ঘ যে, উহা দ্বারাই কটিতট পর্য্যন্ত বদ্ধ ছিল। গলদেশ দুই খানি লৌহপাত দ্বারা আবৃত; উহাদের মধ্যে একখানি লৌহপাত পূর্ব্বোক্ত শৃঙ্খলের সহিত এবং অপরখানি দুইটী সরল লৌহদণ্ডের সহিত আবদ্ধ হইয়া, কটিদেশ পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। সেই লৌহদণ্ডের নিম্নপ্রান্তে দুইটী লৌহবলয় গ্রথিত ছিল। বন্দীর হস্তদ্বয় তন্মধ্যে রক্ষিত হইয়া, একটী প্রকাণ্ড লৌহকীলকে বদ্ধ হইত। ফলতঃ বন্দী এরূপে শৃঙ্খলিত যে, মুখে হস্ত তুলিবার, কি মস্তকে হস্ত প্রদান করিবার, উহার কিছুমাত্র সামর্থ্য ছিল না। মহারাজ কান্তিরাম সিংহ অপরাপেক্ষা উহাকেই এরূপ দৃঢ়তররূপে শৃঙ্খলিত করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রক্ষক উত্তর করিল, "—সমস্ত বন্দী যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, এই ব্যক্তি একাকী তাহা অপেক্ষা অধিক করিয়াছে, এবং এই ব্যক্তি এরূপ নির্ভীক ও অসমসাহসিক যে, এইরূপ কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলেও, আমরা উহার পলায়ন ভয়ে সর্ব্বদা ভীত।"

কা। এই ব্যক্তি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে যে, ইহাকে অন্য কোন কঠিন দণ্ড প্রদান না করিয়া অর্ণবপোতে বন্দী করা হইল?

রক্ষক। "এই সাধুপুরুষ দশ বৎসরের নিমিত্ত বন্দী হইয়াছেন। ইহার পক্ষে ইহা একপ্রকার জীবন্মৃত্যু। এক্ষণে আপনার শুনিয়া রাখা আবশ্যক, ইহারই নাম বিখ্যাত হলধর পান পুরন্দর।"

রক্ষকের কথা শেষ না হইতে হইতেই বন্দী কহিল "—দেখ, জমাদার! ঠিক ঠিক কথা বলিয়া যাও। আমার নাম, বংশ ও উপাধি এক সঙ্গে গাঁথিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার নাম 'হলধর' এবং উপাধি 'পান্'; জাতিতে সদেগাপ, 'পুরন্দর' আমার গোষ্ঠীপতি। প্রত্যেক

ব্যক্তিই আপনার চারিদিক্‌ ঘুরিয়া আসুক, আপনার চালের দিকে এক বার তাকাইয়া দেখুক,—তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তাহার ঘরেও অনেক খুঁটি দিতে বাকী রহিয়াছে।"

র। মাঙ্গল ডাকাইত মহাশয়। একটু দম্ভ কমাইয়া কথা কহিবেন। নতুবা আপনার মহাশোকের সমক্ষেই আপনার মুখ নীরব করিতে বাধ্য হইব।"

বন্দী। "দেখ, সেই অন্তর্যামী হরি যাহাতে সন্তুষ্ট—মনুষ্যও তাহাই করিতে গিয়া থাকে।—কিন্তু এক দিন কেহ না কেহ অবশ্যই শিখিতে পারিবে যে, আমার নাম হলধর পান পুরন্দর, কি অন্যবিধ।"

র। "মিথ্যাবাদী মূঢ়। ভাল, বল্‌ দেখি, তোর কি এই নাম নহে?"

বন্দী। হাঁ, কিন্তু আমি ঐ নামে ডাকিতে এক দিন সকলকেই ক্ষান্ত করাইব অথবা কোন এক স্থলে উহাকে এককালে এমন অপসারিত করিয়া রাখিব, যে কেহই কোন কালে আর উহার সন্ধান পাইবেন না। এক্ষণে সেই স্থানের নামোল্লেখের প্রয়োজন নাই। পরে বন্দী মহারাজ কান্তিরাম সিংহকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল '—অশ্বারোহী মহাশয়। যদি আমাদিগকে দিবার মত আপনার কিছু ভিক্ষা থাকে, তাহা হইলে প্রদান করুন্‌ এবং ঈশ্বর আপনার পথপ্রদর্শক হউন্‌, আপনি গমন করুন্‌। আমাদিগের জীবনের রহস্য এতদূর জিজ্ঞাসা করাতে আমরা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। যদি আপনি আমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে জানিবেন, যাহার এই কয়েকটী অঙ্গুলি বলে সমগ্র জীবনী লিখিত হইয়াছে, আমিই সেই হলধর চন্দ্র পান।

রক্ষক কহিল, '——বন্দী যথার্থ কথাই বলিতেছে, এই ব্যক্তি স্বয়ং ইহার জীবন-চরিত অতি সুন্দররূপে লিখিয়াছে এবং দুই শত টাকায় সেই পুস্তকখানি কারাগারে বন্ধক রাখিয়া আসিয়াছে।"

বন্দী কহিল, '—আহা। যদি দুই শত টাকা বৃদ্ধি পাইয়া দুই শত মোহর হয়, তাহা হইলেও আমি উহারে উদ্ধার করিব।

কা। "কি? তবে কি উহা এরূপ উৎকৃষ্ট?—"

বন্দী। "এরূপ উৎকৃষ্ট যে, মতিমান্‌ রাঘবেশ্বর প্রভৃতি সুধিবর্গ, যাঁহারা

এই ভাবের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং করিবেন, তাঁহাদিগের সকলের সমূহ পরিতাপের কারণ। ফলতঃ আমি নিঃসন্দেহে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইহাতে কেবলই সত্য বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই সত্য সকলও এরূপ আমোদকর ও স্বাভাবিক যে, কল্পনাও ততদূর লব্ধপদ হইতে পারে না।"

কা। "তোমার গ্রন্থের নাম কি ?"

ব। "হলধরের জীবন চরিত।"

কা। "ইহা কি সম্পূর্ণ হইয়াছে ?"

ব। যখন আমার জীবন শেষ হয় নাই, তখন জীবনী কিরূপে শেষ হইবে ? আমার শৈশব কাল হইতে বর্ত্তমান বন্দীত্ব প্রাপ্তির শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

কা। তবে ইতিপূর্ব্বেও তুমি আর এক বার কারাবাস করিয়াছ ?—

ব। জগৎপ্রভু ও মহারাজের পরিচর্য্যার নিমিত্ত আর এক বার চারি বৎসর কাটাইয়া আসিয়াছি এবং তথাকার বেত্রাঘাতের ও গোধূম পিষ্টকের আস্বাদও ইতিপূর্ব্বে একবার উপভোগ করিয়াছি। পুনরায় সেই স্থানে যাইতে হইতেছে বলিয়াও আমি তাদৃশ ক্ষুব্ধ নহি। সেই খানে থাকিয়া আমার রচিত গ্রন্থখানি শেষ করিবার বিলক্ষণ সুবিধা প্রাপ্ত হইব। এক্ষণে আমার যেমন বিবিধ বিষয় বর্ণন করিতে রহিয়াছে, ভারতের অর্ণবপোতে তেমনি অবসরও বিস্তর। বিশেষতঃ আমার বর্ণিতব্য বিষয়ের অভাব নাই, তাহা আমার কণ্ঠস্থ।"

কা। "তোমাকে একজন অপ্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে।"

ব। 'দুর্ভাগ্যবান্ ও বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকেই যন্ত্রণা দিয়া থাকে"

রক্ষক কহিল '—দুষ্ট পাপীগণই যন্ত্রণা পাইয়া থাকে।"

বন্দী। "জমাদার মহাশয়। আমি এইমাত্র আপনাকে উপরোধ করিয়াছি, আপনি সহজ পথে চলিবেন। দেখুন, আপনার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমাদিগের ন্যায় হতভাগ্যদিগের প্রতি এই স্থানে অসদ্ব্যবহার করিবার নিমিত্ত, আপনাকে ঐ যষ্টি প্রদান করেন নাই। মহারাজের দণ্ডাজ্ঞার

আমরা যে স্থানে প্রেরিত হইয়াছি, সেই স্থানে আমাদিগকে লইয়া যাই-বার নিমিত্তই, আপনি আদিষ্ট হইয়াছেন। আমি সেই নাম গ্রহণ করিয়া শপথ—না, আর ততদূর বলিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, যে স্থল আজি পান্থশালার ভিত্তিনিচয়ে সংরুদ্ধ রহিয়াছে, তাহাই একদিন ব্যায়ামার্থীর রঙ্গস্থল হইতে পারে। ফলতঃ প্রত্যেকেই যাহাতে রসনার শাসন, উত্তমরূপে জীবন যাপন এবং সুন্দররূপে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে, তাহাতেই আমার ঐকান্তিকী ইচ্ছা। যাহাহউক, চলুন, আমরা এক্ষণে এই স্থান হইতে প্রস্থান করি। সমস্তই আমরা প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতেছি।”

রক্ষক যষ্টি উত্তোলন করিয়া, হলধর প্রদর্শিত ভয়ের প্রতিফল প্রদানে উদ্যত হইল। কিন্তু মহারাজ কান্তিরাম সিংহ ব্যবহিত হইয়া, এই অনু-রোধ করিলেন যে, যাহার হস্ত পদাদি এরূপ কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাহার জিহ্বার কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রদান করা নিতান্ত আবশ্যক। তদনন্তর নিখিল বন্দীশ্রেণীর দিকে মুখাবর্ত্তন করিয়া, মহারাজ কান্তিরাম সিংহ কহিতে লাগিলেন '—হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ। তোমরা আমার সাক্ষাতে যাহা বলিয়াছ, তাহা হইতে আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, বর্ত্তমান অবস্থা তোমাদিগের দোষের দণ্ড হইলেও, তোমরা এই অবস্থাতে আর অধিক দুঃখক্লেশ ভোগ করিতে চাহিতেছ না। প্রত্যুত, পরকীয় অসদভিপ্রায় ও তোমাদের ইচ্ছার নিতান্ত বিরুদ্ধেই তোমরা এইরূপে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছ। বোধ হইতেছে, যে তোমাদিগকে এই সমস্ত যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে, তাহার কাপুরুষতা, একের অর্থাভাব, অপরের সহায়হীনতা, সংক্ষেপতঃ বিচার-কর্ত্তার কুসংস্কারান্বিত দণ্ডাজ্ঞাই, কেবলমাত্র তোমাদিগকে সাধারণের চিরস্বত্ব ন্যায়পরতার সুবিমল শান্তছবি দর্শন করিতে দেয় নাই। আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, ইহাই তোমাদিগের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ এবং তজ্জন্যই, সেই দেবাদিদেব যে মহদভিপ্রায় সাধন ও বীরব্রত অবলম্বন করিবার নিমিত্ত আমাকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই তোমাদিগের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য, আমার মন স্বতঃ উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ আমি বীরব্রত অবলম্বন করিয়াছি এবং বীরধর্ম্ম

সাক্ষ্য করিয়া শপথ করিয়াছি, যে অভাবসম্পন্ন ও সমধিক বলবানগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য করিব। কিন্তু যাহা সহজে সাধিত হয়, তাহাতে বলপ্রয়োগ করা বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। এইজন্য তোমাদিগের এই ভদ্ররক্ষক মহাশয়গণের নিকট সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাদিগকে ত্যাগ করুন্ এবং নিরাপদে যথেচ্ছা যাইতে আদেশ বিধান করুন্। বহুবিধ সাধু অভিপ্রায় দ্বারা রাজার পরিচর্য্যা করিবার উপযোগী বহুসংখ্যক ব্যক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা আমার স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, সেই পরম পুরুষ ও প্রকৃতি যাহাকে স্বাধীন করিয়াছেন, তাহাকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা একান্ত বিগর্হিত।"

পরিশেষে, রক্ষকগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন '—হে সাধু রক্ষকগণ—। আবার বলি, এই নিরুপায় ব্যক্তিগণ তোমাদের কোন বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। পরলোকে যাইয়া প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অপরাধের উত্তর প্রদান করিয়া থাকে। স্বর্গরাজ্যে যে এক পরম দেবতা বাস করিতেছেন, তিনিই পাপীর দণ্ড বিধান ও পুণ্যাত্মাগণের পুরস্কার প্রদানে ত্রুটি করেন না। যখন নিজের কোন স্বার্থ নাই, তখন ঘাতুক হওয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের উপযোগী নহে। আমি যেমন শান্ত ও সুস্থিরভাবে তোমাদের নিকট এই উপরোধ করিতেছি, তোমরাও তেমনই সন্তুষ্ট চিত্তে সেই উপরোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমার সহস্র ধন্যবাদের যোগ্য হও। যদি তোমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক আমার এই উপরোধ রক্ষা না কর, তাহা হইলে এই বর্শা এবং এই শাণিত অসিফলক, আমার এই ভীমবাহুবলের সহযোগে, তোমাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইবে।"

রক্ষক কহিল '—অত্যাশ্চর্য্য মনোজ্ঞ ক্ষিপ্ততা! এই ব্যক্তি অবশেষে আমাদিগের উপর এক অতি কৌতুকাবহ উন্মত্ততার অবতারণা করিল। রাজার বন্দিগণকে ছাড়িয়া দিব, আমাদিগের নিকট এই তাঁহার উপরোধ! ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা যেন আমাদেরই হাতে আছে, আর আদেশ চালাইবার ক্ষমতা যেন উহাঁর নিকট! মহাশয়! আপনি আপনার পথ দেখুন, বগুনাথানি আপনার মুণ্ডুতে ভাল করিয়া খাটাইয়া লউন্।

একটী বিড়ালের তিনখানি পা হইয়াছে বলিয়া, আপনার এত চিন্তাকুল হইবার আবশ্যকতা নাই।—”

কা। তুইই বিড়াল, তুইই ইন্দুর, তুইই দুরাচার প্রতিফল পা!—দেখিতে দেখিতেই মহারাজ একাঘাত ও এক কথাতে রক্ষককে সহসা এরূপ প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলেন যে, সেই ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থে দণ্ডায়মান না হইতে হইতে, তাহাকে বর্ষাপ্রয়োগে বিলক্ষণ আহত করিয়া, ভূমিতলে পতিত করিলেন। মহারাজ কান্তিরাম সিংহের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বন্দুকধারী দুইজন রক্ষকের মধ্যে এই ব্যক্তি অন্যতর। এই অনপেক্ষিত আক্রমণে অপরাপর রক্ষক ও প্রহরীগণ কৌতুকাবিষ্ট ও মতিভ্রংশ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া, অশ্বারূঢ় রক্ষক স্বকীয় অসি নিষ্কাশন এবং পদাতিকগণ স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, প্রশান্তভাবে অবস্থিত এবং বিপক্ষগণের আগমনপ্রেক্ষী মহারাজ কান্তিরাম সিংহের অভিমুখে অগ্রসর হইল। যদি বন্দিগণ স্ব স্ব বন্ধননিগড় ভগ্ন করতঃ স্বকীয় স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির এই সুখাবহ সুযোগ অবলম্বন না করিত, তাহা হইলে ইহা কান্তিরামের পক্ষে নিতান্ত অমঙ্গলেরই কারণ হইয়া উঠিত। ক্রমশঃ বিশৃঙ্খলা অধিক হইয়া পড়িল। রক্ষকগণ, কখন বন্দিগণকে নিবারণ করিয়া, কখন বা কান্তিরামের সহিত যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া, কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। গোলক, সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিয়া হলধরের কঠিন বন্ধন মোচন করিল। বলিতে কি, এই ব্যক্তিই সর্ব্বাগ্রে বিমুক্ত বন্ধন ও স্বাধীন হইয়া, লম্ফত্যাগপূর্ব্বক সেই প্রান্তরপ্রদেশে অবতীর্ণ হইল ও পতিত রক্ষককে আক্রমণ করিয়া, উহার করস্থ অসি ও বন্দুক গ্রহণ করিল এবং সেই বন্দুকে গুলি প্রয়োগ না করিয়া, উভয় করে উহাই দৃঢ়তররূপে ধারণ করিয়া, একাদিক্রমে অনবরত আঘাত করিতে লাগিল। রক্ষকগণ হলধরের সেই ভীষণ বন্দুক প্রহারে, বিশেষতঃ বিমুক্ত বন্ধন যাবতীয় বন্দীর অবিরল প্রস্তরবর্ষণে অস্থিরপ্রাণ হইয়া, প্রান্তর ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

আপাতসংঘটিত ঘটনায় গোলক অপেক্ষাকৃত দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইল। তাহার ভয় এইমাত্র যে, পলায়িত রক্ষকগণ অবশ্যই শান্তিরক্ষকগণের

নিকট আমূল সমস্ত কথা প্রকাশ করিবে এবং তাহা হইলে তাঁহারা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বেই শান্তিভঙ্গকারী দুর্বৃত্তগণের অনুসন্ধানে বহির্গত হইবেন। গোলক সর্ব্বপ্রথমে প্রভুর নিকট গিয়া জয়ের বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিল এবং অবিলম্বে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, সন্নিহিত পর্ব্বতের গুহাভ্যন্তরে অথবা বৃক্ষকোটরে আশ্রয় গ্রহণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। কান্তিরাম উত্তর করিলেন, —'তাহাই উত্তম, কিন্তু আমার প্রথম কর্ত্তব্য কি, তাহা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি।—' বলিয়া বিশৃঙ্খল বন্দিগণকে আহ্বান করিলেন। উহারা রক্ষকগণের চর্ম্মময় বর্ম্ম হরণ করিয়া, কান্তিরামের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত একত্র সমাগত হইল। মহারাজ কান্তিরাম সিংহ তাহাদিগকে নিম্নোক্তরূপে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—

'—প্রাপ্ত উপকারের নিমিত্ত কৃতজ্ঞ হওয়া সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং যে পাপে সেই অনাদি অনন্তদেবের নিখিল অসন্তুষ্টি সাধিত হয়, কৃতঘ্নতাই সেই মহাপাপ। হে ভদ্র মহাশয়গণ। একথা আমি এই নিমিত্ত বলিতেছি যে, আপনারা নানাবিধ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা মদীয় ভুজবল সাধিত মহোপকার উপলব্ধি করিয়াছেন। আমার ঐকান্তিকী ইচ্ছা এই যে, আমি আপনাদিগের গ্রীবাদেশ হইতে বহুভারপূর্ণ যে শৃঙ্খলরাশি অপনয়ন করিয়াছি, আপনারা মৎকৃত উপকারের প্রতিদান স্বরূপ, সেই সমস্ত বহন করিয়া, এই মুহূর্ত্তেই মধুপুরে গমন করুন, সেই স্থানে গিয়া মলয়েশ্বরী মহারাজ্ঞী কমলমালিনীর সমক্ষে মৎপ্রেরিত উপহার স্বরূপ নীত হউন এবং তাঁহাকে বলুন যে, অনলাস্য মহাবীর* আপনাকে তদীয় সময়োচিত উপহার প্রদান করিয়াছেন। পরে, আপনারা আপনাদিগের অভিমত স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেও বিরত হইবেন না। এই সমস্ত সম্পাদন করিয়া, আপনারা ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট যথেচ্ছ পথের অনুসরণ করিবেন।''

হলধর সকলের প্রতিভূ হইয়া সর্ব্ব প্রথমে উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইল এবং কহিল '—হে ত্রাণকারী মহাত্মন্! সর্ব্ববিধ অসম্ভাবনার মধ্যে ভগবানের এই আদেশের বশবর্ত্তী হওয়া, অধিকতম অসম্ভব। কারণ, আমরা

এই রাজপথে সাধারণের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইয়া থাকিতে সাহসী হইতেছি না। আমরা সকলেই পৃথকভাবে ও একে একে গমন করিব এবং শান্তিরক্ষক রাজপুরুষগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ভূগর্ভে লুক্কায়িত থাকিবার প্রয়াস পাইব। আমাদিগের অনুসন্ধানে নিঃসন্দেহই বহুসংখ্যক রাজপুরুষ বহির্গত হইবে। সুতরাং এক্ষণে মহারাজ্ঞী মলয়েশ্বরী কমলমালিনীর নিকট এবম্বিধ কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং তাঁহাকে এই উপহার প্রদান না করিয়া, মহাজন পদাবলীর ন্যায়, আপনার এই স্তুত্য তাশীর্ষক শৃঙ্খলপুঞ্জ পদাবলী মহারাজ্ঞী কমলমালিনীর উদ্দেশে বিরচণ করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য এবং কি রাত্রি কি দিবা, কি বিশ্রাম কি পলায়িত অবস্থা, কি সন্ধি কি বিগ্রহ, সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতেই সেই সমস্ত কীর্ত্তন করা আমাদিগেরও একান্ত সহজ সাধ্য। কিন্তু এই শৃঙ্খলরাশি বহন করিয়া মধুপুরে লইয়া যাওয়া এবং মহারাজ্ঞী কমলমালিনীর নিকট উপহার স্বরূপে আমাদের উপস্থিত হওয়া, অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে মুক্তাফল প্রাপ্তির ন্যায় আশাতীতও অসম্ভব।

মহারাজ কান্তিরাম সিংহ উত্তর করিলেন '—রে পামর। পুংশ্চলীপুত্র! হলধর পাল, কি তোর নাম যাহাই হউক, তোকেই বলিতেছি, এই শৃঙ্খলরাশি তোর পৃষ্ঠে লইয়া, এবং বক্ষিতলে লাঙ্গুলসম্বদ্ধ কুক্কুরের ন্যায় আমার পারতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া, তোকেই একাকী মধুপুরে যাইতে হইবে।"

এই সময়ে হলধর নিতান্ত জড়ীভূত ছিল না, আপনাকে এইরূপে অসম্মানিত দর্শন করিয়া এবং কান্তিরাম যে প্রকৃতিস্থ নহেন, বিগত ঘটনায় ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া, সঙ্গিগণকে ইঙ্গিত করিল। সেই ইঙ্গিত ভরে উহারা কিয়ৎপদমাত্র হটিয়া আসিল এবং এরূপ তীব্রবেগে মহারাজ কান্তিরাম সিংহের উপর প্রস্তরবর্ষণ করিতে লাগিল যে, তিনি চর্ম্মাচ্ছাদন পূর্ব্বক স্বকীয় দেহসংরক্ষণ করিবার অবসরমাত্র প্রাপ্ত হইলেন না। এদিকে রোজিনান্তী প্রস্তরবর্ষণে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পলায়নপ্রবৃত্ত হইল। বলিতে কি, যদি সে ধাতুময় হইত, তাহা হইলেও সেই অসংখ্য উত্তেজক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, প্রস্থাননিবৃত্ত হইয়া থাকিতে পারিত না।

গোলক চাঁদ স্বকীয় গর্দ্দভের পশ্চাদ্ভাগ অবলম্বন করিয়া বসিল এবং তদবলম্বনে আত্মরক্ষা সাধন করিতে লাগিল। জানি না, মহারাজ কান্তিরাম সিংহ যে বর্ষণবেগে এককালে ধরাশায়ী হইলেন, সেইরূপ কতগুলি আঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ফলতঃ মহারাজ ভূপতিত হইলে, বন্দীযুবক তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং কান্তিরামের মস্তক হইতে ধাতুপাত্র উত্তোলন করিয়া, উহা দ্বারা কান্তিরামের স্কন্ধদেশে তিনি চারিবার আঘাত করিল পরিশেষে উহাকে এরূপ সবলে ধরা পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল যে, উহাতেই পাত্রখানি তিন চারি খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। পরে উহারা মহারাজের বর্ম্মের উপরিস্থ অঙ্গত্রাণ কাড়িয়া লইল এবং যদি বিশেষরূপে সম্বদ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে এককালে বর্ম্ম ও সমস্ত বসন ভূষণই সংগ্রহ করিয়া যাইত। ফলতঃ গোলককে উলঙ্গ করিয়া, গোলকের বর্ম্ম কাড়িয়া লইল। পরিশেষে মহারাজের সহিত যে সমস্ত দ্রব্যাদি ছিল, তাহা আপনাদিগের মধ্যে অংশ করিয়া লইয়া, বিভিন্নপথ অবলম্বন করিয়া, পলায়নপর হইল। মধুপুরে শৃঙ্খলরাশি বহন করিয়া লইয়া যাওয়া এবং মহারাজের উপহার স্বরূপে মহারাজ্ঞী কমলনালিনীর নিকট আপনাদিগকে উপস্থাপিত করা অপেক্ষা শান্তিরক্ষকগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্তই উহারা সমধিক ব্যস্ত ও চিন্তাকুল।

গর্দ্দভ এবং রোজিনান্তী, গোলক এবং মহারাজ কান্তিরাম সিংহ, সকলেই পৃথক্‌ভাবে ধূল্যবলুণ্ঠিত।—গর্দ্দভ অবনত মস্তক, জড়প্রায় ক্ষণে ক্ষণে কর্ণসঞ্চালনে তৎপর, ভাবিতেছে, এখনও প্রস্তরবর্ষণের বিরাম হয় নাই, প্রস্তররাশি এখনও মস্তকোপরি ভীষণ শব্দে বিঘূর্ণিত হইতেছে।—রোজিনান্তী ধরাবলম্বন করিয়া বিসারিত দেহে প্রভুপার্শ্বে শয়ান।—গোলক নগ্নবাস এবং শান্তিরক্ষকগণের ভয়ে ব্যাকুলপ্রাণ।—আর মহারাজ কান্তিরাম সিংহ?—মহারাজ কান্তিরাম সিংহ যাহাদিগের মহোপকার সাধন করিলেন, তাহাদিগের দ্বারাই অবমর্দিত ও অপব্যবহৃত, এই লজ্জাতেই ম্রিয়মাণ।

—॰—

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পার্ব্বতীয় প্রদেশে বিখ্যাত বীর মহারাজ কান্তিরাম সিংহের অলৌকিক বীরকার্য্য—এই সুমহান সত্যপূর্ণ ইতিহাসে বর্ণিত অদ্ভুত বীরকার্য্যের মধ্যে অন্যতম ঘটনা।

মহারাজ কান্তিরাম সিংহ আপনাকে এইরূপে নিগৃহীত ও অপমানিত হইতে দেখিয়া, পার্শ্বচরকে ডাকিয়া কহিলেন—গোলক। সর্ব্বদা শুনিতে পাই, নীচ লোকের উপকার করা আর সাগরে জলনিক্ষেপ করা, উভয়ই সমান।' যদি আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে আজি এই দুর্ন্নিমিত্ত দর্শন করিতাম না। কিন্তু যাহা করিয়াছি, এক্ষণে আর তাহার কোন উপায় নাই। এখন হইতে বিশেষ সুস্থির ও সাবধান হইয়া কার্য্য করিব।"

গো। দাদাঠাকুর। তুমি সাবধান হেয়ে কায কর্ব্বা বলা যা—আর মোরে য়্যাট্টা ভূত বলাও তা।—কিন্তু যকোন তুমি এডা বল্‌তি নেগেচো যে—তকোন যদি তুমি মোর কথায় বিশ্বেস যেতে—তা হলি এডা আর ঘট্‌তি পেতো না।—তকোন মোর আর য়্যাট্টা কথা বল্‌তি হচ্চে।—য়্যাকোনও যদি মোর কথায় বিশ্বেস যাও—তা হলি আগের চাইতি আর য়্যাট্টা আঝাড়া পাপেথে রক্কে পাত্তি পার।—বলি, দিগ্বিজৈ বীর বলে—থানার লোকেদ্দের হাত থে য়্যাড়াবার তো কোনো কথা নেই।—তানারা পিরথিম শুদ্ধু দিগ্বিজৈ বীরিদ্দের এক কডার মানুষ বলেও ভাবে না।—যা তা বল দাদাঠাকুর।—মুই যা ভেবে রয়চি—তার এক চুল এদিক ওদিক হবে না।—থানার প্যায়দা জায়াদের নাটির গুতো—মোর চকির ওপর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে।—"

কা। গোলক। তুমি স্বভাবতঃ নিতান্ত ভীত। কিন্তু আমি স্বেচ্ছাচারী ও তোমার পরামর্শানুসারে কার্য্য করি না, পাছে তুমি এই কথা বলিয়া আমার প্রতি দোষারোপ কর, এই ভয়ে আর একবার মাত্র তোমার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিব এবং তুমি যাহার ভয়ে আজ নিতান্ত অবসন্ন ও সঙ্কুচিত রহিয়াছ, তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য একবার মাত্র

প্রস্থান করিতে বাধ্য হইব কিন্তু তাহাও এই নিয়মানুসারে যে, বাঁচিয়া থাকিযাই হউক্ অথবা মরণান্তেই হউক্, আমি ভয় পাইয়া পালাইয়াছি, একথা তুমি কদাচ মুখে আনিতে পারিবে না। আমি তোমার প্রার্থনা ও অনুরোধক্রমে পালাইতেছি, এই কথাই সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতে হইবে। যদি তুমি ইহার ব্যতিক্রম করিয়া অন্যরূপ বল, তাহা মিথ্যা কথা এবং আমিও বলিয়া রাখিতেছি, একাল হইতে সেকাল পর্য্যন্ত, কি সে কাল হইতে একাল পর্য্যন্ত, যখনই তুমি একথা বলিবে, কিম্বা ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিবে, আমি তখনই মুক্তকণ্ঠে বলিব, গোলক মিথ্যা কহিয়া থাকে এবং মিথ্যা কহিতেছে। বিপদ ভয়ে কোন বীরকর্ম্ম হইতে নিঃসম্পর্ক থাকিয়া বা পলায়ন করিয়া, বিশেষতঃ এই বীরকর্ম্ম, যাহাতে বিপদের আভাস কথঞ্চিৎ লক্ষিত হইতেছে, তাহা হইতে পলায়নপ্রবৃত্ত হইয়া, লোকসমাজে পলায়ন-দোষে দূষিত হইবার ভয়ে এই স্থানে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছাপরবশ হই-তেছি। ভাবিতেছি, যে কোন ভীষণ শত্রু হউক্ না কেন, সকলেরই আগমন প্রতীক্ষা করিব। শুদ্ধ শান্তিরক্ষকগণের কথা কি বলিতেছ গোলক। যদি আজি সুরাসুর, যক্ষ রক্ষঃ অথবা নাগকুল আসিয়া সমুপস্থিত হন, যদি অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্টবসু, অথবা গণপতি, সেনানায়ক কার্ত্তিকেয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া মহাহবে অবতীর্ণ হন, যদি ভগবান্ রামচন্দ্র অমিতবিক্রম মহারথ ভ্রাতৃদ্বিতয়ের সহযোগে আমার সম্মুখীন হন, যদি যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব অথবা দুর্য্যোধন প্রভৃতি অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র আসিয়া সমরানল প্রজ্বলিত করেন, এক কথায় বলিতে কি, যদি ব্রহ্মাণ্ডের রণকুশল ভ্রাতৃগণ একত্র হইয়া সমরবাসনা পরিতৃপ্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাহইলেও সমরক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিব না।

গো। "দাদাঠাকুর।—খানিক স'রে দাঁড়ালেও কি তো পালান বলা যাতি পারে না?—যখন মোদ্দের আশার কত্তি—বিপদের ওজন বেশী হয়ে দাঁড়াচ্চে—তকোন সেখেনে থাকাডা বুদ্ধির কম্মো নয়।—কাল্‌কের ভাবনা ভেবে রেখে—আজ্‌কে তার মতন চলাই—বুজদার নোকের কায।—যারা বুজ্‌দার হন—তারা এক পাশাতিই সবোবো খুইয়ে—বাজি ভোর কত্তি চায় না।—মুই মুটে মজুর—কি চাসা-ভূসো নোক সত্তি—কিন্তু এডা

খুব জেনো—দাদাঠাকুর।—যারে ভালমেনুষেতা বলে—তার খানিকটে
মোর ধড়ে আছে।—তাতি বল্চি—ছোটো নোকের কথা শুনে—কাজ
কত্তি হলো বলে—নিতোন্তো ক্ষুণ্ণ হইও না!—য়্যাকোন যদি পার—
তবে তোমার ঘোড়ায় চেপে বসো—আর না হয় তো বলো—মুই ধরাধরি
করে—তোমারে চেপিয়ে দি—তুমি মোর পিছনে পিছনে আস্তি থাকো।
—মোর মনে এ কথাডা খুব নাগচে যে—হাতের কত্তি মোদ্দের পা দুখানা
য়্যাকোন থব্‌কাজে নাগ্‌বে।"

কান্তিরাম দ্বিরুক্তি না করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং
গোলক গর্দ্দভে উঠিয়া, যে পথ দেখাইয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকেই
যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, উভয়ে নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত-
মালার পূর্ব্বপার্শ্বে উপনীত হইলেন। গোলকের বিশেষ ইচ্ছা, সেই
পর্ব্বতমালার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কিয়দ্দিবস তথায় লুকায়িত থাকিয়া
অনুসরণপর শাস্তিরক্ষকগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। বিশেষতঃ
তাহার আশ্বাসের প্রধান কারণ এই যে, বন্দিগণের সহিত মহারাজ
কান্তিরাম সিংহের ঘোরতর যুদ্ধকালে, গোলকের গর্দ্দভের পৃষ্ঠস্থ খাদ্য-
দ্রব্যগুলি কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া, নিরাপদে গোলকের সঙ্গেই
আসিয়াছিল। বস্তুতঃ বন্দীরা তৎকালে যেরূপ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান
করিয়াছিল এবং আপনাদিগের কোন দ্রব্যই অনবধানবশতঃ ফেলিয়া
যায় নাই, তাহাতে গোলকের খাদ্যস্থলীর নির্ব্বিঘ্নতা, দৈবানুকূল্য বলিয়া
গোলকচাঁদের সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা।

সেই রাত্রিতেই তাঁহারা গিরিমালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।
গোলক, বিবেচনা করিল, কিছু দিন—অন্ততঃ যত দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের
আহার্য্যগুলি নিঃশেষিত হইয়া না যায়, তত দিন—সেই স্থানে অবস্থিতি
করা শ্রেয়স্কর। সেই রাত্রিতে সেই স্থান পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই
বিধেয় নহে। বস্তুতঃ সেই রাত্রিতে তাঁহারা সেই স্থানে কতিপয়
তমালপাদপ পরিবৃত এক গণ্ডশৈলের পাদদেশে থাকিবার স্থান নির্ব্বাচন
করিলেন। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের জ্যোতিঃ যাহাদিগের অন্তরে কস্মিন্‌-
কালেও প্রবেশ করে নাই, তাহারা যেরূপ বলিয়া থাকে যে ভাগ্যই

"অখিল সংসারের পথপ্রদর্শক ও এক মাত্র ব্যবস্থাপক, আমরাও সেই সমস্ত ব্যক্তির ন্যায় ভাগ্যনির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছি যে, মহারাজ কান্তিরাম সিংহের বলদর্পে বন্দিদশাবিমুক্ত বিখ্যাত প্রবঞ্চক এবং দস্যু হলধর পান, শান্তিরক্ষকগণের ভয়ে ভীত হইয়া, লুকাইয়া থাকিবার আশয়ে, সেই রাত্রিতে সেই গিরিমালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং গোলক ও কান্তিরাম যে গণ্ডশৈলের পাদমূলে অবস্থান করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন, দস্যুও অভেদে সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়া সেই শৈলমূলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। যাহাহউক দুরাচারেরা সর্ব্বদা কৃতঘ্ন হইয়া থাকে বলিয়া হউক, কি একমাত্র অভাবই লোকদিগকে দুঃসাধ্য ও আশাতীত কর্ম্মে উৎসাহিত করে বলিয়া হউক, অথবা বর্ত্তমান কার্য্য-সৌকর্য্য, তুলনায় ভাবি চিন্তাকে লঘুমান করিয়া থাকে বলিয়াই হউক, কৃতজ্ঞতা ও সদাশয়তা পরিশূন্য দস্যু হলধর, গোলকচাঁদের গর্দ্দভ হরণ করিতে কৃতসংকল্প হইল। বন্ধক রাখিবার অথবা বিক্রয় করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য দেখিয়া, রোজিনান্তীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল না। গোলকচন্দ্র গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত, দস্যু গর্দ্দভ হরণ করিল এবং সূর্য্যোদয়ের অনতিবিলম্বেই অন্বেষণদুর্লভ দূরপথে উপনীত হইল।

গোলকচাঁদ ভিন্ন সংসারস্থ যাবতীয় জীবজন্তুকে আনন্দরসে আপ্লাবিত করিয়া উষাদেবী উত্থিতা হইলেন। সাধের গর্দ্দভ অপহৃত হইয়াছে, গোলক ইহা জানিতে পারিয়া, এককালে ঊর্দ্ধকণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। সেই কর্ণ-ভেদী রোদনরবে কান্তিরামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কান্তিরাম গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, গোলক কাঁদিতেছে ও বলিতেছে—

"—বাপ্‌রে!—তুই যে মোর প্যাটের ছেলে।—গইলি জন্মান আদরের ধন।—মোর বাছা পুস্তিদের আহ্লাদের জিনিষ।—মোর নালির মার বুক ঠাণ্ডার সামিগিরি!—পাড়া পড়সির চকির কাঁটা।—মোর ছেরম মেহন্নতের অদ্ধেক সুসম।—মোর খোর পোষের আদ্দা আয়!—তোরে নিয়ে মুই যে রোজ এক কুড়ি ছড়া করে পয়সা রোজগার কত্তাম্!—ওরে বাপ্!—তুই যে মোর বাছা পুস্তিদের আদ্দা খোরাক!——"

কান্তিরাম গোলকের বিলাপের কারণ শুনিয়া, গোলককে যথাসাধ্য প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার গৃহপালিত পাঁচটী গর্দ্দভের মধ্যে তিনটী দিবার এক খানি দানপত্র লিখিবার অঙ্গীকার করিয়া, গোলককে শান্ত করিলেন। গোলক এই অঙ্গীকারে আশ্বাসিত হইয়া, চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল, দীর্ঘনিশ্বাস সংরোধ করিল এবং প্রভুর অভিনব দয়ার্দ্রতার নিমিত্ত শত শত বার প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

গিরিমালার মধ্যভাগে প্রবেশ করিয়া, মহারাজ কান্তিরাম সিংহের অন্তর আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ভাবিলেন, যেরূপ বীরকার্য্য সমস্তের অনুসন্ধান করিতেছেন, এইস্থানে সেইরূপ বীরকার্য্য সচরাচর সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ নিবিড় গহনে এবং তরু-তৃণহীন বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে দিগ্বিজয়ার্থী বীরগণ যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য অভূতপূর্ব্ব ক্রিয়াকলাপ সংসাধন করিয়াছেন, এই পর্ব্বতমালা সন্দর্শন করিয়া, কান্তিরামের স্মৃতিপথে সেই সেই ঘটনাই সর্ব্বাগ্রে সমুদিত হইল। তিনি তদীয় সমগ্র চিন্তারাশি ক্রমে ক্রমে সেই সেই বিষয়ে বিনিবেশিত করিলেন, পরিশেষে সেই চিন্তাবেগে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িলেন, যে, মন সেই সমস্ত বিষয় ভিন্ন আর কিছুতেই সংলগ্ন রাখিতে পারিলেন না। গোলকও এক্ষণে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ অবলোকন করিয়া, পূর্ব্বাহৃত সম্ভারের অবশিষ্টাংশের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি ভিন্ন উপস্থিত অন্য কোন কার্য্য দেখিতে পাইল না। সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় গর্দ্দভের এক পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া, প্রভুর পশ্চাতে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল এবং সমস্ত খাদ্য দ্রব্য নিঃশেষ করিয়া স্বকীয় ক্ষুধাশান্তি করিতে বাধ্য হইল। গোলক যে সময়ে এইরূপে আহারে ব্যস্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে যদি কোন অলোকসাধারণ বীরকার্য্য সংঘটিত হইত, তাহাহইলে তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও দৃক্পাত করিতে পারিত না।

গোলক এইরূপ ব্যস্ত থাকিয়া, হঠাৎ মস্তকোত্তোলন করিয়া দেখিল, প্রভু অনতিদূরে, অশ্বরক্ষা করিয়া, বর্শার অগ্রভাগ দ্বারা ধরাপতিত কি একটি পদার্থ উত্তোলন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। যদি সেই সময়

গোলকের সাহায্য আবশ্যক হয়, এই ভাবিয়া গোলক দ্রুতবেগে সেই স্থানাভিমুখে ধাবিত হইল। নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, প্রভু বর্ষার অগ্রভাগ দ্বারা অর্দ্ধ অথবা সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ ও ছিন্নদশাপ্রাপ্ত একটী চর্ম্ম-পেটক ও উহার সহিত দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ একটী অশ্বের পর্য্যাণ উল্টাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বস্তুদ্বয় এতাদৃশ ভারশালী যে, উহা উঠাইয়া লইবার নিমিত্ত গোলককে অগত্যা তথার গর্দ্দভ হইতে অবতরণ করিতে হইল। কান্তিরাম উহা গোলককে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে আদেশ করিলেন। গোলক নিরতিশয় যত্নসহকারে আজ্ঞাপালন করিল এবং পেটকটী শৃঙ্খলে ও কীলকে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ থাকিলেও, দুই একটী ছিদ্র দ্বারা উহার অভ্যন্তরস্থ পদার্থ অনায়াসে দেখিতে পাইল। দেখিল, কাশ্মীর প্রদেশীয় কতিপয় মূল্যবান বস্ত্র ও অঙ্গত্রাণ এবং এক খণ্ড উত্তরীয়ে কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা আবদ্ধ রহিয়াছে। দেখিয়াই গোলক আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া লাফাইতে লাফাইতে কহিল '—ঠাকুর দ্যাবতারা সুখি থাকুন্ দাদাঠাকুর!—বড্ডি য়্যাট্টা লাভের বীরকর্ম্ম পাওয়া গিয়াছে।—'

পরে আরও অনুসন্ধান করিতে করিতে সুচারুবন্ধন এবং সুবর্ণানুলিপ্ত একখানি স্মৃতিলিপি দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিবামাত্র, কান্তিরাম পুস্তক-খানি আপনার নিমিত্ত রাখিয়া গোলককে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অপরিসীম দয়ার নিমিত্ত গোলক পরমাপ্যায়িত হইয়া, প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিল। পরে গোলক একটী রেশমের অঙ্গত্রাণ পেটক হইতে বাহির করিয়া, স্বকীয় খাদ্য দ্রব্যের পুঁটলীর মধ্যে রাখিয়া দিল। কান্তিরাম এই সময়ে গোলককে কহিলেন '—গোলক! আমার বোধ হয়—অন্যরূপ হইবারও সম্ভাবনা নাই—কোন পথিক এই শৈলমালার মধ্যে আসিয়া, পথ হারাইয়া, দস্যুহস্তে পড়িয়া থাকিবে। দস্যুরা তাহাকে বধ করিয়াছে এবং তাহার মৃতদেহ প্রোথিত করিবার নিমিত্ত এই দুরপ্রদেশে আনয়ন করিয়াছে।—"

"—না—তা নয়—দাদাঠাকুর!—যদি ডাকাৎ—হতো—তা হলি তারা এই টাকাগুনো—একেনে রেকে যাবে কেন?—"

'—যথার্থই বলিয়াছ, গোলক! তোমার কথাই সত্য। আমি অকৃত

কারণ স্থির করিতে পারি নাই।—ক্ষণকাল স্থির হও; দেখি, এই স্মৃতি-লিপিতে লিখিত কোন বিষয় পড়িয়া, প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করিতে পারা যায় কি না?—"

বলিয়া মহারাজ কান্তিরাম সিংহ পুস্তকখানি খুলিয়া ফেলিলেন। প্রথমেই দেখিলেন, কতকগুলি কবিতার একখণ্ড অস্ফুট পাণ্ডুলিপি। কিন্তু কবিতাগুলি পাঠোপযোগী দেখিয়া, গোলককে শুনাইবার ইচ্ছায় উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিলেন। কবিতা এই——

জান কি, প্রেয়সি। সহি যে দুঃখ যাতনা
নিঠুর অথবা তব হৃদি অনাকুল,
অজ্ঞাত কারণ কোন, শকতি অতুল
হেরিবারে চাহে কি এ বিঘোর বেদনা?
স্বর্গবাসী হলে প্রেম, জানিত নিশ্চয়,
জানিলে ভুঞ্জিত তাপ হৃদে বিলেপিয়া,
হানিছে অপরে কেহ দুঃখ বজ্রময়—
নিশ্চয় কুলদে তুই। নিরমম হিয়া।
সে হেন সুষমাসার কুসুম আকার,
হেন নিদারুণ প্রাণ ধরে না কখন,
বিধাতার সতীচ্ছায় ভাগ্য বিবর্ত্তন,
ভুঞ্জিব আনতমুখে এ ঘোর বিকার।
দৈবশক্তি বিনা প্রাণ, হবেনা উদ্ধার,
অনিবার্য্য মহানল জলন্ত চিতার।

গো। ঐ যে 'কুল' পেয়েচো,—ঐ কুল ধরে—যদি কিছু কুল কত্তি পার—তা হলিই এড়ার কুল হবে—নলি কুল পাবার আর কোন যো নেই,—দাদাঠাকুর!—

কা। 'কুল কি গোলক?'

গো। 'দাদাঠাকুর ম্যাট্টা 'কুল' করে গেচো—ঠাওর হচ্চে।—'

কা। 'না, আমি কুলদা বলিয়াছি। এই কবিতাগুলির লেখক, যে, যুবতীর নিমিত্ত আক্ষেপ করিতেছেন, ইহা তাঁহারই নাম মাত্র। আমার

বিশ্বাস, লেখক এক জন মধ্যবিধ কবি। অন্যথা, আমি কবিত্বের কিছুই জানি না।'

গো। 'দাদাঠাকুর কি গান পয়ারও বাঁন্দি পার?—'

কা। 'হাঁ—পারি বৈ কি? যেরূপ ভাবিতেছ, বোধ হয় তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল। যখন মলয়েশ্বরী মহারাজ্ঞী কমলমালিনীর নিকট আমার স্বহস্ত লিখিত লিপি লইয়া যাইবে, তখনই দেখিতে পাইবে, সেই পত্রখানির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কবিতায় লিখিত। জানিও, গোলক, পূর্ব্বকালে বীরব্রত দীক্ষিত সমস্ত ব্যক্তি—অথবা অনেকেই—'কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ' ছিলেন। এই দুইটী গুণ—বা মাধুর্য্য বলিলেও পার—প্রণয়ার্থিগণের প্রিয়সংযোগ। প্রকৃত কথা বলিতে কি, পূর্ব্বতন বীরগণের প্রত্যেক কবিতায় উন্নতভাব অপেক্ষা প্রেমভাবই অধিক দৃষ্টিগোচর হইত।'

গো। 'ব্যাগাতা করি দাদাঠাকুর—তার পর পড়ে দ্যাকো—এর পর মোদ্দের মনের ইচ্ছেড়া সফল হলিউ হতি পাবে।—'

কান্তিরাম পুস্তকখানির কতকগুলি পত্র উলটাইয়া ফেলিলেন এবং কহিলেন '—এই খানি গদ্যে লিখিত হইয়াছে, বোধ হয় এখানিও পত্র হইবে।'

গো। 'কারবারের পত্তোর কি দাদাঠাকুর?'

কা। 'আরম্ভ দেখিয়া, বোধ হয়, প্রেমের পত্র।'

গো। 'তবে ব্যাগাতা করি—দাদাঠাকুর—চেঁচিয়ে পড়।—তোমাদ্দের পের্ মের চিটির মজাডা কি—দেখে নেই।—'

কা। 'ভাল, তাহাই করিতেছি।'—বলিয়া গোলকের ইচ্ছানুসারে কান্তিরাম উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া, নিম্নলিখিতরূপে পত্রখানি দেখিতে পাইলেন।

'—যে স্থান হইতে অভাগার বিলাপের কারণ না শুনিয়া, মৃত্যু সম্বাদ শীঘ্র প্রাপ্ত হইবি, তোর্ জলন্ত বিশ্বাসঘাতকতায় ও আমার কোন গূঢ়তম দুঃখে, আমি সেই স্থানে প্রস্থান করিয়া, দুর্নিবার হৃদ্তাপ নিবারণ করিলাম। রে নৃশংসে। অকৃতজ্ঞপ্রাণ-কুলটাধমে। আমার গৌরবের দিকে না চাহিয়া, নৈসর্গিক সম্পৎরাশি উপেক্ষা করিয়া, অধিকতর বিভব-

সম্পত্তির লোভে মুগ্ধ হইদি।—আমাকে অনায়াসে ত্যাগ করিলি। কিন্তু ধরণীতলে যদি আজিও ধর্ম্ম অমূল্য অবিনশ্বর সম্পত্তি বলিয়া সমাদৃত হয়—যদি এখনও সংসার সদ্গুণের গৌরব ভুলিয়া গিয়া না থাকে, তাহা হইলে অপরের এই সৌভাগ্য দেখিয়া হিংসা করিবার, অথবা আমার এই দুরন্ত দুর্দ্দশার নিমিত্ত অনুতাপনলে দগ্ধ হইবার, বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন নাই। তোর্ দেবদুর্লভ সৌন্দর্য্যজালে হৃদয়ে যে ভাব অঙ্কিত হইয়াছিল, তোর পৈশাচিক ব্যবহারে সেই ভাব নিরস্ত হইয়াছে। প্রথমোক্তের দ্বারা আমি তোকে স্বর্গীয় দেবমূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষোক্তের দ্বারা জানিয়াছি, তুই প্রকৃতপ্রস্তাবে স্ত্রীলোক। পাপীয়সি! আমার শান্তহৃদয়ের একমাত্র অশান্তির প্রস্রবণ! তুই যাহাই কর, তোর হৃদয়ে শান্তি চিরবিরাজমান থাকুক। ঈশ্বর করুন, তোর দয়িতের বিশ্বাসঘাতকতা যেন তোর্ জ্ঞানচক্ষে অবস্থাপিত না হয়। তাহাহইলে, তোর্ দুষ্কৃতের নিমিত্ত, তোর্ হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইবে এবং আমার একান্ত অনভিপ্রেত হইলেও, আমার এই জ্বলন্ত হৃদয়ের বিষম জিঘাংসা স্বতঃ চরিতার্থ হইবে।"

লিপিপাঠ সমাপ্ত হইলে, কান্তিরাম কহিলেন '—আমরা কবিতাপাঠ করিয়া, যেরূপ কারণ উপলব্ধি করিয়াছি, ইহাতেও প্রায় তাহাই হইতেছে। যাহাহউক, স্পষ্ট বোধ হইতেছে, লেখক জনৈক নিরাশ-প্রণয়ী।—' তদনন্তর পুস্তক খানির অন্যান্য অংশ দেখিতে দেখিতে, আরও কতকগুলি কবিতা ও পত্র দেখিতে পাইলেন। সেই সকলের মধ্যে কতকগুলি পাঠোপযোগী এবং কতকগুলি এককালে নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সকলেরই মর্ম্ম একবিধ।—সকলই বিলাপ, ভর্ৎসনা, সন্দেহ, লালসা, ঘৃণা, অনুগ্রহ ও অবজ্ঞায় পরিপূর্ণ; ভাবলহরী কখন উল্লাসময়ী প্রশংসা রাশিরূপে উদ্বেল হইয়াছে—কখনও বা বিষাদময় অনুযোগরূপে হৃদয়ের দুর্নিবার হলাহল বর্ষণ করিয়াছে। কান্তিরাম যৎকালে পুস্তিকাখণ্ড সাভিনিবেশে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, গোলক সেই সময়ে পেটক-পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিল।—অনবধানবশতঃ পাছে পেটক মধ্যে মহামূল্য কোন বস্তু থাকিয়া যায়, এই ভয়ে প্রতি কোণ, প্রতি ছিদ্রভাগ এবং প্রত্যেক

পলিতাংশ, এমন কি, উর্ণাতন্তু এবং তুলাগুচ্ছপর্য্যন্ত একাগ্রমনে পরীক্ষা করিতেছিল এবং যদিও আর কিছু অধিক পাইল না, তথাপি যাহা পাইয়াছিল, তাহাই তাহার প্রচুর পুরস্কার বলিয়া বোধ হইল। কম্বলের অপূর্ব্ব ক্রীডা, অমোঘ ঔষধি সেবনে অন্ত্রবিপর্য্যস্ততা, ভীলগণের বংশদণ্ডের বিনয়োপহার, ইহজীবনের একমাত্র আশ্বাসস্থল খাদ্যদ্রব্যের ভারাপহরণ এবং অপূর্ব্ব বর্ম্মের অন্তর্দ্ধান, ইহার উপর আবার সদাশয় প্রভুর দাসত্বে ব্রতী হইয়া, যে ক্ষুৎপিপাসা ও ক্লান্তি উপভোগ করিয়াছে, সমস্তেরই উদার পুরস্কার সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলি দ্বারা সমাহিত হইল।

পেটক্‌স্বামী কে জানিবার নিমিত্ত, অনলাস্য মহাবীর মহতীলালসা-পরবশ হইলেন। কিন্তু সেই প্রণয়গাথা, সেই পত্র, সেই স্বুবর্ণমুদ্রা, এবং সেই কৌশিক বস্ত্রজাত অঙ্গত্রাণের পারিপাট্য দেখিয়া স্থির করিলেন, এই দ্রব্যজাত নিঃসন্দেহই কোন বিভববান প্রণয়ীর হইবে, সেই ব্যক্তি প্রিয়জনের ঘৃণায় ও অসদ্ব্যবহারে জীবন নিরাশসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু লোকালয়বিরহিত তাদৃশ বন্ধুর পার্ব্বতীয় প্রদেশে কোন বিশ্বস্য সম্বাদ পাইবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, মহারাজ কান্তিরাম সিংহ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং রোজিনাস্তী যে পথ অবলম্বন করিল, অসন্দিহান্ হইয়া সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন।—রোজিনাস্তী স্বার্থদর্শনে নিতান্ত ভগ্নপদ নহে, যে দিক্ অপেক্ষাকৃত গমনোপযোগী দেখিল, সেই দিকেই যাইতে ইচ্ছা করিল।—কান্তিরামের মনের বেগ এখন পর্য্যন্তও উপশমিত হয় নাই, ভাবিলেন, এই বন্ধুর পর্ব্বতভূমিতে বহুসংখ্যক অত্যাশ্চর্য্য বীরকর্ম্ম সাধন করিতে পারিবেন।

চিন্তাকুল চিত্তে কান্তিরাম এইরূপে গমন করিতে করিতে, দেখিতে পাইলেন, অনতিদূরস্থ উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর জনৈক পুরুষ অসাধারণ দক্ষতা সহকারে শৈল হইতে শৈলান্তরে লম্ফত্যাগ করিতে করিতে গমন করিতেছে। দেখিয়া বোধ হইল উহার সর্ব্বশরীর উলঙ্গ, শ্মশ্রুরাজি ঘনকৃষ্ণ ও গ্রন্থিসঙ্কুল, কেশজাল দীর্ঘ ও জটাসম্বদ্ধ এবং পাদমূল উপানৎশূন্য। গাত্রে কৃষ্ণকৌশিক বস্ত্রের এক অঙ্গরক্ষ ছিল, কিন্তু তাহাও এক্ষণে এরূপ ছিন্নদশাপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, দেহ এককালে অনাবৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয়

না। অপরিচিত সবেগে প্রস্থান করিলেও, মহারাজ কান্তিরাম সিংহ এই সমস্ত অনায়াসে উপলব্ধি করিলেন। অনুসরণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চেষ্টা নিষ্ফল হইল। কারণ, একে সেই বন্ধুর পাষাণভূমি উত্তরণ করা, রোজিনাস্তীর তদানীন্তন কৃশতার সম্পূর্ণ অননুরূপ, তাহাতে আবার, রোজিনাস্তী যেরূপ ধীরগামী ও জড়প্রকৃতি, তাহাতে তদ্রূপ আশাও নিতান্ত দুরাশামাত্র। ফলতঃ মহারাজ কান্তিরাম সিংহ সেই সময়েই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, প্রাগুক্ত ব্যক্তিই পেটক ও পর্য্যাণের অবিসম্বাদী অধিস্বামী। সুতরাং তাঁহার অন্বেষণে যাইবার নিমিত্ত দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন; স্থির করিলেন, যদি এই দুর্গম গিরিকাননে বর্ষকাল অবিশ্রামে ভ্রমণ করিয়াও কার্য্যসাধন করিতে হয়, তথাপি বিরত হইবেন না। তদণ্ডেই পার্শ্বচর গোলকচন্দ্রকে পর্ব্বতের অপরপার্শ্ব বহিয়া যাইতে আদেশ করিলেন; আপনি অন্য পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলেন। স্থিরসংকল্প, অন্তর্হিত পুরুষ যে দিকেই গমন করুন, এই উপায় অবলম্বন করিয়া, কাহারও না কাহারও চক্ষে নিশ্চয়ই পতিত হইবেন। কিন্তু গোলক কহিল '—না, দাদাঠাকুর।—মুই তা পার্ব্বো না।—যে তকে মুই দাদাঠাকুরির পাশ থে এট্টু সত্তি যাই—সেই তক্কেই মোর বুকটো—ধড়াশ ধড়াশ করে ওটে। —বোদ হতি থাকে—যেন হাজার হাজার দত্তি দানো এসে—মোর ঘাড়ে চেপে বস্‌তি যাচ্চে।—য্যাকোন কথা পাড়লে—ত্যাকোন জেনিয়ে রাকাই ভাল।—মোদ্দা মোরে তোমার কাছ থে—এক আঙুল সত্তি বল্লি—মুই সে কথা রাকৃতি পার্ব্বো না।—

অনন্যাস্য মহাবীর কহিলেন ' ভাল, তাহাই হইবে। তুমি যে আমার সাহসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছ, ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। তবে এক্ষণে যতদূর পার, আমার পদানুক্রমে পশ্চাদ্বর্ত্তী হও। ঘোর তিমিরাবৃত রজনীর পথসম্বল দীপের ন্যায়, আমার পদলক্ষ করিয়া আইস। আমরা এক্ষণে প্রস্তরময় বন্ধুর গণ্ডশৈল বেষ্টন করিব। তাহা হইলে বোধ হয় নিঃসন্দেহই এই দ্রব্যাদির অধিকারীর সঙ্গলাভ করিতে পারিব।'

ইহাতে গোলক উত্তর করিল—'সে নোকটায়ে য্যাকোন খোঁজা দাদা-

ঠাকুর।—মোদের বড় সুবিবেচনার কাজ হচ্চেনা।—এইরকম খুঁজদি খুঁজদি চাইকি—মোরা তানাবে পেলিউ পেতি পারি—আর এই টাকাগুনো—হয় তো—তানারি ঠিক হতি পারে।—হলি—এই টাকা-গুনো তানারে তকখুনি ফিরে দিতি হবে।—তারি নেগে—বলি আবার মিছে মাতা না ঘেমিয়ে—যদ্দিন পজ্জন্ত—তাঁনার খোঁজ না পাওয়া যাবে—তদ্দিন চেপে চুপে যাওয়াই ভাল।—কালেক্কে যদি তাঁনারে পাওয়া যায়—তাহলি সে সময় হয়তো মোদের এই টাকাগুনো খরচ হয়েও যাতি পার্ব্বে একবার—খরচ করে ফেল্‌তি পারিও—বেশ জেনো, দাদা-ঠাকুর।—মোরা কুমুরিরি কলা দেকালাম।—'

গো। '—এইটী তোমার ভুল হইতেছে। কে ইহার প্রকৃত অধিস্বামী, যখন এই সন্দেহ প্রবল রহিয়াছে, তখন প্রকৃত অধিস্বামীর অনুসন্ধান করা এবং তাঁহাকেই পুনরায় এই অর্থ প্রদান করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। যদি পূর্ব্বলক্ষিত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ইহার অধীশ্বামী হন, তাহা হইলে তাঁহার অনুসন্ধান না করায়, আমাদিগের মহাপ্রত্যবায় আছে।'

তদনন্তর মহারাজ কান্তিরাম সিংহ রোজিনাস্তীর পৃষ্ঠে পদাঘাত করিলেন, গোলক পাশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। গণ্ড শৈলের কিয়দংশ বেষ্টন করিলে, দেখিতে পাইলেন, পর্ব্বতনিঃসৃত তটিনীতটে এক মৃত অশ্বতর পতিত রহিয়াছে। উহার পৃষ্ঠে পর্য্যাণ ও মুখভাগে বল্‌গাসম্বন্ধ এবং বায়সশৃগালকর্ত্তৃক উহা অর্দ্ধভক্ষিত। দেখিয়া উভয়েরই দৃঢ়প্রতীতি জন্মিল, পলায়িত ব্যক্তি মৃত অশ্বতরের ও পূর্ব্বপ্রাপ্ত দ্রব্যাদির অর্থগুলীর অধিস্বামী।

যৎকালে উভয়ে দাঁড়াইয়া সেই মৃত অশ্বতর দেখিতেছিলেন, সেই সময়ে এক রাখালের পশুচারণপ্রবর্ত্তকণ্ঠস্বর উহাঁদিগের কর্ণগোচর হইল। দেখিতে দেখিতে এক দল ছাগ পর্ব্বতের বামপার্শ্বে দৃষ্টিগোচর হইল। পালের পশ্চাতে এবং পর্ব্বতের ঊর্দ্ধভাগে পালরক্ষক জনৈক বৃদ্ধ আগমন করিতে-ছিল। কান্তিরাম সর্ব্বপ্রথমে বৃদ্ধকে উর্দ্ধস্বরে আহ্বান করিয়া সতর্ক করিলেন, পরে তাঁহাদিগের নিকট আসিবার নিমিত্ত অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন। বৃদ্ধ অনুরূপ উন্নতকণ্ঠে উত্তর প্রদান করিল, এবং নিকটে না আসিয়া, তথা হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, যে স্থানে বন্য ছাগ, মেষ,

তরক্ষু ও অন্যান্য শ্বাপদ ভিন্ন অপর কোন জন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না, যে স্থানে কদাচিৎ কোন মনুষ্যের সমাগম হইয়া থাকে অথবা হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই লোকালয়শূন্য দুর্গম অরণ্যে আপনারা কিরূপে আগমন করিলেন ?

গোলক উত্তর প্রদান করিয়া এইভাবে অঙ্গীকার করিল, যে যদি বৃদ্ধ নামিয়া আইসে, তাহা হইলে আগমনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া, বৃদ্ধের হর্ষোৎপাদন করিবে। ইহাতে বৃদ্ধ নামিয়া আসিল এবং যে স্থানে মহারাজ কান্তিরাম সিংহ দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া কহিল, "বোধ করি, মহাশয়েরা এতক্ষণ মৃত অশ্বতর দেখিতে ছিলেন। প্রায় ছয় মাস হইল, উহা এইখানে পড়িয়া রহিয়াছে। ভাল, মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া বলুন, উহার প্রভুকে এখানে কোথাও ত দেখিতে পান নাই ?"

কা। "না বাপু। আমরা কাহাকেও দেখি নাই, কিন্তু নিকটেই একটী চর্ম্মপেটক ও একটী পর্য্যাণ পড়িয়া আছে, দেখিয়া আসিয়াছি।"

বৃদ্ধ। আমরাও দেখিয়াছি, কিন্তু পাছে কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা চুরী অপরাধে অপরাধী হই, এই ভয়ে আমরা উহা গ্রহণ করিতে অথবা উহার নিকটস্থ হইতে সাহসী হই নাই। কারণ, কুগ্রহ আমাদিগের নিয়ত অনুসরণশীল এবং আমাদিগের গন্তব্যপথে সর্ব্বদাই নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি আনিয়া থাকে, আমরা তাহাতেই গিয়া সহসা পতিত হই কিন্তু কিরূপে পড়িলাম, বুঝিতে পারি না।

গো। মুইও তাই বলি—মুইও তা দেকেলাম—কিন্তু সে ডা নে এক রশি ভূঁর মধ্যি মুই সে দিকি যাই নি।—সেকেনি মুই তা রেকে এয়চি—

কা। 'ভাল, বাপু, তুমি কি বলিতে পার এই সমস্ত দ্রব্যের অধিকারী কে ?"

বৃ। আমি যতদূর জানি, তাহা এই মাত্র। ছয় মাসের কিছু অধিক বা অল্প হইবে, এক জন রূপবান সুসভ্য যুবাপুরুষ এখান হইতে প্রায় চারি পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী, আমাদিগের কৃষকপল্লীর মধ্যে আসিয়াছিলেন। যে অশ্বতর মৃত পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে আরোহণ করিয়া, এবং যে পেটক ও পর্য্যাণ আপনারা দেখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু স্পর্শ করেন নাই

র্বলিতেছেন, তাহাই সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। আসিয়াই তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সমস্ত পর্ব্বতের মধ্যে কোন স্থান সমধিক বন্ধুর ও লোকসমাগমশূন্য। এক্ষণে আমরা যে স্থানে রহিয়াছি, এই স্থানই তাঁহাকে দেখাইয়া দিলাম। বস্তুতঃ যদি আপনি আর এক ক্রোশ পথ অগ্রবর্ত্তী হয়েন, তাহা হইলে বোধ হয় সহজে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ ইহা আমার আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যখন কোন সুগম পথ অথবা আসিবার কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় নাই, তখন আপনি কিরূপে এরূপ দূরপর্ব্বতপ্রদেশে আগমন করিয়াছেন। যাহাহউক, তৎপরে যুবক আমাদিগের উত্তর শুনিয়া অশ্বতর ফিরাইলেন এবং আমরা যে স্থান দেখাইয়া দিলাম, সেই দিকে আগমন করিলেন। আমরা সকলেই তাঁহার সম্পূর্ণমণ্ডলচন্দ্রকান্তি এবং দিব্যরূপরাশি সন্দর্শন করিয়া মানব চক্ষুঃ সার্থক হইল বলিয়া স্থির করিলাম এবং পর্ব্বত সানুদেশে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত তিনি যেরূপ দ্রুতবেগে চলিয়া আসিলেন, তাহা দেখিয়া আমরা আরও অধিক বিস্মিত হইলাম। সেই অবধি কিছু দিন পর্য্যন্ত আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই।

পরে এক দিন তিনি আমাদিগের এক জন রাখালের অনুসরণে বহির্গত হইলেন, বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, তাহাকে উৎকটরূপে আঘাত করিলেন, আমাদিগের ভারবাহী অশ্বতরকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত খাদ্য দ্রব্য লুণ্ঠন করিলেন, পরিশেষে অদ্ভুত দ্রুততাসহকারে পুনরায় নিভৃত পর্ব্বতপ্রান্তে পলায়ন করিলেন। আমাদিগের কয়েকজন রাখাল দুই দিন ধরিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া, এই সমস্ত পর্ব্বতের নিতান্ত দুর্গমতম অংশ পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিল এবং বহু অনুসন্ধানের পর, তাঁহাকে এক তমাল বৃক্ষের কোটরমধ্যে শয়ান দেখিতে পাইল। তিনি বিলক্ষণ ভদ্রতা সহকারে আমাদিগের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, তাঁহার পরিহিত বসন এককালে ছিন্ন হইয়াছে এবং প্রখর সূর্য্যোত্তাপে মুখমণ্ডল এরূপ বিবর্ণ ও বিশুষ্কভাব ধারণ করিয়াছে যে, আর তাঁহাকে কোনরূপেই চিনিতে পারা যায় না—কেবল পূর্ব্ব পরিহিত বসনগুলি যে দেখিয়াছে, সেইই তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছে। যুবক প্রিয়সম্ভাষণে

আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন এবং অল্প কথায় অথচ ভদ্রভাবে কহিলেন, আমার ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া, আপনারা বিস্মিত হইবেন না—কতিপয় গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত আমার এই অবস্থা একান্ত আবশ্যক। তিনি কে, জানিবার নিমিত্ত, আমরা তাঁহাকে বহুবার জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু কিছুতেই সদুত্তর লাভ করিতে পারিলাম না। ব্যর্থমনোরথ হইয়া,তিনি কোথায় থাকিবেন,অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলাম। ইচ্ছা ছিল, তাঁহার আহার সময়েআমরা তাঁহাকে কিছু কিছু আহার সামগ্রী দিয়া আসিব। তাহাতে যদি তাঁহার মতান্তর হয়, তাহা হইলে ইহাও বলিলাম, রাখালগণকে অনর্থক পীড়ন করিয়া, আহার সংগ্রহ না করিয়া, তিনি ক্ষুধার সময় সবলভাবে আমাদিগের নিকট আসিয়া, আহার সামগ্রী লইয়া যাইবেন। এই প্রস্তাবে তাঁহাকে পরমোপকৃতের ন্যায় বোধ হইল। তিনি আমাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, কৃতাপরাধের নিমিত্ত কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া,অঙ্গীকার করিলেন, আর কাহারও বিরাগসাধন না করিয়া, ক্ষুধার সময় আমাদিগের নিকট হইতে ভক্ষ্যদ্রব্য চাহিয়া লইয়া যাইবেন।

থাকিবার স্থানের কথায় কহিলেন, আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই, ভ্রমণ করিতে করিতে, যে স্থানে রাত্রি হইয়া পড়িবে, সেই স্থানেই সেই রাত্রি যাপন করিব। পরিশেষে তিনি যেরূপ দরবিগলিত অশ্রুধারায় রোদন করিয়া, কথা শেষ করিলেন, তাহা দেখিয়া—বিশেষতঃ প্রথম দর্শনে তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এবং তৎকালে তাঁহাকে যেরূপ দেখিলাম, তাহা ভাবিয়া, যদি আমরাও রোদনে বিরত থাকিতাম, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহই পাষাণহৃদয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি নিরুপম রূপশালী যুবাপুরুষ এবং তৎপ্রদর্শিত ভদ্রব্যবহার সন্দর্শন করিয়া, আমাদিগের ন্যায় বন্য কৃষক জাতিরও স্ফুটাক্ষরে বোধগম্য হইল, তিনি নিঃসন্দেহই কোন সম্ভ্রান্ত বংশের কুলতিলক। এই সময়ে অকস্মাৎ তিনি নির্ব্বাক্ হইলেন, ভূমিতলে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া, বহুক্ষণ সমভাবে স্থির রহিলেন। তাঁহার নবাবেশের পরিণাম দেখিবার নিমিত্ত, আমরাও তৎকালে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সেই

প্রীতিশূন্য অবস্থা, সেই ভয়ানক তীব্র কোপদৃষ্টি, সেই সকোপ ভ্রূসঙ্কোচ এবং সেই ক্রোধদন্তে ওষ্ঠ দংশন দেখিয়া, বিবেচনা করিলাম, তাঁহার ক্ষিপ্ত ভাব পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়াছে। বস্তুতঃ আমাদিগের সন্দেহ শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইল। আকস্মাৎ তিনি সম্মুখভাগে এক লম্ফ প্রদান করিলেন, অব্যবহিত নিকটস্থ এক কৃষকের উপর প্রচণ্ডবেগে পতিত হইলেন, এবং উহাকে এরূপ প্রহার ও দংশন করিতে লাগিলেন যে, যদি আমরা সেই সময়ে কৃষককে তাঁহার হস্ত হইতে বিমুক্ত না করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাহার জীবন গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সেই জ্বলন্ত ক্রোধের সময় তিনি অবিরত বলিতে লাগিলেন,—'রে মিত্রদ্রোহি বিশ্বাসঘাতক কুলপাবন। তুই আমাকে যে গুরুতর অত্যাচারে উৎপীড়িত করিয়াছিস্, এই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রতিফল ভোগ করিবি।—এই ভুজযুগল, তোর নিষ্ঠুরতা ও প্রতারণার অন্ধতমসাচ্ছন্ন আবাস ভূমি, তোর সেই জঘন্য অন্তরকে এখনই দেহ বিচ্যুত করিবে।—' সমস্তই কুলপাবনকে লক্ষ্য করিয়া এবং তাঁহাকে মিত্রদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে অপরাধী করিয়া, তিনি ইহার সহিত আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, অতঃপর আমরা বহুকষ্টে আমাদিগের সহযোগী কৃষককে তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত করিলাম। ইহাতে, তিনি আমাদিগকে এককালে পরিত্যাগ করিলেন এবং লম্ফ প্রদান করিয়া, কণ্টকবৃক্ষাচ্ছন্ন এমন এক বনভাগে প্রস্থান করিলেন যে, সেই স্থানে তাঁহার অনুসরণ করা, একান্ত দুঃসাধ্য। এই সমস্ত দেখিয়াই, আমরা স্থির করিয়াছি, অবস্থাভেদে ক্ষিপ্তভাব তাঁহার শরীরে আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং কুলপাবন নামক কোন ব্যক্তি, তাঁহার এমন কোন গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে যে, তাহাতেই তাঁহাকে এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইতে হইয়াছে। ফলতঃ সে যাহাই হউক, তিনি প্রায়ই এই পথে আসিয়া থাকেন, কখন কৃষকদিগের নিকট হইতে খাদ্য দ্রব্য ভিক্ষা করিয়া লয়েন, কখনও বা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া যান। যখন তাঁহার শরীরে ক্ষিপ্তভাব আবিষ্ট হয়, তখন কৃষকগণ স্বেচ্ছায় খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলেও, তিনি তাহাদিগকে বিলক্ষণরূপে প্রহার না করিয়া গ্রহণ করেন না। কিন্তু যখন প্রকৃতিস্থ থাকেন, তখন উহা ভদ্রভাবে চাহিয়া

দয়েন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে শতমুখে আশীর্ব্বাদ করিয়া, চলিয়া যান ? সত্যকথা বলিতে কি,মহাশয় ! কল্য আমি ও চারি জন কৃষক যুবক (তাহাদিগের মধ্যে দুইজন আমার ভৃত্য ও অপর দুইজন আমার বন্ধু) তাঁহার অন্বেষণে নির্গত হইব মনস্থ করিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, এখান হইতে অন্যূন পাঁচক্রোশ দূরবর্ত্তী শিবানন্দপুর গ্রামে সবলে অথবা প্রবোধপ্রদানপূর্ব্বক লইয়া যাইব এবং যদি তাঁহার উন্মাদরোগ আরামযোগ্য হয়, তাহা হইলে তথায় তাঁহাকে সুবিহিত চিকিৎসা করাইয়া,আরাম করিয়া দিব। ইহাও ভাবিয়াছিলাম,সেইস্থানে যাইতে পারিলে, হয়ত কাহারও নিকট যুবকের পরিচয় প্রাপ্ত হইব। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাহাতেও বঞ্চিত হই, তাহা হইলে যাহা দ্বারা যুবকের এই অভূতপূর্ব্ব দুর্গতির সম্বাদ যুবকের পিতৃভবনে প্রেরণ করা যাইতে পারে, এমন কোন আত্মীয়ের সন্ধান পাওয়া যাইবে। মহাশয় ! আপনার প্রস্তাবিত বিষয়ের আমার এইমাত্র সম্ভাবিত সদুত্তর। ইহাদ্বারা আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, আপনি পথিমধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য পতিত দেখিয়া আসিয়াছেন, সেই সমস্তই হতভাগ্য যুবাপুরুষের এবং যে ব্যক্তি দ্রুতপদে আপনাদিগের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তিই প্রাগুক্ত যুবাপুরুষ।—পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, মহারাজ কান্তিরাম সিংহ বলিয়াছিলেন, জনৈক ব্যক্তিকে পর্ব্বতের উপর লাফাইয়া যাইতে দেখিয়া আসিয়াছেন।

মহারাজ কান্তিরাম সিংহ বৃদ্ধের নিকট এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, অতীব বিস্মিত হইলেন এবং তদীয় ব্রতোচিত নৈসর্গিক একাগ্রতার উপর, আবার এই দুর্ভাগ্য ক্ষিপ্ত যুবক কে, জানিবার ইচ্ছা সমধিক বলবতী হওয়াতে, পুনরায় দৃঢ় সংকল্প করিলেন যে, যতক্ষণ যুবককে দেখিতে না পাইবেন, ততক্ষণ কোনও কন্দর, কোনও গহ্বর, অথবা কোনও বিলভাগ অপরীক্ষিত রাখিবেন না—সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশের প্রত্যেকাংশ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিবেন। কিন্তু যাহা আশা করিয়াছিলেন, ভবিতব্যতার ব্যবস্থায় তাহা অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্টতর ঘটনা সমুপস্থিত হইল। দেখিতে পাইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই যুবক, কতকগুলি দুর্ব্বোধ অস্ফুট বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে, পর্ব্বতাবতরণ করিয়া, তাঁহাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছে।

পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যুবকের পরিধেয় বসন তাহাই পরিদৃষ্ট হইল। সমীপবর্ত্তী হইলে, মহারাজ দেখিতে পাইলেন, যুবকের অঙ্গবাস জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইলেও, উহা সূক্ষ্ম কৌশিকনির্ম্মিত এবং তখন পর্য্যন্তও উহা হইতে সুগন্ধি গন্ধদ্রব্যের সৌরভ অনবরত উদ্গত হইতেছে। ইহাতে মহারাজ কান্তিরাম সিংহের স্পষ্টই উপলব্ধি হইল, যুবক কদাপি হীনপদস্থ নহেন। সমীপবর্ত্তী হইয়া, যুবক কর্কশ ও অমিষ্টস্বরে অভিবাদন করিলেন, কিন্তু মুখভঙ্গিমা সভ্যজনোচিত বোধ হইল। মহারাজ কান্তিরাম সিংহ শিষ্ট-ব্যবহারে প্রত্যভিবাদন করিলেন এবং তন্মুহূর্ত্তেই রোজিনাস্তী হইতে অবতরণপূর্ব্বক সহাস্য ও প্রসন্নবদনে প্রিয়সম্ভাষণ করিয়া, শশব্যস্তে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন। কিয়ৎক্ষণপর্য্যন্ত বক্ষঃস্থলে চাপিয়া রাখিলেন, বোধ হইল যেন, যুবক তাঁহার বহুদিনের পরিচিত। অকস্মাৎ আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া, যুবক পশ্চাদ্ভাগে কিঞ্চিৎ সরিয়া আসিলেন এবং কান্তিরামের স্কন্ধদেশে স্বকীয় করদ্বয় সংস্থাপন করিয়া, কান্তিরামকে কখন দেখিয়াছেন কি না, যেন ইহাই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবিতে লাগিলেন। ফলতঃ মহারাজ কান্তিরাম সিংহ যেমন যুবককে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, যুবকও সেইরূপ কান্তিরামের বেশভূষা ও আকার প্রকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। সাক্ষাতোচিত শিষ্ট ব্যবহারের পরে, চৌরধারী মহাবীর সর্ব্বাগ্রে শান্তিভঙ্গ করিলেন—যাহা বলিলেন পর অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইবে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পার্ব্বতীয় বীরকার্য্যের ক্রম প্রসঙ্গ।

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, মহারাজ কান্তিরাম সিংহ অতীব মনোযোগ সহকারে,চৌরধারী মহাবীরের বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। চৌরধারী মহাবীর কহিলেন—মহাশয়! আপনারা যে কেহ হউন, আমি আপনাদিগের নিকট চিরবাধিত হইয়াছি। ইচ্ছা, সাধ্যানুসারে আপনাদিগের পরিচর্য্যা করিয়া, আমার হৃদয়ভার লাঘব করি। ইহাই আমার একমাত্র সম্বল

ইহা ভিন্ন আপনাদিগের উদারতার নিষ্কৃয়স্বরূপে প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত, ভাগ্যদেবী আমাকে অন্য কোন বিষয় প্রদান করেন নাই।—

কা। "আপনার অনুবৃত্তিসাধনে আমাদিগের ইচ্ছাও এতদূর প্রবল যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনার অবলম্বিত অন্তর্জীবন দ্বারা প্রতিপন্ন, আপনার এই মহাদুঃখাপনয়নের কোন বিহিত উপায় আছে কি না, জানিয়া লইব এবং যদি তাহা জানিতে পারি, তাহা হইলে প্রত্যেক সম্ভাবিত উদ্যম প্রয়োগ করিয়া, সেই উপায় অবলম্বন করিব। এ জীবনে যাহাকে আপনি অধিকতর ভালবাসিয়া থাকেন—যে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম—তাহার শপথ অবলম্বন করিয়া, আপনাকে বলিতে হইবে, আপনি কে?—কি জন্য এই বিরল গিরিকন্দরে অবস্থান করিতেছেন?—কাহার নিমিত্ত এই পার্ব্বতীয় বন্যপশুগণের ন্যায় প্রাণধারণে ও দেহবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন?—আপনার অঙ্গশ্রী ও বেশভূষা দেখিয়া, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে, স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, এই আশ্রম আপনার সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, মহারাজ কান্তিরাম সিংহ পুনরপি কহিলেন, —আমি যে মহান্ বীরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, সম্পূর্ণরূপে তাহার অযোগ্য এবং তৎসম্বন্ধে মহাপাপী হইলেও, সেই বীরধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি,—হয়, আপনার এই প্রবল দুঃখানল নির্ব্বাপিত করিব—না হয়, আপনার বিলাপ ও পরিতাপের সহযোগী হইব—সমবেদনাপ্রকাশ দুঃখাপনোদনের অন্যতম উপায়। মহারাজ কান্তিরাম সিংহের মুখে পার্ব্বতীয় বীর এই কথা শ্রবণ করিয়া, এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ দর্শনান্তর কহিলেন'—যদি আপনাদিগের নিকট কোন খাদ্য সামগ্রী থাকে, তাহা হইলে সেই অনাদি অনন্তদেবের নাম স্মরণ করিয়া, তাহা আমাকে অগ্রে প্রদান করুন। আহারান্তে আমি আপনাদিগের এই উদার সাধুব্যবহারের প্রতিদানস্বরূপে আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিব।—'

গোলক ও রাখাল তৎক্ষণাৎ আপন আপন সঞ্চয় হইতে, কিছু কিছু খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিল। হতভাগ্য পরিব্রাজক তাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন, যাহা কিছু পাইলেন, সমস্তই ক্ষিপ্তের ন্যায় নিঃশেষ করিয়া ফেলি-

লেন—এরূপ একাগ্রতা সহকারে আহার ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইল যে, গ্রাস হইতে গ্রাসান্তরের অবসর লক্ষিত হইল না। ফলতঃ উহাকে আহার না বলিয়া, উদরস্ত বা গলাধঃকরণ বলাই অধিক সুসঙ্গত। আহার সমাপন করিয়া, যুবক সকলকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। অনতিদূরবর্ত্তী এক নবীন তৃণাচ্ছন্ন শ্যামল ক্ষেত্রে গিয়া, সকলে একত্র উপবিষ্ট হইলেন। সেই সময়ে চৌবধারী মহাবীর কথঞ্চিৎ শান্তভাব অবলম্বন করিয়া, কহিতে লাগিলেন।

'—মহাশয়গণ আমার এই মহাদুঃখের বিবরণ শুনিতে,যদি আপনাদিগের ঐকান্তিকী ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা করুন, কথান্তর প্রসঙ্গে কেহই আমার এই শোকগর্ভ ইতিহাসের সম্বন্ধসূত্র বিচ্ছিন্ন করিবেন না। যে মুহূর্ত্তে উহা সম্পাদিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমার এই প্রসঙ্গ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।—'ইহা শুনিয়া গোলকের গল্প বলার রীতি মহারাজ কান্তিরাম সিংহের স্মৃতিপথে উদিত হইল। নদীর পরপারে কতগুলি মেষ উত্তীর্ণ হইয়াছিল, বলিতে পারেন নাই বলিয়া, গোলকের গল্প বন্ধ রহিয়াছে। মহারাজ কান্তিরাম সিংহ, সকলের হইয়া, অঙ্গীকার করিলেন, কেহই তাঁহার কথার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবেন না। এই নির্দ্ধারণের উপর নির্ভর করিয়া, যুবক কথারম্ভ করিলেন।

—আমার নাম নিশাপতি, বিহার প্রদেশের অন্তর্গত কোন এক সমৃদ্ধিশালিনী নগরী আমার জন্মভূমি; আমার বংশ সংভ্রান্ত; মাতা পিতা ধনবান, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এতাদৃশ প্রবল যে, জনক জননী ইহার নিমিত্ত অনন্ত শোকপাবকে অহর্নিশ বিদগ্ধ, জ্ঞাতি কুটুম্ব ও অন্যান্য পরিজনবর্গ ইহার কুটিলতায় সতত ম্রিয়মাণ। অতুলৈশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও,তাঁহারা এই মহাদুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। বস্তুতঃ মানববর্গ সময়ে সময়ে এরূপ ভীষণ শোকদুঃখে পতিত হইয়া থাকেন যে, প্রচুর বিভব সম্পত্তি তাহার নিকট কোনও কার্য্যকর হয় না—কুবের সদৃশ ধনপতি হইলেও, উহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। যাহা হউক, সেই নগরীতে মাধুর্য্যময়ী এক অপার্থিব রূপসৃষ্টি অবস্থিতি করিতেন। অভাগার মুগ্ধ হৃদয়ের প্রেমপ্রবাহ, অভিলষিত যাবতীয় আনন্দরাশিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া,

সেই লোকললামভূত রূপরাশিতে সন্নিবেশন করিয়াছিল। স্ফুট-যৌবনা ষোড়শী তরুণী তরঙ্গিণী, সেই অদ্বিতীয় রূপরাশির অধিনেত্রী। কুমারী তরঙ্গিণী, আমার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ও ধনশালীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া, আমার ন্যায় দুর্ভাগ্যের পাদপিষ্ট অথবা আমার লালসানুরূপ বিশ্বাসভাজন হয়েন নাই। আশৈশব আমি এই তরঙ্গিণীকে ভাল বাসিয়াছি—আশৈশব তদীয় কমনীয় দেবমূর্ত্তি হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছি। তরঙ্গিণীও আমাকে তদীয় বয়সোচিত নিষ্কলঙ্ক স্নেহচক্ষে দর্শন করিয়াছেন—হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া, প্রণয় হৃদয়ের অনুরূপ প্রতিদান বিতরণ করিয়াছেন। জনক জননী আমাদিগের উভয়ের এই প্রেমভাব অপরিজ্ঞাত ছিলেন না—অবস্থা ও বংশের সামঞ্জস্য নিবন্ধন উহাই পরিণামে পবিত্র দাম্পত্যভাবে পরিণত হইতে পারে, ভাবিয়াও নিতান্ত অপ্রীত হয়েন নাই। বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমাদিগের স্নেহভাব বর্দ্ধিতায়তন হইল এবং পরিশেষে উভয়েই এরূপ বিভ্রান্ত হইয়া উঠিলাম যে,তরঙ্গিণীর পিতা,যুবতী কন্যার নিয়ত পুরুষ সহবাস নিতান্ত লোকাচার বিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া, পাশ্চাত্য কবিকুলগীত থিস্‌বীর মাতা পিতার অনুকরণে,তদীয় পুরপ্রবেশে আমার চিরলব্ধ স্বাধীনতার সংরোধ, বৈধ বিবেচনা করিলেন। এই নিরোধে কেবল মাত্র আমাদিগের প্রেম ব্যাকুলতাই বর্দ্ধিত হইল। মুখের আলাপ বন্ধ করা, তাঁহাদিগের সাধ্যাধীন বটে, কিন্তু লেখনীর মুখ বন্ধ করা, তাঁহাদিগের ক্ষমতার অতীত। প্রেমাস্পদ প্রিয়জনের সম্মুখে আমাদের সমস্ত শক্তি নিস্তেজ হইয়া যায়, সুতরাং প্রিয়জনের সাক্ষাতে জিহ্বাও স্বকীয় কার্য্যসাধন করিতে পারে না। কিন্তু লেখনীর আলাপে সে অসুবিধা সংঘটিত হয় না। লেখনী অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশ সকলও, অতি সুন্দর ও অতি পরিস্ফুটরূপে অঙ্কন করিয়া, প্রেমাস্পদের নয়নপ্রান্তে সমানয়ন করে। হা করুণানিধান্ দেব বিশ্বপতে। এই অবসরে আমি তৎকালে প্রেয়সীকে কত পত্রই প্রদান করিয়াছি।—প্রেয়সীও কি মোহময়, কি সুখপূর্ণ, কি বিনয়াবনত উত্তরে—অভাগার চিত্তবিনোদন করিয়াছেন।—কত শত শত প্রেমগাথা প্রস্তুত করিয়াছি—কত সহস্র সহস্র প্রেমপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছি।—তাহাতে কখন হৃদয়, স্বকীয় অবাস্তর ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে—কখনও বা কোমল-

স্মৃতি নিচয়ের সহস্র দ্বার উন্মোচন করিয়া দিয়াছে—কখন স্মৃতির ছবি সমধিক সমুজ্জ্বল ও পরিপুষ্ট করিয়া, নয়নপ্রান্তে সমানয়ন করিয়াছে—কখনও বা কল্পনাপথে উড্ডীন হইয়া, সংসারের প্রত্যেক সুখদ ও মোহন চিত্র, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে। অবশেষে, আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ও প্রিয়তমার দর্শনলালসায় হৃদয় একান্ত কাতর হইল। এককালে স্থির করিলাম, সহজ ও সম্ভাবিত উপায় অবলম্বন করিয়া, অভিলষিত ও জীবনের যোগ্যপুরস্কার লাভ করিব—লজ্জাভয়ে বিসর্জ্জন দিয়া, সাধের ধন,—হৃদয়ের মণিহার,—তরঙ্গিণীকে, তরঙ্গিণীর পিতার নিকট স্ত্রীরূপে ভিক্ষা করিয়া লইব। দুরন্ত হৃদয়বেগে থাকিতে পারিলাম না, অনেক আত্মীয়ের দ্বারা তরঙ্গিণীর পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলাম। শুনিয়া তরঙ্গিণীর পিতা সন্তুষ্ট হইলেন; আমাদিগের পরিবারে কন্যা পাত্রস্থা হইবার প্রস্তাবে, আপনাকে সম্মানিত মনে করিয়া, আমাকে মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর আমাকে মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া কহিলেন যে, যখন তোমার পিতা বর্ত্তমান, তখন তাঁহার কর্ত্তৃক এই প্রস্তাবের অনুষ্ঠান হওয়াই, সমধিক সুসঙ্গত। তোমার পিতার অগোচরে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইলে, গুপ্ত পরিণয় বলিয়া অভিহিত হইবে—তরঙ্গিণী, গুপ্ত পরিণয়ের সম্পূর্ণ অনুপযোগিণী। আপাততঃ বিবাহ কার্য্য স্থগিত থাকিলেও, তরঙ্গিণীর পিতার সম্মতি জানিয়া, আমি পরম পুলকিত হইলাম এবং তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। ভাবিলাম, আমাদিগের পরিণয়মূলক তদীয় সন্দেহ পরম্পরা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং যেরূপেই হউক, পিতার ঐকান্তিকী সম্মতিলাভ করিয়া সিদ্ধকাম হইব।

এই ভাবিয়া, পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি একখানি উন্মুক্ত পত্র হস্তে লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। আমি কোনও কথা না কহিতে কহিতে, তিনি সেই লিপিখণ্ড আমার হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন"—নিশাপতে। এই পত্রপাঠে অবগত হইবে, তোমাকে কর্ম্মের ভার দিবার নিমিত্ত, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের ঐকান্তিকী ইচ্ছা জন্মিয়াছে।—" মহাশয়গণ! আপনারা সকলেই অবগত

আছেন, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র ভারত সাম্রাজ্যের প্রধানতম সামন্ত। বিহার প্রদেশীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থলসকলই তাঁহার সম্পত্তি। আমি পত্রখানি আমূল পাঠ করিলাম, দেখিলাম, উহা এরূপ নিরতিশয় দয়ালুতায় পরিপূর্ণ যে, আমার সেই উৎকটউদ্ভ্রান্ত হৃদয়েও সহজে অনুমিত হইল, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের তদানীন্তন উপরোধে উপেক্ষা করায়, পিতাবও মহা প্রত্যবায় আছে। তিনি লিখিয়াছেন, পিতা পত্রপাঠ আমাকে তাঁহার সকাশে পাঠাইয়া দিবেন, বেতনভুক্ কর্ম্মচারীরূপে তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন না—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পারিষদকার্য্যে নিয়োগ করিবেন। তিনি আমাকে যেরূপ গৌরবচক্ষে দেখিয়াছেন, এই সম্ভ্রম তদুপযুক্ত উচ্চপদবী সহকারে পরিপোষিত হইবে। বস্তুতঃ পত্রখানি আমার কল্যাণের আদর্শপট্ট —ভাবি জীবনের সুখ-সরোবর—ভবিষ্য উন্নতির পবিত্র-উৎস—হইলেও, আমি ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। বিশেষতঃ যখন পিতার মুখে নিম্নোক্ত কয়েকটী কথা শুনিতে পাইলাম, তখন এককালেই উচ্ছ্বাস হইয়া উঠিলাম। পিতা কহিলেন '—বৎস, নিশাপতে। মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের আদেশানুসারে দুই দিন পরে যাত্রা করিও। তুমি যে সৌভাগ্যের সম্পূর্ণ উপযোগী, দেখিতে পাইতেছি, সেই সৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত ভবিতব্যের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। অতএব, ইহার নিমিত্ত সেই দেবাদিদেব পরমদেবতাকে ধন্যবাদ প্রদান কর।—" ইহার সহিত তিনি পিতৃজনোচিত আরও কতিপয় উপদেশ প্রদান করিলেন।

বিদায়কাল সমাগত হইল। পূর্ব্ব রজনীতে তরঙ্গিণীর সহিত আলাপ করিলাম এবং পূর্ব্বাপর সমস্তই তাঁহার নিকট বর্ণন করিলাম। যত দিন আমার সম্বন্ধে মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের অভিপ্রায় জানিতে না পারি, ততদিন তরঙ্গিণীকে পাত্রস্থা না করিয়া, অপেক্ষা করিয়া থাকিবার নিমিত্ত, তরঙ্গিণীর পিতাকে অনেক অনুনয় করিলাম। তিনি আমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তরঙ্গিণীও সহস্র শপথ ও সহস্রবার মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার পিতার প্রতিশ্রুতির দৃঢ়তা সম্পাদন করিলেন। সকলের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া, অনতিকাল মধ্যেই মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের বাসভবনে উপস্থিত হইলাম। মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র

আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং আমার প্রতি এরূপ সকরুণ ব্যবহার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, অচিরকাল মধ্যেই অর্দ্ধ হিংসা মূর্ত্তিমতী হইয়া, চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। পুরাতন কর্ম্মচারিগণ এই সংস্কারারূঢ় হইলেন যে, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র আমাকে যতদূর অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহা তাঁহাদিগের ইষ্টসিদ্ধির অনন্য প্রতিকূল। কিন্তু আমার আগমনে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের দ্বিতীয় তনয়—নাম কুমার কুলপাবন—নির্ভীক, উদার, নিষ্কপটস্বভাবসম্পন্ন সুধীর ভদ্রযুবক। কুমার কুলপাবন অল্পকাল মধ্যেই আমার সহিত এরূপ সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিলেন যে, উহাই সাধারণের কথোপকথনস্থল হইয়া উঠিল। বলিতে কি, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ কর্তৃক ভূয়সী অনুকম্পাসহকারে আচরিত হইলেও, জ্যেষ্ঠের সেই অকৃত্রিম অনুকম্পাচরণ, কুমার কুলপাবনের ঐকান্তিক সস্নেহ ও সদয় ব্যবহারের সমতুল্য বলিতে পারি না।

এরূপ অকৃত্রিম বন্ধুত্বের ফল যেরূপ অসীম বিশ্বাস, এবং কুমার কুলপাবনের সহিত আমার প্রণয়ও যেরূপ অবিচলিত ও অকপট, তাহাতে তিনি সমস্ত মনোভাব, তৎসঙ্গে কথঞ্চিৎ যন্ত্রণাদায়ক তাঁহার একটী লাম্পট্যের বিবরণ, আমার নিকট প্রকাশ করিলেন। মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের অধীনস্থ জনৈক গোপমণ্ডলের দুহিতা, এক পল্লীকুমারীর প্রতি তিনি আসক্ত হইয়াছিলেন। কুমারীর পিতা ধনবান্ ছিলেন এবং কুমারীও স্বয়ং ঈদৃশী রূপবতী, ধীশালিনী ও ধর্ম্মপরায়ণা যে, এই সদ্গুণের মধ্যে তিনি কোন্ গুণে সমধিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা কেহই অবধারণ করিতে পারিতেন না। এই রূপবতী কামিনীর প্রতি কুমার কুলপাবনের আসক্তি এতাদৃশ প্রবল হইয়াছিল যে, কুমারীর ধর্ম্মবুদ্ধিনির্দ্দিষ্ট বাধানিকর নিবারণ করিবার আশয়ে, কুমার কুলপাবন তাঁহার পাণিপীড়ন করিবার অঙ্গীকারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। বুঝিলেন, কুমারীর ধর্ম্মপরুষ অপাপ অন্তর অন্য উপায়ে পরাভূত হইবার নহে।

মিত্রতার উপরোধে আমি তাঁহাকে এবম্বিধ অকুলোচিত এবং অসমকক্ষ পরিণয়-দুরভিলাষ হইতে, প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য, সাধ্যোচিত যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করিলাম। কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইল দেখিয়া, মহারাজ

কীর্ত্তিচন্দ্রের কর্ণগোচর করিব, স্থির করিলাম। কুমার কুলপাবন, কূটবুদ্ধি ও কৌশলময় হওয়াতে, ইহার নিমিত্ত সামান্যরূপে ভীত ও শঙ্কিত হইলেন না। তিনি জানিতেন, আমার ন্যায় বিশ্বস্ত কর্মচারী, এতাদৃশ মানহানিকর বিষয়, ভূস্বামী অথচ প্রতিপালক প্রভুর কর্ণগোচর না করিয়া, কদাপি ক্ষান্ত থাকিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া, প্রত্যক্ষে আমার চিত্ততুষ্টি কিন্তু পরোক্ষে আমাকে প্রতারণা করিবার আশয়েই কহিলেন যে, যে বরণীয় রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া, আমার চিত্তভূমি এককালে বিদ্রাবিত হইয়াছে, এক্ষণে কয়েক মাসের নিমিত্ত স্থানান্তরিত হইতে না পারিলে, সেই দেববাঞ্ছিত রূপচ্ছবি হৃদয়-মুকুর হইতে অপসারিত করিতে পারিব না। আমার পিতা যে নগরে বাস করিতেন, সেই নগর, দ্রুতগামী উত্তমোত্তম অশ্ববিক্রয়ের স্থান বলিয়া, বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এক্ষণে কুমার কুলপাবন, সেই স্থানে আমার সহিত অশ্ব ক্রয় করিতে, গমন করিবেন, স্থির করিলেন। প্রস্তাবের অনুষ্ঠান না হইতে হইতে, আমি হৃদয়নিহিত প্রেমপাবকে বিদগ্ধ হইয়া, উহাই একান্ত যুক্তিযুক্ত ও আশ্রয়ীভূত যাবদীয় উপায় অপেক্ষা সহজ ও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া, স্বীকার করিলাম। বস্তুতঃ, ইহা যদি অপেক্ষাকৃত অসঙ্গত হইত, তাহা হইলেও, আমি ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিতাম না। কারণ জানিতাম, পুনরায় প্রাণাধিকা প্রিয়তমার চন্দ্রানন দর্শনের, ইহাই আমার এক মাত্র অভিলষিত অবসর। এই ভাবিয়া, আমি তদীয় প্রস্তাবে অনুমোদন করিলাম এবং আশংসিত প্রস্তাবনা যাহাতে সত্বরে কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য নিরতিশয় আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করিতে লাগিলাম। তাঁহার নিকট মুক্তকণ্ঠে নির্দ্ধারণ করিয়া বলিলাম, লালসা সমধিক প্রবল থাকিলেও, বিরহের ফল কথঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হইবে। যে সময়ে তিনি আমার সমক্ষে, এই প্রস্তাবের উত্থাপন করিলেন, বোধ হইল, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই, তিনি পতিত্বে ব্রতী হইয়া, গোপকুমারীর রূপসম্পত্তি সম্ভোগ করিয়াছিলেন। মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র তাঁহার এই মানসিক দৌর্ব্বল্যের কথা শুনিয়া, কি করিবেন, কি বলিবেন, শুদ্ধমাত্র এই ভয়ে ভীত হইয়া, স্বকীয় নির্ব্বিঘ্নতার সহিত, দোষস্পর্শশূন্য হইবার, উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতেছেন। অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, অপূর্ণ যৌবনের প্রণয় যেরূপ সামান্য লালসা ভিন্ন কিছুই নহে, এবং প্রমোদ-

মাত্রই যেমন ইহার চরম উদ্দেশ্য হয়, সেইরূপ যাঁহার কাম্য পদার্থের উপভোগে, ইহা বিলুপ্ত হইয়া যায়—স্নেহের স্থায়ী প্রকৃতির কিয়দংশ মাত্রও, ইহাতে না থাকাতে, প্রথমতঃ যাহাকে প্রণয় বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহা বিলীন হইতে থাকে। ফলতঃ মনস্কামনা সিদ্ধি নিবন্ধন, কুমার কুলপাবনের অনুরাগ হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল এবং তিনি যে বিরহকে স্বকীয় ইন্দ্রিয়সংযমনের অনন্য উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহাও, শুদ্ধ মাত্র এক্ষণে, যাহা তাঁহার নিকট সন্তোষকররূপে পরিণত হইতেছে না, তাহারই সামীপ্যপরিত্যাগের নিমিত্ত নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র পুত্রের আবেদনে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং আমাকে তাঁহার সঙ্গী হইতে আদেশ দিলেন। আমরা উভয়েই আমাদিগের আবাসনগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পিতা, কুমারের পদোচিত সৎকার ও সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অব্যবহিত পরেই, আমি প্রিয়তমার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। এককালে অন্তর্হিত না হইলে, অথবা স্তিমিতভাব অবলম্বন না করিলেও, আমার অন্তর্নিহিত প্রেমভাব জীবন্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি ইহা কুমার কুলপাবনের কর্ণগোচর করিলাম।—অশুভক্ষণে, আমি তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধনে সম্মত হইয়াছিলাম—অশুভক্ষণেই, যে কক্ষবাতায়নে দাঁড়াইয়া, আমরা পরস্পর সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতাম, একদা রজনীযোগে সেই বাতায়ন পথে প্রিয়তমাকে কুমারের নয়নগোচর করাইলাম। কুমার সেই রজনীযোগে, বাতায়নপথে, স্তিমিত দীপালোকে, আমার সুখের সরোবর—অমৃতের হ্রদ—শান্তির প্রস্রবণ—প্রগাঢ় জ্ঞানরাশির পূর্ণাধার—প্রিয়তমার সুমোহন রূপচ্ছবি সন্দর্শন করিলেন। একাল মধ্যে যে সমস্ত রূপনিধান রমণীরত্ন নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র, সমস্তই বিস্মৃতির অতলজলে নিমজ্জিত হইল। তিনি এককালে মূকের ন্যায়, নির্ব্বাক হইলেন—জ্বলন্ত পাবকলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায়, বিভ্রান্ত হইলেন—মণিহীন ফণীর ন্যায়, বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সংক্ষেপে বলিতে কি, সেই মুহূর্ত্তেই অগাধ প্রেমসাগরে অবগাহন করিয়া, আমাকে নিয়তির অন্তস্তল স্পর্শ করাইলেন। এক্ষণে,আপনাদিগকে অধিক কি বলিব, এই শোককাহিনীর প্রসঙ্গপর্য্যায়ে তাহা স্বতঃই পরিলক্ষিত হইবে।

যাহা হউক, আমার নিকট প্রচ্ছন্ন, তদীয় ধীরধূমিত প্রেমপাবক অবিলম্বে উদ্দীপ্ত হইল। ইহার কারণ এই যে, প্রিয়তমা যে পত্রে আমাদিগের পরিণয় ব্যাপার পরিসমাপ্তির নিমিত্ত, আমাকে তাঁহার পিতার নিকট, উপরোধ করিতে, লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র তাঁহার নেত্রগোচর হইয়াছিল। বস্তুতঃ উহা এরূপ সহজ, বিনয়পূর্ণ এবং মমতাসম্পন্ন যে, যৎকালে কুমার কুলপাবন উহা আমার নিকট বসিয়া পাঠ করিলেন, তখন স্বমুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিবেচনায়, যে সমস্ত রূপসৌন্দর্য্য, সদ্বুদ্ধি এবং সাধুগুণ, অবলাকুলে প্রসারিত ও বিভাজিত হইয়াছে, একমাত্র তরঙ্গিণীতেই সেই সমস্ত রূপগুণের একত্রসমাবেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। তরঙ্গিণীর গুণকীর্ত্তনের কারণ কতদূর সঙ্গত, যদিও আমি ইহা সুচারুরূপে অবগত ছিলাম, কিন্তু কুমার কুলপাবনের মুখে সর্ব্বক্ষণ এইরূপ সাধুবাদ উদ্গত হইতে দেখিয়া, সাতিশয় অনুতপ্ত হইলাম। সেই সময় হইতেই, আমি তাঁহাকে ভয় ও সন্দেহ করিতে লাগিলাম। কারণ, প্রতিক্ষণেই তিনি তরঙ্গিণীর কথা কহিতেন এবং যত কেন অকালোচিত হউক না, স্বয়ং তদীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। জানি না, ইহাতে কি বিষম ঈর্ষানল আমার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইল। তরঙ্গিণীর বিশ্বাসপরায়ণতাব এবং সাধুভাবের পরিবর্ত্তনভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত হই নাই। কিন্তু কুমারের সেই দুশ্চরিত্ররূপ ঘোর নরকভয়ে সতত ভীত ছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, কিছুতেই আমি আপনাকে তাহার বিরুদ্ধে নিরাপদ রাখিতে পারিব না। আমি প্রিয়তমাকে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলাম এবং তিনিও আমাকে সেই সকলের যে সমস্ত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, সমস্তই দেখিবার জন্য, কুলপাবন আমাকে প্রতিনিয়ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইচ্ছা, সেই সমস্ত দেখিয়া নিরতিশয় হর্ষলাভ করিবেন। .

তরঙ্গিণী, বীর ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক অধ্যয়ন করিতে, অত্যন্ত যত্নশীলা ছিলেন। এই সময়ে একদিন ঘটনাক্রমে, তিনি আমার নিকট 'মগধেশ্বর মহারাজ রমণীমোহনের উপাখ্যান' নামক এক খানি বীরধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ চাহিয়া পাঠাইলেন।—

মহারাজ কান্তিরাম সিংহ বীরধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থের নাম শ্রবণ করিবামাত্র

প্রীতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া কহিলেন'—মহাশয়। আপনার গল্পের প্রারম্ভে, যদি শুদ্ধমাত্র এই কথা বলিতেন যে,'তরঙ্গিণী বীরধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক পাঠ করিতে, অত্যন্ত ইচ্ছুক ছিলেন, ' তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রের মহত্ব দেখাইবার জন্য, আপনাকে আর কথান্তর প্রয়োগ করিতে হইত না। বস্তুতঃ যদি তরঙ্গিণীর এতাদৃশ শান্তিসুখকর অধ্যয়নের নিমিত্ত, স্বাদগ্রাহিতা না থাকিত, তাহা হইলে, আপনি তাঁহার চরিত্রের মহত্ব, যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কদাচ দেখিতে পাইতেন না। যাহা হউক, আমার সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছি, তাঁহার রূপসৌন্দর্য্য, গুণসমবায় এবং সদসদ্বোধসম্পন্নতা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইবে না। যখন শুনিতেছি, তিনি বীর ধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ অধ্যয়নে সমধিক যত্নশীলা, তখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি, এবং অবশ্যই বলিব, পৃথিবী মধ্যে তিনি সমধিক রূপলাবণ্যশালিনী ও সুনীতি-সম্পন্নারমণীরত্ন। তজ্জন্য, মহাশয়! আমার ঐকান্তিকী ইচ্ছা, যখন আপনি তাঁহাকে মগধেশ্বর মহারাজ রমণীমোহনের উপাখ্যান পাঠাইয়া দিবেন,তখন তাহার সহিত, 'কঙ্কণের কাল ভৈরব' নামক গ্রন্থখানিও পাঠাইবেন। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, শ্রদ্ধাস্পদ তরঙ্গিণী, প্রমদ্বরা ও কুণ্ডলিনীর চরিত্রে, গোপবালিকা দারুময়ীর রহস্যে এবং তদীয় প্রবর্দ্ধন, যে অত্যদ্ভুত গীতাবলী, সুমিষ্ট, সুদক্ষ ও স্বাধীনভাবে গান করিয়াছিলেন, তাহাতে, সমধিকতর প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমার নিবাসনগরী পর্য্যন্ত যাইতে পারিলে,সেই সেই গ্রন্থের মধ্যগত দোষ পরিশোধিত ও তাহাদিগের জীর্ণসংস্কার অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। আপনি সেই স্থানে গমন করিলে, আমার আত্মার উন্মেষকর এবং জীবনের মহা-তৃপ্তিসাধক অন্যূন তিন শত গ্রন্থ আপনাকে প্রদান করিতে পারিব। আহা! তাহাই বা এক্ষণে কিরূপে হইবে?—ধন্য, দুরাচার এবং ঈর্ষাকুল ঐন্দ্রজালিক গণের অসদভিপ্রায়! সেই স্তূপাকার গ্রন্থরাশির মধ্যে আমার বলিয়া আর এক খানিও রাখিল না!—প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলাম; মহাশয়! তজ্জনিত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। ভগবান্ মার্ত্তণ্ড দেব, প্রচণ্ড উত্তাপ এবং শীতরশ্মি শশধর, হিমবর্ষণ করিতে, যেমন কদাপি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না, সেইরূপ আমিও দিগ্বিজয় ও বীরব্রতবিষয়ক প্রস্তাব

শুনিয়া, বাধিরহিত হইয়া থাকিতে পারি না। তজ্জন্য, প্রার্থনা করি, অপ-রাধ মার্জ্জনা করুন্ এবং প্রসঙ্গের পুনরারম্ভে প্রবৃত্ত হউন্।—'

যৎকালে মহারাজ কান্তিরাম সিংহ এই সমস্ত কথা কহিতেছিলেন, সেই সময়ে নিশাপতি মস্তক বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করাইয়া রাখিয়া ছিলেন,বোধ হইতে লাগিল, যেন সুগভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। মহারাজ কান্তিরাম সিংহ প্রসঙ্গের পুনরারম্ভের নিমিত্ত, দুইবার উপরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি মস্তকোত্তালন অথবা কোনও কথার উত্তর প্রদান করিলেন না। বহুক্ষণ পরে, গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া কহিলেন'—আর আমার স্মরণ হইতেছে না, অনু-রোধ করিলেও, কেহ আমাকে ইহাতে পুনরায় প্রবৃত্ত করিতে পারিবেন না। যদি কেহ অন্যরূপ বুঝিয়া থাকেন বা বিশ্বাস করেন, তিনি নিশ্চয়ই মূঢ়। কিন্তু সেই দুরাচার নারকী শকবর্দ্ধন, রাজ্ঞী রমাবতীর সহিত এক শয্যায় শয়ান ছিল।"

কান্তিরাম সিংহ মহা কুপিত হইয়া কহিলেন '—এ কথা অলীক এবং এরূপ বলা নিরতিশয় দুরাশয়তা এবং দুষ্পরিহার্য্য দুষ্টতা। রাজ্ঞী রমাবতী, অতীব সম্ভ্রমোচিতা রমণীরত্ন। এরূপ উচ্চপদস্থা রাজবনিতা যে একজন নীচপদস্থ পামরের সহবাস লাভ করিবেন, একপ আরোপবাক্যও নিতান্ত অভদ্রোচিত। এ কথা যিনি বলিবেন, তিনি মূঢ় কাপুরুষের ন্যায় মিথ্যা কহিবেন। তিনি ধরাতলে কি অশ্ব পৃষ্ঠে অবস্থিতি করুন, সজ্জিত অথবা অসজ্জীভূত থাকুন, দিবা বা রজনী যোগেই হউক,তিনি যে ভাবেই সন্তুষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহাকে সেই ভাবেই ইহা সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিব।"

নিশাপতি, মহারাজ কান্তিরাম সিংহের উপর সাভিনিবেশে দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়াছিলেন। এই সময়ে ক্ষিপ্তভাব দেহ মধ্যে আবিষ্ট হওয়াতে, বাক্যনিঃসরণের ক্ষমতাশূন্য হইলেন। মহারাজ কান্তিরাম সিংহ রাজ্ঞী রমাবতীর সম্বন্ধে যতদূর শুনিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহারও আর গল্প শুনিবার ইচ্ছা রহিল না। আশ্চর্য্যের বিষয়, মহারাজ কান্তিরাম সিংহ, রাজ্ঞী রমাবতীর পক্ষসমর্থনে যেরূপ একাগ্রতা প্রকাশ করিলেন, তাহাতে বোধ হইল, রাজ্ঞী রমাবতী যেন তাঁহার বিবাহিতা ভার্য্যা।— সেই দগ্ধ পুস্তকরাশির ক্ষমতা কি প্রবল এবং অপ্রতিহত!—

এই সময়ে নিশাপতি উন্মত্ত হইয়া, বিশেষতঃ আপনাকে মিথ্যাবাদী নীচাশয় এবং নানাবিধ জঘন্য নামে আহূত হইতে শ্রবণ করিয়া, আর অধিকক্ষণ আমোদ লাভ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার সন্নিকটস্থ এক বৃহৎ পাষাণখণ্ড, দুই হস্তে ধারণ করিয়া, মহারাজ কাস্তিরাম সিংহের বক্ষঃ স্থলে এরূপ প্রচণ্ডবেগে নিক্ষেপ করিলেন যে, তাহাতেই তাঁহাকে এককালে বিদারিত দেহে ভূমিশায়ী হইতে হইল। পার্শ্বচর গোলকচন্দ্র প্রভৃকে এইরূপে সৎকৃত হইতে দেখিয়া, বাহুবেষ্টন করিয়া, উন্মত্ত নিশাপতিকে ধারণ করিল। চীরধারী মৃগাবীব, শ্রীমান্ গোলকচন্দ্রকেও কালোচিত অভিবাদন করিতে বাধ্য হইলেন। প্রথম আক্রমণে গোলককে পাদমূলে নিক্ষেপ করিলেন, তৎপরে সর্ব্বান্তঃকরণের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া, পাদনিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন। গোলকের উদ্ধার চেষ্টায় সযত্ন হইয়া, বৃদ্ধও কথঞ্চিৎ অল্প পরিমাণে গোলকের সুখের অধিকারী হইল। ফলতঃ ক্ষিপ্ত নিশাপতি স্বকীয় প্রচণ্ড ক্রোধ, সকলের উপর প্রচুররূপে বর্ষণ করিয়া, উহাদিগকে ত্যাগ করতঃ পার্ব্বতীয় দুর্গম গহনে প্রস্থান করিলেন। গোলক আপনাকে এইরূপ পরুষভাবে এবং অন্যাপেক্ষা ঈদৃশ অনুপযুক্তরূপে অবমর্দ্দিত হইতে দেখিয়া, কিয়ৎপরিমাণে ক্রোধাবক্ত হইল এবং জিঘাংসাসাধনের নিমিত্ত, পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের অভিমুখে ধাবিত হইল। নিশাপতি এইরূপ ক্ষিপ্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ, গোলককে সাবধান করেন নাই বলিয়া, সমস্ত দোষই বৃদ্ধের উপর ন্যস্ত করিল। কহিল, যদি বৃদ্ধ পূর্ব্বসূত্রে ঘূণাক্ষরেও এই কথা জানাইয়া রাখিত, তাহা হইলে, অন্যান্য ব্যক্তিগণ গোলকের রক্ষার্থে সাবধান হইতে পারিত। বৃদ্ধ রাখাল, অনতিপূর্ব্বেই নিশাপতির ক্ষিপ্তভাব সকলের নিকট স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিল, এবং সেই কথায় যদি কেহ কর্ণপাত না করে, তাহা হইলে সেই দোষ তাহার হইতে পারে না বলিয়া, স্বকীয় দোষ ক্ষালন করিল। পুনর্বার গোলক উত্তর করিল, বৃদ্ধও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। ক্রমশঃ বাগ্‌-যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর পরস্পরের শ্মশ্রু ধরিয়া, এরূপ ভাবে মিষ্টালাপ করিতে লাগিল যে, যদি সেই সময়ে মহারাজ কাস্তিরাম সিংহ উহাদিগের মধ্যবর্ত্তী না হইতেন, তাহা হইলে, উভয়েই উভয়ের বিনাশের কারণ হইয়া উঠিত।

মহাবীর গোলকচাঁদ তখন পর্য্যন্তও বৃদ্ধকে সবলে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং বীরেন্দ্র মহারাজ কান্তিরাম সিংহকে অগ্রবর্ত্তী হইতে দেখিয়া কহিল, '—আগুণ থেগো মহাবীর দাদা।—মুই একাই থাকি—তোমার আসতি হবে না।—এ সুমুন্দি মোর মোত ছোটো নোক—দিগ্বীজ বীর নয়। হাতাহাতি কর এ সুমুন্দিরি মুই ভূঁইগাডা কত্তি পার্ব্বো।—'

কা। সত্য, কিন্তু,গোলক আমি যতদূর জানি, তাহাতে এই ব্যক্তির কোনও দোষ দেখিতে পাইতেছি না।—"

শুনিয়া গোলক শান্ত হইল। বৃদ্ধও নিষ্কৃতি লাভ করিল। কান্তিরাম বৃদ্ধকে সুস্থ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, পুনরায় নিশাপতির সন্ধান পাওয়া যাইবে কিনা। মহারাজ কান্তিরাম সিংহ, নিশাপতির জীবনীর শেষভাগ শুনিবার জন্য, সাতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ, পূর্ব্বের ন্যায় কহিল, তাহার থাকিবার স্থান কেহই অবগত নহে। তবে যদি মহারাজ কিয়দ্দিন তথায় প্রতীক্ষা করেন, তাহা হইলে, সহজ অথবা নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

পার্ব্বতীয় প্রদেশে অমিতসাহস মলযেশ্বর মহারাজ কান্তিরাম সিংহের যে অদ্ভুত মহাকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং কিরূপে মহারাজ, মহাবীর বিরাগবঞ্জনের শুদ্ধিসাধনের অনুকরণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের বিবরণ।

মহারাজ কান্তিরাম সিংহ, বৃদ্ধ রাখালের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং স্বয়ং ঘোটকারোহী আরোহণ করিয়া, পার্শ্বচর গোলকচাঁদকে অনুসরণ করিতে, আদেশ করিলেন। গোলক, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক প্রভুর আদেশের অনুবর্ত্তী হইল। পর্ব্বতশ্রেণীর নিতান্ত দুর্গম অংশ লক্ষ্য করিয়া, উভয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে গোলক, প্রভুর সহিত কথা কহিতে না পাইয়া, মৃতপ্রায় হইয়াছিল এবং এরূপ কেশানুভব করিতেছিল যে, সেই সময়ে প্রভু প্রথমে কথারম্ভ করিলে, গোলক হস্তে স্বর্গ প্রাপ্ত

হয়, প্রভুর অনুমতিলঙ্ঘনের নিমিত্তেও মহাপাপে পাপী হইতে হয় না। যাহা-হউক,গোলক আর নীরব থাকিতে পারিল না। প্রভুকে ডাকিয়া মিষ্টসম্ভাষণে কহিল, '—দাদাঠাকুর!—মোর আতাভায় য়্যাকবার তোমার পা দুখানা তুলে—মোরে এট্টু আশিব্বাদ কর—আর মোরে একেনথে ছেড়ে দ্যাও। —মোর মাগ ছেলেগুনো মুই অনেক দিনপজ্জন্ত দেকিনি—মোর পরাণডা ক্যামন ক্যামন কত্তি নেগেচে।—গুম্‌রে গুম্‌রে মরে গ্যালাম।—এই পাহাড় জঙ্গলে রাদ্দিন বেড়াবো—য়্যাট্টা কতা কতি পার্ব্বো না—এতে মোর প্যাটে শুম্মো জম্মাবার যোগাড় হয়েচে।—ব্যামোন সেকালে—পাকী—পাকাল জীব জন্তুগুনো কতা কত্তি পাত্তো—য়্যাকনো যদি মোর ভাগ্যি তাই হতো—তা হলি বড়ডি ভাল হতো।—হাঁপ ছেড়ে বাঁচতি পাত্তাম।—মুই তা হলি মনের সাদে—মোর গাদাভার সাতে—দুটো মনের কতা কতাম—মোর এই পোড়া কপালের কতাগুনো ভুলে যাতাম।—সাবা জনমডা কেবল বীরকম্মো খুঁজদি খুঁজদি—কেটে গেলো।—নাতি ঝাটা, কীল চাপড়, কম্বলের আচাড় —আর কিণ্ডর পাতর খাওয়া বই—কপালে আর কোনো সুকই জুট্‌লো না। —এর ওপর আবার—বোবার মোতোন মুক সিঁয়ে বসে থাক্‌তি হবে—মনের কতা য়্যাট্টা খুল্‌তি পার্ব্বো না।—এর চাতি শক্তিকাজ আর কি আছে?—এডা কি সত্তি পারা যায়?—"

"—গোলক। আমি তোমার কথার মর্ম্ম বুঝিয়াছি। তোমার জিহ্বার শৃঙ্খল খুলিয়া দিতেছি না বলিয়া, তুমি অত্যন্ত অধীর হইয়াছ। মনে কর, আমি এক্ষণে সেই শৃঙ্খল মোচন করিলাম এবং তোমাকে ইচ্ছামত কথা কহিতে অনুমতি দিলাম। কিন্তু উহা এই নিয়মের অধীন রহিল যে, যতদিন আমরা এই পার্ব্বতীয় প্রদেশ পর্য্যটন করিব, ততদিন তোমার কথা কহিবার ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু এই স্থান পরিত্যাগ করিলেই, পুনর্ব্বার তোমার জিহ্বাকে শৃঙ্খলিত করিতে হইবে।—"

"—ভা—আ—ল,তেবু বাঁচলাম—আজকাল তো দুটো কতা কয়ে বাঁচি। —তার পর যা হবে—তা সেই ভগাই বোজবে—মোর তাতে কলা।—তবে য়্যাকোন তোমার কতার দই দিরি—তোমারে জিগ্‌গেস করি—বলি—সেই রুমোবতী—না, তার নামডা কি বলিলে—সেই রাণডের জন্নি—তুমি য়্যাতো

গরম হলে কেন?—মার সেই শাগ—(গোলক স্মরণ করিতে না পারিয়া,—শকবর্দ্ধনের স্থলে শাগ বলিয়াছে) তার উপোপতি কি না—তাই বা দ্যাক্‌বার তোমার দবকার কি?—বদি ত্যাকোন তুমি তা না কত্তে—মার তুমিও তো তার বিচের কত্তা নও—তা হলি মোর বেশ ঠাওর হচ্চে—পাগলডা গপ্পিখানা বলে ফেল্‌তো।—তোমারে তা হলি—সেই পাত্তর খানার ঘা—আর এই আদপণ—নাতি কীল খাতি হতো না।—"

"—বিশ্বস্তসূত্রে বলিতে কি, গোলক, যদি তুমি আমার ন্যায় জানিতে যে, রাজ্ঞী রমাবতী কতদূর মাননীয়া ও গুণশালিনী, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি অবশ্যই স্বীকার করিতে যে, যে পামরের মুখ হইতে তাদৃশ দুর্নামপরম্পরা উদ্গত হইয়াছে, তাহার সেই নরকোপম বদনমণ্ডল এককালে চূর্ণীকৃত না করিয়া, আমি বিলক্ষণ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছি। বস্তুতঃ, একজন নীচাশয় ক্ষৌরকার, রাজ্ঞী রমাবতীর উপপতি ছিল, এরূপ বলা, কি, ইহা একবারের নিমিত্তেও চিন্তা করা, মহাপাপ। এই গল্পের প্রকৃত সত্য এইমাত্র যে, ক্ষিপ্ত যাহার নামোল্লেখ করিয়াছে, সেই মতিমান্, শকবর্দ্ধন, বিচক্ষণ ও প্রগাঢ় বিবেকসম্পন্ন এবং রাজ্ঞীর অধ্যাপক ও চিকিৎসক রূপে নিয়োজিত ছিলেন। নতুবা, রাজ্ঞী তাঁহার উপপত্নী ছিলেন, এরূপ অনুমান করা মূঢ়তা এবং সেইরূপ অনুমানকারী লোকগণ কঠিন দণ্ডের সম্পূর্ণ উপযোগী। নিশাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহার অলীকতা সপ্রমাণ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই, শুদ্ধমাত্র এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যৎকালে তিনি এই কথা মুখ হইতে বাহির করেন, তখন তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না।—অজ্ঞানাবস্থায় কে কি না বলিয়া থাকে?—'

"—মুইও তাই বলি দাদাঠাকুর।—আর তাতি বল্‌চি—তানার কতা ধত্তি নেই।—ধম্মো—রক্ষে—করেচেন—তাই রক্ষে—নলি বল দিকি—দাদাঠাকুর! —পাত্তর খানা তোমার বুকি না পড়ে—যদি তোমার মাতায় পড়্‌তো—তা হলি তোমার দশাডা কি হতো?—বিদেতা যারে গোলে ফেলেচেন—তার গোল কি মিটুতি যাতি আছে?—নিশেপতির আর কি হতো?—পাগল বলিই তারে নোকে উড়িয়ে দিতো।—'

"—ক্ষিপ্ত অক্ষিপ্ত সকলেরই বিরুদ্ধে স্ত্রীজাতির সম্ভ্রম রক্ষা করা, বীরধর্ম-

দীক্ষিত বীরমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ গুণশালিনী রাজ্ঞীর ত কথাই নাই, বিশেষতঃ ইহাঁর উন্নত গুণ সকলের জন্য ইহাঁর উপর আমার ঐকান্তিক স্নেহ জন্মিয়াছে। ইনি এক নিরুপম রূপবতী, তাহাতে আবার প্রগাঢ় জ্ঞানবতী এবং বহুবিধ দুঃখক্লেশে অপরিসীম ধৈর্য্যশালিনী। মতিমান্ শকবর্দ্ধনের মন্ত্রণা উপদেশ এবং সাহচর্য্য তাঁহার পরম হিতকর এবং অতীব সন্তোষের কারণ। এই মহাত্মার উপদেশ ও শিক্ষাবলেই ইনি বিচক্ষণতা ও সহিষ্ণুতাসহকারে সমস্ত দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিয়াছেন। ইহা হইতেই মূঢ় এবং দুষ্টাভিসন্ধি ইতরজনেরা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যে, মতিমান্ শকবর্দ্ধন রাজ্ঞী রমাবতীর উপপতি। তজ্জন্য পুনর্ব্বার বলিতেছি যিনি এই কথা বলিয়া থাকেন বা ক্ষণমাত্র চিন্তা করিবেন, তিনি মিথ্যা কহিতেছেন এবং বিশতবার আরও মিথ্যা কহিবেন।—'

"মুই বলিউনি—ঘ্যানধারা—ভাব্‌বোও না।—যারা মিচেবলেচে—তারাই মিচে কতা চিরকাল বলুক্।—বলুক্—তারা জম্মো জম্মো বসুক্।—তারা দুষী—কি অদুষী—তা তারাই গে—সেই ভগমানের কাছে জবাব দেবে।—মুই খামার থে বেরিয়িচি—খামারের খবরই বলতি পারি।—পরের খবর নে থাক্‌বার—মোর দরকার কি?—"

যে কেনবে মিচে বলবে
ন্যাববে মিচে টাকার থলেয়।——এছাড়া—
" বড়ি নেবো না, বড়ি দেবো না
নেংটা এইচি, নেংটো যাবো—
পরের মাথায়, প্যাটের জ্বালায়
পরাণ কাঁদানোয় কলা দ্যাকাবো।—'

যদি পরে দুষী হয়—তাতে মোর কি?—
(ভাব) —— প'রে ঘি কুপোয় কুপোয়
পায় না শেষে এক বড়া
(কে পারে)——যদি ভগা না এট্‌কে রাবে
বাতাসেরে দিয়ে বেড়া?

"—অহো বিধাতঃ! রক্ষা করুন্! উঃ, কি মূর্খতার বচনমালা!

গোলক। এই সমস্ত প্রবাদবাক্য প্রয়োগের কি প্রয়োজন হইতেছে? প্রার্থনা করি, ক্ষান্ত হও। এখন হইতে তোমার গর্দ্দভের প্রতি মনোনিবেশ কর। যাহার সহিত তোমার কোন সংস্রব নাই, তাহার মধ্যবর্ত্তী থাকিও না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের যথাযথ চালনা করিয়া বুঝিও, আমি যাহা করিয়াছি, করিতেছি এবং করিব, সমস্তই অতীব যুক্তিযুক্ত এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে বীরধর্ম্মের নিয়মপদ্ধতির অনুমোদিত। এই ধরাধামে যে যে মহাবীর, অপাপবিদ্ধ বীরধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা, এই ধর্ম্মাশ্রমের নিয়মমালা উৎকৃষ্টরূপে অবগত হইয়াছি।"

"—দাদাঠাকুর।—এই পাহাড়গুনোর ভেতর—যাতে না আছে এট্টা রাস্তা—না আছে য়্যাট্টা পথ—তাতি য়্যাট্টা পাগলের খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো—বুজি, বীরধম্মের ভাল নেম?—সেডার খোঁজ পেলিউ—হবে কি?—হবে—যেটুকু বাঁকী আছে—সেই টুকু।—গপ্পিডের যে শেষখানা —ভাবৃবা—তা নয়।——তোমার মাতা—আর মোর পাঁজড়াগুনো ভাঙ্গা।—"

"—পুনরায় বলিতেছি, গোলক। ক্ষান্ত হও। জানিও, গোলক। শুদ্ধ-মাত্র সেই উন্মত্ত নিশাপতির অনুসন্ধান ইচ্ছাতেই এই সকল স্থান পরিভ্রমণ করিতেছি না, এই সকল স্থানে এমন অত্যদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিতে পারিব যে, তাহাতে আমার অনন্ত যশ এবং অক্ষয় কীর্ত্তি ধরাধামে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে এবং সেই সমস্ত বীরকার্য্যের দ্বারা বীরাগ্রগণ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব। শুদ্ধ, এই মানসেই গোলক। এই স্থানে আগমন করিয়াছি।—"

"সেগুনো তবে কি বড় ঝ্যাঁসাতে বীরকম্মো?"

"না, তাহা নহে; তবে যদি আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে ভিন্নরূপ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে জানিও, তাহা তোমার মতিস্থিরতার উপর নির্ভর করিতেছে।"

"মোর মতিস্থির—দাদাঠাকুর?—"

"হাঁ, তোমারই। আমি যে স্থান হইতে তোমাকে বাটী পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছি, তাহা যদি এই স্থান হইতে, সত্বরই সাধিত হয়, তাহা হইলে,

আমার যন্ত্রণার অবসান হয় এবং অনতিবিলম্বেই আমার গৌরবসূর্য্য সমুদিত হইয়া উঠে। গোলক। আমি তোমাকে জানাইয়া রাখিতেছি এবং বোধ হয়, তুমি আমার এই বাক্যের যাথার্থ্য স্বীকারেও সন্দিহান্ হইবে না যে, মগধেশ্বর মহারাজ রমণীমোহন, বীরব্রতদীক্ষিত বীরগণের মধ্যে, একজন অতিশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ ছিলেন। অতিশ্রেষ্ঠ, কি বলিতেছি, তিনি অনন্যপ্রধান এবং অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন, এই কথা বলাই আমার অধিক সুসঙ্গত এবং শুদ্ধবুদ্ধির অনুমোদিত। সংক্ষেপে বলিতে কি, তিনি তাঁহার সমকালবর্ত্তী মহাবীরগণের মধ্যে, অজাতপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজসিংহ। মহারাজ প্রবীর প্রভৃতি যে সমস্ত মহাবীর, বীরেন্দ্র রমণীমোহনের সমকক্ষ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কথা অগ্রাহ্য। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, উহাঁরা মহাভ্রমজালে নিপতিত। অধিক কি বলিব, কোন চিত্রকর, স্বকীয় বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া, যদি সমধিক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, সেই ব্যক্তি, পূর্ব্ববর্ত্তী সুনিপুণ চিত্রকরগণের অত্যুৎকৃষ্ট আলেখ্যপটসকলের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াই, তাদৃশী প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে। দেশের শিরোভূষণ শিল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই জন্য বলিতেছি, যদি কেহ পিতৃভক্তি, সত্যনিষ্ঠা ও সুশীলতার নিমিত্ত বিখ্যাত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে দাশরথি শ্রীরামচন্দ্রের স্বভাব অনুকরণ করুন্; যদি কেহ ধর্ম্মপরায়ণতা, সর্ব্বতত্ত্বদর্শিতা এবং অলোকসম্ভব সাধুতার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে পাণ্ডবপ্রধান মতিমান্ যুধিষ্ঠিরের চরিত্র অবলোকন করুন্, যদি কেহ জ্ঞান ও তিতিক্ষার নিমিত্ত মানবসমাজে লব্ধযশা হইতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে পাশ্চাত্য কবিগুরু হোমর বর্ণিত মহারথ ইউলিসিসের জীবনবৃত্ত সন্দর্শন করুন্; যদি কেহ অলৌকিক পিতৃভক্তি, অসাধারণ সাহস এবং অসীম রণদক্ষতা একাধারে প্রকটিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্রঅঙ্কিত মহামুভবইনিয়সের চারুচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করুন। প্রগাঢ় ধীশক্তিসম্পন্ন এই মহাকবিগণ-প্রতিফলিত চরিত্রনিচয়, সেই সেই চারিত্রগত প্রকৃতির মধুর উচ্ছ্বাস মাত্র নহে, সেই সমস্ত, উত্তরকালে ভাবিবংশ পরম্পরার যাহা অপরূপ আদর্শ স্বরূপ

হইতে পারিবে, এইরূপ মহান্ গুণনিচয়ের অলোকসামান্য সমাবেশও প্রতিরূপ। মহারাজ রমণীমোহনও সেইরূপ অনুরাগপরতন্ত্র এবং অমিত-সাহস দীক্ষিত বীরগণের নিষ্কলঙ্ক সূর্য্যস্বরূপ, অরুণসভায় শুক্রমণ্ডলস্বরূপ এবং অখিল বীরব্রতের কেন্দ্রভূমিস্বরূপ ছিলেন। যাঁহারা বীরধর্ম্ম এবং রতিনাথ মদনদেবের কেতুবশ হইয়া, অবীরধর্ম্মের বিপক্ষে বাহুবিস্তার করিয়াছেন, ইহাঁকে অনুকরণ ও ইহাঁর অনুসরণই তাঁহাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। বয়স্য গোলক! এই নিমিত্তই যে মহাবীর, এই বীরপুঙ্গবের অনুকরণে মনঃপ্রাণ নিয়োজন করিয়া থাকেন, তিনিই বীরধর্ম্মাশ্রমে থাকিয়া, যশঃসূর্য্যের অন্তিমসীমা সন্দর্শন করিতে পারেন। মহারাজ রমণীমোহন, যোষিদ্বরা মদালসার ঘৃণায় ব্যথিতহৃদয় হইয়া, বীর নাম পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক, তদীয় স্বেচ্ছাবলম্বিতজীবনের উপযোগী ও প্রকৃত অর্থবোধক, 'বিরাগবঞ্জন' নাম, পরিগ্রহ করিয়া, যে সময়ে তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, অসীম গুণ পরম্পরা, অপ্রমেয় সাহস, অনুপম সহিষ্ণুতা প্রগাঢ় তন্ময়তা এবং অপার্থিব প্রেমভাব, স্বকীয় গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত, বন্ধুর শৈলশিখরে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে, তাঁহার বৈরাগ্যাবস্থা ছিল। দৈত্যগণের বিধ্বংসীকরণ, নাগকুলের শিরশ্ছেদন, ভূতযোনিনিষূদন, বিপক্ষপক্ষ ক্ষয়করণ, রণতরিসমস্তের ভেদসাধন এবং মায়া-পনোদন অপেক্ষা, এই অবস্থাতে এই সময়ে তাঁহার অনুকরণ আমার পক্ষে সমধিক সুখসাধ্য। এই স্থানও পূর্ব্বোক্ত অভীষ্টসাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী। বিনায়াসে এরূপ অভিমত স্থান পাইয়া, আমি কখনই সেই অবসর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।"

"—দাদা ঠাকুর!—এই দুরন্তরে এসে—এ কি রকম কাণ্ড কত্তি চাচ্ছো বল দিকি?—"

"—গোলক! তোমাকে কি বলি নাই যে, এই স্থানে নিরাশ, উদ্ভ্রান্ত এবং প্রেমোন্মত্ত প্রণয়িজনের কার্য্য দেখাইয়া, মহারাজ রমণীমোহনের শুদ্ধিসাধনের অনুকরণ করিব। ইহার সহিত মহারাজ প্রবীরের দৃষ্টান্তেরও অনুসরণ করিব। যৎকালে মহারাজ প্রবীর, নির্ঝরিণী পার্শ্বে, দন্তশেখর সহিত সুহাসিনী সুরতবালার প্রেমাসক্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই

সর্ম্বন্ধে তিনি যেমন ধাবন, বৃংক্ষাৎপাটন, রজতসলিলা নির্ঝরিণীকুলের স্বচ্ছ সলিলে প্রবল তরঙ্গোত্তোলন, পশুজীবিগোপালগণের প্রধসাধন, পশুপাল নিহনন, কুটীর দহন, অপূর্ব্ব সৌধমালা চূর্ণীকরণ, প্রান্তর মধ্যে ঘোটকীগণের আকর্ষণ এবং ইতিহাসে সংগ্রথিতব্য বহুবিধ অসাধারণ কার্য্য করিয়াছিলেন, আমিও আজি তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্র ত্যক ক্ষণে, প্রত্যেক কিন্তু কার্য্যে, প্রতি বাক্যে এবং প্রতি চিন্তাতে জাতকর্ম্মা, প্রবীণ অথবা অভ্রাংশক্র ক (এই তিন নমেই মহারাজ প্রবীর সুপ্রতিষ্ঠিত) অনুকরণ কর, যদও আমার সম্পূ। মনোগত নহে, তথাপি তাঁহার সেই সেই কার্য্যের মধ্যে, যে সমস্ত অত্যাবশ্যক বলিয়া আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, আমি সেই সমস্তের যথাস্থান সাবসংঙ্কলনে সাধ্যোচিত চেষ্টা পাইব। অথবা মহারাজ রমণীমোহন, যেমন অত্যাচারমূলক কোন অলৌকিক কাণ্ড না করিয়া, জলবিসর্জ্জন এবং বিলাপ পরিতাপ করিয়াই, অন্যান্য বীরগণের ন্যায় যশোলাভ করিয়াছেন, আমিও তাহাই করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।—"

"—আর আর বীরদিগের কথা বলে—দাদা ঠাকুর।—ওঁ মোর ঠাওর হয়—তানারা হয় কোন বকমে ঘ খেয়েই—সে বকম ক'রে থাকপেন।—না হয় আর কোনো কারোণ থ কৃতি পাকে – কিন্তু তোমার তো' তা কিছু দেকৃতি পাচ্ছিনে?—বল দিকি কোন কেরে লোকটা তোমারে ঘা ক্কলে?—কি তুমি ম্যামোন কি চিন্তিত হেলে—যে তোমার রাণী কমলমালিনী—কোনো মগ মোগলের সাতে—আসনাই করে বোসে আছে?—"

"—ঐ কথাতেই ত কথা রহিয়াছে গোলক।—উহাতেই আমার অভিপ্রায়ের বিশেষতা বিদ্যমান। যে বীরধর্ম্মদীক্ষিত মহাবীর কারণ সত্ত্বে, উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করেন, তিনি প্রকৃত ধন্যবাদের পাত্র নহেন, আর যে মহাত্মা প্রকৃত কারণ না থাকিলেও, তাদৃশ ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রকৃত ধন্যবাদের পাত্র। নির্দ্দোষ অবস্থায় যদি আমি ইহা করিয়া রাখি, তাহা হইলে আমার মহিষী এই সময় হইতে বুঝিতে থাকিবেন যে, দোষাশ্রিতা হইলে, আমি তাঁহার নিমিত্ত কি কঠোর কার্য্য সম্পাদন করিব। এতাবৎ, চিরযৌবনী মধুপুরনিবাসিনী মহারাজ্ঞী কমলমালিনীর সুদীর্ঘ বিচ্ছেদে, আমি অগাধ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। গোলক!

তুমি ত পরিব্রাজক জ্যোতিশ্চন্দ্রের মুখে স্বকর্ণে শুনিয়াছ যে, "ড'র, ভাবে, দুর্ঘটনে বিরহী সদাই।" বরঞ্চ গোলক। তজ্জন্য বলিতেছি, এই অসামান্য, এই দুর্ধাবত এবং এই অমনতুল্য অনুকরণ হইতে অবসৃত হইতে আমাকে পরামর্শ প্রদান করিও না। আমি ক্ষিপ্ত এবং তোমার দ্বারা রাজ্ঞী কমলমালিনীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছি, যত দিন তুমি সেই পত্র খানির প্রত্যুত্তর লইয়া, প্রত্যাবৃত্ত না হইবে, তত দিন এইরূপ ক্ষিপ্তই রহিব। যদি মহিষীর প্রত্যুত্তর, আমার বিশ্বাসের অনুরূপ হয়, তাহা হইলে আমার এই ক্ষিপ্তভাব ও শুদ্ধিসাধনবিধি পরিসমাপ্ত হইবে, কিন্তু যদি বিরুদ্ধাচরণ দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষিপ্ত হইব এবং ক্ষিপ্ত হইয়া, সমস্ত বিষয়েই জ্ঞানশূন্য থাকিব। ফলতঃ রাজ্ঞী কমলমালিনী, যে ভাবে উত্তর প্রদান করুন না কেন, তুমি আমাকে যে অবস্থায় এইস্থানে রাখিয়া যাইতেছ, সেই উত্তরে আমি সেই অবস্থাগত দুঃখক্লেশ হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। যদি সেই উত্তর মনোগত হয়, তাহা হইলে পত্ররূপ অমৃতহ্রদের সুধাপান করিয়া, পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিব। অন্যরূপ হইলে, ক্ষিপ্ত হইয়া আমার এই পরম দুর্ভাগ্যের কথা সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ থাকিব।"

"—কিন্তু গোলক! বল দেখি, তুমি বৃহন্নলার রাজমুকুটের নিমিত্ত কোন আয়াস স্বীকার করিয়াছ কি না? আমি দেখিয়াছিলাম, যখন সেই কুৎস্থানের, ইহাকে চূর্ণ করিবার বৃথা চেষ্টা করিল, ইহার গুণের উৎকর্ষ্য প্রতিপাদন করিয়াছিল, তখন তুমি ইহা ভূমিতল হইতে উঠাইয়া লইয়াছিলে।—"

ইহাতে গোলক কহিল, দই ধর্মের দাদাঠাকুর!—তোমার এই রকম কতা গুনো কিছুতি মতি পাবা যায় না।—সে গুনো নেলি বেশ বোজা যায়—তোমাদের বীর ধম্ম—রাজ্জি কাজ্জি জয় করা—দাপির রাজা কর—তোমাদের বীরধ ম্বর পেরথামোতো দনা করা—আর হুমরো চুমরো কাজ করা—এ সবই ধাঁধি।—ও গুনো তোমাদের ডিঙিরে ডাগর হওয়া বই আর কিছু না।—ম্যাটি। নাপিতির ক্ষান্ত খোলা বগনো কি না হলো—বেরন্‌দার বাজ মুকুট।—আর এই ভূশডো আজ চার দিন ধরে—তোমারে বোজাতি নেগিচি—তবু

দ্যা বোজাতি পাল্লাম না।—এ'ত কেডা না বলো দিকি—তোমারে মাতাপাগ্‌লা বল্‌বে?—ঐ দ্যাকো সেই বগ্‌নো খানা কুচি মুচি হবে ভেঙে—ঐ থলের প'ড়ে রয়েছে।—মোর মাতায় হাত দে মুই দিব্বি কত্তি পারি—আজ হক্‌ কি দু দিন পরেই হক্‌—মোর নাগ ছেলের কাছে যদি মুই আবার ফিরে যাতি পারি—তা হলি ও খানারে ভাল করে সাবাবো—নলি এই অবুদি।—"

"—আমিও ঐ শপথ অবলম্বন করিয়া বলিতেছি, ধরণীমণ্ডলে কোন পার্শ্বচরেরই তোমার ন্যায় অসারমস্তক নাই, কোন কালেই ছিলও না। ভাল, তুমি এত দিন আমার সহিত ভ্রমণ করিলে, এই সমস্ত সময়ের মধ্যে তুমি যে ইহা এক দিনও চিন্তা কর নাই যে, দিগ্বিজয়ী বীরগণের সমুদয় কার্য্যই কল্পনা, মূঢ়তা এবং অতি বাতুলতাজড়িত ইহা কি সম্ভব? অবশ্যই করিয়াছ, কিন্তু তোমরা যাহাই ভাব, বীরকার্য্য সকল প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। ইন্দ্রজালিকগণ, আমাদিগের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহারাই আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে অথবা আমাদিগের বিনাশ সংকল্পে, তাহাদিগের ইচ্ছানুসারে আমাদিগের সমস্ত কার্য্য গোপন অথবা রূপান্তরিত করিয়া দেয়। এই জন্য, আজি তোমার নিকট যাহা ক্ষৌরপাত্র বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তাহাই আমার নিকট বৃহন্নলার রাজ মুকুট রূপে প্রতীয়মান, অপরের নিকটে আবার অন্যরূপে পরিদৃষ্ট হইবে। বয়স্য গোলক। এই বৃহন্নলার রাজমুকুটকে অন্যের নিকট ক্ষৌরপাত্র-রূপে প্রদর্শন করা, ইন্দ্রজালবিৎ মহাত্মার অদ্ভুত পূর্ব্বমীমাংসা, কেন না, এইরূপে ইহার প্রতীতি না জন্মাইলে, ইহার উচ্চ মূল্য দেখিয়া পৃথিবীস্থ যাবদীয় ব্যক্তি লোভবশ হইয়া, আমাকে উৎপীড়ন করিতে পারিত। কিন্তু ইহাকে ক্ষৌরপাত্র বলিয়া বুঝাইতে পারিলে, কেহই ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে চাহিবে না। সেই কাপুরুষ, যখন এই মুকুটখানি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়া, ইহাকে সবেগে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখনই আমার এই বাক্যের সার্থকতা বোধগম্য হইয়াছে। সেই নরাধম, যদি ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে কদাচ ইহাকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিত না। যাহা হউক, ভাই গোলক। ইহাকে সাবধান করিয়া রাখিও। এক্ষণে, যদি আমি মহারাজ রমণীমোহনের শুদ্ধিসাধনের অনুকরণ না করিয়া,

মহাপাপ প্রবীণের কার্য্য অনুকরণ করি, তাহা হইলে এই স্থানে আমার অস্ত্রাদি ও বর্ম্ম পরিত্যাগ এবং ভূমিষ্ঠকালীন যেরূপ উলঙ্গ হইয়া আসিয়াছি, এক্ষণেও সেইরূপ উলঙ্গবেশ ধারণ করিতে হইবে।”

এইরূপ কথা প্রসঙ্গে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে এক উন্নত মহীধরের পাদমূলে আসিয়া উপনীত হইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী শৈলনিচয় হইতে এই মহীধর অপেক্ষাকৃত পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত। দেখিলেই বোধ হয় যেন, অন্যান্য গিরিরাজি হইতে ইহাকে ক্ষোদিত করিয়া সংগঠন করা হইয়াছে। ইহার তলভাগে এক অবেগগামিনী গিরিনদী, দূর প্রসারিত পাদপনিচয়, নবীন গুল্মরাজি এবং বিচিত্র বর্ণের বন্যকুসুম পরিপূরিত শাদ্বলভূমি বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অনন্তর মহাবীর, শুদ্ধিসাধন সমাপ্তির নিমিত্ত, এই স্থানই নির্ব্বাচন করিলেন। বীরবর স্থানমাহাত্ম্য অনুধ্যান করিতে করিতে উন্নত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—

“হে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু বরুণ প্রভৃতি স্বর্গীয় দেবগণ! আপনারা আমাকে যে দুর্ভাগ্যজড়িত করিয়া রাখিয়াছেন, আমি সেই দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত জলন্ত বিষাদরাশি পরিবর্জ্জন করিবার মানসে, এই স্থান নির্ব্বাচন ও স্থির করিলাম। এই স্থানেই আমার প্রতপ্ত অশ্রুমালা, এই কাচস্বচ্ছ গিরিনদীর স্রোত বর্দ্ধিত করিবে এবং মর্ম্মভেদী যাতনার নিদর্শন এবং প্রমাণভূত বিশাল নিশ্বাস সকল, এই স্থানে অবিরল এবং গম্ভীরভাবে উদ্গত হইয়া এই সমুচ্চ তরুরাজির পত্রাবলী অবিরত সঞ্চালন করিবে।—হে বননিবাসিত দেবগণ! আপনারা যে কেহ হউন, সুদীর্ঘ বিরহ ও কঠোর ঈর্ষায় বিলাপ ও পরিতাপ করিবার জন্য, এবং মানব সৌন্দর্য্যের অত্যুগরিমা, চারুতার পূর্ণচন্দ্রিমা, অকৃতজ্ঞপ্রাণ যুবতীর নিষ্ঠুরতার অনুযোগ করিবার নিমিত্ত, যাহাকে এই বন্ধুর পর্ব্বতভূমিতে বিতাড়িত করিয়াছে, সেই অসুখোচিত প্রণয়িজনের বিলাপ বিষাদে কর্ণপাত করুন্!—হে বনাধিষ্ঠাত্রি দেবিগণ! —যাঁহারা চঞ্চল বুদ্ধি এবং দুরাচার নবছাগকুল কর্ত্তৃক সুরতক্রীড়ায় আহূত হইলে, মনোমোহনকর বিশ্রাম সুখের বিঘ্নাশঙ্কায় এই পর্ব্বত নিকুঞ্জের তমোময় গূঢ়তম প্রদেশে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও বলিতেছি— আপনারাও আমার এই দুরাসদ ভাগ্যের নিমিত্ত বিলাপ করিবার সময়

সাহায্য প্রদান করিবেন।—গভীর অন্ধতামসের একমাত্র উজ্জ্বল দীপালোক, মদীয় অখিল নির্যাতনের জীবন্ত গন্ধভূমি, এই অটনাশ্রমের অনন্য গ্রু নক্ষত্র এবং আমার ভাগ্যজগতের নিয়ামক একমাত্র গ্রহমণ্ডল, হে মনয়েশ্বরি মহারাজ্ঞি কমলনাশিনি। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার নিকট নিবেদন করিতেছি, তোমার অসহনীয় বিরহে আজি আমি যে অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি, তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত বিবেচনা কর।—প্রাণেশ্বরি। আমার বিশ্বাসপরায়ণতার নিমিত্ত, আমাকে সমুচিত পুরস্কার করিতে কদাচ বিরত হইও না।—আজি হইতে আমার এই বিরল গিরিবাসের সঙ্গীভূত হে গহনাশ্রিত পাদপপুঞ্জ। তোমাদিগের শাখা প্রশাখা মৃদুমন্দ সঞ্চালন করিয়া, আমার উপস্থিতিতে তোমাদের যে কোন অনিষ্ট সাধিত হয় নাই, তাহাই বিজ্ঞাপন কর।—আমার সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের মনোজ্ঞ সঙ্গি, প্রিয় পার্শ্বচর! আজি আমি এই স্থানে যে ক্রিয়াকলাপ সাধন করিতেছি, তোমার স্মৃতিপটে তাহা সমুজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখ, এই সমস্তের এক মাত্র কারণ, সেই রূপনিধান কমলনাশিনীর নিকট, বর্ণন করিবার সময় যেন, তাহার একাক্ষর মাত্রও লুপ্ত অথবা বিপর্যস্ত না হয়।"

এই কথা বলিয়া রোজিনান্তী হইতে অবতরণ করিলেন এবং রোজিনান্তীর পশ্চাদ্ভাগে এক করাঘাত করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"—ভাগ্য পরীক্ষায় যেমন দুর্ভাগ্যবান, কর্তব্যপরায়ণতায় তেমনই লব্ধপ্রতিষ্ঠ—হে ঘোটক প্রবর। আজি যে ব্যক্তি, এই স্থানে মহার্হ স্বাধীনতা-রত্ন বিসর্জন দিতেছে, সেই আজি তোমাকে স্বাধীনতা প্রদান করিল। তুমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও, আজি হইতে তোমার ললাটপটে সমুজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইল যে, ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা কি চন্দ্রাপীড়ের ইন্দ্রায়ুধ, দ্রুতগমনে তোমার সমকক্ষ নহে।"

গোলক এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, '—আঃ বাঁচলাম। আজ্ মোরে যে এই ঘোড়াখানাবে ছেড়িয়ে দেবার কষ্ট থে বাঁচালে—ভগমান তানার ভাল করুক্।—দ্বিধি করে বলতি কি—সুনামই বল—আর চড চাপড়ই বল—কিচুই আজ্ এড়ার কপালে কম হলো না।—বাচক্ ম্যানে—বড়াপিই এড়ারে একেনে থেক্তি হতো—তা হলি কিন্তু মুই এড়ারে পাগ্গান্ পিটি করে

পেকৃতি দেতাম না।—মুই এক দিন এর হত্তা কত্ত' বিদেতা ছেলাম।—এই পেরেম কি আপসানাতি—য্যাকোন মোরই জড়িয়ে থাকার কোন দরকার হচ্চে না—ত্যাকোন এই বা এত জড়িয়ে পেকে—কি কর্বে? সত্তি ক'য়ে বল্‌তি কি—আগুণ খেগো দ দাঠাকুর!—যদি মোর বাড়ি ফির যাবা আর তোমার একেনে পাগলামি করা সত্তি হয়— তা হলি মুই তোমার বোঝ্‌নস্তীডেরে ফিরে সেজিয়ে লেই।—মোর গাদাডার কাজ ওবে দে কবাই ভালো হচ্চে।—তা হলি বাড়ী ফিরে যাবা—আর বাড়ীতে এ'কনে ফিরে আসা—শীগগির শীগ্‌গির হতি পার্ব্বে।—যদি পায় হেঁটে—এত ডা রাস্তা যাতি আস্‌তি হয়—তা হলি ক্যামন করে এ কাজডা যে য্যাতো শীগগির শীগ্‌গির কর্ব্বো—তা মুই বুজ্‌দি পাচ্চিনে।—"

"—তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর, আমি তোমার কথায় আর কদাচ অমত করিব না। তবে বলিতেছি, তিন দিন পরে, তুমি গমন করিও। কেননা, তাহা হইলে, আমি রাজ্ঞীর নিমিত্ত যে সমস্ত কথা বলিব, তুমি তাহা শুনিতে পাইবে এবং মধুপুরে যাইয়া, সেই সমস্ত অবিকল বলিতে পারিবে।—"

"—যা মুই য্যাদ্দিন দ্যাক্‌লাম—তার চেয়ে মুই আর কি বেশী দ্যাক্‌বো?—"

"—বাটী যাইবার নিমিত্ত কি তুমি এতদূর প্রস্তুত হইয়াছ? আমার এক্ষণে অনেক কর্ম্ম অসম্পন্ন রহিয়াছে।—এক্ষণে আমি সমস্ত বেশভূষা ছিঁড়িয়া ফেলিব, সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রাখিব, আমার মস্তক এই পর্ব্বত সকলের প্রস্তর খণ্ডে অবিরত আঘাত করিব এবং তুমি যাহা দেখিয়া এককালে আশ্চর্য্য হইতে পারিবে, এমন শত শত কার্য্য সম্পাদন করিব।—"

"—দাদাঠাকুর। তুমি য্যাকোন মাতাডায় এই ঘা গুনো নাগাবা—ত্যাকোন সাবধান হয়ে নেগিও।—এই পাহাড়গুনোর মদ্দি য্যামোন ছুঁচলো পাতর ঢের আছে—যাতে তোমার মাতা নেগে—তোমার এই পরাচিত্তিরির পরামোশো—য্যাকেবারে সারিয়ে দিতি পার্ব্বে।—মুই বুজি—যকোন মাতায় ঘা নাগানো—দাদাঠাকুরি বড্ডি দরকার—আর না হলিউ—তোমার চলবে

ক্সী—বিশেষ এক্‌জগুনা যকোন দেক্‌চি—তোমাদের মনের খেল্‌ বই আর কিছু না—তকোন জলের ভেতোর কি তুলোব মদ্দি যাতা সেঁদিয়ে দে—সে কাজডা সেরো।—মুইও তা হলি সেই মা রাণীর কাচে গে বলি—যে মোর দাদাঠাকুর তোমার জন্নিতি—ট্যাকোর মতন হুঁচলো—পাথর গুনোয়—মাতা খুঁড়তি নেগেচে।—"

"—বয়স্য গোলক। আমি তোমার এই সদভিপ্রায়ের নিমিত্ত তোমাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। এক্ষণে, তোমাকে জানাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করি যে, আমার এই সমস্ত কর্ম্ম কেবলমাত্র কৌতুক নহে। ইহা সত্য সত্যই সংঘটিত হইবে। ইহার অন্যথা করিলে, বীরধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। বীরধর্ম্মে বলিয়া থাকে, কোন অলীক ব্যবহার প্রদর্শন করিও না—তাহা করিলে, স্বধর্ম্মত্যাগের দণ্ডার্হ হইবে। বিশেষতঃ একের স্থলে অন্য বিষয়ের অনুষ্ঠান এবং মিথ্যাপ্রয়োগ, এই উভয়ে কিছুই প্রভেদ নাই। সেই জন্য, ভাণ বা চাতুরী পরিহারপূর্ব্বক, সত্য ও সারবান্‌ আঘাত সকল প্রাপ্ত হওয়াই আবশ্যক। তবে যখন দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সেই অমোঘ ঔষধেহ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, তখন আমার এই ক্ষতগুলির নিমিত্ত কিছু পটিকার প্রয়োজন হইবে।—"

"—মোর সেই' গাদা হারানই—মোদ্দের কুগেরো বলতি হবে।—তারির সঙ্গে মোরা—মলম পটী—সব খুঁয়ে বসিচি।—কিন্তু দাদাঠাকুর। মুই তোমার পায় পড়ি—সেই সব্বোনেশে—মলমের কতা আর তুলো না।—তার নাম শুননিই—মোর মহাপরাণী—আর প্যাটের নাড়ীগুনো বেরো বেরো কত্তি থাকে।—তিন দিন একেনে থেকে—তোমার যে পাগলামিগুনো দ্যাক্‌নার কতা বলচো—মুই তাতি তোমার পায় ধরে বলচি—মোরে তা আর বলো না।—মুই সেগুনো দেকিচি বলেই—ধরে নেবো—আর মা-রাণীর কাছে গে—সব ঠিক্‌ ঠিক্‌ বল্‌বো।—তাতে কোনো তফাৎ হবে না।—তবে দাদাঠাকুর! তুমি কি য়্যাকোন চিঠিখানা নেক্‌বা—আর মোরে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিদেয় কর্বা?—তোমারে মুই যে নরকে ফেলে যাচ্চি—সেই নরক থে—তোমারে টেনে তোলবার জন্নি—মোর্‌ শীগ্‌গির শীগ্‌গির ফিরে আসবার বড্ডি ইচ্ছে হয়েচে।—"

"—গোলক ! তুমি কি ইহাকে নরক বলিতেছ ?—

"—নরোক কি ? নরোকের কত্তিও খারাপ—যদি আর কিছু থাকে—তবে এডা তাই।—মুই শুনিচি নরোকে খে কেনো ধ্যাট নেই।—

"—ধ্যাট কি, গোলক ?—"

"—ধবাটের মানে দাদাঠাকুর।—যে ম্যাকবার নবোকে ডোবে—সে আর তাথে কোনো কালে উট্‌তি পাবে না।—কিন্তু মুই যদি ম্যাকোন ম্যাকবার বোন্সিনাস্তাডেবে চালাতি প্পারি—তা হলি একতাড়া আব খাটতি দিচ্চিনে।—যা হক মোরে শীগ্‌গির শীগ্‌গির ম্যাকবার সেই মা রাণী কমলমালিনীব কাছে যাতি বলো।—তা হলি মুই দৈকেনে গিয়ে—তানার সেক্কেতে—তোমাব এই ক্ষ্যাপামির কতা শুনো ম্যামোন করে বলি—যে যদি তিনি শুক্‌নো তেঁতুল কাঠের মতোনও শক্ত হয়—তা হলিউ তানারে কচুর মতোন নরম করে ফেলি।—আর তানার সেই গুড় মদু মাখা জবাব নিয়ে—ডাকিনীব মতোন এই পথিভবে ফিরে এসে—তোমারে এই নরোক খে টেনে তুলি।—এডাবে যদিও নবোক বলে ঠাওর হচ্চে—কিন্তু দাদাঠাকুর।—এডা নবোক নয়।—কেন না—দাদাঠাকুরির এডাখে এড়াবার আশা আছে :—

"—ঠিক্ কথাই বলিয়াছ, গোলক। কিন্তু আমরা এক্ষণে কি উপায়ে পত্র লিখিব ?

"—আব মোরে সেই গাদা দেবার চিটিখানা ?—'

"—হাঁ, কিছুই ভুলিব না। কিন্তু দেখিতেছি, যখন আমাদের নিকট কোনও কাগজ নাই, তখন প্রাচীনগণের ন্যায়, বৃক্ষের পত্রে অথবা মোমের ফলক প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে, উহা লিখিতে হইতেছে। কাগজের ন্যায় মোমও এখানে নিতান্ত দুর্লভ। কিন্তু আমার স্মরণ হইতেছে, এক্ষণে নিশা পতির স্মৃতিলিপীতে উহা লিখিয়া দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম অথবা উত্তমতম। তুমি এখান হইতে বহির্গত হইয়া, প্রথমেই যে লোকালয়ে উপস্থিত হইবে, সেই স্থানে কোনও পাঠশালার গুরুমহাশয়ের দ্বারা উহা কাগজে উত্তমরূপে লিখাইয়া লইও। যদি গুরু মহাশয় না পাও, তাহা হইলে কোনও চতুষ্পাঠীর ছাত্রের দ্বারা লিখাইও, কিন্তু কোন ব্যবহারাজীব অথবা বিচারালয়ের

লোক দ্বারা লিখাইও না। তাহাদিগের দুর্ব্বোধ লেখন কেহই বুঝিতে পারিবে না।—”

“—কিন্তু তোমার হাতের স’ব কি হবে ?—”

“—মগধেশ্বর মহারাজ রমণীমোহন তাঁহার পত্র সকল স্বাক্ষর করেন নাই।—”

“—ভাবুই—চিটিতি য্যানো চ’তি পার্কে—কিন্তু দাদার দান পত্তোর খানায়—তোমার সই না হলি তো হবে না।—যদি তা স্থদ্ধ নকল করে দেবা হয়—তা হলি তানারা বল্‌বে—এ খান জাল।—আর তা হলি অমনি মোর ঘাড়ডা হ্যাঁট করে চলে আস্‌তি হবে।—”

“—সেই স্মৃতিপুস্তকেই গন্ধভের দানপত্র স্বাক্ষরিত হইবে এবং তাহা দেখিলেই আমার ভ্রাতষ্পুত্রী অন্য কোন আপত্তি করিবে না। আর প্রেমলিপীতে আমার স্বাক্ষরস্থলে এইরূপ লিখাইয়া লইও—আজীবন তোমারই—শ্রীদগ্ধবদন মহাবীর।—ইহা অপরের হস্তাক্ষরীয় হইলেও, কোন ক্ষতি হইবে না। আমার স্মরণ হইতেছে, কমলমালিনী লিখিতে বা পড়িতে জানেন না, অথবা তাঁহার জীবনমধ্যে, তিনি আমার কোনও লিপী বা হস্তাক্ষর দেখেন নাই। পূর্ব্বাগমাত্রেই আমাদের প্রণয় নিবদ্ধ রহিয়াছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অপাঙ্গবিক্ষেপ ভিন্ন, অন্য কোনরূপে আমাদের প্রেমভাব প্রকাশিত হয় নাই এবং সেই প্রণয়বিকাশও এরূপ ক্ষণিক যে, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি যে দ্বাদশবর্ষকাল তাঁহাকে চক্ষের মণি অপেক্ষাও অধিকতর ভালবাসিয়া আসিতেছি—যে ভালবাসা এক দিন আসমুদ্রপৃথিবীর জ্ঞানগম্য হইবে—সেই দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে, আমি তাহাকে চারিবারের অধিক নেত্রগোচর করি নাই। এই চারিবারের মধ্যে, তিনি একবারও বুঝিতে পারেন নাই যে, আমি তাঁহার প্রতি প্রেমকটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছি। তাঁহার পিতা গোবর্দ্ধন মণ্ডল এবং তাঁহার মাতা দ্রবময়ী, তাহাকে এইরূপ অসমাজে এবং অপরিভবনীয় সংরোধে পালন করিয়াছেন।—”

“—বাহবা কি বাহবা।—এবার—হলো মজা হলো দাদাঠাকুর।—সেই গেবরা মোড়োলের মেয়ে—যারে কম্‌লা কম্‌লা বলে ডাকে—সেই বুজি—মা রাণী—কমলমালিনী ?—”

"—হাঁ, গোলক ! সেই বটে ; সেই সুন্দরী ব্রহ্মাণ্ডের মহারাণী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্রী !—"

"—আর বল্‌তি হবে না—মুই তারে ভাল রকমেই চিনি।—মুহ্ ফুটে বল্‌তি পারি—সে ম্যাস্টা তাকালো মরদ্ ধরিই—ব্যাপার খুলে বল্‌বে।—সে যামন তেজালো—তেম্নি জোয়ালো—তেম্নি নম্বা—আর তেম্নি গোরা।—যদি কোন দিষ্টিমে বীরির সাতে—তার পীরিত বাঁদে—তা হলি খুব্ ভালুই হয় ! —উঃ—তার কণ্ঠার হাড় দুখানা কি মোটা !—গলার রবডাইবা কি মেটো ?—মোর বেশ মনে হচ্চে—একদিন সেগাঁর পচ্চিম মাটের মন্দিরডের পুজো দিত্তি গিয়েলো।—গিয়ে ফিরে আস্‌বার সোমর—ম্যাস্টা চাসারে ডেক্‌তি নেগ্‌লো। —উঃ—সে ডাকের বহরই বা কি ?—দাদাঠাকুর ?—কলি না পত্তয় যাবা—চাসাডা তো দ্যাড় কোশ ভুঁই পথ তফাতে ছেলো—তবু য্যানো মন্দিরির প্যাটের নিচে থে ডাক্‌চে বলে ঠাওর হলো।—সে যাহক্ ম্যানে—তার গুণির মদ্দি—সে বড্ডি সেউসে আর নকুলে। সক্কল রকমের নোকেরই সে খুব্ হাসাত্তি পারে।—তাত্তি করে মুই বল্‌চি—দাদাঠাকুর !—তার জন্নি তুমি যে সুদু পাগল হয়ে বেড়াবা—তা নয়। তার আশায় য্যাকেবারে ছাই দিও।—আর সত্তি সত্তি মাগ হারানো বীরির মতো—মাতা গুঁজে বসে থেকো।—এ কথা যে শুন্‌তি পাবে—সেই বড্ডি খুশী হবে—আর তোমারে ধন্নিধন্নি কর্কে, যা হক ম্যানে—তারে দ্যাক্‌বার জন্নি মোর মন্‌ডা বড্ডি উচ্চঙ্গা হলো।—মুই তারে অনেক দিন দেকিনি—এর মদ্দি—হয় তো—তার সব্ বদ্‌লে গেও থাক্‌পে।—আর এ কথাডাও খুব্ সত্তি যে—রদি ঝড়ে মাটে মাটে বেড়ালিক্ক মেয়ে নোকের চেহারা ভাল থাকে না।—কিন্তু এ গুনো যাই ব'লা—আর ম্যাস্টা কতা জিজ্ঞেস করি—সেই মদ্দা কমলা—যারে তুমি মনেশ্বরী মা রাণী কমলমালিনী বল্‌চো—তানার কাছে—হারমানা বীর গুনোরে হাঁটুগেড়ে বস্‌ত্তি কেন বলিলে ?—তারা তানার কাচে গে পৌঁচে দ্যাক্‌তো—হয় তো—তিনি ধান ঝাড়চে—নয়তো থাবারে পক্কে ধান মাড়্‌ত্তি নেগেচে।—এ দেকে তাদের হরিভক্তি উড়ে যেতো।—আর সে কমলাও তোমার কাক গুনো দেকে—হেঁসে মত্তো।—তুমি যে তার নেগে—য্যাতো—করে মত্তো—সে তাতে এক কড়াও মন দিত্তো না।—"

"—আমি তোমাকে নিয়তই বলিয়া থাকি, গোলক। তুমি অত্যন্ত বাচাল এবং তোমার কথায় বিন্দুমাত্র সরলতা নাই বলিয়া, সময়ে সময়ে তোমার কথা গুলি বজ্রের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার মূঢ়তা এবং আমার বিচক্ষণতার পরিচয় দিবার জন্য, আমি তোমাকে একটী গল্প বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গোলক। তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।—

'রূপবতী ধনবতী, যুবতী, সুরসিকা অথচ অপ্রগল্ভা কোনি এক বিধবা, একজন সুগঠিত, তেজোবান, ইতর, যুবা পুরুষের সহিত প্রেমাসক্ত হয়। উক্ত যুবা পুরুষের কোন গুরুজন, এই কথা শ্রবণ করিয়া, এক দিন সেই যুবতীকে বন্ধুভাবে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, সুন্দরি। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সদৃশ শত শত রূপগুণসম্পন্ন মহাপুরুষ বর্ত্তমান থাকিতে, আপনার ন্যায় রূপবতী, ধনশালিনী ও গুণবতী কামিনী যে একজন অধম, নীচ, মূঢ়, কাপুরুষের সহিত প্রেমাসক্ত হইবেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, বস্তুতঃ এই আশ্চর্য্যও নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। ইহা শুনিয়া যুবতী সরল ও অপ্রতিভভাবে উত্তর করিলেন, মহাশয়। আপনার ইহা নিতান্ত ভ্রম, আমার প্রেমাস্পদ যতই কেন মূঢ় হউন না, আমার নির্ব্বাচন নিতান্ত কুৎসিত হইয়াছে বলিয়া, অনুমান করা, আপনাদিগের নিতান্ত অন্যায়। কারণ, আমি তাঁহার নিকট যাহার লাভার্থিনী, তিনি তদ্বিষয়ে এতদূর জ্ঞান লাভ করিয়াছেন যে, উহা দেবগুরু বৃহস্পতি অথবা মহামতি শুক্রাচার্য্যের জ্ঞানাপেক্ষা অধিক না হউক, উহাঁদিগের জ্ঞানের সমস্থানীয় বলিয়া, আমার বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে, তদনুসারে, গোলক। আমি মলয়েশ্বরী মহারাজ্ঞীকে যে অভিপ্রায়ে আমার মহিষী পদে মনোনীত করিয়াছি, সেই অভিপ্রায়ে তিনি পৃথিবীস্থ যাবদীয় প্রধান রাজবনিতাগণের তুল্যস্থানীয়া। যে কবিগণ, কাল্পনিক নামে নিজ নিজ নায়িকার গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, সেই কবিগণের মধ্যে অনেকের নায়িকারই সত্তা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। গোলক। তুমি কি বিবেচনা করিয়া থাক যে, সঙ্গীত, পুস্তক, জনশ্রুতি এবং নাট্যাগার প্রসিদ্ধ মহারাণী সুরসুন্দরী, কুমুদ্বতী, হারময়ী, চন্দ্রমুখী মৃত্যুবতী, বীরাঙ্গনা, এবং অন্যান্য রাজকুলকামিনীগণ প্রকৃত প্রস্তাবে,

রক্ত মাংসের শরীর গ্রহণ করিয়া জীবিত ছিলেন ?' কখনই না, তাঁহাকে শুদ্ধমাত্র কাব্যের বিষয়ীভূত নায়িকারূপে কল্পিত এবং সেই সেই কাব্যের রচয়িতৃগণ, অশ্লীলত্বভাবদোষ প্রতিপন্ন হইবার নিমিত্ত, তাদৃশী নায়িকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমার এই বিশ্বাস ও বিবেচনা যে, কমলা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ও সাধ্বী। তাঁহার বংশ মর্য্যাদা থাকুক বা নাই থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। ইহার কোন তত্ত্বানুসন্ধানেরও প্রয়োজন হইতেছে না। বিশেষতঃ আমি যখন তাঁহাকে প্রধান রাজাঙ্গনা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি, তখন ইহা আমার নিকট একান্ত অনাবশ্যক। গোলক তুমি জানিও, সর্ব্বাপেক্ষা দুইটী কারণে প্রেম উত্তেজিত হইয়া থাকে, প্রথম সৌন্দর্য্য, দ্বিতীয় সুযশঃ। কমলমালিনীতে উভয়েরই সমাবেশ পূর্ণাবস্থায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সৌন্দর্য্যে কেহই তাঁহার তুল্যস্থানীয়া নহেন, কীর্ত্তিপূতত্তায়ও, কেহ তাঁহার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারেন নাই। সংক্ষেপে বলিতে কি, যেরূপ বর্ণন করিয়াছি, আমি তাহাকে তদনুরূপই বিবেচনা করি এবং যাহা যাহা আমার ইচ্ছার বিষয়, তিনিই সেই সমস্তের পূর্ণ সমাবেশ। বস্তুতঃ যশঃ সৌন্দর্য্যে, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, হেলেনা, লুক্রেশিয়া প্রভৃতি আর্য্য, গ্রীক এবং রোমীয় প্রাচীন মহিলাগণ তাঁহার সমস্থানীয়া নহেন। ইহাতে আমাকে যিনি যাহাই বলুন, আমি তাহা বিন্দুমাত্রও গ্রাহ্য করি না। এই সম্বন্ধে যদি আমি মূর্খগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হই, তাহা হইলে অবশ্যই জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইব।—"

"—দাদাঠাকুরির কথায় ভুল হবার যো নেই।—কিন্তু মুই যে গাদা।—গাদা কেন বলি ?—না—যারে ফাঁসিতি ঝুলুতি হবে—তার কাছে গিয়ে-ফাঁসির দড়ির গপ্প করা কি ভাল ? যা হক ম্যানে—মুই চল্লাম। গোসাঞি তোমারে সুখি রাকুন্ —ম্যাকোন মোরে চিটিখানা দ্যাও।—"

মহারাজ কান্তিরাম সিংহ স্বলিপি গ্রহণ করিয়া, শান্ত চিত্তে লিখিতে বসিলেন। লেখন শেষ হইলে, গোলককে অভ্যাস করিয়া লইতে কহিলেন। এই ভয়, পাছে গোলক পথিমধ্যে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়। বস্তুতঃ মহারাজ কান্তিরাম সিংহের দুরদৃষ্ট সমস্তই মহাভীতির অনন্য-কারণ। শুনিয়া গোলক কহিল——

* "—দাদাঠাকুর।—তুমি ঐ পুস্তিখানার ভেতোর দু তিন জাগার নিকে রাক।—তাব পর পুথিখানা মোর হাতে দ্যাও।—তা হলি মোর খুব্ হুঁস থাক্তি পার্ব্বে।—নলি—মোরে যে মনে করে রাক্বার কতা বল্চো—সেডা তোমারবোকামি।—মোর মনডা ম্যানধারা বেয়াড়া—যে—মুই সোমর সোমর নিজির নামডা পজ্জন্ত ভুলে যাই।—বা হক্ দাদাঠাকুর।—তুমি ম্যাকোন এডা মোর কাছে র‍্যাকবার পড়।—তা হলি মুই খুব খুসী হবো —বিশেষ এডা দরকারীও বড্ডো।—"

"—তবে শুন গোলক। যাহা লিখিয়াছি তাহা এই——

মধুপুরবাসিনী মহারাজ্ঞী কমলমালিনীর নিকট মহারাজ কান্তিরাম সিংহের পত্র।

শ্রেষ্ঠ এবং অতুল্য রাজবাজেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী প্রিয় সুন্দরি।

বিরহের কঠোর কৃপাণে যাহার হৃদয় এককালে বিভিন্ন, জীবন্ত প্রণয়ের সুপুঙ্খ শায়কে যে অনুক্ষণ পরিবিদ্ধ, হে মধুপুরবাসিনি কমলমালিনি! সেই অভাগা, স্বকীয় স্বাচ্ছন্দ্যভোগে বঞ্চিত থাকিয়াও, তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনার সহিত আজি তোমাকে অভিনন্দন করিতেছে। যদি তোমার রূপ-সৌন্দর্য্য আমাকে ঘৃণা করে, যদি তোমার গুণগরিমা আমার প্রতি তোমার অনুকম্পাবারিবিতরণে ক্ষান্ত হয়, যদি তোমার বিজাতীয় উপেক্ষা এখন পর্যন্তও আমার অনুসরণে বিরত না হয়, তাহা হইলেও আমি যেমন চিরদিন দুঃখের দাস হইয়া রহিয়াছি, সেই-রূপ—শুদ্ধমাত্র কঠোরতম নহে—অনন্তকালস্থায়ী এই দুঃখ চিরদিন সহ্য করিব। হে কৃতঘ্ন যুবতি এবং আমার হৃদয়ের অন্যতম প্রিয়-শত্রু! আমি তোমার নিমিত্ত যে বিসদৃশী অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি, তাহা আমার এই সদাশয় পার্শ্বচর গোলক, তোমার নিকট জ্ঞাপন করিবে। যদি আমাকে উদ্ধার করা, তোমার অভিপ্রায়সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি আজীবন তোমারই; যদি না হয়, তাহা হইলে যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিও। আমার মৃত্যু দ্বারাই তোমার কঠোর নিষ্ঠুরতা ও আমার জ্বলন্ত হৃদয়াগ্নি প্রশমিত হইবে।

আমরণ তোমারই
শ্রীদগ্ধবদন মহাবীর।

গোলক, পত্রখানি শ্রবণ করিয়া কহিল, "—মোর বাপ দাদার দই— দাদাঠাকুর।—এডা বড্ডি খাসা জিনিস হয়েচে।—মোরা যে রামিয়োন কথা শুন্‌তি পাই—তা চেয়েও মেটো।—দাদাঠাকুর। তোমার মনের কতা শুনো ক্যামোন বাচা বাচা কতা দিয়ে—সেজিয়েচো!—আর শেষ খান্‌ডায় দপ্তবদন কথাডা বলে—ক্যাম্‌ন চিটি খানা শায় করেচো।—যা হক্ ম্যানে—এবার চিটি খানা দেকে—মোর বেশ্ বোদ হয়েচে—তুমি যা না জান—য্যামোন কিছু পিরথিমির মদ্দি নেই!—"

"—আমি যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে সমস্ত বিষয়েরই জ্ঞান থাকা আবশ্যক।—"

"—ভাল য্যাকোন কাগজ খানার ওপিটি—গাদা তিনটের পত্তোর খানা নিকে দ্যাও।—দ্যাকো সইডে য্যান ভাল করে করো।—নোক শুনো দেকে য্যান তোমার সই বলে বুজ্‌দি পারে।—"

"—সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই কবিব।—" বলিয়া কান্তিরাম সিংহ পুনরায় লিখিতে বসিলেন এবং লিখিয়া নিম্নলিখিতরূপে পাঠ করিলেন।

ক্ষেমাস্পদ ভ্রাতৃষ্পুত্রি! আমি বাটীতে তোমার নিকট আমার যে পাঁচটী গর্দ্দভ রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে তিনটী গর্দ্দভ, এই দান পত্রের প্রথম দর্শনেই, আমার পার্শ্বচর গোলকচন্দ্রকে প্রদান করিও। আমি উহার নিকট হইতে এই স্থানে যে তিনটী গর্দ্দভ কথাচ্ছলে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাদিগের মূল্য স্বরূপে আমার তিনটী গর্দ্দভ প্রদান করিতে অনুমতি করিতেছি। তুমি ইহার সহিত আলাপ করিবামাত্র, বিনা আপত্তিতে দান কার্য্য সমাধা করিও। রাজমহলস্থ শৈলমালায়, এই বর্ষের দ্বাবিংশ শ্রাবণে, এই দান পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি—

"—এডা বড্ডি চুড়োন্তো রকমই হয়েচে—দাদাঠাকুর। তুমি য্যাকোন স্যাট্টা নাম সই করে দ্যাও।—"

"—তাহার প্রয়োজন নাই। ইহাতে শুদ্ধ আমার হস্তাক্ষরীয় একটী বিন্দুমাত্র লিখিয়া দিব। সেই বিন্দুও আমার স্বাক্ষর উভয়ই তুল্য হইবে। তিনটী গর্দ্দভের কথা কি, তাহাতে তিন শত গর্দ্দভ পর্য্যন্তও পাওয়া যাইতে পারে।—"

"—তোমার কথাডি তো মুই' আগা গোড়া নিব্‌ভর করে আছি।—মোরে র‍্যাকন র‍্যাক্‌বার তোমার পা ধুলো দ্যাও।—মুই রোজিনাস্তীডেরে সেজিয়ে নিয়ে যাই।—আর তোমার পাগলামি ক্ষে দ্যাক্‌পো না।—মুই না দেকিই কিন্তু যা বল্‌বো—তাতে তানারে খুব খুশী হতি হবে।—"

"—কিন্তু আমি বলি, গোলক! অন্ততঃ তুমি দশবারটী ক্ষিপ্র কার্য্য দেখিয়া যাও। অধিক বিলম্ব হইবে না, আমি দণ্ডক্ষণের মধ্যেই সেই সমস্ত সম্পাদন করিব। তুমি সেই সমুদায় স্বচক্ষে দর্শন করিলে, যাহাদিগের নিকট আমার এই সমুদায় কার্য্য বাড়াইয়া বলিবার ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাদিগের নিকট অনায়াসে শপথ করিয়া বলিতে পারিবে। বিলক্ষণ জানিও, গোলক আমি যতগুলি ক্ষিপ্র কার্য্য সম্পাদন করিব, তুমি সে সমুদয় কদাপি বর্ণন করিতে পারিবে না।—"

গো। দাদাঠাকুর! মোর মাতা খাও—তুমি কিন্তু নেংটো হযে—কোন কাজ্জি করো না।—তোমারে নেংটা দেক্‌লি—মোর এতডা দুক্‌খু হবে যে—মুই তাতি না কেঁদে থাক্‌তি পার্ব্বো না।—কাল রাত্তিরি মোর গাদাডা হেরিয়ে গেলি—কেঁদে কেঁদে মোর মাতাডা য্যাতো খারাপ হয়ে গেচে যে—য্যাকোন আবার মুই নতুন করে কাঁদি পারি নে।—তাতি বলচি—তোমার পাগলামি গুনোতে—যদি মোর সাকিই থাক্‌তি হয়—তা হলি তুমি কাপড পড়ে আর শীগ্‌গির করে—সে গুনো করে ফ্যালো।—মুই তো তোমারে আগেই বলিচি—এগুনোর কিছুবই দরকার নেই।—এতে করে কিবুলই মোর যাবার—আর তুমি যে জবাবের জন্নি—মোর মুক্‌ তেকিয়ে রয়েচো—তারই দেরি হতি নেগেচে।—যা হক্‌ শীগ্‌গির শীগগির এই পত্তোরখানা সেই মা-রাণী কমলমালিনীরি দেক্‌তি দ্যাও।—দ্যাকে তিনিতি যদি এর উচিত-মতো জবাব না দেয়—তাহলি মুই কীল আর নাতি মেরে—তার দাঁতের ভেতোর থে জবাব টেনে বার কর্ব্বো।—এডা তো ছোট নজ্জার কতা নয় যে—দাদাঠাকুরির মতো য্যাট্টা হুমদো বীর—বিনি কারণে—খেপে বেড়াতি নাগবে।—কার-জন্নি?—না' য্যাট্টা চা—?—সাবদান—মা-ঠাক্‌রুণ! মোরে খেপিও না।—তোমার পসার খারাপ হবে বলে—মুই কিন্তু শোন্‌বো না—য্যাকেবারে তোমার বাজরা খুলে দেবো।—দাদাঠাকুর।—মুই যে এক্কার

খুব্ ভাল পারি—তা সে ভাল জানে না।—জান্‌নি কিন্তু থাক্‌তি পার্ব্বে না—মোর সাতে মিশ কবে ফ্যাল্‌বে।—"

"—যথার্থ কথা বলিতে কি, গোলক! তুমিও যে আমার ন্যায় পাগল হইয়াছ, বোধ হইতেছে?—"

"—পাগল না—কিছু খাপা হয়ে দেঁড়িয়িচি। যাহক্ একতাগুনো ঝ্যাকন একদিকি ফ্যালো।—বল দিকি দাদাঠাকুর।—মুই যদ্দিন ফিরে না আস্‌বো—তদ্দিন তুমি কি খাবা?—তুমি কি সেই নিশ্‌পতির মতো বড় রাস্তায় পড়ে রাখালদের খাবার জিনিষগুনো লুটে পুটে খাবা?—"

"—সে জন্য চিন্তিত হইও না। এই বন্য ফল ও লতা ভিন্ন সেরূপ খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণ করিব না। উপবাস ও অন্যান্য কঠোরতা এক্ষণে নিতান্ত আবশ্যক।—"

"—আর ঝ্যাট্টা ভাব্‌চি দাদাঠাকুর। ফিরে আস্‌বার সোমোয় ক্যামন করে—এই চোরা জায়গার রাস্তাগুনো খুঁজে নেবো?—"

"—এই স্থান উত্তমরূপে চিহ্ন ও দৃষ্টি করিয়া রাখ। আমি ইহারই সন্নিকটে থাকিবার চেষ্টা করিব এবং তোমার প্রত্যাবর্ত্তনকালে তোমাকে দেখিবার জন্য, কোন উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া থাকিব। কিন্তু আমাকে হারাইয়া না যাওয়া এবং তোমার পথভ্রমণ না হইবার সর্ব্বাপেক্ষা সদুপায় এই যে, তুমি এই শমী বৃক্ষের কতকগুলি শাখা ভাঙ্গিয়া লও এবং তাহাই তোমার পথে ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যাও। প্রত্যাগমনকালে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আসিও। মহারাজ হর্য্যক্ষের গুপ্তপন্থার অনুসারী হইলে, কোনরূপ বিভ্রমে পতিত হইবে না।—"

গোলক, পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইল। শমীবৃক্ষের কতকগুলি শাখা ভাঙ্গিয়া লইয়া, প্রভুর পদধূলি প্রার্থনা করিল। উভয়েই কিয়ৎক্ষণ দরবিগলিত অশ্রুধারায় রোদন করিলেন, পরে গোলক বিদায়গ্রহণ করিল। গোলক, ঘোটকারোহণ করিলে, মহারাজ কান্তিরাম সিংহের নিকট এই বিশেষ আদেশ প্রাপ্ত হইল যে, স্বকীয় দেহের প্রতি যেরূপ যত্ন করিয়া থাকে, রোজিনাজীর প্রতিও যেন তাদৃশ ব্যবহারের কোন ত্রুটি না হয়। তদনুসারে প্রভুর নিদেশানুসারে সময়ে সময়ে পথিমধ্যে শমী শাখা নিক্ষেপ করিয়া,

অধীরোহণে পর্ব্বত প্রান্তরে গমন করিতে লাগিল। দুই একটা ক্ষিপ্তভাব দেখিয়া যাইবার নিমিত্ত, মহারাজ কান্তিরাম সিংহ গোলককে বারম্বার অনুরোধ করিলেও, গোলক এইরূপে বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু গোলক, শত পদ মাত্র না যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল—

"—দাদাঠাকুর। তুমি ঠিক কথাই বলোচো। থ্যাকোন মোরে দিব্বি করে বলতি হবে—ত্যাকোন মোর দুটো ষ্যাটা পাগলামি দেকে যাবাই ভাল।—"

"—আমিও তো তোমাকে তাহাই বলিয়াছিলাম। তবে, গোলক, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। আমি অতি শীঘ্রই সেই সমস্ত সম্পন্ন করিতেছি।—"

তদনন্তর মহারাজ কান্তিরাম সিংহ সত্বরে বসন উন্মোচন করিলেন এবং অন্য কোন আড়ম্বর বা আয়াস স্বীকার না করিয়া, কখন লম্ফন, কখন উল্লম্ফন, কখন বা প্রলম্ফন করিয়া, নানাবিধ ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া গোলক রোজিনান্তীর মুখাবর্ত্তন করাইল এবং প্রভু যে প্রকৃত প্রস্তাবে উন্মত্ত হইয়াছেন, ইহা শপথ করিতে পারিবে বলিয়া, পরম পুলকিত হইল। পাঠক মহাশয়। সত্বরসমহিত গোলকের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত এই স্থান হইতে গোলকের নিকট অবসর গ্রহণ করিলাম!

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

রাজমহলের নিকটস্থ পর্ব্বতমালায় প্রণয়ী কান্তিরাম সিংহ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শুদ্ধিসাধনের ক্রমপ্রসঙ্গ।

বিরহিত হইয়া, দগ্ধবদন মহাবীর যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ইতিহাসে তাহারই বর্ণনপ্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় লম্ফনাদি উন্মাদ ক্রিয়া সাধন করিতে লাগিলেন কিন্তু গোলক প্রস্থান করিয়াছে দেখিয়া, অন্যান্য কার্য্যপ্রদর্শনে নিরুৎসুক হইয়া, এক সমুচ্চ পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিলেন এবং সেই স্থানে বসিয়া, তদীয় পূর্ব্বানুকল্পিত বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিষয় এই যে, মহারাজ প্রবীরের প্রচণ্ড ক্রোধোন্মত্ততা অথবা মগধেশ্বর মহারাজ রমণীমোহনের বিষাদা-

বসমন্তা, এই উভয়ের মধ্যে কোনটী অনুকরণের উপযোগী। পরিশেষে, তিনি মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন, মহারাজ প্রবীর, যেরূপ সংস্বভাব ও সাহসিক বীরপুরুষ বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যদি তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই হয়েন, তাহা হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বস্তুতঃ, তিনি মায়াজালে নিপতিত হইয়াছিলেন এবং পাদমূলে সামান্য সূচিবেধ মাত্রেই নিহত হইতে পারিতেন। সেই জন্য,তিনি উপানহতল সাত খানি লৌহ পাত দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতেন। কিন্তু তাঁহার এই কৌশল নিষাদপতি যশোবর্দ্ধের নিকট কোন কার্য্যকর হয় নাই। মগারথ যশোবর্দ্ধ এই রহস্য অবগত হইয়া, বাহুবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহাকে হনন করেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সাহসের কথা ত্যাগ করিয়া, তাঁহার ক্ষিপ্তভাবের বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। যখন মহারাজ প্রবীর, বীরবর অপ্রমানের বালক ভৃত্য পার্ব্বতীয় দস্তশেখের সহিত, সুহাসিনী সুরতবালার অনুরক্তির সম্বাদ গোপাল মুখে অবগত হইয়াছিলেন এবং যখন স্বচক্ষে তাঁহার অবিশ্বস্ততার নিদর্শন নির্ঝরপার্শ্বে দর্শন করেন, তখনই তাঁহার ক্ষিপ্তভাব আবির্ভূত হইয়াছিল। বাস্তবিক, যদি তিনি ইহা, বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়া থাকেন, এবং স্বচক্ষে আপন মহিষীর অবিশ্বস্ততার নিদর্শন দেখিয়া থাকেন,তাহা হইলে তাঁহার ক্ষিপ্তভাবের প্রকৃত কারণই বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু যখন আমার সেইরূপ কারণ অবিদ্যমান রহিয়াছে, তখন আমি কিরূপে তাঁহার ক্ষিপ্তভাবের অনুকরণ করিব? সাহস করিয়া শপথ করিতে পারি, আমার মাহষী মলয়েশ্বরী মহারাজ্ঞী কমলমালিনী, জীবনমধ্যে পার্ব্বতীয়ের মুখাবয়ব পর্য্যন্ত সন্দর্শন করেন নাই। তিনি যেরূপ বিশুদ্ধভাবে মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্তও সেইরূপ বিশুদ্ধভাবে কালযাপন করিতেছেন। সুতরাং যদি আমি অনারূপ আশঙ্কা করিয়া, মহারাজ প্রবীরের অনুকরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে মহারাজ্ঞী কমলমালিনীর প্রতি অযথোচিত অন্যায় ব্যবহার করিব। অন্য পক্ষে দেখিতেছি, মগধেশ্বর মহারাজ রমণীমোহন, জ্ঞানশূন্য না হইয়া, অথবা কোনরূপ প্রচণ্ডতার অবতারণা না করিয়া, প্রেমপরায়ণ বীর বলিয়া বিপুল সম্ভ্রম সম্ভোগ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় আজ্ঞা পর্য্যন্ত সাক্ষাতে আসিতে পারিবেন না, এই আদেশ

করিয়া, যখন রাজ্ঞী মদালসা, মহারাজ রমণীমোহনকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তখন তিনি শুষ্কমাত্র বন্ধুর পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করেন এবং যত দিন ভগবান ভবানীপতি কৃপা করিয়া, তাঁহাকে সেই শোচনীয় অবস্থা হইতে, উদ্ধার না করিয়াছিলেন, তত দিন সেই স্থানেই তিনি অজস্র অশ্রুবর্ষণ করেন। এরূপ স্থলে আমি কেন অনর্থক উলঙ্গ হইয়া থাকিব এবং এই শুষ্ক পাদপগণ, যাহারা কস্মিন্‌কালেও আমার বিন্দু মাত্র অপকার করে নাই, কেন তাহাদিগকে অনর্থক উদ্বেজিত করিব ?—যে কাচ স্বচ্ছ স্রোতস্বতী-কুল, আমাকে প্রতিনিয়ত অমৃতবারি প্রদান করিয়া, আমার পিপাসা শান্তি করিতেছে, কেনই আজি তাহাদিগের প্রশান্ত জলরাশি আন্দোলিত ও আকুলিত করিব ?—এই জন্যই আজি মহারাজ রমণীমোহনের শুদ্ধিসাধন স্মরণ করিয়া, ধন্য, কৃতার্থ ও চরিতার্থ হইলাম। আজি সেই মহারাজ রমণীমোহনই, মলয়েশ্বর মহারাজ কান্তিরাম সিংহের শুদ্ধিসাধনের অনুকরণস্থল হইলেন। আসমুদ্রপৃথিবী, আজি মুক্তকণ্ঠে বলিতে থাকুক, মলয়েশ্বর মহারাজ কান্তিরাম সিংহ, যদিও কোন অদ্ভুত কাণ্ড সম্পাদন করেন নাই, তথাপি তিনি মহারাজ রমণীমোহনের ক্রিয়াজাল অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন এবং যদিও আমি মলয়েশ্বরী মহারাজ্ঞী কমলমালিনীকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইয়া, এই শুদ্ধিসাধনের অনুষ্ঠান করিতেছি না, তথাপি তাঁহার দুঃসহ বিরহই যে এই মহদনুষ্ঠানের অনন্য কারণ ইহাই সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক্। এক্ষণে সেই দেবাদিদেব মহাদেবের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া, স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। হে মহারাজ রমণীমোহনের অদ্ভুত ক্রিয়াজাল! আজি তোমরা আমার স্মরণ পথে উদিত হও। এবং কোন্ স্থান হইতে এই অনুকরণের প্রথমারম্ভ করিব, তাহা আমাকে শিক্ষা দাও!, এক্ষণে আমার স্মরণ হইতেছে, মহারাজ রমণীমোহন সকাতরে বহুল প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমিও এক্ষণে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই কথা বলিয়া, তিনি সন্নিহিত কুটজ বৃক্ষ হইতে কিয়দংশ শুষ্ক, মণ্ডলাকার নির্যাস টানিয়া বাহির করিলেন এবং তাহাই তাঁহার তদানীন্তন জপমালার কার্য্য সম্পাদন করিবে বলিয়া স্থির করিলেন ; কিন্তু তথায় তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারে, অথবা তাঁহার বাক্

চাতুর্য্য শ্রবণ করে, এমন কোন মুনিজনের সমাগম হইল না দেখিয়া, সাক্তি-শঙ্ক সন্তুষ্ট হইলেন। এই অবস্থার তিনি কখন ভ্রমণ করিয়া, কখন করুণা-রসপূর্ণ কবিতা লিখিয়া, কখন মহারাজ্ঞী কমলমালিনীর উদ্দেশে, সুমনোহর স্তুতিগাথা প্রস্তুত করিয়া, কখন বা সেই সমস্ত স্তুতিগাথা বৃক্ষের বন্ধলে অথবা বালুকারাশিতে ক্ষোদিত করিয়া, কালাতিবাহন করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত কবিতা ও স্তুতিগাথা, অবশেষে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকপংক্তি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ও বোধগম্য।

ওহে তুঙ্গ তরুবর।—প্রসারিত ভুজ।—
গিরিগর্ব্ব শান্তিপর, যেই এ প্রান্তরে,
ওহে ক্ষুদ্র গুল্মরাজি। হে ফুল্ল সুষমে।
—বাসন্তি গরবে যেই, হেথা রাজ্য করে,—
মম অনুযোগে যদি, হৃদি বিদ্ধ হয়।
শুন, মম প্রেম গাথা—চির দুঃখময়।
এই স্থানে মম সাথে যাপিয়ে জীবন,
সুখদুঃখেতে যদি, হও বিচক্ষণ,
স্নিগ্ধ শান্তি বারি তবে, করিব বর্ষণ—
সিঞ্চিব বিদগ্ধ কায়ে অশ্রু অবিরল।
কাঁদি—স্মরি মধুপুর-ফুল্ল-কমলিনী—
দূরবর্ত্তী,—কিন্তু সদা হৃদি-বিহারিণী—
বিরহিণী—কমলমালিনী।—

প্রেমের প্রকৃত দাস নিরাশ অন্তরে
বাঞ্ছিল এ বনভূমি, এ চণ্ড কান্তার,
এই সাক্ষীভূত মম যাতনা নিকরে—
নির্দ্দোষী হয়েও যাহা ভুঞ্জি অনিবার।
না জানি, কেন যে সহি এ যত যাতনা
বিলাপ, নিরাশ, ভ্রান্তি, শুধুই সাধনা।
বৃথা এ বিষাদ মম, বৃথা এ বিলাপ,

হতশেষ প্রেমবহ্নি নহে রে নির্ব্বাণ;
গর্জ্জি, কাঁদি, দগ্ধ হই, নাহি গ্লানিতাপ—
ভুঞ্জি ঘোর নবকাগ্নি, নারকী সমান।
কাঁদি—স্মরি মধুপুর ফুল্ল-কমলিনী
দূরবর্ত্তী,—কিন্তু সদা হৃদি-বিহারিণী—
বিরহিণী—কমলমালিনী।

সম্ভ্রম-কণ্টক পথে, গৌরবের তরে,
হতাশ হৃদয় হয়ে ভ্রমি ববে হায়!
বিপক্ষ প্রাক্তন তদা তোষে আসি মোরে,
প্রদানি অনন্ত দুঃখ, নিবাশ প্রণয়।
এইরূপ নিরাশায় ভ্রমি এ কান্তার,
অভিশাপি কুগ্রহবে, শুভ ইচ্ছি তার।
ভুজঙ্গ ভূষিত প্রেম দংশি অবিরত
ভীমতর মূর্ত্তি ধরি ভ্রমে অনুক্ষণ—
প্রতি স্থলে তীক্ষ্ণ দন্তে দণ্ডি মনোমত—
খেদায় দাসেরে করি উন্মাদে মগন।
কাঁদি,—স্মরি মধুপুর ফুল্ল কমলিনী—
দূরবর্ত্তী,—কিন্তু সদা হৃদি বিহারিণী—
বিরহিণী—কমলমালিনী।—

রসময়ী কবিতা যাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল, তাঁহারা সকলেই প্রত্যেক বিভাগের শেষ কল্পনা পাঠ করিয়া অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। স্থির করিলেন, মহারাজ কান্তিধাম সিংহ বিবেচনা করিয়াছেন যে, 'কমল মালিনী' এই নামের সহিত 'মধুপুর-ফুল্ল-কমলিনী' এই বিশেষণ সংযোগ না করিলে, তাঁহার প্রশংসার উদ্দেশ্য, সম্যক রূপে পরিস্ফুট হইবে না। ফলতঃ তিনি নিজ মুখে যেরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের অনুমান প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। মহারাজ আরও কতিপয় কবিতা লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রাগুক্ত বিভাগত্রয়ই অধিকতর

বোধগম্য। এইরূপ চিত্তহারিণী বিষম অবস্থায়, মহারাজ কাস্তিরাম সিংহ, কখনও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কখনও বা তাঁহার বিলাপ ও পরিতাপ শ্রবণ এবং তাহারই উত্তর প্রদান করিবার জন্য বন্য দেবতা ও গিরিনদী প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া, কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ গোলক যদি এই সময় তিন দিনের পরিবর্তে ত্রিসপ্তাহকাল বিলম্ব করে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, অনলাক্ষ মহাবীর এরূপ বিকৃতভাবাপন্ন হইবেন যে, তাঁহার গর্ভধারিণী জননীও, বোধ হয়, সেই সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিবেন না। যাহা হউক, আমরা এই স্থানেই মহারাজ কাস্তিরাম সিংহকে তদীয় উদ্ভ্রান্তিময়ী কবিতা ও বিষাদসাগরে নিমজ্জন করিয়া, পার্শ্বচর গোলকচন্দ্রের দৌত্য কার্য্যের পরিণাম দেখিবার জন্য, পাঠক মহাশয়কে গোলকচন্দ্রের নিকট লইয়া যাওয়া, উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলাম।

গোলক, রাজপথে উপনীত হইয়া, অবিলম্বে মধুপুরাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং যে পান্থশালায় তাহার কম্বলের দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, পর দিন তাহারই সম্মুখে উপস্থিত হইল। মধ্যাহ্নিক আহারকাল উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, বহু দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত স্নিগ্ধকর দ্রব্য আহার করিয়া, শরীরের রক্ত এককালে শীতল হওয়াতে, উষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণের ইচ্ছাও সমধিক বলবতী হইয়াছে, তথাপি গোলক যেন, এখন পর্য্যন্তও কম্বলের অপূর্ব্ব লীলায় আকাশ পথে বিচরণ করিতেছে; এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, পান্থশালা প্রবেশের ইচ্ছা হইতে বিরত হইয়া রহিল। কিন্তু জঠরানল অপেক্ষাকৃত প্রবল হওয়াতে, গোলক পান্থশালার অভিমুখে গমন করিতে ইচ্ছা করিল। প্রবেশ করিবে কিনা, যেমন সন্দিহান্ হইয়া ভাবিতেছে, অমনি দুই জন লোক পান্থশালা হইতে বহির্গত হইল এবং একজন অপরকে কহিল'—গুরুদেব! বন্ধুবর কাস্তিরাম সিংহের পরিচারিণী বলিয়াছে, গোলকচাঁদ পার্শ্বচর হইয়া, কান্তিরামের সহিত যাত্রা করিয়াছে, অশ্বপৃষ্ঠে যে ব্যক্তি আগমন করিতেছে, তাহাকে কি গোলকের মত বোধ হইতেছে না?—"

"হাঁ, হাঁ, সেই গোলকই বটে; অশ্বটীও কাস্তিরামের দেখিতে পাইতেছি।"

পাঠক মহাশয়। এই অপরিচিত পান্থশালায়, দুই জন আগন্তুক, গোলককে দেখিয়া চিনিতে পারিল বলিয়া বিস্মিত হইবেন না। আগন্তুক দুই জন আপনার অপরিচিত নহে—বহু পূর্ব্ব পরিচিত গ্রামাবৈদ্য বিশ্বনাথ ও আচার্য্য মহাশয়। এই আচার্য্য মহাশয় কর্তৃকই মহাবাজ কান্তিরাম সিংহের যাবদীয় পুস্তক পরীক্ষিত ও অপকারী গ্রন্থাবলী অনলমুখে নিপতিত হইয়াছিল। আচার্য্য মহাশয়, গোলক ও বোজিনাস্তী সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া, কান্তিরামের সম্বাদ পাইবার আশয়ে, গোলকের নিকট আগমন করিলেন এবং গোলককে ডাকিয়া বলিলেন,

'—বাপু গোলকচন্দ্র। তোমার প্রভুকে তুমি কোথায় রাখিয়া আসিতেছ ?—'

গোলক, তম্মুহূর্ত্তেই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিল এবং কান্তিরাম সিংহের প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থিতির স্থান গোপন করিবার অভিপ্রায়ে, এই মর্ম্মে কহিল যে, তাহার প্রভু আজি কালি কোন বিশেষ স্থানে, তাঁহার নিজের কোনও বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন।—গোলকের চক্ষু দুইটী বিসর্জ্জন দিবার ভয়ে, গোলক সেই স্থান বলিয়া দিতে সাহসী নহে। ইহাতে বিশ্বনাথ কহিলেন "—না, না, গোলক। সে কথা বলিলে চলিবে না। তোমার প্রভু এখন কোথায় আছেন, যদি তুমি না বলিয়া দাও, তাহা হইলে যখন তুমি তোমার প্রভুর অশ্ব লইয়া যাইতেছ, তখন আমরা স্থির করিব, বিশেষতঃ যেরূপ সন্দেহ করিয়াছি, তাহাতে বলিব যে, তুমি তোমার প্রভুকে হত্যা করিয়াছ এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছ। যদি তুমি এই ঘোটক তোমার বলিতে চাও, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই তুমি তোমার সর্ব্বনাশ দেখিতে পাইবে।"

'—বাবারে।—তোমরা মোরে যে—ক্যান আবার যাতো ভয় দেখাচ্চো—তাতো খুঁজে প্যালাম না।—মুই যে কারুরি খুনকরি—কি কারুর জিনিষ পত্তোর কেড়ে নেই—মুই তো ত্যামন মানুষ নই।—নোকের কপালিই—নোক মারা পড়ে;—নয় তো—যে গড়ে—সেই ভাঙ্গে।—মোর মুনিব এই সামনের পাহাড় গুনোর মাজখানে—তানার মনের মোতন—য্যাট্টা পরাচিত্তির কচ্চেন।—"

তৎপরে, যে অবস্থায় প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, যে সমস্ত

যাঁর কার্য্য এ পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়াছে এবং যে পত্র খানি নিজগ্রামস্থ গোবর্দ্ধন মণ্ডলের দুহিতা—যাহার প্রেমসাগরে প্রভু আকর্ণ মজ্জমান— সেই মহারাজ্ঞী কমলমালিনীর নিকট লইয়া যাইতেছে, গোলক মুক্তকণ্ঠে ও অসন্দিগ্ধচিত্ত সেই সমস্তই যথাযথ প্রকাশ করিল।

গোলকের কথা শুনিয়া, উভয়েই কৌতুকাবিষ্ট হইলেন। যদিও তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে মহারাজ কান্তিরাম সিংহের ক্ষিপ্ততার প্রকৃতি, অবগত ছিলেন, তথাপি ইহার নূতন নূতন দৃষ্টান্ত দেখিয়া, আরও অধিক বিস্ময়োৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। গোলক যে পত্র মহারাজ্ঞী কমলমালিনীর নিকট লইয়া যাইতেছে, তাঁহারা দেখিবার নিমিত্ত সেই পত্র খানি গোলকের নিকট যাজ্ঞা করিলেন। গোলক কহিল, উহা একখানি স্মৃতিলিপীতে লিখিত হইয়াছে এবং তাহার প্রভুর অনুমতি যে, যে গ্রামে গোলক প্রথম উত্তীর্ণ হইবে, সেই গ্রাম হইতেই, উহা একখানি কাগজে লিখিয়া লইবে। আচার্য্য মহাশয় কহিলেন, যদি গোলক, সেই পত্র খানি তাঁহাকে দেখিতে দেয়, তাহা হইলে, তিনি অতীব স্পষ্টাক্ষরে উহার একখানি প্রতিলিপি লিখিয়া দিবেন। গোলক স্মৃতিলিপি গ্রহণের নিমিত্ত স্বকীয় বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রবেশ করাইল, কিন্তু অঙ্গরক্ষের মধ্যে স্মৃতিলিপি পাইল না। এই সময়ে অনুসন্ধান না করিয়া, যদি অন্য সময়েও ইহার অনুসন্ধান করিত, তাহা হইলেও ইহা পাইত না। কারণ, সেই স্মৃতিলিপি মহারাজ কান্তিরাম সিংহের নিকটেই ছিল এবং যৎকালে গোলক তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, তৎকালে তিনি উহা ভ্রমক্রমে গোলককে প্রদান করেন নাই। যখন গোলক দেখিল, তাহার নিকট স্মৃতিলিপি নাই, তখন এককালে মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ হইল, পরে উচ্ছৃঙ্খলভাবে পুনরায় সমস্ত অঙ্গবসন অন্বেষণ করিল; কিন্তু তাহাতেও ব্যর্থমনোরথ হইয়া, দুই হস্তে স্বকীয় শ্মশ্রুমণ্ডল ধারণ করিল এবং তাহার অর্দ্ধাংশ এককালে সবলে উৎপাটন করিয়া ফেলিল। তৎপরে অবিরত করাঘাত করিয়া নাসারন্ধ্র ও মুখগহ্বর দিয়া রুধিরতরঙ্গ প্রবাহিত করিল। ইহা দেখিয়া বিশ্বনাথ ও পুরোহিত, গোলককে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোলক কি জন্য এরূপ অযথোচিত আক্ষেপ করিতেছ?

গোলক কহিল '—কি জানি?—ঝোর এই আঙুলির ফাঁশা দিয়ে— তিনটে

—তিনটে—ভাল গাদা—সরে পড়েচে।—আঃ গাদা তো নয়!—ব্যাবো ম্যাট্রা ম্যাট্রা ক্যাল্লা!—'

বিশ্বনাথ কহিল "—সে কি গোলক?—"

গো। তা আর কি বল্‌বো—মুই সেই খাতা খানা খুইচি।—তাতি কমল-মালিনীর্রি মোর মুনিব এক খানা চিটি আর মোরে তানার চাট্টে—পাঁচটা গাদার মদ্দি তিনটে দেবার জন্নি—তানার ভাইঝির ওপর এক খানা দান পত্তোর দিয়েলেন।'

এই সময়ে গোলককে গর্দ্দভ হরণের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে হইল। পুরোহিত গোলককে এই কথা বলিয়া শান্ত হইতে কহিলেন যে, স্মৃতিলিপিতে লিখিত দানপত্র গ্রাহ্য হইবে না, সুতরাং পুনরায় যখন তাহার প্রভুর সাক্ষাৎকার লাভ করিবে, সেই সময়ে একখানি কাগজে উহা রীতিমত লিখিয়া লইবে। এই কথায় গোলক শান্ত হইল এবং কহিল, কমলমালিনীর পত্রখানি হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া, তাহার কিছুমাত্র আক্ষেপ নাই; পত্র খানি তাহার কণ্ঠস্থ রহিয়াছে। যে সময় এবং যে স্থানে তাঁহারা তাহা শুনিতে চাহিবেন, সেই সময়ে এবং সেই স্থানেই তাঁহাদিগকে তাহা শুনাইতে পারিবে। এই কথা শুনিয়া বিশ্বনাথ কহিল তবে এক্ষণে উহা আমাদিগকে শ্রবণ করাও। পরে আমরা সুবিধামত তোমাকে উহা লিখিয়া দিব। পত্রখানি স্মৃতিপথে আনয়ন করিবার জন্য, গোলক স্বকীয় মস্তক অনবরত কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল, কখন এক পদে, কখনও অপর পদে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইল, কখন নিম্নদৃষ্টি হইয়া ভূমিতল সন্দর্শন করিল; কখনও বা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া গগনতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে, একটী অঙ্গুলির নখরার্দ্ধ দংশন এবং শ্রোতৃদ্বয়কে পরম কৌতুকাবিষ্ট করিয়া কহিতে লাগিল—

পত্তোর খানার সব্‌ই মনে করে রেখেলাম—কিন্তু দেকৃচি—ভূতি সব উড়িয়ে নে গেচে।—বোদ হচ্চে—গোড়া খানা তার এই রকম—ছেষ্ট এবং রোজার রোজা সোন্দরি!—"

বিশ্বনাথ কহিল " না, না, রোজার রোজা নয়, রাজ রাজীব অথবা রাজ-রাজেশ্বরী।"

গোলক কহিল—অই, অই—ঠিক ঐ কথাডাই বটে—তার পর যদি ফিরে ভুলে না থাকি,—তা হলি এই রকম হবে।—"বিভুন্ন—জেগিসে দেওয়া—ঝিদে মায়া—হে কিস্তের মা—পায় ঠেলা যুবতি!—তোমাব পাব আজ যে চুমো খাত্তি যাচ্চে।—" তারপর—"শরীল সুস্থু—আর পীড়ে—যা তুমি পেটিয়েচো!—" বলে কি বলেলেন—তা মুই জানিনে।—এই রকম করে তিনি খানিক ক্ষোণ বলে—এই কতাডায় শেষ কল্লেন—"মবণ কালে তোমারই—শ্রীদগ্ধবদন মহাবীর।"

গোলকেরকৌতুকাবহ স্মরণ শক্তিতে উহাঁরা উভয়েই পরম হর্ষিত হইলেন এবং গোলককে শত শত বার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। আর দুই বার পত্র খানির পুনবাবৃত্তির নিমিত্ত, গোলককে অনুরোধ করিলেন। ইচ্ছা, পত্রখানি তাঁহারা এককালে কণ্ঠস্থ কবিয়া রাখিবেন এবং উপযুক্ত অবসরে গোলককে লিখিয়া দিবেন। গোলক তিনবাব আবৃত্তি কবিল। তিনবারে অন্যূন তিন সহস্র নূতন নিরর্থক শব্দ সংযোজিত হইল। ইহার সহিত প্রভুর সম্বন্ধে অনেক কথাও বর্ণন করিল, কিন্তু নিজেব কম্বলের কাণ্ডের একটী কথাও বলিল না। কমলমালিনীব নিকট হইতে সম্বাদ লইয়া প্রত্যাগত হইলে, প্রভু কিরূপে সম্রাট—অন্ততঃ কোনও রাজা—হইবার চেষ্টা করিবেন, (যাহাব উপায় প্রভু ও ভৃত্য পূর্ব্বেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল) তাহাও তাঁহাদিগকে অবগত করিল। রাজত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে গোলকের বিশ্বাস, তাহার প্রভু যেরূপ সাহসিক ও বলশালী বীরপুরুষ, তাহাতে সে আশা নিতান্ত সুদূরপরাহত নহে। বস্তুতঃ যখন তাহাদিগের ভাগ্যে সেই রাজত্বলাভ ঘটিয়া উঠিবে, তখন গোলক মৃতদার হইবে—গোলকের স্বকীয় কল্পনার উচ্ছ্বাস এই।—সুতরাং তাহার প্রভু, ভূসম্পত্তি সমৃদ্ধিশালী এবং সুবিস্তৃত কোন দেশের নরপতির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ও সম্ভ্রমশালিনী, যুবতী কন্যার সহিত গোলকের পরিণয় কার্য্য সমাধা করিবেন। এই সময়ে, গোলক দ্বীপের রাজত্ব লাভের বিষয় ছলক্রমে এককালে গোপন করিল। গোলক এই সমস্ত এরূপ গাম্ভীর্য্য সহকারে এবং স্বকীয় নাসাগ্র মার্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিল যে, আচার্য্য মহাশয় ও বিশ্বনাথ, মহারাজ কান্তিরাম সিংহের মতিভ্রংশতার ক্ষমতা দেখিয়া, অতীব বিস্মিত হইলেন। মহারাজ কান্তিরাম

সিংহের অদ্ভুত উদ্ভাস্থির সহিত এই হতভাগ্য দরিদ্রেরও যে বুদ্ধিলোপ সংঘটিত হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদিগের আরও আশ্চর্য্যের কারণ হইল। কিন্তু গোলকের নির্বুদ্ধিতা,নিতান্ত নির্দ্দোষ এবং উহা,তাঁহাদিগকে বহুল পরিমাণে আমোদিত করিয়াছে, এইজন্য গোলককে উহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত, তাঁহারা কোন আয়াস স্বীকার করিলেন না। পরন্তু বলিলেন, তাহার প্রভুর স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত, সে ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করুক; তাহা হইলে কালক্রমে তাহার অভিলষিত সাম্রাজ্য প্রকৃত প্রস্তাবে লাভ হইতে পারিবে।

শুনিয়া গোলক কহিল, মুইও তাই ভাবি—আর এডাও মুই ঠিক করে বল্‌তি পারি—যে যদিও সকল কাজই কব্‌বাব দাদাঠাকুরির খুব্‌ খেমতা আছে—তবুও ঠাকুদ্দের কাছে এই চাই—ষ্যান তিনি আর কোনো কাজ না করে—যাতে তানার ভাল হয়—আর তারি সঙ্গে সঙ্গে মোরও ভালো কত্তি পারেন—তাই ষ্যান আগে করেন।—”

“তুমি যথার্থ জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোকের মত কথাই বলিয়াছ। আমরা এক্ষণে তোমার প্রভুকে এই নিষ্ফল শুদ্ধিসাধনব্রত হইতে ক্ষান্ত করিতে চেষ্টা পাইব। কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের আহার প্রস্তুত হইয়াছে। চল, আমরা সকলে ভিতরে যাইয়া, আহার এবং তোমার প্রভুর উদ্ধারের উপায় স্থির করি।”

গোলক তাঁহাদিগকে ভিতরে যাইতে কহিল এবং আপনি বাহিরেই অবস্থিতি করিবে, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ইহার কারণ অন্য সময়ে প্রকাশ করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। যাহা হউক, গোলক তাঁহাদিগের নিকট তাহার নিজের নিমিত্ত, কোন উষ্ণকারক খাদ্য এবং রোজিনাস্তীব নিমিত্ত কিছু যব বা অন্য শস্য প্রার্থনা করিয়া, সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। সুতরাং তাঁহারা তাহাকে সেই স্থানে রাখিয়া, গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, বিশ্বনাথ কিছু আহার সামগ্রী লইয়া, প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

আচার্য্য ও বিশ্বনাথ কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত স্ব স্ব অভিপ্রায়সাধনের নিমিত্ত, প্রগাঢ়রূপে চিন্তা করিলে, মহারাজ কাস্তিরাম সিংহের প্রকৃতির অনুরূপ এবং

যাহা যায় তাঁহারা সম্ভবতঃ নিষ্কাম হইতে পারিবেন, এমন এক সুকৌশল, সর্ব্বাগ্রে আচার্য্য মহাশয়ের মনোমধ্যে উদিত হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন, আচার্য্য মহাশয় বীরধর্ম্মাশ্রিতা জনৈক বীরবনিতার বেশ পরিগ্রহ করিবেন, এবং বিশ্বনাথ তাঁহারই পার্শ্বচর হইবেন। এই ছদ্মবেশে তাঁহারা মহারাজ কান্তিরাম সিংহের নিকট সমুপস্থিত হইবেন। আচার্য্য মহাশয়, মহারাজ কান্তিরাম সিংহের সকাশে অত্যাচরিত ও দুঃখার্ত্ত বীরবনিতা বেশে সমানীত হইয়া, মহারাজের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। সাহসিক দিগ্বিজয়ী বীর হইয়া, মহারাজ এই প্রার্থনার পূরণ ভিন্ন কদাপি উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। তদনন্তর কোন অসভ্য দুরাচারের অত্যাচার ও নিগ্রহ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য, বীরবনিতারূপে ছদ্মবেশী আচার্য্য মহাশয়, এই উপরোধ করিবেন যে, দিগ্বিজয়ী মহাবীরকে যথায় লইয়া যাইতে চাহিবেন, বিনা আপত্তিতে তাঁহাকে সেই স্থানে যাইতে হইবে; সেই সময়ে তিনি ইহাও প্রার্থনা করিবেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত বীরবর সেই বীরবনিতার শোচনীয় দশার অপনয়ন করিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহার সম্বন্ধে কোন পরিচয় জানিতে, অথবা তাঁহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে পারিবেন না। ইহা হইলে, তাঁহারাও কান্তিরামকে নিরাপদে বাটীতে লইয়া গিয়া, তাঁহার এই অলৌকিক ক্ষিপ্ততার প্রতিষেধে যত্ন ও চেষ্টা করিতে পারিবেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

আচার্য্য ও গ্রাম্যবৈদ্য বিশ্বনাথ কিরূপে তাঁহাদের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ, ইহার সহিত এই ইতিহাসের বর্ণিতব্য অন্যান্য বিষয়।

আচার্য্য মহাশয়ের সুকৌশল, বিশ্বনাথের এরূপ মনঃপূত হইল যে, তাঁহারা উভয়েই তৎক্ষণাৎ উহা কার্য্যে পরিণত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। আচার্য্য মহাশয়ের কয়েক খানি বসন বন্ধক রাখিয়া, তাঁহারা অধিবাসিনীর নিকট এক খানি প্রাবার, এক শিরোরক্ষণী এবং এক কঞ্চলিকা চাহিয়া

লইলেন। যে গৃহে আচার্য্য মহাশয়ের এই বন্ধককার্য্য পরিসমাপ্ত হইল, তাহার এক পার্শ্বে একটী চামর ঝুলিতেছিল। বিশ্বনাথ, উহা অধিস্বামীর নিকট চাহিয়া লইয়া, কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিলেন এবং তাহার কেশপাশে আপনার এক সুদীর্ঘ শ্মশ্রু প্রস্তুত করিলেন। এই উদ্যোগের কারণ কি, অধিস্বামিনী জিজ্ঞাসা করিলে, আচার্য্য মহাশয়, মহারাজ কান্তিরাম সিংহের ক্ষিপ্ততার বিবরণ এবং তাঁহাকে তাদৃশ শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধারের প্রয়োজন, সংক্ষেপে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। অধিস্বামী, তৎক্ষণাৎ অনুমান করিলেন, নিঃসন্দেহই এই ব্যক্তি, সেই কমলোৎক্ষিপ্ত পার্শ্বচরের প্রভু এবং এই ব্যক্তিই ইতিপূর্ব্বে একদিন তাঁহাদিগের পান্থশালার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সেই অপূর্ব্ব অবলেহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা আচার্য্য মহাশয়ের নিকট, পান্থশালায় তাঁহার যে যে কার্য্য ইতিপূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। এতক্ষণ শ্রীমান্ গোলকচন্দ্র যাহা সঙ্গোপন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও এই সময়ে বিবৃত হইল। ইত্যবসরে, অধিস্বামিনী, অতি আশ্চর্য্যরূপে আচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রীবেশ সমাধান করিলেন। কিন্তু আচার্য্য মহাশয়, স্ত্রীলোকের শিরোরক্ষণী কিছুতেই মস্তকে ধারণ করিলেন না। ভিন্ন উপায়ে মস্তক ও মুখমণ্ডল উত্তমরূপে আবৃত করিয়া, স্বকীয় অশ্বতর পৃষ্ঠে স্ত্রীজাতির ন্যায় উপবেশন করিলেন। বৈদ্যরাজ বিশ্বনাথও পার্শ্বচরোচিত বেশভূষা সমাধান করিয়া, স্বকীয় যানারোহণ করিলেন। পরিশেষে, তাঁহারা সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, দাসী সবলাকেও উপেক্ষিত হইল না। বস্তুতঃ সে পাপচারিণী হইলাও, সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিল, তাঁহারা যেন উপস্থিত কার্য্যে সফলকাম হইয়া ফিরিয়া আইসেন।

পান্থশালা হইতে বহির্গত না হইতে হইতে, আচার্য্য মহাশয় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যতকেন সৎকার্য্য হউক না, আচার্য্য হইয়া, তাঁহার স্ত্রীবেশ পরিগ্রহ করা, কোনরূপেই উচিত নহে। সুতরাং বিশ্বনাথকে স্বকীয় সংশয়ের কথা জ্ঞাপন করিয়া, স্বকীয় বেশ পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। কহিলেন, তিনি পার্শ্বচরের বেশ পরিগ্রহ করিবেন, বিশ্বনাথ, অত্যাচরিত এবং দুঃখিনী বীরবনিতার বেশ পরিগ্রহ

করুন্। পার্শ্বচরের বেশই তাঁহার পক্ষে অধিক সুসঙ্গত ও সময়োচিত। যদি ইহাতে বিশ্বনাথ মনোযোগ না করেন, তাহা হইলে কান্তিরামের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, তিনি আর অগ্রসর হইবেন না। পূর্ব্বে গোলক, তাঁহাদিগের সহযোগী হইয়াছিল, এক্ষণে উহাঁদিগের অপূর্ব্ব বেশ ভূষা দেখিয়া, পরম পুলকিত হইল। বিশ্বনাথ বেশ পরিবর্ত্তন প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শুদ্ধিসাধনস্থান ত্যাগ করাইয়া, মহারাজ কান্তিরাম সিংহকে বাটীতে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত বৈদ্যরাজ বিশ্বনাথ, কি ভাবে কথা কহিবেন এবং কিরূপ কার্য্য করিবেন, এক্ষণে আচার্য্য মহাশয়, তাঁহাকে তাহারই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইহাতে বিশ্বনাথ কহিলেন, তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলেও, উক্ত কার্য্য অতীব সুন্দররূপে সমাপন করিবেন। যাহা হউক, বিশ্বনাথ যে পর্য্যন্ত মহারাজ কান্তিরাম সিংহের শুদ্ধিসাধনস্থলে আসিয়া উপনীত না হইলেন, ততক্ষণ স্ত্রীবেশ ধারণ করিলেন না। তদনন্তর আচার্য্য মহাশয়, করসঞ্চালনে স্বকীয় শ্মশ্রুরাদি স্বস্থানস্থ করিয়া লইয়া, অগ্রসর হইলেন। গোলক, পথ দেখাইয়া, অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশে ক্ষিপ্তের সহিত যে বীরকার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল, গোলক পথিমধ্যে তাহাও বিবৃত করিল। কিন্তু সেই চর্ম্মপেটক এবং তদভ্যন্তরস্থ পদার্থ সকলের বিষয়ে কোন কথা কহিল না। ফলতঃ নির্ব্বুদ্ধি ও সরলতার মানদণ্ড ধূর্ত্ত গোলক, কিয়ৎ পরিমাণে লোভবশ হইয়াছিল।

শমীশাখা ছড়াইয়া, গোলক যে স্থান চিহ্নিত করিয়া আসিয়াছিল, পর দিনে তাঁহারা সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। গোলক, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শাখানিচয় সন্দর্শন করিয়া কহিল, এক্ষণে তাঁহারা গিরিপথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাহার প্রভুর উদ্ধারের নিমিত্ত যদি বেশ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এই স্থান হইতে করিয়া লওয়া উচিত। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই গোলককে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রভুর স্বাভিলষিত শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, এই বেশপরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক;—গোলক যেন কোনরূপেই প্রকাশ না করে, যে তাঁহারা কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছেন;—যখন মহারাজ জিজ্ঞাসা করিবেন, কমলমালিনীর পত্র দেওয়া হইয়াছে কি না, তখন গোলক বলিবে দিয়াছি;—

মহারাজী লিখিতে বা পড়িতে জানেন না বলিয়া, তাহার কোন উত্তর দিতে পারেন নাই,—কেবল মুখে মুখে এই কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, কোন এক গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত মহারাজকে সত্বরই বাটী যাইতে হইবে;—না যাইলে, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন। এই কথাতে এবং তাঁহারা যাহা যাহা বলিবেন, তাহাতে, তাঁহার প্রভু অপেক্ষাকৃত উত্তম অবস্থায় সমানীত হইতে পারিবেন; তাহা হইলে গোলকেরও রাজা বা সম্রাট হইবার অধিক বিলম্ব থাকিবে না। গোলক, অবহিত হইয়া শ্রবণ করিল এবং সমস্তই সুচারুরূপে স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিল এবং তাহার প্রভুকে তাঁহারা সম্রাট হইবার পরামর্শ দিবেন শুনিয়া, তাঁহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। গোলক জানিত, অন্য লোক অপেক্ষা সম্রাটগণই পার্শ্বচরকে উত্তমরূপে পুরস্কার করিয়া থাকেন। গোলক আরও কহিল, প্রভুকে খুঁজিয়া লইবার নিমিত্ত এবং মহারাণীর সম্বাদ প্রদান করিবার জন্য, প্রভুর নিকট সর্ব্বপ্রথমে তাহার যাওয়াই, সমধিক যুক্তিসঙ্গত। কারণ, হয় ত, অন্য ক্লেশ স্বীকার না করিয়া, সেই স্থান হইতে প্রভুর নিষ্ক্রামণের,ইহাই যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা গোলকের কথায় সম্মত হইলেন এবং প্রভুর সম্বাদ লইয়া, গোলকের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গোলক গিরিপথে প্রবেশ করিল। স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতীবিধৌত এবং আনম্রপত্রাবলী এবং গিরিছায়ায় সমাচ্ছন্ন এক পরম রমণীয় প্রান্তরে তাঁহাদিগকে রাখিয়া, গোলক প্রস্থান করিল।

এই সময়ে ভাদ্রমাস; প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব, একে সিংহরাশিতে অবস্থান করিয়া, খর-কর বিতরণ পূর্ব্বক গিরি, নদী, বন, উপবন, প্রান্তর প্রভৃতি সমস্তই অগ্নিময় করিতেছিলেন, তাহাতে আবার, বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত। সুতরাং সেই স্থানই তাঁহাদিগের পরম প্রীতিকর বোধ হইল এবং গোলকের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত,তাঁহারা সেই স্থানেই অবস্থান করিতে কৃত নিশ্চয় হইলেন। উভয়ে সেই স্নিগ্ধ ছায়ামণ্ডলে বসিয়া, বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছেন, এমন সময়ে বীণাতন্ত্রীর মধুরঝঙ্কারবৎ কণ্ঠস্বর তাঁহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কোন যন্ত্রের স্বরসংযোগ না থাকিলেও, উহা

নিরতিশয় সুমিষ্ট ও সুধাবর্ষী। এই বিরল পর্ব্বতভূমিতে তানলয়বিশিষ্ট সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, তাঁহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। সচরাচর শুনিয়া থাকেন, রাখালগণ, সুমিষ্ট স্বরলহরীতে পর্ব্বত ও উপত্যকাভূমি তরঙ্গায়িত করিয়া ভ্রমণ করে; কিন্তু উহা কবির কল্পনামাত্র, প্রকৃত সত্য নহে। বিশেষতঃ তাঁহারা যে সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন, তাহা সাধারণ লোকের মুখোদ্গত সামান্য সঙ্গীত নহে—উহা পবিত্র এবং সুমহান্ নবভাবে উচ্ছসিত। নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলেই, আমাদিগের কথার সার্থকতা, পাঠক মহাশয়ের উপলব্ধি হইবে :—

কে আনি যোগায় বিষাদ যাতনা?
—কালকূট নিঠুর ঘৃণা।
কিসেতে বাচয়ে দুখের অনল?
—দগ্ধ, শপ্ত ঈর্ষানল।
কেমনে ধৈরয নাশিল হৃদয়?
—সুদীর্ঘ বিরহে মথিলে তায়।

হায় রে। নাহিক ঔষধি এমন,
নাশিতে ক্ষতের যাতনা ভীষণ—
যখন বিরহে, ঘৃণায়, ঈর্ষায়,
নিরাশ, নিঃসঙ্গ, করেছে আমায়।

কে আনে হৃদয়ে এ দুখনিকর?
—উপেক্ষিত প্রেম-শর।
মূঢ মন চায়, কারে রোধিবারে?
—ভাগ্যের নিঠুর করে।
এ সব দুখেতে কি করে নির্দ্দেশ?
—স্থির, বিধির আদেশ।

ভাবি-ভয়ে হায়। করে নির্দ্ধারণ—
অদ্ভুত এ ব্যাধি, নাশিবে জীবন।
অবশ্য মরিব, যবে তিন জনে—
বিধি, ভাগ্য, প্রেম, সুখ নাশ-পণে।

কে পারে ফিরাতে মনের কুশল ?

—মৃত্যু-অঙ্ক সুকোমল।

প্রেমের আনন্দে কিবা লাভ হয় ?

—প্রেমগাঢ়তা নাশয়।

কে নাশে ইহার যাতনা অশেষ ?

—ক্ষিপ্ত চণ্ড রোষাবেশ।

তাতেই মূঢ়তা—মূর্খতা নিশ্চয়
প্রতীকার চেষ্টা এ ব্যাধি দুর্জ্জয় ;
বিনা চপলতা, মৃত্যু, উন্মাদন,
নাহিক উপায়, হায় রে ! এখন।

সেই সময়, সেই ঋতুকাল, সেই বিজনতা, সেই কণ্ঠস্বর এবং গায়কের সেই সুনিপুণতা, সমস্তই শ্রোতৃবর্গের আনন্দ ও কৌতূহল উৎপাদনে একতান হইল। অধিক শুনিবার প্রত্যাশায়, তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু নিস্তব্ধতার বিরাম হইল না দেখিয়া, সুমিষ্টস্বরবান্ পুরুষকে দেখিবার জন্য, তাঁহারা সকলেই দৃঢ়সংকল্প হইলেন। পুনরায় সেই কণ্ঠস্বর শ্রবণগোচর হইল। যন্ত্রনিনাদিত মধুর-নিক্বণে নিম্নলিখিত সঙ্গীততরঙ্গ তাঁহাদিগের কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল।

সুগভীর বন্ধু প্রেম ! কোথায় এখন—
চঞ্চল চরণে তুই, করিলি গমন ?
স্বর্গের উন্নত ভূমে, পবিত্র আশ্রমে,
করিলি নিবাস এবে, শান্তি সুধালয়ে ?—
রহিলি স্বর্গেতে তুই, হেথায় কেবল,
তোর ছায়া আড়ম্বরে শাসিবে সকল।
তথা হতে ধরাতলে, পালিতে আদেশ,
স্বর্গ অতিথি শান্তি, করিবে প্রবেশ—
রঞ্জিত গুণ্ঠনে দেহ, করি আবরণ
প্রবঞ্চনা লীন তাহে,—অসাধ্য দর্শন।

ত্যজ, প্রেম! ত্যজ তব স্বর্গীয় আসন,
এই ছদ্মবেশ তব, কর নিবারণ!
এখনও যদি হও, এ দেশে ভূষিত,
শঠমনে ধ্রুব সত্য কর কলঙ্কিত,
জানিহ নিশ্চয়, তবে এই ধরাতল,
মায়া-বিশৃঙ্খলে পুনঃ হইবে বিকল।

সুদীর্ঘ নিশ্বাস-সহকারে সঙ্গীত সমাপ্ত হইল। অধিক শুনিবার আশয়ে তাঁহারা উর্দ্ধকর্ণ হইয়া রহিলেন। কিন্তু সঙ্গীত, একণে বিলাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাসে পরিণত হইল। যাঁহার কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য অপেক্ষা বিলাপের বিষাদ-প্রবল অত্যল্প নহে, তাঁহারা সেই অসুখোচিত গায়কের অনুসন্ধানে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর না যাইতে যাইতে, এক পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া, গোলকবর্ণিত নিশাপতির আকৃতি ও অবয়বের অনুরূপ, একজন মনুষ্যকে দেখিতে পাইলেন। সেই ব্যক্তি তাঁহাদিগকে দেখিয়া, বিন্দুমাত্রও বিস্মিত হইল না, পাষাণ-মূর্ত্তিবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নয়ন যুগল ভূমিতল হইতে উথিত না করিয়া, চিন্তাভারগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায়, শিরোদেশ বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করাইয়া রাখিল। বাক্‌পটু আচার্য্য মহাশয়, পূর্ব্ব হইতেই নিশাপতির দুর্দ্দশার কথা অবগত ছিলেন, একণে তাঁহাকেই নিশাপতি স্থির করিয়া, তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং সংক্ষেপে অথচ মনোমোহন বাক্যে, তাঁহার সেই শোচনীয় অবস্থা ত্যাগ করাইবার জন্য এবং সেই আতিথ্যবর্জ্জিত দেশে, যাহাতে তিনি এইরূপে স্বকীয় জীবন বিনাশমুখে নিক্ষেপ না করেন, তজ্জন্য অনেক অনুনয় করিলেন। সেই সময়ে নিশাপতি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ছিলেন; তাঁহার সেই অদ্ভুতপূর্ব্ব আবেশের কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় নাই, যাঁহাদিগের সহিত এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন, তাঁহারাও যে পর্ব্বতবাসী নহেন, তাহাও তাঁহার স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। বিশেষতঃ তাঁহার সম্বন্ধেই তাঁহারা সমস্ত কথা কহিতেছেন দেখিয়া, নিশাপতি আরও আশ্চর্য্য হইলেন এবং উত্তর করিলেন—

"—মহাশয়গণ! আমার বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, যে বিধাতা, সদসৎ

সমষ্টি লোকেরই আশ্রয়ভূত হইয়া রহিয়াছেন, সেই বিধাতাই—আমি সম্পূর্ণ-রূপে অযোগ্য হইলেও—বাণিজ্যবিভব হইতে বহুদূরবর্ত্তী এই বিরলগিরি-গহনে, আমার নিকটে, সময়ে সময়ে ব্যক্তিবিশেষ প্রেরণ করেন, তাঁহারা বহুবিধ দুরবগাহ্য যুক্তিতর্ক প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার এই অদ্ভুত আশ্রমের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া, আমাকে ইহা হইতে নিষ্ক্রমণ করাইবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু এই দুঃখাবহ আশ্রম হইতে অপসারিত হইলে, আমি যে ইহাপেক্ষা সমধিক সুগভীর দুঃখে পতিত হইব, আমার ন্যায় ইহা তাঁহারা অবগত নহেন, সুতরাং অসংশয়ে আমাকে ক্ষিপ্ত এবং বায়ুগ্রস্ত বলিয়া অনুমান করেন। ফলতঃ, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, আমি নিজেই অবগত আছি যে, আমার এই দুঃখ এরূপ প্রগাঢ় এবং সর্ব্বাঙ্গবিসারী যে, আমি ইহার প্রভাবে কখন কখন জ্ঞানানুভববর্জ্জিত পাষাণরূপে পরিণত হই। ক্ষিপ্তাবস্থায় যে ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, সেই সকলের চিহ্ন দেখিয়াই, কেবল আমার তদানীন্তন অবস্থা বুঝিতে পারি। কিন্তু তজ্জন্য আবার নিরর্থক বিলাপ করিয়া থাকি, ভাগ্যকে শতধিক্কারে ধিক্কৃত করি এবং যাঁহারা আমার কথা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের নিকট উহা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়া, আমার এই অযথাচারের ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়াস পাই। বস্তুতঃ যাঁহারা আমার এই কারণ সম্যক্রূপে অবগত নহেন, তাঁহারা কদাপি আমার এবম্বিধ আচরণে ক্ষমা করিবেন না এবং এই মহাদুঃখে দুঃখিতও হইবেন না। মহাশয়গণ। যদি অন্যান্য ব্যক্তিগণের ন্যায় আপনারাও সেই সংকল্পে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে কোন যুক্তিযুক্ত সাধু উপদেশ দিবার পূর্ব্বে, অগ্রে আমার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করুন। যে মহাদুঃখপ্রতীকারের কোনও উপায় বা ঔষধি নাই, তাহাতে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিয়া, আপনারা বৃথা আয়াস স্বীকার করিবেন না।”

বন্ধুদ্বয়, নিশাপতির জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়া, অনুনয় করিতে লাগিলেন। তাঁহারা, পরামর্শচ্ছলে অথবা প্রতীকার কল্পনায় তাঁহার অনভিমত কোন কথা বলিবেন না বলিয়াও, নির্দ্ধারণ করিলেন। মহাবীর বৃত্তশেখর বিবরণ এবং বীরব্রতের সম্ভ্রমরক্ষার্থে মহারাজ কান্তিরাম সিংহের

ব্যাকুলতার নিমিত্ত, নিশাপতি যে অংশ, বৃদ্ধ রাখাল ও মহারাজ কান্তিরাম সিংহের সম্মুখে কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে বর্ণন করিতে নিরস্ত হইয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পরভাগ হইতেই পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। নিশাপতির পুনরাবেশের আবির্ভাব না হইতে হইতে, ইহা সুচারুরূপে শেষ হইয়াছিল, কোনরূপ ছুরি নিস্ত লক্ষিত হয় নাই। 'মহারাজ রমণীমোহনের উপাখ্যান' নামক গ্রন্থ মধ্যে, কুমার কুলপাবন তরঙ্গিণীর হস্তাক্ষরীয় যে প্রেমলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নিশাপতি সেই পত্রখানি স্মরণ করিয়া বলিলেন, আমার সম্পূর্ণরূপে স্মরণ হইতেছে, তরঙ্গিণীর পত্র এইরূপ —

"দিন দিন আমি আপনাতে যে নূতন নূতন গুণ দেখিতে পাইতেছি, তাহারাই আপনাকে আমার সম্মানের উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে। তজ্জন্য ইচ্ছা, হৃদয়ের প্রতিদান সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ ও চরিতার্থ হই। কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নাই, আমার সম্ভ্রম লোপ না করিয়া, যদি আপনি সেই ক্ষমতা প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই তাহা প্রদান করিবেন। পিতা আপনাকে উত্তমরূপে অবগত আছেন; আমার প্রতিও তাঁহার নিরতিশয় স্নেহ আছে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কদাপি তিনি, বলপ্রয়োগ করিবেন না এবং আপনিও যাহা ন্যায্যভাবে প্রার্থনা করিবেন, তাহা তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। আপনি যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, আমাতে যদি সেইরূপ গৌরবের কিছু দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে শীঘ্রই পিতার নিকট আবেদন করিবেন, আশা করি, দাসীর গৌরবে বঞ্চিত হইবেন না।"

আমার পূর্ব্ববর্ণনানুরূপ এই পত্রই আমাকে তরঙ্গিণীর পাণিপীড়নে কৃতসংকল্প করিল এবং কুমার কুলপাবন যে সমস্ত পত্র দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, এই পত্র খানিই, তাহাদিগের অন্যতম, বিশেষতঃ এই পত্র খানিই আমার অভীষ্ট সিদ্ধি না হইতে হইতে, আমার বিনাশের নিমিত্ত কুলপাবনকে কৃতসংকল্প করিয়াছিল। আমি কুমার কুলপাবনকে কহিলাম, তরঙ্গিণীর পিতা আশা করিয়া রহিয়াছেন, আমার পিতা কর্তৃক বিবাহের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হইবে। কিন্তু পাছে, পিতা অস্বীকার করেন, এই ভয়ে, আমি তাঁহার নিকট এই প্রস্তাবের উত্থাপন করিতে পারি

হেছি না!—ভারতের যে কোন পরিবার হউক্, যে রমণীরত্নের গুণরাশি দ্বারা অনায়াসে সম্ভ্রান্ত হইতে পারে, তরঙ্গিণীর সেই সমুন্নত গুণরাশির কথা যে পিতার অগোচর ছিল, তাহা নহে, জানিতাম, তাঁহার ইচ্ছা, আমার সম্বন্ধে যত দিন মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের কোন অভিপ্রায় জানিতে না পারিবেন, ততদিন আমার বিবাহে মনোনিবেশ করিবেন না। ফলতঃ সংক্ষেপে বলিতে কি, তাঁহাকে বলিলাম যে, বিষাদপূর্ণ ভাবি-ভাবনা ও অমূলক ভয়ের বল্পনা করিয়াই, পিতার নিকট এই কথা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। ইহার উত্তরে কুমার কুলপাবন অঙ্গীকার করিলেন, তিনি আমার পিতাকে সম্মত করিয়া, তাঁহাকর্ত্তৃক তরঙ্গিণীর পিতার নিকট, আমাদিগের বিবাহের প্রস্তাব করিবেন।—রে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন!—দুরাকাঙ্ক্ষ দশানন।—নির্দ্দয় কংশরাজ!—দুষ্ট দুঃশাসন!—শঠ শকুনে!—বিশ্বাসাপহারী কালনেমি!—জিঘাংসাবশ ভীমসেন!—লোভপরতন্ত্র বৃত্রাসুর!—রে নিষ্ঠুর, দুষ্ট, শঠ, বিশ্বাসঘাতক!—যে নিরুপায় দুর্ভাগ্য, অন্তরের গূঢ়তম রহস্য সকল, তোর নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিল, সেই হতভাগ্য, তোর কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল?—আমি কোথায় তোর বিরক্তি সাধন করিলাম?—আমি কি এত দিন কেবল মাত্র তোরই স্বার্থসিদ্ধি এবং সম্ভ্রমের অন্বেষণে ভ্রমণ করি নাই?—কিন্তু হায়! কেন আর আমি বৃথা অনুযোগ করি? আমিই দুর্ভাগ্য!—আমিই দুঃখসাগরের জঘন্য জীব!—যখন গ্রহ বিরোধী, তখন মানবশক্তি কোথায়?—কে বিবেচনা করিয়াছিল যে, তেমন সম্ভ্রান্ত এবং তেমন উদারচেতা কুমার কুলপাবন, আমাকর্ত্তৃক শত উপকারে উপকৃত হইয়া, সকল স্থলেই আমাকর্ত্তৃক তাঁহার দুর্জ্জয় দুরভিলাষ সাধনে কৃতার্থতা লাভ করিয়া, আমার নয়নের মণি—দরিদ্রের রত্ন—অন্ধের যষ্টি—মুমূর্ষুর উজ্জ্বল দীপ—আমার এক মাত্র সুখরত্ন, বঞ্চন করিবার নিমিত্ত, এইরূপ নিষ্ঠুর আয়াস স্বীকার করিবেন? কিন্তু এই সকল নিষ্ফল চিন্তার আর প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি গল্পের পুনরারম্ভে প্রবৃত্ত হইলাম।

কুমার কুলপাবন, আমার উপস্থিতি, তাঁহার বিশ্বাসঘাতক উদ্দেশ্যসাধনের বিষম অন্তরায় বিবেচনা করিয়া, যে ছয়টী অশ্ব ক্রয় করিয়াছিলেন,

তাহাদিগের মূল্যের অর্থ আনিবার নিমিত্ত, আমাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠের নিকট প্রেরণ করিলেন। বস্তুতঃ ইহা কিছুই নহে; ইহা, শুদ্ধ মাত্র আমাকে পথান্তরিত করিয়া, তাঁহার পৈশাচিক অভিপ্রায় সিদ্ধির ছলনা মাত্র। আমি কি জ্ঞানচক্ষে এই বিশ্বাসঘাতকতা দর্শন করিতে পারি?—এক দিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমি কি এই বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ, মনোমধ্যে আনয়ন করিতে পারি?—কখনই না। বরং আমি তাঁহার ক্রয় নিবন্ধন পরম হর্ষিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিতে সম্মত হইলাম। সেই রাত্রিতেই তরঙ্গিণীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইল। আমি তাঁহার নিকট কুমার কুলপাবনের সহিত আমার যে যে কথা হইয়াছিল,সমস্তই বর্ণন করিলাম এবং নিশ্চয় করিয়া বলিলাম যে, এইবারে আমাদিগের কৃতার্থতা লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তরঙ্গিণীও আমার ন্যায়, কুমার কুলপাবনের সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হইলেন না, শুনিয়া নিরতিশয় প্রফুল্ল হইলেন এবং আমাকে শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত হইতে, আদেশ করিলেন। দেখিলাম, তাঁহার বিশ্বাস, আমার পিতা কর্ত্তৃক, তাঁহার পিতার নিকট আমাদিগের বিবাহের প্রস্তাব করা হইতেছে না বলিয়াই,এত দিন বিবাহকার্য্য অসম্পন্ন রহিয়াছে? যখন তিনি এই কথা আমার নিকট উচ্চারণ করিলেন, জানি না,—তখন কেন এমন হইল।—তাঁহার যুগলনেত্র অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া আসিল, বোধ হইল যেন, কি এক বিষম অন্তরায় আসিয়া, তাঁহার কণ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়াছে, কথা কহিতে দিতেছে না! এই আকস্মিক বিষণ্ণভাব দেখিয়া, আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। কারণ, আমরা সচরাচর নিরতিশয় আনন্দ সহকারে কথোপকথন করিয়াছি, কদাপি উহা অশ্রু, দীর্ঘনিশ্বাস, ঈর্ষা, সন্দেহ বা ভয়ে কলঙ্কিত হয় নাই।—আমি, এরূপ হৃদয়েশ্বরীলাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া, হর্ষসাগরে অবগাহন করিয়াছি এবং প্রেয়সীও, আমার যাহা কিছু সাধুবাদের উপযুক্ত বুঝিয়াছেন, সানুগ্রহে তাহারই প্রশংসা করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। আমাদিগের প্রতিবেশী এবং আলাপী লোকগণকর্ত্তৃক, আমরা সামান্য সামান্য উপকার লাভ করিয়াও, পরম পুলক লাভ করিয়াছি। আমার তদানীন্তন দাম্ভিকতার মধ্যে, তরঙ্গিণীর একতর মৃণালভুজ,সেই বাতায়নের লৌহদণ্ডের সঙ্কীর্ণতায় যতদূর সম্ভব,সবলে আকর্ষণ

করিয়া, আমার অধরে চাপিয়া বাধিয়াছি।—কিন্তু বিষাদপূর্ণ বিদায়দিবসের পূর্ব্ব রজনীতে, তিনি আমার নিকট অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন, অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং অকস্মাৎ আমার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। আমার তরঙ্গিণীতে শোকস্নেহের এই অসামান্য আবেশ দেখিয়া, আমি বিস্ময় ও কৌতুক সাগরে নিমগ্ন হইলাম, কিন্তু নিরাশ হইলাম না—প্রণয়িজনের বিরহবিধুর অন্তরের স্বাভাবিক দুঃখ এবং আমার প্রতি তাঁহার স্নেহাধিক্যই ইহার মূলকারণ বলিয়া স্থির করিলাম। বিমর্ষ ও বিষাদিত চিত্তে যাত্রা করিলাম—লক্ষিতপূর্ব্ব দুর্ভাগ্যের চিহ্নস্বরূপ মহাভয় ও পঙ্কিল চিন্তারাশি, আমার হৃদয় সমাচ্ছন্ন করিল।

কুমার কুলপাবনের সহোদরের নিকট, আমার দৌত্যকার্য্য শেষ হইল। তিনি আমাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সত্বরেই বিদায় করিলেন না। আমাকে তথায় আট দিন থাকিবার নিমিত্ত অনুমতি দিলেন এবং তাঁহার পিতার নয়নগোচর হইতে নিষেধ করিলেন। কহিলেন, তাঁহার পিতার অগোচরে তাঁহার কনিষ্ঠের নিকট কিছু অর্থ প্রেরণ করিবেন। সমস্তই ধূর্ত্ত কুলপাবনের ছলনা মাত্র। প্রাণেশ্বরী তরঙ্গিণীর বিরহে এত দিন জীবন ধারণ করা, আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব, এই স্থির করিয়া, বিশেষতঃ তাঁহাকে যে শোচনীয় অবস্থায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তাহাও স্মরণ করিয়া, তাঁহার এই আদেশ লঙ্ঘন করিব, স্থির করিলাম। কিন্তু তাহা পারিলাম না, জীবনাত্যয় সংঘটিত হইলেও, প্রভুপরায়ণ ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার আদেশ পালনে প্রবৃত্ত রহিলাম। আমার আগমনের চারি দিবস পরেই, জনৈক ব্রাহ্মণ, এক খানি পত্র হস্তে লইয়া, আমার অনুসন্ধানে, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পত্রের উপরিস্থ স্বাক্ষর দেখিয়া জানিতে পারিলাম, উহা তরঙ্গিণীর হস্তাক্ষরীয়। সভয়ে পত্রখানি উন্মোচন করিলাম, বুঝিলাম, কোন অনৈসর্গিক ঘটনাবশে, তরঙ্গিণী সেই পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পত্র পড়িবার পূর্ব্বে, বাহককে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন, নগরের অভ্যন্তরস্থ এক পথ বহিয়া আসিবার সময়, এক পরমা সুন্দরী যুবতী, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে বাতায়ন পার্শ্বে ডাকিয়া বলিলেন—

"—দেব! যদি আপনি প্রকৃত আর্য্যসন্তান হয়েন এবং আর্য্যনারীর গৌরব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ভূতভাবন শঙ্করের নাম স্মরণ করিয়া, এই পত্র খানি, ইহার শিরোনাম-নির্দ্দিষ্ট স্থান ও ব্যক্তির নিকট লইয়া যাউন্। ইহাতে আপনি পরম দয়ালুতার কার্য্য করিবেন। পথের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার নির্ব্বাহার্থে, আমার এই অঞ্চলে যাহা কিছু আছে গ্রহণ করুন—'

বলিয়া তাঁহার বসনাঞ্চল বাতায়নপথে আমার নিকট নিক্ষেপ করিলেন। বসন মোচন করিয়া দেখিলাম, উহাতে শত মুদ্রা, এই সুবর্ণাঙ্গুরীয় এবং এই পত্রখানি রহিয়াছে। তিনি আমাকে সেই মুদ্রা ও পত্রাদি গ্রহণ করিতে দেখিয়া, তাঁহার আদেশ পালনের নিমিত্ত আমাকে ইঙ্গিতে শত শতবার অনুনয় করিয়া, বাতায়নপার্শ্ব হইতে প্রস্থান করিলেন। আমার পরিশ্রমের পুরস্কার এরূপ প্রচুররূপে প্রাপ্ত হইয়া এবং এই পত্র আপনার নামাঙ্কিত দেখিয়া, বিশেষতঃ মহাশয়। সেই পরম রূপবতী সুন্দরীর অশ্রুজলে কাতর হইয়া, অন্য লোক দ্বারা এই পত্র পাঠাইতে পারি নাই, সার্দ্ধ প্রহর-কালের মধ্যে দ্বাদশ ক্রোশ পথ অতিক্রমণ করিয়া, স্বয়ং আপনাকে ইহা প্রদান করিতে আসিয়াছি। ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া, নিবৃত্ত হইলেন। আমি মনে মনে তরঙ্গিণীর কথা আন্দোলন করিতে লাগিলাম, পদদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল, আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। অবশেষে, পত্র উন্মোচন করিলাম, দেখিলাম, উহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী বাক্য লিখিত হইয়াছে।

"কুমার কুলপাবন, আপনার পিতার মধ্যবর্ত্তী থাকিবার যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা আপনার শুভার্থে সম্পাদন অপেক্ষা, তাঁহার নিজের সুখের নিমিত্তই সাধিত হইয়াছে। মহাশয়। তিনি আমাকে ভার্য্যারূপে মনোনীত করিয়াছেন এবং আমার পিতা আপনার অপেক্ষা তাঁহা-কর্ত্তৃক অধিক উপকার লাভ করিতে পারিবেন, এই লোভে লুব্ধ হইয়া, তাঁহার প্রস্তাবে এরূপ ব্যগ্রভাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন যে, দুই দিন পরেই, আমাদিগের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবেক। উহা এরূপ সঙ্গোপনে নিষ্পন্ন হইতেছে যে, সেই অন্তর্য্যামী ঈশ্বর এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যে দুই একজন ভিন্ন, আর কেহ জানিতে পারিবেন না।

অমীর অবস্থার বিষয় আলোচনা করিবেন, এই সময়ে আপনার শীঘ্র আসা উচিত কিনা তাহাও বিবেচনা করিবেন। চরণে হৃদয় দান করিয়াছি, কিনা, বিবাহ ঘটনাই তাহা প্রতিপাদন করিবে। ঈশ্বরের নিকট কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যে নরাধম অঙ্গীকৃত বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে, তাহার করে অভাগিনীর কর, সবলে অর্পিত হইবার পূর্ব্বে, ইহা যেন আপনার করে উত্তীর্ণ হইতে পারে।"

অর্থের নিমিত্ত অথবা উত্তরের জন্য আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না, তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলাম। এক্ষণে, স্পষ্ট বুঝিলাম, কুলপাবনের অশ্বক্রয় নহে; ইহা তাঁহার ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা মাত্র তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি আমাকে তাঁহার স্নেহাদরের নিকট প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কুলপাবনের উপর আমার জলন্ত ক্রোধ এবং আমার স্নেহ ও সুদীর্ঘ অনু-জীবিকার মহার্হ পুরস্কারলাভে বঞ্চিত হইবার মহাভয়, আমার দ্রুতগমনে পক্ষ প্রদান করিল। পর দিনে, তরঙ্গিণীর সাক্ষাৎকার লাভের অনুকূল অবসরে, আমি নগরে উত্তীর্ণ হইলাম। পত্রবাহকের হস্তে আমার অশ্বতর রক্ষণের ভারার্পণ করিয়া, আমি সঙ্গোপনে তরঙ্গিণীর নিকট গমন করিলাম। তৎ-কালে ভাগ্যদেবী অতীব সুপ্রসন্না ছিলেন বলিয়া বোধ হইল। আমাদিগের প্রেমপর্য্যায়ের চিরসাক্ষী সেই বাতায়নপথে তরঙ্গিণীর সাক্ষাৎ পাইলাম। আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কিরূপে?— ধরণীতলে এমন কোন্ মহাত্মা বিরাজমান যে, যিনি আজি সগর্ব্বে বলিতে পারিবেন, আমিই কেবল মাত্র রমণীমনের অন্তস্তল সন্দর্শন করিয়াছি?— অবলাজনের জটিল এবং পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিমধ্যে,কেবল আমিই সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছি?—নিশ্চয়ই, কেহ নাই। তরঙ্গিণী আমাকে দেখিবামাত্র কহিলেন—

"নিশাপেত! আজি আমি বধূবেশে ভূষিতা হইয়াছি। বিশ্বাসহন্তা কুমার কুলপাবন এবং লোভপরতন্ত্র জনক, অন্য কয়েক জনের সহিত, ঐ প্রকোষ্ঠ মধ্যে অপেক্ষা করিতেছেন। উহাঁরা আজি আমার পরিণয়ব্যাপার সন্দর্শন না করিয়া, নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু ঘটনা দর্শন করিবেন। বয়স্য! দুঃখিত হইও না, হত্যাকাণ্ডে উপস্থিত থাকিবার প্রয়াস পাইও। যদি যুক্তি

যারা তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে না পারি, তাহা হইলে এই ছুরিকাবাটে প্রাণ বাহির করিয়া, তাঁহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির বিঘ্নসাধন করিব এবং তোমার নিমিত্ত এতদিন যে উজ্জল অমূল্য রত্ন, সঙ্গোপনে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহাও তোমাকে সেই সময়ে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিব।'

আমিও তৎক্ষণাৎ ব্যাকুলহৃদয়ে ও ত্বরিতবচনে উত্তর করিলাম "—প্রাণেশ্বরি! তোমার কার্য্যই যেন, তোমার বাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতে পারে। তোমার সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত,যদি তুমি এক খানি ছুরিকামাত্র গ্রহণ কর, তাহা হইলে, আমিও, তোমার রক্ষার নিমিত্ত, নিশ্চয়ই আমি শাণিত কৃপাণ ধারণ করিব। যদি গ্রহবৈগুণ্য দেখিতে পাই, তাহা হইলে আপন প্রাণ সংহার করিয়া, হৃদয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিব।—"

বোধ হইল, তরঙ্গিণী আমার সমস্ত কথা শুনিতে পাইলেন না, শীঘ্রই তথা হইতে আহূত হইয়া প্রস্থান করিলেন, বর সভাগৃহে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।—আমার দুঃখবিভাবরী এই স্থানেই আমাকে সর্ব্বগ্রাসে আচ্ছাদন করিল। এই স্থানেই আমার সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইল!— আমার নেত্রযুগল ঘোরান্ধকারে আবৃত হইয়া আসিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল,অস্থির হইলাম, সভাগৃহে প্রবেশ করিব কিনা,বুঝিতে পারিলাম না; বোধ হইল যেন, আমি এককালে স্পন্দনশক্তিশূন্য হইয়াছি। কিন্তু সেই সময়ে তথায় উপস্থিত থাকিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলাম, বাটীর সমস্ত পথ ও গুপ্তস্থান সবিশেষ জ্ঞাত ছিলাম, দ্রুতপদে সেই দিকে ধাবিত হইলাম। পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন, আমাকে কেহই দেখিতে পাইলেন না। যে স্থান হইতে সমস্তই দেখিতে পাইব, সভাগৃহের এমন এক বাতায়নের আবরণ পার্শ্বে লুক্কায়িত রহিলাম।—হায়! তথায় দণ্ডায়মান হইবামাত্র, আমার মনে যে কত ভাবের উদয় হইতে লাগিল! কিরূপ ভীমবলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, তাহা এক্ষণে কে বর্ণন করিবে?— পাত্র, তরঙ্গিণীর এক আত্মীয় ভ্রাতার সহিত, বরবেশে গৃহপ্রবেশ করিলেন, কেবল ভৃত্যগণ ব্যতীত আর কেহই উপস্থিত ছিল না। কিয়ৎক্ষণ পরেই, তরঙ্গিণী বধূবেশে ভূষিতা হইয়া, বেশগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, দর্শনীয়

দিব্য বেশাভরণে বিভূষিতা, সঙ্গে তাঁহার জননী ও দুইজন পরিচারিকা মাত্র। তৎকালে যেরূপ মর্ম্মভেদী যাতনা ও হৃদয়ের দুর্নিবার উৎক্ষেপ সহ্য করিতেছিলাম, তাহাতে তাঁহার পরিচ্ছদের পারিপাট্য সম্যক্‌রূপে দর্শন করিতে পারি নাই। কিয়দংশ শ্বেত ও কিয়দংশ লোহিত, এই বর্ণবৈচিত্র্য এবং তাঁহার পরিচ্ছদনিবদ্ধ বহুমূল্য রত্নরাজি ব্যতীত আর কিছুই আমার নেত্রগোচর হইল না। কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার পরম রমণীয় সুচিক্কণ চিকুর-দামের অলৌকিক সৌন্দর্য্যে, সমস্তই পরাভূত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রভায় চতুর্দ্দিকস্থ দীপাবলীর উজ্জ্বল আলোক এবং সেই সেই রত্নরাজির উদ্ভাসিত জ্যোতিঃ, নিতান্ত হীনপ্রভ বলিয়া বোধ হইতেছে।—রে স্মৃতে। মদীয় বিশ্রামসুখের প্রবল বৈরি। আমার হৃদয়পূজ্য সেই ভীষণ অবারিত সৌন্দর্য্যজাল, কেন আবার নয়নপ্রান্তে সমানয়ন করিতেছিস্? যে পাপ হৃদয়ের দুর্দ্ধর্ষ অন্ধবল। তৎকালে ক্ষণকালের জন্য, তাহার পৈশাচিক প্রকৃতি আমার কল্পনাপথে প্রতিফলিত করিলে, কি সমধিক কল্যাণকর হইত না? তাহা হইলে ত আমি সেই মুহূর্ত্তেই, সেই ভীষণ অনিষ্টাপাতে—আমার অদৃষ্ট প্রতিহিংসাগ্রহণ না হউক—অন্ততঃ আমার এই ভারবাহী জীবনের অবসান করিতে চেষ্টা করিতাম।—

হে ভদ্র মহোদয়গণ। বক্ষ্যমাণ বিষয় হইতে স্খলিতপদ হইতেছি বলিয়া, আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। সংক্ষেপে এবং সুশৃঙ্খলভাবে আমার দুঃখের কথা বলিবার নহে; ইহার প্রত্যেক স্থলই আমার নিকট নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে।'

ইহাতে আচার্য্য মহাশয় কহিলেন, তাঁহার এইরূপ সবিস্তার বর্ণনে তাঁহাদের বিরক্তিসাধন দূরে থাকুক্, বরং তাঁহারা বিলক্ষণ আমোদানুভব করিতেছেন। বস্তুতঃ ইহা গল্পের সারাংশ অপেক্ষা সামান্য মনোযোগের বিষয় নহে।

নিশাপতি পুনরায় কহিলেন, '—তবে বলি শ্রবণ করুন্। প্রকোষ্ঠমধ্যে সকলেই সমবেত হইলে, কুলাচার্য্য সভা-গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং বরবধূর করদ্বয় গ্রহণ করিয়া, কালোচিত কর্ত্তব্যসাধনের নিমিত্ত, এই কয়েকটী শব্দ উচ্চারণ করিলেন—

"—আয়ুর্মতি তরঙ্গিণি। তুমি কি, পরমপাবন পরমেশ্বরের নিদেশক্রমে, বর্ত্তমান্ কুলপাবনকে ধর্ম্মানুসারে পতিত্বে বরণ করিবে?—"

বাতায়নাবরণের মধ্যে, মস্তক ও গ্রীবাদেশ প্রবেশ করাইলাম, উৰ্দ্ধকর্ণে ও বিভ্রান্তহৃদয়ে আমার জীবনের নির্দ্ধারস্বরূপ, অথবা মৃত্যুর নিদেশবার্ত্তারূপ, তরঙ্গিণীর তদানীন্তন উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। —হায়! তখন সাহস করিয়া, উন্নতকণ্ঠে আমার এই কথা বলা উচিত ছিল, হা তরঙ্গিণি! তরঙ্গিণি! যাহা করিতেছ, তাহার জন্য সাবধান হও। যে ঋণে আমার নিকট ঋণী রহিয়াছ, তাহা একবার বিবেচনা কর। স্মরণ রাখিও, তুমি আমারই, আর কাহারও হইতে পারিবে না। নিশ্চয় জানিও, হাঁ বাক্য উচ্চারণ করিলেই আমাকে বিনাশমুখে নিক্ষেপ করিবে।—রে বিশ্বাস-হন্তা কুলপাবন। মদীয় যশঃগৌরবের দুর্নিবার রাহুগ্রাস! আমার জীবনের মৃত্যুরূপী মহাকাল! তুই এ কি কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্? এ কি ছলনায় আমাকে প্রতারণা করিতে বসিয়াছিস্? ভাবিয়া দ্যাখ্, যদি প্রকৃত আর্য্যনাম ধারণ করিতিস্, তাহা হইলে কখনই এ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতিস্ না। তরঙ্গিণী আমারই ভার্য্যা এবং আমিই তাঁহার একমাত্র ভর্ত্তা! কিন্তু হায়! আমি কি নির্ব্বোধ, কি পাষণ্ড, কি নরাধম! আজি আমি সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের দৃষ্টিপথের অতীত, যাহা আমার বলিবার, সেই সময়ে বলিলেই পারিতাম, কিন্তু বলি নাই, তখন বক্ষঃ চিরিয়া হৃদয়ের কৌস্তুভ-রত্ন হরণ করিতে দিলাম, কিন্তু আজি তাহার চৌরকে অভিশাপে দগ্ধ করিতে বসিয়াছি। আজি যাহা হৃদয়ের অনুযোগে প্রকাশ করিতেছি, তাহাই যদি তখন কার্য্যে দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলেই হৃদয়ের যোগ্য জিঘাংসাসাধন করিতে পারিতাম। তখন আমি মূঢ় ও কাপুরুষ হইয়া বসিয়াছিলাম, সুতরাং লজ্জিত, অনুতপ্ত এবং উন্মত্ত হইয়া, মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

কুলাচার্য্য তরঙ্গিণীর উত্তর প্রত্যাশায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। আমিও ভাবিতে লাগিলাম, তরঙ্গিণী সম্ভ্রমরক্ষার্থে এই সময়েই তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিবেন অথবা আমার পক্ষ সমর্থনে যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা এই সময়েই প্রকাশ করিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই,

শুনিলাম, তিনি ক্ষীণ ও মৃদুকণ্ঠে বলিতেছেন, 'হাঁ, করিব।' কুলপাবনও তাহাই বলিলেন। তখন পরস্পরের গলমাল্য পরিবর্ত্তিত হইল, উভয়েই অনন্ত অক্ষয় বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। সম্প্রদান আসনে আসীন হইবার নিমিত্ত, বর, বধূজনের হস্তধারণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি স্বকীয় হস্ত বক্ষঃস্থলে আবদ্ধ করিয়া, মাতার অঙ্কে অচেতন হইয়া পড়িলেন।—সেই কুলিশোপম 'হাঁ' বাক্য বিনির্গমনের পর আমার অবস্থা চিন্তা করুন, তাহাতে আমার যাবদীয় আশায় জলাঞ্জলি দিলাম, তরঙ্গিণীর প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইল এবং আমি চিরদিনের নিমিত্ত সুখের মুখাবলোকনে বঞ্চিত হইলাম। তখন হৃদয় উচ্ছৃঙ্খলভাবে উদ্বেলিত ও আকুলিত; ভাবিলাম, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য কর্ত্তৃক এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছি, জগৎপ্রাণ সমীরণ প্রশ্বাস প্রদানে এবং ভূতশ্রেষ্ঠ বরুণদেব, অশ্রুর নিমিত্তেও, বিন্দুমাত্র বারিদানে অস্বীকৃত হইয়াছেন; কেবলমাত্র দেব হুতাশনই প্রচণ্ড কোপ-ঈর্ষা বিতরণ করিয়া, আমার দগ্ধ হৃদয়-পরিতৃপ্তির প্রয়াস পাইতেছেন। —তরঙ্গিণীর মূর্চ্ছাভাবে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। তরঙ্গিণীর মাতা তরঙ্গিণীকে বীজন করিবার অভিপ্রায়ে, যেমন তাঁহার অঙ্গবসন উন্মোচন করিবেন, অমনই দেখিতে পাইলেন, তরঙ্গিণীর বক্ষোবসনে একখানি সংবদ্ধ লিপি রহিয়াছে। দেখিয়াই, কুমার কুলপাবন সেই খানি গ্রহণ করিলেন এবং দীপালোকে পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠানন্তর স্বকীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বিষম চিন্তাভারে তাঁহার হৃদয় আক্রান্ত হইল, আপাতপরিণীতা ভার্য্যার স্বাস্থ্যলাভে বিন্দুমাত্রও মনোযোগী হইলেন না।

এই সর্ব্বান্তরস্পর্শী ভয়বিস্ময়ে আমি তথা হইতে প্রস্থান করিলাম, কেহ দেখিতে পাইল কি না, বলিতে পারি না। দৃষ্টিগোচর হইলেও, ভাবিয়াছিলাম, ঘোরতর অপ্রধৃষ্য অত্যাচার সাধন করিব—বধাসহস্তা কুমার কুলপাবনের এবং তৎকালে বিসংজ্ঞ সেই অবিশ্বাসিনীর শাস্তি-বিধান করিয়া, হৃদয়ের প্রচণ্ড কোপহলাহল জগতীতলে বিকীর্ণ করিব। কিন্তু ইহা অপেক্ষা যদি অন্য কোন দুর্দ্দশা ধরণীতলে বিদ্যমান থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভাগ্যদেবী আমার নিমিত্ত সেই দুর্দ্দশাই সঙ্কলন

করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে, আমাকে যে বিবেকবৃত্তি একখানে ত্যাগ করিয়াছিল, এই সময়ে তাহা পুনর্জ্জীবিত হইল। আমার সেই নির্ম্মম অবাস্তিযুগলের প্রতিহিংসা গ্রহণের পরিবর্ত্তে, তাহাদিগকে যে ভাগ্যের অঙ্কে অবস্থাপিত করিতে পারিতাম, স্বয়ং তাহা অপেক্ষাও পাষাণ-পরুষ দুর্ভাগ্যের উৎসঙ্গে অধিষ্ঠিত হইলাম; কারণ, ভাববাহী সুদীর্ঘ জীবনের নিকট আকস্মিক মৃত্যু কি? সংক্ষেপে, আমি সেই শোকভবন ত্যাগ করিলাম। যে স্থানে ব্রাহ্মণের নিকট আমার অশ্বতর রাখিয়া গিয়াছিলাম, সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া, অশ্বতর আরোহণ করিলাম এবং সর্ব্ববিধ শোকসন্তপ্ত, সর্ব্বস্বাপহৃত, শ্মশানবাসেচ্ছু মহারাজ দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্রের ন্যায়, নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম, পশ্চাদবলোকনে ও অণুমাত্রও সাহস হইল না। প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, রজনীর ঘোরান্ধকারে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন, শান্তির সুবিশাল রাজ্য চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত। সেই স্থানে আসিয়াই বোধ হইল যেন, শান্তিদেবী শ্রবণকুতূহলী হইয়া, আমার বিলাপ-লহরীকে অনবরত আহ্বান করিতেছেন। তখন আমি শত সহস্র দুর্ব্বাক্য ও ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিয়া, তরঙ্গিণী ও কুলপাবনকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। হায়! তাহারাই যেন তৎকালে আমার মর্ম্মভেদী যাতনায় শান্তিবারি বর্ষণ করিতে লাগিল।—আমি তরঙ্গিণীকে নিষ্ঠুর অবিশ্বাসিনী ও কৃতঘ্ন বলিয়া গালি দিলাম। বিশেষতঃ আমার বিপক্ষের বিত্তবলোভে যখন তাঁহার স্নেহ আমা হইতে অন্তরিত হইল, তখন তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অর্থলোভিনী বলিয়াই অধিক অনুযোগ করিলাম। কিন্তু এই সকল দুর্ব্বাক্য ও কটূক্তির মধ্যেও, জনক জননীর নিকট তাঁহার অসামান্য বশী-ভূততা স্বীকারের নিমিত্ত, আবার সময়ে সময়ে তাঁহার প্রতি ক্ষমার উদ্রেক হইয়া, কথঞ্চিৎ মনে স্থৈর্য্যলাভ করিলাম। বিশেষতঃ যখন তাঁহারা পতি নির্ব্বাচনেও এরূপ অপ্রহত বলপ্রয়োগ করিতে পারিলেন, তখন আরও অধিক বিস্মিত হইলাম। তদনন্তর ইহাও বিবেচনা করিলাম, প্রতিশ্রুতিভঙ্গের নিমিত্ত তরঙ্গিণীর লজ্জিত হইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। যদি কুমার কুলপাবনের প্রস্তাব না হইত, তাহা হইলে আমা ব্যতীত আর কেহই তাঁহার পিতামাতার মনোনীত হইত না।

প্রতিযোগী কুলপাবনকে বরমালা প্রদান করিবার অচিরপূর্ব্বেও তরঙ্গিণী যেরূপ মুক্তকণ্ঠে আমাকে হৃদয়েশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও বিবেচনা করিলাম। ফলতঃ আমি সর্ব্বশেষে স্থির করিলাম, তরঙ্গিণীর দুরাকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা তরঙ্গিণীর প্রেমপ্রগাঢ়তা অল্প, তজ্জন্যই তিনি যে অঙ্গীকারে একদিন তাঁহার আশাকে বৃথা আশ্বাসিত ও আমার প্রণয়বৃত্তিকে পরিপোষিত করিয়াছিলেন, সেই অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়াছেন।

রজনীর শেষভাগে, এই দুরন্ত হৃদি-তাড়নায়, আমি অবিরত গমন করিতে লাগিলাম এবং অরুণোদয়ে এই গিরিকাননে আসিয়া উপনীত হইলাম। কোন পথ না পাইয়া, ইহাতে তিন দিন ভ্রমণ করিয়া, সন্নিহিত এক উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কতকগুলি মেষরক্ষকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গিরিকাননের মধ্যে কোন্ অংশ সর্ব্বাপেক্ষা বন্ধুর ও লোকশূন্য। আমি প্রথমে আসিয়া যে স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহারা আমাকে সেই স্থান দেখাইয়া দিল। অবশিষ্ট জীবনকাল সেই স্থানেই অতিপাত করিতে মনস্থ করিলাম। আমার অশ্বতর ক্ষুধা ও ক্লান্তি হেতু অথবা সম্ভবতঃ আমার ন্যায় অনাবশ্যক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত, সেই স্থানেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। আমিও, ক্ষুৎক্ষাম ও ক্লান্ত হইয়া, শান্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, অথবা এককালে উহাতে অনবধান থাকিয়া, বিসারিতদেহে সেই স্থানে শয়ন করিলাম। তখন বিন্দুমাত্রও জ্ঞানবোধ ছিল না, কতকগুলি মেষরক্ষককে নিকটে দেখিতে পাইলাম, অল্পসময়ে বুঝিলাম, তাহারাই আমার তদানীন্তন অভাব মোচন করিয়াছে, তাহাতেই আমি ক্ষুধাশূন্য। তাহারা আমাকে যে অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সেই সময়ে আমি যে অলৌকিক ও অভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়াছিলাম, সমস্তই তাহারা সবিস্তর বর্ণন করিল। সেই অবধি বুঝিয়াছি, আমি সর্ব্বক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকি না; পরন্তু কখন পরিচ্ছদ ও অঙ্গবসন ছিন্ন করিয়া, কখন এই নির্জ্জন গিরিকন্দরে উন্নতকণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া, কখন ভাগ্যকে শতধিক্কারে ধিক্কৃত করিয়া, কখন বা শত সহস্রবার জীবিতেশ্বরী তরঙ্গিণীর বৃথা নামোল্লেখ করিয়া, সহস্র সহস্র অযথাকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। যখন পুনরায় জ্ঞানলাভ করি, তখন এরূপ ক্লান্ত ও ব্যথিত হই যে, তৎকালে

আমার অঙ্গ পরিচালনের ক্ষমতা পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া যায়। এক শাল বৃক্ষের কোটর, আমার অধুনাতন আবাসস্থান—এই দুর্ভাগ্যের দেহভার ধারণে তাহাই যথেষ্ট।—মেষরক্ষকগণ, অসীম দয়ালুতা সহকারে, আমাকে খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকে—এই পর্ব্বতের প্রস্তরের উপরে অথবা যে স্থানে রাখিলে, আমি অনায়াসে দেখিতে পাইব, সেই স্থানে তাহারা তাহা রাখিয়া চলিয়া যায়, এমন কি, আমার মস্তিভ্রংশ সময়েও, অভাবচক্ষে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, আমি সেই সমস্ত অনায়াসে দেখিতে পাই। আমার সচেতনবস্থায় মেষপালগণ কর্ত্তৃক অবগত হইয়াছি, আমি কখন কখন সেই পথে আসিয়া থাকি এবং উহারা আমাকে মুক্তহস্তে যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সকল বলপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া থাকি। এইরূপে, আমি এই শোকাবহ জীবনভার অতিবাহন করিতেছি এবং করুণাময় পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া, যত দিন আমার এই জীবিতপ্রয়োজন পর্য্যবসান না করিবেন, অথবা যত দিন তরঙ্গিণীর নিরুপম সৌন্দর্য্যজাল ও অবিশ্বাস-পরায়ণতা এবং কুমার কুশপাবনের দুরন্ত বিশ্বাসঘাতকতা, আমার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত না হইবে, ততদিন আমি এই অবস্থায় কালাতিপাত করিব। অন্যথা—হে অধমতারণ দীননাথ। এ ঘোর ব্যবসায় হইতে, হতজীবিতকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার দ্বিতীয় শক্তি কোথায়?

ভদ্র মহাশয়গণ। ইহাই আমার অভূতপূর্ব্ব শোককাহিনী। করযোড়ে বিনীত বচনে, আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিতেছি, আমাকে পরামর্শ অথবা প্রবোধ প্রদান করিবার জন্য, আপনারা বৃথায়াস স্বীকার করিবেন না; প্রত্যাখ্যানকারী আতুরকে ঔষধি প্রদান করা অপেক্ষা, ইহা অধিক কার্য্যকর হইবে না। তরঙ্গিণীর বিচ্ছেদে আমি ইহ জীবনে স্বাস্থ্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছি। পাপীয়সী আমার হইয়া এবং হইবার কর্ত্তব্যতা বুঝিয়াও, যখন অপরকে আত্মসমর্পণ করিয়া চরিতার্থ হইল, তখন আমাকে এইরূপে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতে কেন নিষেধ করিবেন? বস্তুতঃ আমার ইচ্ছার তৃপ্তি সাধনেই আমার সন্তোষের সম্ভাবনা। পরিবর্ত্তনশীলতা দ্বারা তরঙ্গিণী যেমন আমাকে অপরিবর্ত্তনীয়রূপে বিনাশ করিয়াছে, আমিও সেইরূপ আমার জীবনের বিনাশ চেষ্টা দ্বারা তাহারই ইচ্ছার পরিতৃপ্তি সাধন করিব

এবং অবিশ্বাসভাজনগণের নয়ন সমীপে এই সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কদাপিয়ম করিব যে, প্রবোধ প্রাপ্তির সম্ভাবনা যে দুর্ভাগ্যকে বিন্দুমাত্রও সুখবিতরণ করিতে পারে না, পরন্তু সুমহান্ দুঃখ ও দুর্দশাসাগরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, আমিই সেই হতভাগ্য নরাধম। মহাশয়গণ! আমার অগাধ বিশ্বাস, করাল কালমুখে নিপতিত হইয়াও, আমি ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব না।

এই স্থানে নিশাপতি তাঁহার প্রেমদুঃখের সমাদর্শ গল্প শেষ করিলেন। আচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে প্রবোধচ্ছলে এই সময়ে, কয়েকটী কথা বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, কিন্তু এক অপরিচিত কণ্ঠস্বরে প্রতিরুদ্ধ হইলেন। কর্ণাশ্রিত হইয়া, সেই কণ্ঠধ্বনি যাহা প্রকটিত করিল, তাহা এই উপাখ্যানের সংযোগপর্ব্বে বর্ণিত হইবে। সুবিচক্ষণ ইতিহাসবেত্তা মিড্ হেমীট্ বেন্ এল্লিলী এই স্থানেই গিরিপর্ব্বের সমাপন করিয়াছেন। সুতরাং আমরা নিরুপায়!!

গিরিপর্ব্ব সমাপ্ত।